রামায়ণ

উত্তরকাণ্ড।

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ভঞ্জ মহাশয়ের

অনুমত্যনুসারে

শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

কলিকাতা

বাল্মীকি যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৮০৭।

দ্বিনবতিতম সর্গ।

অনন্তর রামের আদেশে এক কৃষ্ণসারসমানবর্ণ সুলক্ষণসম্পন্ন অশ্ব উন্মুক্ত হইল। লক্ষ্মণ ঋত্বিকগণের সহিত উহার রক্ষা বিধানার্থ নিযুক্ত হইলেন। রাম অশ্ব উন্মুক্ত করিয়া সসৈন্যে নৈমিষক্ষেত্রে গমন করিলেন। এবং অদ্ভুত যজ্ঞস্থান দর্শনে অতিশয় হৃষ্ট হইয়া উহার সৌন্দর্য্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। ঐ সময় দেশদেশান্তর হইতে রাজারা আসিয়া তাঁহাকে নানারূপ উপহার দিতে লাগিলেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন তাঁহাদের অভ্যর্থনায় নিযুক্ত। সুগ্রীবাদি বানরগণ বিপ্রগণকে অন্নপান পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। বিভীষণ ও অন্যান্য রাক্ষস উগ্রতপা ঋষিদিগের দাস্যে নিযুক্ত। সানুচর রাজগণের জন্য মহামূল্য পটমণ্ডপ নির্দ্দিষ্ট হইল। মহারাজ রামের অশ্বমেধ মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। এদিকে অশ্ব মহাবীর লক্ষ্মণের প্রযত্নে সুরক্ষিত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। তৎকালে যজ্ঞক্ষেত্রে কেবলই এই রব যে যাবৎ যাচকেরা না পরিতুষ্ট হয় তাবৎ তাহাদিগকে যথা ইচ্ছা অসঙ্কুচিত মনে দান কর। অর্থীদিগের ওষ্ঠ হইতে প্রার্থনাবাক্য নিঃসৃত

না হইতেই বানর ও রাক্ষসেরা নানা প্রকার খাণ্ডব ও অন্যান্য মিষ্ট সামগ্রী বিতরণ করিতে লাগিল। ফলত রামের যজ্ঞানুষ্ঠানকালে আর কাহাকেই দীন হীন ও মলিন দৃষ্ট হইল না। সকলেই হৃষ্ট পুষ্ট। যে সমস্ত চিরজীবি মুনিরা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কহিলেন, এরূপ ভুরিদানসহকৃত যজ্ঞ যে কখন হইয়াছে ইহা আমাদের স্মরণ হয় না। যে সুবর্ণের প্রার্থী সে সুবর্ণ পাইল। যে ধনের প্রার্থী সে ধন পাইল, যে রত্নের প্রার্থী সে রত্ন পাইল। ঐ যজ্ঞক্ষেত্রে নিরন্তর-দীয়মান ধন রত্ন ও বস্ত্রের পর্ব্বতপ্রমাণ স্তূপ চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল। ঋষিগণের মুখে কেবলই এই কথা আমরা ইন্দ্র চন্দ্র যম ও বরুণ কাহারই গৃহে এইরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কদাচ দেখি নাই। বানর ও রাক্ষস সর্ব্বত্র অবস্থিত। তাহারা হস্ত পরিপূর্ণ করিয়া অর্থীদিগকে অন্নবস্ত্র প্রদান করিতে লাগিল। এই রূপে রাজাধিরাজ রামের সম্বৎসরের অধিক কাল বিবিধ উপচারে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। এক দিনের জন্যও তাহার কোন বিষয়ে কিছুমাত্র অঙ্গবৈলক্ষণ্য কেহই দেখিতে পাইল না।

ত্রিনবতিতম সর্গ।

এই অশ্বমেধ যজ্ঞে মহর্ষি বাল্মীকি শিষ্যগণের সহিত উপস্থিত হইলেন। তিনি এই অত্যাশ্চর্য্য যজ্ঞ দর্শন করিয়া যথায় ঋষিগণ বাস করিয়া আছেন সেই স্থানে কয়েকটী কুটীর আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। অন্নপান ও ফলমূলপূর্ণ বহুসংখ্য শকট তাঁহার কুটীরের শোভাবর্দ্ধন করিতে লাগিল। এই অবসরে তিনি শিষ্য কুশীলবকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, তোমরা গিয়া পবিত্র ঋষিক্ষেত্র, বিপ্রালয়, রাজমার্গ, অভ্যাগত রাজগণের গৃহ, রাজদ্বার, যজ্ঞস্থান এবং বিশেষত যজ্ঞদীক্ষিত ঋষিগণের নিকট পরম উৎসাহে সমগ্র রামায়ণ কাব্য গান কর। এই কুটীরে এই সমস্ত পর্ব্বতজাত সুস্বাদু ফলমূল আছে তোমরা ইহাই ভক্ষণ পূর্ব্বক সর্ব্বত্র গান করিয়া বেড়াও। এই সমস্ত ফলমূল ভক্ষণ দ্বারা তোমাদের গীতশ্রমে শ্রান্তি বোধ হইবে না এবং তোমাদের কণ্ঠমাধুর্য্যও কিছুমাত্র পরিহীন হইবে না। যদি রাজা রাম গীত শ্রবণের নিমিত্ত উপবিষ্ট ঋষিগণের মধ্যে তোমাদিগকে আহ্বান করেন তাহা হইলে তোমরা

তথায় গিয়া রামায়ণ গান করিও। আমি পূর্ব্বে যেরূপ দেখাইয়া দিয়াছি তদনুসারে তোমরা প্রতি দিন শ্লোকবহুল বিংশতিসর্গমাত্র গান করিও। ধনতৃষ্ণায় অল্পমাত্রও লুব্ধ হইও না, যাহাদের আশ্রমে বাস ও ফলমূল আহার ধনে তাহাদের কি হইবে। যদি রাম তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন তোমরা কাহার পুত্র, তখন বলিও আমরা বাল্মীকির শিষ্য। এই তোমাদের সুমধুর বীণা, বীণাদণ্ডে এই সমস্ত ষড়্জাদি স্বরোদ্বোধক স্থান; তোমরা মূর্চ্ছনা সহকারে অক্লেশে গান করিও। দেখ রাজা ধর্ম্মানুসারে সকলেরই পিতা। তোমরা তাঁহাকে অবজ্ঞা না করিয়া আদিকাণ্ড হইতে গান আরম্ভ করিও। তোমরা কল্য প্রভাতে হৃষ্টমনা হইয়া তন্ত্রীলয়যোগে গান আরম্ভ করিও।

উদারহৃদয় মহর্ষি বাল্মীকি শিষ্যদ্বয়কে এইরূপ আদেশ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। কুশীলবও তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া স্বকুটীরে রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন।

চতুর্নবতিতম সর্গ

অনন্তর রজনী প্রভাত হইল। কুশীলব কৃতস্নান হইয়া হোম সমাপন পূর্ব্বক মহর্ষি বাল্মীকির প্রদর্শিত স্থানে গিয়া গান আরম্ভ করিলেন। রাম এই বালকদ্বয়ের মুখে এই বীণালয়যুক্ত দ্রুতমধ্যাদিবৃত্তিসহিত স্বরবিশেষশোভী অপূর্ব্ব পূর্ব্বচরিত, গীতি ও বাক্যের স্বরূপোচ্চারণ শ্রবণ করিয়া যার পর নাই কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন এবং যজ্ঞপ্রয়োগের বিরামকালে ঋষি, রাজা, বেদবিৎ পণ্ডিত, পৌরাণিক, শব্দবিৎ, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, স্বরলক্ষণজ্ঞ, সঙ্গীতশ্রবণলালস ব্রাহ্মণ, সামুদ্রিক লক্ষণজ্ঞ, সঙ্গীতশাস্ত্রনিপুণ, পুরবাসী, ছন্দোলক্ষণজ্ঞ, তালজ্ঞ, জ্যোতিষিক, কল্পসূত্রজ্ঞ, যজ্ঞাদিকার্য্যবিৎ, হেতুবাদপ্রয়োগসমর্থ বহুদর্শী তার্কিক, চিত্রকাব্যপ্রণেতা, সদাচারজ্ঞ ও বৈয়াকরণ ইহাঁদিগকে আনয়ন পূর্ব্বক ঐ দুই গায়ককে আহ্বান করিলেন। সঙ্গীত শুনিবার জন্য শ্রোতৃগণের মধ্যে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। ঐ দুই মুনিবালক সকলকে পুলকিত করিয়া গান আরম্ভ করিলেন। এই গীত অলৌকিক ও মধুর। শুনিয়া শ্রোতৃগণের শ্রবণেচ্ছা ক্রমশই বর্দ্ধিত

হইতে লাগিল। তৃপ্তির আর কিছুতেই অবসান হইল না। মুনি ও রাজগণ অতিশয় হৃষ্ট হইয়া ঐ দুই গায়ককে মুহুর্মুহু নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বোধ হইল যেন সকলে তাঁহাদিগকে চক্ষুদ্বারা পান করিতেছেন। তৎকালে পরস্পর এইরূপ করিতে লাগিলেন, দেখ, এই দুই মুনিবালক সর্ব্বাংশে মহারাজ রামেরই অনুরূপ, যেন সূর্য্যবিম্ব হইতে দ্বিতীয় সূর্য্যবিম্ব উদ্ধৃত হইয়াছে। যদি ইহাঁরা জটাবল্কলধারী না হইতেন তাহা হইলে আমরা রামের সহিত ইহাঁদের ইতরবিশেষ কিছুই বুঝিতে পারিতাম না।

মুনিবালকেরা পূর্ব্বসর্গ নারদোক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশতিসর্গ পর্য্যন্ত গান করিলেন। ভ্রাতৃবৎসল রাম অপরাহ্নে এই বিংশতিসর্গ শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, তোমরা এই দুই বালককে অষ্টাদশসহস্র নিষ্ক এবং আরও যা কিছু ইহাঁদের অভীষ্ট শীঘ্রই প্রদান কর। লক্ষ্মণ রামের আদেশমাত্র উহাঁদের প্রত্যেককে তাবৎ পরিমাণ অর্থ প্রদান করিলেন। কিন্তু কুশীলব অর্থ গ্রহণে অসম্মত হইলেন এবং বিস্মিত হইয়া কহিলেন, অর্থ লইয়া আমাদের কি হইবে। আমরা বনবাসী, বন্য ফলমূলে দিনপাত করিয়া থাকি, অর্থ লইয়া আমাদের কি হইবে।

তখন মহারাজ রাম ও অন্যান্য শ্রোতৃগণ উহাঁদের এই

কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত ও কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন। পরে রাম এই কাব্যের প্রাপ্তিবৃত্তান্ত জানিতে একান্ত উৎসুক হইয়া কহিলেন, মুনিবালক! এই কাব্য কত বড়? কাব্যকার মহর্ষির কোন্ দেশে বাস? এবং তিনি কে?

মুনিবালকেরা কহিলেন, রাজন্! ভগবান বাল্মীকি এই কাব্যের রচয়িতা। ইহার শ্লোকসংখ্যা চতুর্ব্বিংশৎ সহস্র এবং উপাখ্যান এক শত। ইহাতে আদি হইতে পাঁচ শত সর্গ ছয় কাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ডও নিবদ্ধ আছে। আমাদের গুরু মহর্ষি বাল্মীকি এই কাব্যে আপনারই চরিত্র রচনা করিয়াছেন। আপনার জীবনকালের যা কিছু শুভাশুভ ঘটনা ইহাতে তৎসমুদায় বর্ণিত আছে। এক্ষণে এই কাব্য শ্রবণে যদি আপনার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত যজ্ঞপ্রয়োগের বিরামকালে সুস্থ হইয়া শ্রবণ করুন।

তখন মহারাজ রাম ঐ দুই মুনিবালকের বাক্যে সম্মত হইয়া হৃষ্টমনে মহর্ষি বাল্মীকির নিকট গমন করিলেন, এবং অন্যান্য মুনি ও রাজগণের সহিত এই গীতিমাধুর্য্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া কর্ম্মশালায় প্রবিষ্ট হইলেন।

পঞ্চনবতিতম সর্গ

রাম বহুদিন ধরিয়া, মুনি ও রাজগণের সহিত কুশীলবের মুখে এই মধুর রামায়ণ গান শ্রবণ করিলেন এবং এই গীতি-প্রসঙ্গে কুশীলব সীতারই গর্ভজাত ইহা জানিতে পারিয়া, স্বেচ্ছাক্রমে শুদ্ধস্বভাব দূতগণকে সভামধ্যে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, তোমরা ভগবান বাল্মীকির নিকট গিয়া, আমার বাক্যানুসারে বল, যদি জানকী সচ্চরিত্রা হন, যদি তাঁহাতে কোনরূপ পাপস্পর্শ না হইয়া থাকে তাহা হইলে তিনি মহর্ষি বাল্মীকিরই আদেশে উপস্থিত হইয়া আত্মশুদ্ধি সম্পাদন করুন। আমি যেরূপ কহিলাম তোমরা এই বিষয়ে মহর্ষির অভিপ্রায় এবং আত্মশুদ্ধিকল্পে জানকীর ইচ্ছা সম্যক্ বুঝিয়া শীঘ্র আমাকে সংবাদ দেও। আমি সৌন্দর্য্যলোভে স্ত্রীর ব্যতিক্রমেও উপেক্ষা করিয়াছি আমার এই যে অযশ সর্ব্বত্র রটিয়াছে, এক্ষণে জানকী আমারই এই কলঙ্ক ক্ষালনের জন্য কল্য প্রভাতে আসিয়া সভামধ্যে শপথ করুন।

অনন্তর দূতেরা রামের এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র মহর্ষি বাল্মীকির নিকট উপস্থিত হইল এবং ঐ তেজঃপুঞ্জকলেবর

মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া রামের কথানুসারে সমস্তই কহিল। তখন মহর্ষি বাল্মীকি দূতমুখে রামের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া কহিলেন, দূতগণ! রামের যেরূপ অভিপ্রায় তাহাই হউক। স্ত্রীলোকের পতিই দেবতা, সুতরাং তিনি যাহা কহিয়াছেন জানকী তাহাই করুন।

পরে রাজদূতেরা রামের নিকট আসিয়া মহর্ষি বাল্মীকির অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। শুনিয়া রাম হৃষ্টমনে সভাস্থ মহর্ষি ও রাজগণকে কহিলেন, সশিষ্য ঋষিগণ এবং সানুচর রাজগণ, জানকীর শপথ এবং আত্মশুদ্ধির জন্য আর যা কিছু আবশ্যক, কল্য প্রভাতে আসিয়া প্রত্যক্ষ করুন।

শুনিবামাত্র ঋষিদিগের মধ্যে সাধুবাদ উত্থিত হইল। রাজগণ রামের বিস্তর প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিলেন, রাজন্! এইরূপ কার্য্য পৃথিবীর মধ্যে কেবল আপনাতেই সম্ভব।

অনন্তর মহারাজ রাম রাত্রিপ্রভাতে জানকীর পরীক্ষা হইবে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সভাস্থ সমস্ত লোককে বিদায় দিয়া গৃহপ্রবেশ করিলেন।

ষণ্ণবতিতম সর্গ

রাত্রি প্রভাত হইল। রাম যজ্ঞসভায় উপস্থিত হইয়া ঋষিগণকে আহ্বান করিলেন। তাঁহার আহ্বানে বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, দীর্ঘতমা, মহাতপা দুর্ব্বাসা, পুলস্ত্য, শক্তি, ভার্গব, বামন, দীর্ঘায়ু, মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গাল্য, গর্গ, চ্যবন, ধর্ম্মজ্ঞ শতানন্দ, তেজস্বী ভরদ্বাজ, অগ্নিতনয় সুপ্রভ, নারদ, পর্ব্বত ও গৌতম এই সমস্ত এবং অন্যান্য ঋষিরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। মহাবল রাক্ষস, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং দিকদিগন্তবাসী ব্রাহ্মণগণ আগমন করিলেন। সকলে এই অদ্ভুত শপথব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার জন্য পর্ব্বতবৎ নিশ্চল হইয়া কালপ্রতীক্ষা করিতেছে ইত্যবসরে মহর্ষি বাল্মীকি শীঘ্র জানকীর সহিত সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। জানকী রামকে হৃদয়ে অনুধ্যান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া সজল নয়নে অবনত মুখে মহর্ষির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিলেন। ব্রহ্মার অনুগামিনী বেদশ্রুতীর ন্যায় জানকীকে মহর্ষির পশ্চাতে আসিতে দেখিয়া চতুর্দ্দিকে সাধুবাদ উত্থিত হইল। সভাস্থ সকলে শোক দুঃখে

মাত্র আকুল হইয়া কোলাহল করিতে লাগিল। তৎকালে কেহ রামকে কেহ সীতাকে এবং কেহ বা উভয়কেই সাধুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহর্ষি বল্মীকি জানকীকে লইয়া এই জনসমূহের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক রামকে কহিলেন, রাজন্! এই তোমার পতিব্রতা ধর্ম্মচারিণী সীতা। তুমি লোকাপবাদভয়ে আমার আশ্রমের নিকট ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়াছিলে। এক্ষণে ইহাঁকে অনুমতি কর, ইনি, তোমার মনে আত্মশুদ্ধির প্রত্যয় উৎপাদন করিবেন। এই দুই যমজ কুশীলব জানকীর গর্ভজাত, আমি সত্যই কহিতেছি ইহারা তোমারই ঔরস পুত্র। দেখ আমি পুত্রপরম্পরায় প্রচেতা হইতে দশম। আমি যে কখনও মিথ্যা কহিয়াছি ইহা আমার স্মরণ হয় না। এক্ষণে আমার বাক্যে বিশ্বাস কর, ইহারা তোমারই ঔরস পুত্র। আমি বহুকাল তপস্যা করিয়াছি, এক্ষণে যদি জানকীর চরিত্রগত অণুমাত্রও ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে তবে আমায় যেন সেই সঞ্চিত তপস্যার ফলভোগ করিতে না হয়। আমি এ যাবৎকাল কায়মনোবাক্যে কখনও কোন পাপাচরণ করি নাই, এক্ষণে যদি জানকী নিষ্পাপ হন তবে সেই পাপ না করিবার ফল আমায় যেন ভোগ করিতে হয়। আমি শ্রোত্রাদি পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনে জানকীকে শুদ্ধচারিণী বুঝিয়া বন হইতে

লইয়া আসি। এক্ষণে এই পতিপরায়ণা তোমার মনে আত্মশুদ্ধির প্রত্যয় উৎপাদন করিবেন। আমি দিব্য-জ্ঞানে কহিতেছি। জানকী শুদ্ধস্বভাবা, তুমি ইহাঁকে পবিত্র জানিলেও কেবল লোকাপবাদে পরিত্যাগ করিয়াছ।

সপ্তনবতিতম সর্গ

রাম বাল্মীকির এই কথা শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনার বিশ্বাস্য বাক্যে যদিও জানকীকে শুদ্ধস্বভাবা বলিয়া বুঝিলাম, তথাচ আপনি যেরূপ করিতেছেন তাহাই হউক। পূর্ব্বে লঙ্কায় দেবগণের সমক্ষে জানকীর পরীক্ষা হইয়াছিল। ইনি তথায় শপথও করিয়াছিলেন; সেই জন্য আমি ইহাঁকে গৃহে লইয়া ছিলাম, কিন্তু লোকাপবাদ বড় প্রবল, আমি সেই কারণে জানকীকে পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি ইহাঁকে নিষ্পাপ জানিলেও কেবল লোকাপবাদভয়েই পরিত্যাগ করিয়াছি। অতএব আপনি আমায় রক্ষা করুন। এই যমজ কুশীলব আমারই পুত্র ইহা আমি জানি। এক্ষণে শুদ্ধচারিণী জানকীর উপর আমার পূর্ব্ববৎ প্রীতি সঞ্চারিত হউক।

সীতার এই শপথপ্রসঙ্গে সুরগণ সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আদিত্য, বসু, রুদ্র, বিশ্বদেব, মরুৎ ও সাধ্যগণ এবং নাগ, সুপর্ণ ও সিদ্ধগণ আগমন করিয়াছেন। রাম ইহাঁদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত

পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, ঋষিগণের বিশুদ্ধ বাক্যে সীতার প্রতি আমার বিশ্বাস হইয়াছে। ইনি জগতের মধ্যে শুদ্ধচারিণী। এক্ষণে ইহাঁর প্রতি আমার পূর্ব্ববৎ প্রীতি সঞ্চারিত হউক।

ঐ সময় দিব্যগন্ধ মনোহর পবিত্র বায়ু বহমান হইল। বায়ুর স্পর্শসুখে সভাস্থ সকলে পুলকিত হইয়া উঠিল এবং ত্রেতাযুগের বায়ু সত্যযুগের ন্যায় সুখস্পর্শ, এই ভাবিয়া বিস্ময়ের সহিত বায়ুর এই অচিন্ত্য ও অদ্ভুত সঞ্চরণ পরীক্ষা করিতে লাগিল। এই অবসরে কাষায়বসনা জানকী কৃতাঞ্জলিপুটে অধোমুখে কহিলেন; আমি রাম ব্যতীত যদি অন্য কাহাকেও মনেতে স্থান না দিয়া থাকি তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। যদি আমি কায়মনোবাক্যে রামকে অর্চ্চনা করিয়া থাকি তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। আমি রামের পর আর কাহাকেই জানি না যদি এই কথা সত্য বলিয়া থাকি তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি।

জানকী এইরূপ শপথ করিতেছেন ইত্যবসরে সহসা রসাতল হইতে এক দিব্য সিংহাসন উত্থিত হইল। দিব্যরত্নসুশোভিত তক্ষক প্রভৃতি নাগেরা উহা মস্তকে ধারণ

করিয়া আছে এবং উহা অপূর্ব্ব ও সুসজ্জিত। দেবী পৃথিবী বাহুপ্রসারণ পূর্ব্বক জানকীরে লইয়া ঐ সিংহাসনে বসাইলেন। সিংহাসন সহসা রসাতলে প্রবেশ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে দেবগণ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অন্তরীক্ষ হইতে অবিচ্ছিন্ন পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইল। যজ্ঞবাটস্থিত ঋষি ও রাজগণ যার পর নাই বিস্মিত হইলেন। ভূলোক ও দ্যুলোকে স্থাবর জঙ্গম সমস্ত জীব, মহাকায় দানব ও পাতালবাসী পন্নগদিগের মধ্যে কেহ হৃষ্টমনে কোলাহল করিতে লাগিল, কেহ এই অদ্ভুত ব্যাপার চিন্তা করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ বা বিমোহিত হইয়া কখন রাম ও কখন বা সীতাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ফলত ঐ সময় সমস্ত জগৎ যেন মোহাচ্ছন্ন হইয়া রহিল।

অষ্টনবতিতম সর্গ।

জানকী রসাতলে প্রবেশ করিলে মুনিগণ রামকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন রাম দীক্ষাকালে গৃহীত দণ্ডকাষ্ঠে ভরদিয়া দুঃখিত মনে জলধারাকুললোচনে অধোমুখে রোদন করিতে ছিলেন। তিনি এইরূপে বহুক্ষণ রোদন পূর্ব্বক শোক ও ক্রোধে আকুল হইয়া কহিলেন, আমি সমক্ষে মূর্ত্তিমতী শ্রীর ন্যায় সীতাকে অন্তর্ধান হইতে দেখিলাম, এই জন্য অভূতপূর্ব্ব শোক আমায় অভিভূত করিতেছে। পূর্ব্বে রাবণ সমুদ্রপারে লঙ্কায় সীতাকে লইয়া যায়, আমি তথা হইতেও তাঁহাকে আনিয়া ছিলাম, পাতালের কথা তো সামান্য। দেবি বসুন্ধরে! আমার সীতাকে আনিয়া দেও. তুমি তো আমায় জানই, সীতাকে না পাইলে আমি তোমার প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন করিব। তুমিই আমার শ্বশ্রূ, পূর্ব্বে রাজর্ষি জনক হলকর্ষণ করিতে গিয়া তোমার বক্ষ হইতে সীতাকে উদ্ধার করেন। এক্ষণে হয় সীতাকে দেও, নয় বিদীর্ণ হও আমি পাতালতলে বা স্বর্গে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত বাস করিব। তুমি সীতাকে শীঘ্র আন, আমি তাঁহার জন্য উন্মত্ত হইয়াছি। তিনি যেমন ছিলেন ঠিক্ সেই রূপ অবিকৃত অব-

স্থায় যদি তুমি তাঁহাকে রসাতল হইতে না আনিয়া দেও তাহা হইলে আমি তোমায় পর্ব্বত বনের সহিত নির্ম্মূল করিব। এক্ষণে পৃথিবী বিনষ্ট হউক এবং সমস্ত জলময় হইয়া যাক্।

অনন্তর সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা ক্রোধমূর্চ্ছিত শোকাকুল রামকে কহিলেন, রাম! তুমি সন্তপ্ত হইও না, এক্ষণে স্বীয় পূর্ব্বভাব এবং দেবগণের সহিত মন্ত্রণার কথা মনে করিয়া দেখ। আমি ইহা তোমায় স্মরণ করাইয়া দিতেছি না কিন্তু তুমি যে স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার তাহা আপনিই স্মরণ করিয়া দেখ। সীতা সাধ্বী ও সচ্চরিত্রা এবং তোমাতে একান্তই অনুরাগিণী। তিনি তোমার আশ্রয়রূপ তপস্যার বলে পরম সুখে নাগলোকে যাত্রা করিয়াছেন। স্বর্গে পুনরায় তোমার সহিত তাঁহার সমাগম হইবে। এক্ষণে এই সভামধ্যে আমি যাহা কহিতেছি শুন। এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য রামায়ণ নিঃসন্দেহ তোমার সমস্ত বিষয় সবিস্তরে ব্যাখ্যা করিবে। তোমার জন্ম হইতে যা কিছু সুখদুঃখ ঘটিয়াছে এবং সীতার রসাতলপ্রবেশের পরেও যা কিছু ঘটিবে সমস্তই মহর্ষি বাল্মীকি ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই রামায়ণ আদি কাব্য। রাম! তোমাতেই সমস্ত গুণ প্রতিষ্ঠিত, কাব্যে বর্ণনীয় যশের আধার তোমা ব্যতীত

আর কেহই নাই। তোমার চরিত্র অতি বিচিত্র। এই কাব্য পূর্ব্বে আমি সুরগণের সহিত শুনিয়াছি। ইহা দিব্য অদ্ভুত সত্য ও প্রলাপরহিত। এক্ষণে তুমি মনঃসমাধান পূর্ব্বক ইহার শেষ অংশ শ্রবণ কর। এই শেষাংশের নাম উত্তর কাণ্ড। তুমি ঋষিগণের সহিত তাহা শ্রবণ কর। তুমি পরম রাজর্ষি। তোমা ব্যতীত আর কেহই এই কাব্য শ্রবণ করিবার উপযুক্ত নয়।

ত্রিভুবনপতি ব্রহ্মা এই বলিয়া সবান্ধব দেবগণের সহিত দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। সভাস্থ যে সমস্ত ব্রহ্মলোক-লাভের উপযুক্ত ঋষি ব্রহ্মার অনুগমন করিতে ছিলেন তাঁহারা ব্রহ্মারই অনুজ্ঞাক্রমে উত্তরকাণ্ড শুনিবার জন্য পুনরায় ফিরিলেন। তখন রাম ব্রহ্মার এইরূপ কথা শুনিয়া মহর্ষি বাল্মীকিকে কহিলেন, ভগবন্! এই সমস্ত ব্রহ্মলোকার্হ ঋষি আমার ভবিষ্যৎ চরিত শুনিতে একান্ত উৎসুক হইয়াছেন, অতএব আগামী কল্য হইতে তাহা আরম্ভ করুন।

অনন্তর রাম সভাস্থ সমস্ত লোককে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কুশীলবকে লইয়া বাল্মীকির পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন এবং সীতার শোকে অতিমাত্র কাতর হইয়া তথায় রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন।

একোনশততম সর্গ।

রাত্রি প্রভাতে রাম ঋষিগণকে আনয়ন পূর্ব্বক পুত্র কুশী-লবকে কহিলেন, এক্ষণে তোমরা নিঃশঙ্ক চিত্তে উত্তরকাণ্ড আরম্ভ কর। মহাত্মা ঋষিগণ স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং কুশীলব গান করিতে লাগিলেন।

সীতা স্বীয় সত্যের বলে রসাতলে প্রবেশ করিলে রাম যজ্ঞ সমাপন পূর্ব্বক অতিশয় বিমনা হইলেন। তিনি জানকী বিরহে জগৎ শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার শোক ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিল। মনে কিছুতেই শান্তিলাভ হইল না। পরে তিনি অভ্যাগত রাজগণ, বানর ও রাক্ষসগণ এবং আর আর সকল লোককে প্রচুর সম্মান ও ধনদান সহকারে বিদায় দিয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। সীতাচিন্তা তাঁহার হৃদয়ে সতত জাগরূক। সীতাকে বিসর্জ্জন করিবার পর তিনি আর ভার্য্যান্তর গ্রহণ করেন নাই। প্রত্যেক যজ্ঞ-দীক্ষাকালে কনকময়ী জানকী তাঁহার পত্নী হইতেন। ক্রমশঃ রাম বহুসহস্র বৎসর যজ্ঞ করিলেন। রাজপেয়, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র ও গোসব প্রভৃতি যজ্ঞ ভূরি দক্ষিণাদান সহকারে

মহা সমারোহে সম্পন্ন করিলেন। এই রূপে ধর্ম্মানুষ্ঠান ও রাজ্যপালন করিতে রামের বহুকাল অতীত হইয়া গেল। রাক্ষস, বানর ও ভল্লুক তাঁহার আজ্ঞাবহ। দিকদিগন্তের রাজগণ তাঁহার আজ্ঞাবহ। তাঁহার শাসনকালে পর্জ্জন্য দেব যথাসময়ে বৃষ্টি করিতেন, অন্নকষ্ট কাহারই ছিল না; দিক সকল নির্ম্মল, নগর ও গ্রামের সকল লোকই হৃষ্ট পুষ্ট ; ব্যাধি কি অকাল মৃত্যু কাহারই ছিল না।

অনন্তর বহুবর্ষের পর যশস্বিনী কৌশল্যা পুত্র ও পৌত্র রাখিয়া দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার পর সুমিত্রা ও কৈকেয়ীরও মৃত্যু হইল। ইহাঁরা সঞ্চিত পুণ্যবলে স্বর্গলাভ করিলেন এবং রাজা দশরথের সহিত সমাগত হইয়া হৃষ্ট মনে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাম এই মাতৃগণের উদ্দেশে ও পিতৃকৃত্যে বর্ষে বর্ষে তাপস ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর অর্থদান করিতেন। এবং পিতৃ ও দেবগণকে তৃপ্ত করিয়া অনেক যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

শততম সর্গ।

কিয়ৎকাল অতীত হইয়া গেল। একদা কেকয়রাজ যুধাজিৎ রামকে প্রীতির উপহার দিবার জন্য দশ সহস্র অশ্ব, কম্বল, চিত্রবস্ত্র, নানাবিধ রত্ন ও উৎকৃষ্ট আভরণের সহিত অঙ্গিরাতনয় গুরু মহর্ষি গর্গকে মহাত্মা রামের নিকট প্রেরণ করিলেন। মহর্ষি গর্গ যুধাজিতের প্রেরিত ধনরত্নের সহিত উপস্থিত শুনিয়া, ধীমান রাম অনুজগণের সহিত ক্রোশমাত্র তাঁহার প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতিকে পূজা করেন সেই রূপ তাঁহার পূজা করিলেন। তিনি মহর্ষিকে পূজা ও মাতুলপ্রেরিত ধনরত্ন গ্রহণ করিয়া যুধাজিতের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল প্রশ্ন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনি বাগ্মী এবং সাক্ষাৎ বৃহস্পতি। এক্ষণে যাহার কারণে আপনার আগমন, বলুন আমার সেই মাতুল কি বলিয়াছেন।

অনন্তর গর্গ কহিলেন, রাজন্! তোমার মাতুল যুধাজিৎ স্নেহসহকারে যাহা কহিয়াছেন শুন। সিন্ধুনদের উত্তর পার্শ্বে ফলমূলবহুল পরমশোভন একটী প্রদেশ আছে। গন্ধর্ব্বরাজ শৈলূষের পুত্র তিন কোটী সমরপটু গন্ধর্ব্ব তাহা রক্ষা করিয়া থাকে। তুমি ঐ সকল গন্ধর্ব্বকে পরাজয় করিয়া ঐ প্রদেশ

অধিকার কর। এই কার্য্যের যোগ্য তোমা ব্যতীত আর কাহাকেও দেখি না। আমার এই প্রস্তাব অহিতকর নহে। তুমি ইহার জন্য প্রস্তুত হও।

রাম মাতুলের বাক্যে সম্মত হইয়া ভরতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে প্রীতমনে মহর্ষি গর্গকে কহিলেন, ভগবন্! এই তক্ষ ও পুষ্কল ভরতেরই পুত্র। ইহাঁরা যুধাজিতের প্রযত্নে রক্ষিত হইয়া ধর্ম্মানুসারে ঐ গন্ধর্ব্বদেশ শাসন করিবেন। এই দুই বীর সসৈন্যে ভরতকে অগ্রে লইয়া গন্ধর্ব্বগণকে বিনাশ পূর্ব্বক তথায় দুইটী পুর স্থাপন করিবেন। ধার্ম্মিক ভরত পুত্রদ্বয়কে ঐ পুরের শাসনভার অর্পণ করিয়া পুনরায় আমার নিকট আসিবেন।

অনন্তর ভরত শুভনক্ষত্রযোগে মহর্ষি গর্গকে অগ্রে লইয়া সসৈন্যে পুত্রদ্বয়ের সহিত নির্গত হইলেন। দেবগণের দুর্দ্ধর্ষ, ইন্দ্রানুগত দেবসেনার ন্যায় রামানুগত সৈন্য দুই তিন দিবসের পথ তাঁহার অনুসরণ পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইল। মাংসাশী সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি দারুণ হিংস্র জন্তু এবং খেচর গৃধ্রগণ গন্ধর্ব্বগণের রক্তমাংসের প্রত্যাশায় দলে দলে সৈন্যের অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। এই রূপে সকলে অর্দ্ধমাসকাল নির্ব্বিঘ্নে সুদীর্ঘ পথ পর্য্যটন পূর্ব্বক কেকয়রাজ্যে উপস্থিত হইল।

একাধিকশততম সর্গ।

কেকয়রাজ যুধাজিৎ ভরতকে যুদ্ধসজ্জায় মহর্ষি গর্গের সহিত উপস্থিত দেখিয়া যার পর নাই প্রীত হইলেন। পরে তিনি এবং ভরত সমরনিপুণ বলবাহনের সহিত শীঘ্র গিয়া গন্ধর্ব্বনগর অবরোধ করিলেন। মহাবল গন্ধর্ব্বগণ যুদ্ধার্থ চতুর্দ্দিকে সিংহনাদ করিতে লাগিল এবং উভয় পক্ষে লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সাত রাত্রি অতীত হইয়া গেল, কিন্তু কোন পক্ষেরই জয় বা পরাজয় হইল না। চতুর্দ্দিকে রক্তনদী প্রবাহিত; শক্তি খড়্গ ও ধনু এবং মৃতদেহ ঐ স্রোতে ভাসিতে লাগিল। এই অবসরে মহাবীর ভরত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গন্ধর্ব্বগণের প্রতি সংবর্ত্ত নামে দারুণ কালাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ঐ তিন কোটী গন্ধর্ব্ব ক্ষণকাল মধ্যে ঐ কালপাশে বদ্ধ ও নিহত হইল। ফলত এইরূপ অদ্ভুত যুদ্ধকাণ্ড দেবতারাও কখন দেখেন নাই।

অনন্তর ভরত দুই পুত্রকে দুইটী নগরে স্থাপন করিলেন। তিনি তক্ষশিলায় তক্ষকে এবং পুষ্কলাবতে পুষ্কলকে প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই দুই গন্ধর্ব্বদেশ ধনধান্যপূর্ণ ও কাননশোভিত।

সমৃদ্ধিগুণে যেন পরস্পর পরস্পরকে স্পর্দ্ধা করিতেছে। তথায় ক্রয় বিক্রয় ব্যবহার ন্যায়সঙ্গত। আপণশ্রেণী, উৎকৃষ্ট গৃহ, সপ্ততল প্রাসাদ, দেবমন্দির এবং তাল তমাল তিলক ও ও বকুল বৃক্ষে ঐ স্থান যার পর নাই সুশোভিত। ভরত ঐ দুই পুর স্থাপন এবং পুত্রদ্বয়ের প্রতি তাহার শাসনভার অর্পণ পূর্ব্বক পাঁচ বৎসরের পর পুনর্ব্বার অযোধ্যায় আগমন করিলেন এবং ইন্দ্র যেমন ব্রহ্মাকে প্রণিপাত করেন সেইরূপ মূর্ত্তিমান ধর্ম্মের ন্যায় অবস্থিত রামকে প্রণিপাত করিয়া আদ্যোপান্ত গন্ধর্ব্ববধবৃত্তান্ত এবং পুরস্থাপনের বিষয় নিবেদন করিলেন।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ

রাম এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তোমার পুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুকে আমি রাজ্যে অভিষেক করিব। এক্ষণে কোন্ দেশে ইহাদিগকে অভিষিক্ত করা আবশ্যক তাহা স্থির কর। যথায় রাজগণের কোনরূপ বাধা না জন্মে, আশ্রম সকল নষ্ট না হয়, আর আমরাও কোন বিষয়ে কাহারও নিকট কোনও রূপে অপরাধী না হই এবং যাহা রমণীয় ও অসংকীর্ণ এইরূপ কোন দেশ নির্দ্ধারণ কর।

ভরত কহিলেন, আর্য্য! কারুপথ দেশ সুদৃশ্য ও স্বাস্থ্যকর। কুমার অঙ্গদের রাজ্য তথায় স্থাপিত হউক। আর চন্দ্রকেতুর জন্য চন্দ্রকান্ত দেশ নির্দ্দিষ্ট হউক।

রাম ভরতের কথায় সম্মত হইলেন এবং কারুপথ দেশ স্ববশে আনয়ন করিয়া অঙ্গদের জন্য অঙ্গদীয়া নামে এক রমণীয় পুরী প্রতিষ্ঠিত করিলেন। আর মহাবীর চন্দ্রকেতুর জন্য মল্লভূমিতে চন্দ্রকান্ত নামে খ্যাত অমরাবতীর তুল্য এক পুরী সন্নিবেশিত করিলেন। পরে তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত

হইয়া পরম প্রীতি সহকারে অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুকে রাজ্যে অভিষেক করিলেন। কারুপথ পশ্চিমে ও চন্দ্রকান্ত উত্তর দিকে অবস্থিত। লক্ষ্মণ অঙ্গদের এবং ভরত চন্দ্রকেতুর সমভিব্যাহারে চলিলেন। পরে লক্ষ্মণ এক বৎসর অঙ্গদীয় পুরীতে বাস করিয়া পশ্চাৎ অযোধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং ভরতও বৎসরাধিক কাল চন্দ্রকান্ত পুরীতে বাস করিয়া রামের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে রাজ্যশাসন ও ধর্ম্মকার্য্যপ্রসঙ্গে তাঁহাদের পরমায়ু একাদশ সহস্র বৎসর অতীত হইল।

ত্র্যধিকশততম সর্গ।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে স্বয়ং কাল তাপসরূপে রাজদ্বারে উপস্থিত। তিনি আসিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, আমি মহর্ষি অতিবলের দূত। কোন কার্য্যপ্রসঙ্গে রামের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিয়াছি।

লক্ষ্মণ দ্রুতপদে রামের নিকট গিয়া কহিলেন, রাজন্! আপনার ধর্ম্মবলে উভয়লোক আয়ত্ত হউক। এক্ষণে তপঃ-প্রভাবে সূর্য্যপ্রভ এক মুনিদূত আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিয়াছেন। রাম কহিলেন, বৎস! মুনির আজ্ঞা-বহ দূতকে তুমি শীঘ্রই আনয়ন কর।

অনন্তর লক্ষণ মহর্ষি অতিবলের দূতকে লইয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। ঐ দূত স্বতেজে যেন সমস্ত দগ্ধ করিতেছেন। তিনি রামের নিকট গমন করিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, রাজন্! আপনার শ্রীবৃদ্ধি হউক। রাম তাঁহাকে অর্ঘ্যাদি দ্বারা যথোচিত সৎকার করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। বাগ্মী মুনিদূত স্বর্ণাসনে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি তো সুখে আসিয়াছেন? যাঁহার নিকট হইতে আপনার আগমন তাঁহার কি কথা আছে বলুন।

দূত কহিলেন, মহারাজ! যদি তুমি হিত আকাঙ্ক্ষা কর তাহা হইলে নির্জ্জনে এই বক্তব্য বিষয়টী শুনিতে হইবে। শুদ্ধ কেবল ইহাই নয়, আমাদের এই কথা যে শুনিবে বা যে মন্ত্রণাকালে আমাদিগকে দেখিবে সে তোমার বধ্য। মুনি আমাকে এই রূপই আদেশ করিয়াছেন। এক্ষণে যদি এইটী অঙ্গীকার কর তাহা হইলে বলি।

তখন রাম দূতের কথায় স্বীকার করিয়া মুনিদূতকে কহিলেন বৎস! তুমি দ্বাররক্ষককে বিদায় দিয়া স্বয়ং দ্বারে দণ্ডায়মান থাক। এই ঋষি ও আমার নির্জ্জনে যাহা কথা বার্ত্তা হইবে যদি কেহ তাহা দেখে বা শুনে সে আমার বধ্য হইবে।

এই বলিয়া রাম লক্ষ্মণকে দ্বারে রাখিয়া মুনিদূতকে কহিলেন, আপনার কি অভীষ্ট এবং আপনি যাঁহার প্রেরিত তাঁহারই বা কি অভীষ্ট আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে বলুন শুনিতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে।

চতুরধিকশততম সর্গ।

দূত কহিলেন, মহারাজ! আমি যে নিমিত্ত আসিয়াছি শুন। আমি সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার প্রেরিত, আমি তোমার পূর্ব্বাবস্থায় সঙ্কল্পোৎপন্ন পুত্র, আমার নাম সর্ব্ব-সংহারক কাল। প্রজাপতি ব্রহ্মা তোমাকে কহিয়াছেন তুমি লোক সকলকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে পর্য্যন্ত পৃথিবীতে বাস করিবার অঙ্গীকার কর তাহা পূর্ণ হইয়াছে। পূর্ব্বে তুমি স্বয়ংই স্বীয় সংহারশক্তিপ্রভাবে লোক সকল সংহার পূর্ব্বক মহা সমুদ্রে শয়ান থাক এবং সেই ক্ষণেই আমাকে সৃষ্টি করিয়াছ। পরে জলশায়ী প্রকাণ্ডদেহ অনন্তকে মায়াবলে সৃষ্টি করিয়া আর দুইটী জীবকে সৃষ্টি কর। ঐ দুই জীবের নাম মধু ও কৈটভ। ইহাদেরই মেদ ও অস্থি দ্বারা পৃথিবী মেদিনী ও পর্ব্বতপূর্ণা হন। তুমি স্বীয় নাভিদেশজাত সূর্য্য-প্রভ পদ্মে আমায় উৎপাদন করিয়া আমার প্রতি প্রজাপালন-ভার অর্পণ কর। তুমি জগতের পতি। আমি তোমার প্রভাবে প্রাজাপত্য লাভ করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিলাম। কিন্তু প্রজা সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের রক্ষা বিধানার্থ তোমার নিকট

এইরূপ প্রার্থনা করিলাম যখন তুমি আমায় সৃষ্টির উপযোগী বল প্রদান করিয়াছ তখন তুমিই এই সৃষ্টিকে রক্ষা কর। রক্ষাশক্তি তোমারই আছে, তুমি এই সনাতন দুর্দ্ধর্ষ স্বভাব হইতে ভূতগণের রক্ষা বিধানের জন্য বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হও। পরে তুমি অদিতির গর্ভে বীর্য্যবান পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ কর। তুমি ইন্দ্রাদির বীর্য্যবর্দ্ধন উপেন্দ্র। কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে তুমি তাঁহাদের বিশেষ সাহায্যে আইস। পরে প্রজাগণ রাবণের উৎপীড়নে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। তুমি সেই দুর্ব্বৃত্তকে বধ করিবার জন্য মনুষ্যরূপ ধারণে অঙ্গীকার কর এবং একাদশ সহস্র বৎসর পৃথিবীতে বাস করিবার নিয়ম করিয়া রাজা দশরথের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হও। এক্ষণে তোমার আয়ুস্কাল পূর্ণ হইয়াছে। এই জন্যই আমি সর্ব্বসংহারক কালকে তোমার নিকট প্রেরণ করিলাম। অতঃপর আরও যদি তোমার প্রজা রক্ষার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে তুমি পৃথিবীতে বাস কর। রাজন্! সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তোমাকে এইরূপই কহিয়াছেন। আর ইহাও কহিয়াছেন যদি সুরলোক পালনে তোমার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে দেবগণ তোমাকে পাইয়া নিশ্চিন্ত ও সনাথ হইবেন।

তখন রাম ব্রহ্মার এইরূপ কথা শুনিয়া সহাস্যমুখে কালকে কহিলেন, কাল! ভগবান ব্রহ্মার কথায় এবং তোমার আগ-

মনে আমি অতিমাত্র প্রীত হইলাম। ত্রিলোকের কার্য্য-সাধনার্থই আমার উৎপত্তি। তোমার মঙ্গল হউক, আমি যে স্থান হইতে আসিয়াছি এক্ষণে তথায় গমন করিব, সন্দেহ নাই। দেবগণের সকল কার্য্যে আমি ব্রহ্মার বশ-বর্ত্তী। এক্ষণে তোমার আগমন সম্পূর্ণই আমার অভিমত হইয়াছে।

পঞ্চাধিকশততম সর্গ।

রাম সর্ব্বসংহারক কালের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন ইত্যবসরে ভগবান দুর্ব্বাসা তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের অভিলাষে দ্বারদেশে উপস্থিত। তিনি আসিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, আমার কিছু কার্য্যবিঘ্ন ঘটিয়াছে, তুমি শীঘ্র রামের সহিত আমার দেখা করাইয়া দেও।

লক্ষ্মণ মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনার কি বক্তব্য? কি প্রয়োজন? কি করিব? আজ্ঞা করুন। আর্য্য রাম এক্ষণে কিছু ব্যস্ত আছেন, আপনি একটু অপেক্ষা করুন।

দুর্ব্বাসা লক্ষ্মণের এই কথায় ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং দীপ্ত চক্ষে যেন তাঁহাকে দগ্ধ করিয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি এখনই গিয়া রামকে বল। নচেৎ আমি সবংশে তোমাদের চার ভ্রাতার উপর এবং গ্রাম নগর, সকলেরই উপর অভিসম্পাত করিব, এক্ষণে কিছুতেই আমার ক্রোধ-সম্বরণ হইবে না।

তখন লক্ষ্মণ এই লোমহর্ষণ কথা শুনিয়া ভাবিলেন, সর্ব্বনাশ অপেক্ষা নয় আমারই মৃত্যু হউক। তিনি এইরূপ সংকল্প করিয়া রামকে গিয়া কহিলেন, রাজন্! মহর্ষি দুর্ব্বাসা উপস্থিত। তখন রাম কালকে বিদায় দিয়া বহির্গত হইলেন এবং দুর্ব্বাসার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! আপনার কি কার্য্য।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, রাজন্! শুন। আমি সহস্র বৎসর অনসনব্রত ধারণ করিয়া আছি। আজ তাহা সমাপ্তির দিন। এক্ষণে তোমার যা কিছু প্রস্তুত আছে আমাকে শীঘ্র ভোজন করাও।

রাম দুর্ব্বাসার বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার জন্য যথাসম্ভব ভক্ষ্য সামগ্রী আহরণ করিয়া দিলেন। দুর্ব্বাসা সেই অমৃতাস্বাদ অন্ন ভোজন করিয়া রামকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। দুর্ব্বাসা প্রস্থান করিলে সর্ব্বসংহারক কালের বাক্য রামের স্মরণ হইল। তিনি যার পর নাই দুঃখিত হইলেন। তাঁহার মুখে আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি দীনমনে অধোমুখে এই দারুণ ব্যাপার চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি কালের বাক্যানুসারে বুঝিলেন ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহার

বিনাশকাল উপস্থিত। ভাবিলেন অতঃপর আর আমার কিছুই থাকিবে না। তিনি এই স্থির করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

ষষ্ঠাধিকশততম সর্গ

মহারাজ রাম অতিমাত্র দীন ও নতশির। তিনি রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় অতিশয় মলিন। লক্ষ্মণ তাঁহার এইরূপ ভাবান্তর দেখিয়া হৃষ্টমনে কহিলেন, আর্য্য! আপনি আমার জন্য কিছুমাত্র সন্তপ্ত হইবেন না, কালকৃত গতিই এইরূপ। এক্ষণে স্বচ্ছন্দে আমায় পরিত্যাগ করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করুন। যাহারা প্রতিজ্ঞাপালনে বিমুখ তাহাদেরই নরক হয়। যদি আমার প্রতি আপনার প্রীতি থাকে, যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন আপনার উদ্দেশ্য হয় তবে আমায় অসঙ্কুচিত মনে পরিত্যাগ করিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষা করুন।

তখন রাম যার পর নাই ক্ষুব্ধ হইয়া মন্ত্রী ও পুরোহিত বসিষ্ঠকে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাদের সমক্ষে কালের নিকট আপনার প্রতিজ্ঞা এবং দুর্ব্বাসার আগমন বৃত্তান্ত সমস্তই কহিলেন। শুনিয়া বসিষ্ঠদেব কহিলেন, রাজন্! তোমার ভীষণ বিনাশ এবং লক্ষ্মণের নিহিত বিয়োগ আমি যোগবলে জানিয়াছি। কাল অতিমাত্র প্রবল। এক্ষণে তুমি লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ কর। দেখ প্রতিজ্ঞাভঙ্গে ধর্ম্মক্ষতি। ধর্ম্ম নষ্ট

হইলে স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব নিশ্চয়ই ধ্বংস হইবে। অতএব তুমি বিশ্ব রক্ষা করিবার জন্য লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ কর।

অনন্তর রাম বসিষ্ঠদেবের এই ধর্ম্মসঙ্গত কথা শুনিয়া সর্ব্বসমক্ষে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! আজ আমি তোমায় পরিত্যাগ করিতেছি। ধর্ম্মবিপর্য্যয় অত্যন্ত দোষাবহ, আপনার জনের পক্ষে ত্যাগ বা বধ উভয়ই সাধুগণের চক্ষে সমান।

তখন লক্ষ্মণ স্বগৃহে আর প্রবেশ না করিয়া জলধারাকুল লোচনে প্রস্থান করিলেন এবং সরযুতীরে উপস্থিত হইয়া আচমন পূর্ব্বক সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার রোধ করিলেন। তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস আর পড়িল না। ঐ সময় অপ্সরাদিগের সহিত ইন্দ্রাদি দেবতা ও মহর্ষিগণ যোগযুক্ত লক্ষ্মণকে আর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে না দেখিয়া তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে অদৃশ্যভাবে সশরীরে স্বর্গে লইয়া গেলেন। লক্ষ্মণ বিষ্ণুর চতুর্থ অংশ। দেবগণ ইহাঁকে পাইয়া পুলকিত মনে পূজা করিতে লাগিলেন।

সপ্তাধিকশততম সর্গ।

রাম লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া দুঃখ ও শোকে অতিশয় কাতর হইলেন এবং কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ, মন্ত্রী ও প্রকৃতিগণকে কহিলেন, আজ আমি ধর্ম্মবৎসল ভরতকে রাজ্যে অভিষেক করিব। আমি ইহাঁর হস্তে অযোধ্যার আধিপত্য দিয়া পশ্চাৎ বনপ্রবেশ করিব। আর কালবিলম্ব না হয়। শীঘ্র অভিষেকের আয়োজন কর। লক্ষ্মণ যে পথে গিয়াছেন আজই আমি সেই পথে যাত্রা করিব।

তখন প্রকৃতিগণ তাঁহাকে নতশিরে প্রণাম করিয়া মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিল। ভরত জ্ঞানশূন্য। তিনি রাজ্যগ্রহণে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, রাজন্! সত্য শপথে কহিতেছি আপনাকে ছাড়িয়া আমি রাজপদ প্রার্থনা করি না। এক্ষণে আপনি কুশীলবকে অভিষেক করুন। কোশল কুশের এবং উত্তর কোশল লবের হউক। অতঃপর দ্রুতগামী দূতেরা শীঘ্র শত্রুঘ্নের নিকট গিয়া আমাদের এই বনপ্রবেশের কথা জ্ঞাপন করুক।

অনন্তর বসিষ্ঠ পৌরজনকে দুঃখিতমনে অধোমুখে পতিত দেখিয়া রামকে কহিলেন, বৎস! দেখ এই সমস্ত প্রজা শোকভরে ভূতলে পড়িয়া আছে। এক্ষণে ইহাদিগের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করা তোমার আবশ্যক। নিবারণ করি কোন প্রকারে প্রজাগণের প্রতিকুলতাচরণ করিও না।

রাম বসিষ্ঠদেবের আদেশে প্রজাদিগকে উত্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন, তোমরা বল আমি কি করিব। প্রকৃতিগণ কহিল, রাজন্! আপনি যাইবেন, আমরাও আপনার অনুগমন করিব। যদি আমাদের উপর আপনার প্রীতি ও স্নেহ থাকে তাহা হইলে আপনি যে পথে যাইতেছেন আমরাও স্ত্রীপুত্রের সহিত সেই পথে যাইব। যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ করা আপনার অভিপ্রেত না হয় তাহা হইলে তপোবন বা দুর্গ নদী বা সমুদ্র যথায় আপনার ইচ্ছা আমাদিগকে লইয়া চলুন। রাজন্! ইহাতেই আমাদিগের পরমপ্রীতি, এই আমাদিগের পরম প্রার্থনীয়, আপনার অনুগমনেই আমদিগের ইচ্ছা।

রাম অনুগমনে পৌরগণের সুদৃঢ় যত্ন দেখিয়া কহিলেন, ভাল, তোমরা যাহা কহিতেছ তাহাই হইবে। অনন্তর তিনি কোশলে কুশকে এবং উত্তরকোশলে লবকে অভিষেক করিলেন। পরে কুশীলবকে ক্রোড়ে লইয়া উভয়েকে বহু-

সহস্র রথ অযুত হস্তী ও দশ সহস্র অশ্ব দান করিলেন এবং তাঁহাদিগকে স্বীয় স্বীয় নগরে প্রতিষ্ঠাপন পূর্ব্বক শত্রুঘ্নের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন।

অষ্টাধিকশততম সর্গ।

অনন্তর দূতগণ মহারাজ রামের আদেশানুসারে শীঘ্র মধুরা পুরীতে গমন করিল। পথে কোথাও আর বিশ্রাম করিল না। পরে তাহারা তিন দিন তিন রাত্রি পর্য্যটনের পর মধুরায় উপস্থিত হইল এবং শত্রুঘ্নকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিল। লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ, রামের স্বর্গারোহণ-প্রতিজ্ঞা, কুশীলবের রাজ্যাভিষেক, পৌরগণের অনুগমন, আনুপূর্ব্বিক সমস্তই জ্ঞাপন করিল। কহিল, মহারাজ রাম ও ভরত বিন্ধ্য পর্ব্বতের প্রান্তে কুশকে কুশাবতীতে এবং লবকে শ্রাবস্তী পুরীতে স্থাপন করিয়া, অযোধ্যাকে জনশূন্য করত স্বর্গারোহণে উদ্যোগ করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি তাঁহাদিগের নিকট যাইবার জন্য সত্বর প্রস্তুত হউন। এই বলিয়া উহারা মৌনাবলম্বন করিল।

তখন শত্রুঘ্ন দূতমুখে এই ঘোর কুলক্ষয়ের কথা শুনিয়া প্রজাগণ ও পুরোহিত কাঞ্চনকে আহ্বান পূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন এবং ইহাও কহিলেন, ভ্রাতৃগণের সহিত আমারও মৃত্যুকাল আসন্ন হইয়াছে। পরে তিনি সুবাহুকে

মধুরা ও শত্রুঘাতীকে বৈদিশ পুরীতে স্থাপন করিলেন এবং মাধুরী সেনা দুই ভাগ এবং সমস্ত ধনরত্ন যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া পুত্রদ্বয়কে দিয়া একমাত্র রথে অযোধ্যায় প্রস্থান করিলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন মহারাজ রাম সূক্ষ্ম ক্ষৌমবস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক মুনিগণের সহিত প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় উপবিষ্ট আছেন। তিনি তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে ধর্ম্মানুগত বাক্যে কহিলেন, রাজন্! আমি পুত্রদ্বয়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া এক্ষণে আপনার অনুগমনের জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। আজ আপনি আমায় কিছু বলিবেন না। আপনার আদেশ আমা দ্বারা ব্যাহত হয় ইহা আমার ইচ্ছা নয়।

রাম শত্রুঘ্নের অনুগমন বিষয়ে স্থিরসংকল্প বুঝিয়া কহিলেন, বৎস! তোমার যেরূপ সংকল্প তাহাই হউক। ঐ সময় কামরূপী বানর ভল্লুক ও রাক্ষসেরা দেহত্যাগে উন্মুখ রামকে দেখিবার নিমিত্ত সুগ্রীবকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। ইহারা আসিয়া কহিল, রাজন্! আমরা তোমার অনুগমণের জন্য আগমন করিলাম। যদি তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া প্রস্থান কর তাহা হইলে আমাদিগের মস্তকে যমদণ্ড প্রহার করা হইবে।

অনন্তর কপিরাজ সুগ্রীব রামকে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, রাজন্! আমি অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া

আইলাম। জানিও তোমার অনুগমনেই আমার স্থির সংকল্প।

তখন রাম ইহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং রাক্ষসরাজ বিভীষণকে কহিলেন, সখে! যাবৎ প্রজা থাকিবে তাবৎ তোমায় লঙ্কায় থাকিয়া দেহ ধারণ করিতে হইবে। যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য, যাবৎ পৃথিবী, যাবৎ আমার চরিত্রকথা তাবৎ ইহলোকে তোমার রাজ্য।

অনন্তর বিভীষণ রামের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। পরে রাম হনুমানকে কহিলেন, কপিরাজ! তুমি চিরজীবি থাকিবে ইহাই স্থির আছে, এক্ষণে স্বকৃত প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর। যাবৎ জীবলোকে আমার কথা সুপ্রচার থাকিবে তাবৎ আমার আদেশক্রমে তুমি প্রীতমনে বাস কর। তখন হনুমান হৃষ্টমনে কহিলেন, রাজন্! যতদিন আপনার চরিত্র কথা প্রচার থাকিবে ততদিন আপনার আজ্ঞাক্রমে আমি পৃথিবীতে থাকিব। পরে রাম জাম্ববানকে এবং মৈন্দ দ্বিবিদকে কহিলেন, যাবৎ কলিযুগ তাবৎ তোমরা জীবিত থাক কিন্তু বিভীষণ ও হনুমান মহাপ্রলয়পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবেন। অনন্তর রাম অন্যান্য বানর ও ভল্লুকগণকে কহিলেন, আইস এক্ষণে তোমরা আমার অনুগমন কর।

নবাধিকশততম সর্গ

রাত্রি প্রভাত হইল। পদ্মপলাশলোচন রাম কুলপুরোহিত বশিষ্ঠকে কহিলেন, ভগবন্! ব্রাহ্মণগণের সহিত দীপ্যমান অগ্নিহোত্র এবং বাজপেয় ছত্র অগ্রে যাক্। তখন বশিষ্ঠদেব বিধানানুসারে মহাপ্রাস্থানিক অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। সূক্ষ্মাম্বরধারী রাম দুই হস্তের অঙ্গুলিতে কুশ ধারণ ও বেদোচ্চারণ পূর্ব্বক সরযূতীরে চলিলেন। তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপার পরিহার ও পদব্রজে গমনকষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক মৌনী হইয়া গৃহ হইতে দীপ্যমান সূর্য্যের ন্যায় বহির্গত হইলেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শে পদ্মহস্তা লক্ষ্মী, বামে দেবী পৃথিবী ও সম্মুখে সংহারসক্তি। নানাবিধ শর প্রকাণ্ড ধনু ও খড়্গ মূর্ত্তিধারণ পূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ-রূপী চার বেদ, সর্ব্বরক্ষিণী গায়ত্রী, ওঙ্কার, বষট্কার তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা ঋষি ও মহীসুর সকল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। বালবৃদ্ধ দাসী ও ক্লীব কিঙ্করের সহিত অন্তঃপুরচারিণী স্ত্রী, সস্ত্রীক ভরত ও শত্রুঘ্ন অগ্নিহোত্রের সহিত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। মন্ত্রী, ভৃত্যবর্গ

পুত্র, পশু ও বান্ধবের সহিত হৃষ্টান্তঃকরণে যাইতে লাগিল। গুণানুরক্ত প্রজারা চলিল। পশুপক্ষীর সহিত এই সমস্ত স্ত্রীপুরুষ স্নাত নিষ্পাপ ও হৃষ্ট হইয়া তুমুল কোলাহলের সহিত রামের অনুগমন করিতে লাগিল। এই সমস্ত লোকের মধ্যে কেহই দুঃখিত বা লজ্জিত নহে প্রত্যুত রামের অনুগমনে সকলেরই উৎসাহ ও হর্ষ দৃষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপ দৃশ্য আর কেহ কখন দেখে নাই। ইহা অতি অদ্ভুত। রাম যখন বহির্গত হইলেন তখন তাঁহাকে দেখিবার জন্য যে কেহ আইল সেও তাঁহাকে দেখিবামাত্র স্বর্গলাভার্থ তাঁহার সঙ্গে চলিল। বানর ভল্লূক ও রাক্ষস এবং পুরবাসী লোকেরা পরম ভক্তির সহিত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। নগরমধ্যে অন্যের অদৃশ্য যে সমস্ত জীব ছিল তাহারাও তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। স্থাবর জঙ্গম যত জীব আছে, যাহারা নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করে এবং যাহারা চক্ষের অদৃশ্য ও অতি সূক্ষ্ম তাহারা সকলেই রামের সমভিব্যাহারে চলিল।

দশাধিকশততম সর্গ।

এইরূপে রাম অর্দ্ধযোজনের অধিক পথ অতিক্রম করিয়া পশ্চিমবাহিনী পুণ্যসলিলা সরযূকে দেখিতে পাইলেন। তিনি ঐ তরঙ্গসঙ্কুল আবর্ত্তবহুল নদীর কিয়দ্দুর অতিক্রম করিয়া যথায় দেহত্যাগ করিবেন সেই স্থানে সর্ব্বসমভিব্যাহারে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা যথায় রাম স্বর্গারোহণের জন্য প্রস্তুত সেই স্থানে দেবগণের সহিত আগমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে কোটি কোটি দিব্য বিমান। একেই ত ব্যোমপথ দিব্যতেজে ব্যাপ্ত কিন্তু তৎকালে পুণ্যশীল স্বর্গবাসীদিগের স্বয়ংপ্রভ পবিত্রতেজে তাহা আরও তেজোময় হইয়া উঠিল। সুগন্ধী সুখপ্রদ পবিত্র বায়ু বহিতে লাগিল। দেবগণ সমৃদ্ধিমতী পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে তুমুল তুরীরব। মহাত্মা রাম সরযূর জলে অবতরণ করিবার উপক্রম করিলেন। এই অবসরে পিতামহ ব্রহ্মা অন্তরীক্ষ হইতে কহিলেন, বিষ্ণো! স্বর্গে আগমন কর। তুমি আমাদেরই সৌভাগ্যে আসিতেছ। এক্ষণে সুখী হও। তুমি অনুরূপ ভ্রাতৃগণের সহিত সশরীরে প্রবেশ কর। তুমি বৈষ্ণবী মূর্ত্তি বা আকাশ আপনার যে শরীরে ইচ্ছা সেই

শরীরে প্রবেশ কর। তুমিই লোকের গতি। তুমিই অচিন্ত্য বস্তুপরিচ্ছেদ ও কালপরিচ্ছেদের অনায়ত্ত এবং অজর ও অমর। তোমার পূর্ব্বপরিগৃহীতা বিশাললোচনা মায়া ব্যতীত আর কেহই তোমাকে জানে না। মহাতেজ! এক্ষণে আপনার যে শরীরে ইচ্ছা তুমি সেই শরীরে প্রবেশ কর।

অনন্তর মহামতি রাম ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত সশরীরে বৈষ্ণব তেজে প্রবেশ করিলেন। দেবগণ ঐ বিষ্ণুময় দেবতাকে পূজা করিতে লাগিলেন। সাধ্য মরুৎ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা, গন্ধর্ব্ব অপ্সরা সুপর্ণ নাগ দৈত্য দানব রাক্ষস সকলেই তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। দেবতারা বারংবার সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, বিষ্ণো! স্বর্গের সমস্ত লোক তোমার আগমনে পরিতুষ্ট উৎফুল্ল পূর্ণ-মনোরথ ও নিষ্পাপ হইল।

অনন্তর মহাতেজ বিষ্ণু ব্রহ্মাকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমার অনুগামী এই সমস্ত ব্যক্তিকে যোগ্য লোক প্রদান কর। ইহারা স্নেহবলে আমার অনুগমন করিয়াছে। ইহারা ভক্ত এবং জন্যই আমার ভজনীয়। আমারই জন্য ইহারা দেহত্যাগ করিয়াছে।

লোকগুরু ব্রহ্মা কহিলেন, বিষ্ণো! তোমার সহিত সমা-গত এই সকল ভক্তগণ সান্তানক নামক লোকে গমন করিবে।

যে ব্যক্তি তির্য্যকযোনিগত যে কোনও পদার্থ বিষ্ণুময় বলিয়া ভাবে তাহার জন্য সন্তানক লোক কিন্তু যে সাক্ষাৎ তোমার প্রতি ভক্তিতে তোমার অনুগমন ও দেহবিসর্জ্জন করিয়াছে তাহার সন্তানক লোক লাভের পক্ষে আর বক্তব্য কি আছে। ঐ সন্তানক লোক সর্ব্বগুণযুক্ত ও ব্রহ্মলোকের অব্যবহিত। বানর ও ভল্লুকগণ স্ব স্ব দেবযোনিতে প্রবেশ করিবে। যে, যে দেবতা হইতে নিঃসৃত, সে সেই দেবতায় প্রবেশ করিবে। সুগ্রীব সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিবেন।

ব্রহ্মা এইরূপ কহিলে যাহারা আনন্দাশ্রুপূর্ণ নেত্রে সরযূর গোপ্রতার তীর্থে উপস্থিত হইয়াছিল তাহারা সরযূতে অবগাহন ও হৃষ্টমনে দেহবিসর্জ্জন পূর্ব্বক বিমানে আরোহণ করিল। ঐ সরযূতে যে সমস্ত পশু পক্ষী আসিয়াছিল তাহারাও ভাস্বর দেহ লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করিল। স্থাবর অস্থাবর সকলেই সরযূর জলে অবগাহন করিয়া দেবলোকে গমন করিল। বানর ও রাক্ষসেরা সরযূতে দেহবিসর্জ্জন করিয়া স্বর্গে গমন করিল এবং দিব্য দেহে দেবতার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। ভগবান ব্রহ্মা সমাগত সকল ব্যক্তিকে এইরূপে স্বর্গ প্রদান করিয়া হৃষ্টমনে দেবগণের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

একদশাধিকশততম সর্গ।

উত্তরকাণ্ড সহিত এই পর্য্যন্ত এই অখ্যান। ইহা বাল্মীকি-কৃত ও ব্রহ্মার পুজিত। ইহা সমস্ত আখ্যানের মুখ্যতম। ইহার নাম রামায়ণ, যিনি স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, যিনি দেবলোকে পূর্ব্ববৎ প্রতিষ্ঠিত হইলেন সেই বিষ্ণুই এই মহাকাব্যে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। দেবতা গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ দেবলোকে হৃষ্টমনে এই রামায়ণ কাব্য নিয়ত শ্রবণ করিয়া থাকেন। বুধেরা এই আয়ুস্কর সৌভাগ্যজনক পাপনাশক বেদময় রামায়ণ শ্রাদ্ধকালে শ্রবণ করাইবেন। এই গ্রন্থ শ্রবণে অপুত্রের পুত্রলাভ এবং নির্ধনের অর্থলাভ হয়। যিনি ইহার পাদমাত্র পাঠ করেন তাঁহার সমস্ত পাপনাশ হয়। যে ব্যক্তি প্রতিদিন নানাপ্রকার পাপসঞ্চয় করে সে ইহার একটীমাত্র শ্লোক পাঠ করিলেও পাপমুক্ত হইয়া থাকে। যিনি এই রামায়ণের পাঠক হইবেন তাঁহাকে বস্ত্র ধেনু ও স্বর্ণ দান করিবে। পাঠকের পরিতোষে সমস্ত দেবতা পরিতুষ্ট হন। যে ব্যক্তি এই আয়ুষ্য আখ্যান রামায়ণ পাঠ করেন তিনি পুত্র পৌত্রের সহিত উভয় লোকে পুজিত হন। এই

রামায়ণ গ্রন্থ প্রাতে মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে বা অপরাহ্নে যখনই পাঠ কর কখনই বিষণ্ণ হইতে হয় না। অযোধ্যাপুরী বহু বৎসর জনশূন্য ছিল পরে ঋষভ নামক রাজাকে পাইয়া আবার লোকালয় হয়। এই উত্তরকাণ্ড সহিত শ্রীরামায়ণ প্রচেতার পুত্র বাল্মীকি রচনা করেন ব্রহ্মাও ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

উত্তরকাণ্ড সম্পূর্ণ

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

মহারাজ রাম মধ্যকক্ষ্যায় উপবিষ্ট হইলে অনেক বিচক্ষণ লোক আসিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন এবং নানা কথার প্রসঙ্গ পূর্ব্বক হাস্য পরিহাস করিতে লাগিল। বিজয়, মধুমত্ত, কাশ্যপ, মঙ্গল, কুল, সুরাজি, কালিয়, ভদ্র, দন্তবক্র ও সুমাগধ প্রভৃতি সভাসদেরা হৃষ্ট মনে হাস্যোদ্দীপক নানা কথা কহিতে লাগিল। এই অবসরে মহারাজ রাম জিজ্ঞাসিলেন, ভদ্র! এখন নগরে কি কি জল্পনা হইয়া থাকে? গ্রাম ও নগরবাসিরা আমার বিষয় কি বলিয়া থাকে? সীতাসংক্রান্ত কোন কথা হয় কি না? সকলে ভরত লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের বিষয় কি বলে? এবং মাতা কৈকেয়ীর কথাই বা কি হয়? দেখ, রাজার কথা লইয়া কি বন কি নগর সর্ব্বত্রই আন্দোলন হইয়া থাকে।

ভদ্র কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, মহারাজ! পুরবাসিরা আপনার কোন প্রসঙ্গ উত্থিত হইলে সর্ব্বাঙ্গীণ ভালই বলিয়া থাকে। তাহারা এই রাবণবধজনিত জয়ের কথা অনেক করিয়া বলে। রাম কহিলেন, ভদ্র! পুরবাসিরা ভাল মন্দ উভয় প্রকারের কথা কিরূপ কহিয়া থাকে তুমি যথার্থত তাহাই বল। শুনিয়া

ভালটা করিব এবং মন্দটা পরিত্যাগ করিব। তুমি নির্ভয়ে বিশ্বস্ত চিত্তে অসঙ্কোচে সমস্তই বল।

তখন ভদ্র সাবধান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, মহারাজ! পুরবাসিরা বন উপবনে চত্বর আপণে এবং পথে ঘাটে ভালমন্দ যে সমস্ত কথা কহে কহিতেছি শুনুন। তাহারা কহিয়া থাকে মহারাজ রাম সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়াছেন; এই কার্য্য অতি দুষ্কর, আমরা কখন শুনি নাই যে পূর্ব্বরাজগণ এবং দেব দানবও ইহা পারিয়াছেন। রাম দুর্জ্জয় রাবণকে বলবাহনের সহিত বিনষ্ট এবং রাক্ষসগণের সহিত ভল্লুক ও বানরদিগকে বশীভূত করিয়াছেন। তিনি রাবণবধের পর সীতাকে উদ্ধার করেন এবং ঈর্ষাকে পৃষ্ঠে রাখিয়া তাঁহাকে পুনরায় গৃহেও আনিয়াছেন। জানি না রামের হৃদয়ে সীতা-সম্ভোগসুখ কিরূপ প্রবল। রাবণ সীতাকে বলপূর্ব্বক ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া যায় এবং লঙ্কায় গিয়া তাঁহাকে অশোক বনে রাখে। সীতা রাক্ষসদিগের বশীভূত ছিলেন। জানি না রাম কেন তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিলেন না। রাজার যেরূপ আচরণ প্রজারাও তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে, অতঃপর স্ত্রীর এইরূপ ব্যতিক্রম ঘটিলে আমরাও সহিয়া থাকিব। রাজন্! আপনার সংক্রান্ত কথা উপস্থিত হইলে গ্রাম নগর সর্ব্বত্র সকলে এই রূপই কহিয়া থাকে।

তখন রাম এই কথা শুনিবামাত্র অতিশয় কাতর হইলেন এবং সুহৃদ্গণকে কহিলেন তোমরা বল এই কথা সত্য কি না। তখন সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া রামকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিল, রাজন্! ভদ্র যাহা কহিলেন ইহার কিছুই অলীক নহে।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর রাম সুহৃদ্গণকে বিসর্জ্জন করিয়া বুদ্ধিবলে কার্য্য-নির্ণয় পূর্ব্বক সম্মুখে আসীন দ্বৌবারিককে কহিলেন, তুমি শীঘ্র লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্নকে আমার নিকট আনয়ন কর। তখন দ্বৌবারিক রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অপ্রতিহত পদে লক্ষ্মণের গৃহে উপস্থিত হইল এবং জয়াশীর্ব্বাদে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, মহারাজ আপনাকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, আপনি অবিলম্বে তাঁহার নিকট যাত্রা করুন। তখন লক্ষ্মণ রামের আদেশ পাইবামাত্র দ্রুতগতি গমন করিলেন। পরে দ্বৌবারিক ভরতের নিকটস্থ হইয়া সমুচিত সম্বর্দ্ধনা পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়াবনত দেহে কহিল, মহারাজ আপনাকে দেখিবার সংকল্প করিয়াছেন। তখন ভরত রামের আদেশ পাইবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া পদব্রজে যাত্রা করিলেন। পরে দ্বৌবারিক সত্বর শত্রুঘ্নের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, মহারাজ আপনাকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি আসুন। কুমার লক্ষ্মণ ও ভরত পূর্ব্বেই গিয়াছেন। তখন শত্রুঘ্ন আসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক উদ্দেশে রামকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর দ্বৌবারিক রামের নিকট গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, মহারাজ! আপনার ভ্রাতৃগণ উপস্থিত হইয়াছেন। তখন রামের মন চিন্তায় আরও আকুল হইয়া উঠিল। তিনি নতমুখে দীনমনে কহিলেন, তুমি শীঘ্র কুমারদিগকে আমার নিকট আনয়ন কর। তাঁহারাই আমার প্রিয়তর প্রাণ, তাঁদের উপরই আমার জীবন।

পরে শুক্লাম্বরধারী বিনীত কুমারগণ কৃতাঞ্জলিপুটে রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, রামের মুখ রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায়, সন্ধ্যাকালীন সূর্য্যের ন্যায় ও শোভাহীন পদ্মের ন্যায় মলিন, এবং নেত্রযুগল বাষ্পে পরিপূর্ণ। তদ্দৃষ্টে উহাঁরা বিষণ্ণ হইয়া সত্বর তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। রাম সজলনয়নে উহাঁদিগকে উত্থাপন ও আলিঙ্গন পূর্ব্বক বসিবার অনুমতি দিয়া কহিলেন, ভ্রাতৃগণ! তোমরাই আমার জীবন সর্ব্বস্ব, তোমাদের কৃত রাজ্য আমি পালন করিতেছি এই মাত্র, বস্তুত তোমরাই রাজা। তোমরা শাস্ত্রজ্ঞানের অনুরূপ কার্য্য করিয়াছ এবং তোমরা বুদ্ধিমান। এক্ষণে আমি যাহা কহিব তোমরা সকলেই তাহার অনুসরণ কর।

কুমারগণ রামের কথা শুনিবার জন্য উদ্বিগ্নমনে মনঃসমাধান করিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর রাম শুষ্কমুখে ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, পুরবাসিগণের মধ্যে সীতাসংক্রান্ত যেরূপ কথা রটিয়াছে তোমরা তাহা শুন, কিন্তু কেহই মনে কষ্ট পাইও না। গ্রাম ও নগর মধ্যে আমার অত্যন্ত অপবাদ হইয়াছে, তজ্জন্য আমি মর্ম্মে যারপর নাই আঘাত পাইয়াছি। দেখ, মহাত্মা ইক্ষ্বাকুর বংশে আমার জন্ম, সীতারও মহাত্মা জনকের কুলে জন্ম। লক্ষ্মণ! তুমি তো জানই রাবণ দণ্ডকারণ্য হইতে সীতাকে হরণ করিয়াছিল বলিয়া আমি তাহাকে বধ করি। তখন আমার মনে হইয়াছিল সীতা বহুদিন লঙ্কায় ছিলেন, আমি কিরূপে ইঁহাকে গৃহে লই। পরে সীতা আমার প্রত্যয়ের জন্য তোমার এবং দেবগণের সমক্ষে অগ্নি-প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই অবসরে অগ্নি, আকাশচারী বায়ু চন্দ্র সূর্য্য দেবতা ও ঋষিগণের সমক্ষে কহিলেন, সীতা নিষ্পাপ। অনন্তর ইন্দ্র শুদ্ধচারিণী বলিয়া ইঁহাকে আমার হস্তে অর্পণ করেন। আমার অন্তরাত্মাও জানে জানকী সচ্চরিত্রা। পরে আমি তাঁহাকে লইয়া অযোধ্যায় আগমন করিলাম। কিন্তু এক্ষণে আমার এই অপবাদ, শুনিয়া আমাব হৃদয়ে বড় আঘাত

লাগিয়াছে। যার অকীর্ত্তি রটনা হয়, যাবৎ সেই অকীর্ত্তি ঘোষণা থাকে তাবৎ তাহার নরকবাস হইয়া থাকে। সর্ব্বত্রই অকীর্ত্তির নিন্দা ও কীর্ত্তির পূজা। কীর্ত্তির জন্যই মহাজনদিগের চেষ্টা হইয়া থাকে। সীতার কথা কি, আমি অপবাদভয়ে নিজের প্রাণ ও তোমাদিগকেও পরিত্যাগ করিতে পারি। এক্ষণে আমি অকীর্ত্তিজনিত শোকসাগরে পতিত হইয়াছি, ইহা অপেক্ষা কষ্ট আমার কখন হয় নাই। অতএব ভাই! তুমি কাল প্রভাতে সুমন্ত্রচালিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সীতাকে লইয়া অন্য দেশে পরিত্যাগ করিয়া আইস। গঙ্গার পরপারে তমসার তীরে মহাত্মা বাল্মীকির দিব্য আশ্রম আছে। তথায় জানকীকে কোন নির্জ্জনে শীঘ্র পরিত্যাগ করিয়া আইস। আমার কথা রাখ। তুমি জানকীর জন্য আমায় কোন অনুরোধ করিও না। এক্ষণে যাও, ভালমন্দ বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই। তুমি এই বিষয় নিবারণ করিলে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইব। আমার চরণস্পর্শ করিয়া শপথ কর, আমার প্রাণের দিব্য, আমায় কিছু বলিও না। এখন আমায় অনুনয় করিয়া যিনি কোন কথা কহিবেন তিনি আমার অভীষ্টের ব্যাঘাত সম্পাদন হেতু পরম শত্রু। যদি তোমরা আমার নতস্থ হও তবে আমার সম্মান রাখ এবং সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া

আইস। পূর্ব্বে সীতা আমায় কহিয়াছিলেন যে আমি গঙ্গাতীরে আশ্রম সকল দেখিব। এখন তাঁহার এই মনোরথ পূর্ণ কর।

এই বলিয়া রাম বাষ্পপূর্ণ লোচনে ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং শোকাকুলচিত্তে হস্তীর ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে লক্ষ্মণ শুষ্কমুখে দীনমনে সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! রাজার আদেশ, তুমি রথে দ্রুতগামী অশ্ব সকল যোজনা করিয়া তন্মধ্যে দেবী সীতার জন্য আসন প্রস্তুত করিয়া দেও। আমি রাজার অনুজ্ঞাক্রমে সৎকর্ম্মশীল ঋষিগণের আশ্রমে সীতাকে লইয়া যাইব। অতএব তুমি শীঘ্র রথ আনয়ন কর।

সুমন্ত্র যথাজ্ঞা বলিয়া সুদৃশ্য রথে সুখশয্যা রচনা ও অশ্ব যোজনা করিয়া আনিলেন এবং কহিলেন, রাজকুমার! রথ উপস্থিত; এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় কর।

তখন লক্ষ্মণ রাজগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক সীতার নিকট গিয়া কহিলেন, দেবি! মহারাজ তোমার অনুরোধবাক্যে সম্মত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি তোমায় গঙ্গাতীরে ঋষিগণের আশ্রমে লইয়া যাইতে আমায় আজ্ঞা দিয়াছেন। মহারাজের আজ্ঞাক্রমে আমি তোমাকে ঋষিসেবিত অরণ্যে শীঘ্রই লইয়া যাইব।

শুনিয়া জানকী অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং মহামূল্য বস্ত্র ও নানারূপ রত্ন লইয়া প্রস্থানের উপক্রম করিলেন, কহিলেন, বৎস! আমি এই সমস্ত মহামূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার মুনিপত্নী-দিগকে দান করিব। তখন লক্ষ্মণ সীতার কথায় অনুমোদন করিয়া তাঁহার সহিত রথে উঠিলেন এবং রামের অনুজ্ঞা স্মরণ পূর্ব্বক দ্রুতবেগে যাইতে লাগিলেন। এই অবসরে জানকী কহিলেন, বৎস! আমি আজ নানারূপ অমঙ্গল-চিহ্ন দেখিতেছি। আমার দক্ষিণ নেত্র স্পন্দিত এবং সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছে। আমার মন যেন অসুস্থ, রামের জন্য উৎকণ্ঠা এবং যার পর নাই অধৈর্য্য উপস্থিত। আমি পৃথিবী শূন্য দেখিতেছি। তোমার ভ্রাতা রাম তো কুশলে আছেন? শ্বশ্রূগণের তো মঙ্গল? গ্রাম ও নগরবাসীদিগের তো কোন বিপদ ঘটে নাই? এই বলিয়া জানকী কৃতাঞ্জলিপুটে দেবতার নিকট উদ্দেশে ইহাঁদিগের মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণ জানকীর মুখে এই সকল দুর্লক্ষণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক, শুষ্কহৃদয়ে কিন্তু বাহ্য আকারে হৃষ্টের ন্যায় কহিলেন, দেবি! সমস্তই মঙ্গল।

পরে লক্ষ্মণ গোমতীতীরস্থ আশ্রমে রাত্রিবাস করিয়া

প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি রথে শীঘ্র অশ্ব যোজনা কর। আজ আমি হিমাচলের ন্যায় মস্তকে জাহ্নবীর জল ধারণ করিব।

সুমন্ত্র পাদচারণান্তে অশ্বগণকে রথে যোজনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সীতাকে কহিলেন, দেবি! রথে আরোহণ কর। তখন সীতা লক্ষ্মণের সহিত রথে উঠিলেন। অদূরে পাপনাশিনী গঙ্গা। লক্ষ্মণ অর্দ্ধদিবসের পথ অতিক্রম করিয়া গঙ্গা নিরীক্ষণ করিবামাত্র দুঃখিত মনে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। জানকী তাঁহাকে কাতর দেখিয়া নির্ব্বন্ধাতিশয়সহকারে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! তুমি আমার চিরপ্রার্থিত গঙ্গাতীরে আসিয়া কেন রোদন করিতেছ? হর্ষের সময় তুমি কেন আমায় বিষণ্ণ করিতেছ? তুমি নিয়তই রামের নিকট থাক, আজ দুই রাত্রি তাঁহাকে দেখিতে পাও নাই বলিয়া কি এইরূপ শোকাকুল হইতেছ? রাম আমারও প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, কিন্তু বলিতে কি, আমি তোমার ন্যায় শোকাকুল হই নাই। এক্ষণে তুমি এইরূপ অধীর হইও না। তুমি আমাকে গঙ্গা পার কর এবং তাপসগণকে দেখাইয়া দেও। আমি তাঁহাদিগকে বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিব। পরে তাঁহাদিগের আশ্রমে এক রাত্রি বাস করিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক পুনরায় অযোধ্যায় যাইব।

দেখ আমারও সেই বিশালবক্ষ কৃশোদর পদ্মপলাশলোচন রামকে দেখিবার নিমিত্ত মন চঞ্চল হইয়াছে।

অনন্তর লক্ষ্মণ চক্ষের জল মুছিয়া নাবিকদিগকে আহ্বান করিলেন। নাবিকেরা আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, নৌকা প্রস্তুত।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর লক্ষ্মণ নিষাদোপনীত সুসজ্জিত বিস্তীর্ণ নৌকায় অগ্রে জানকীকে তুলিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং আরোহণ করিলেন। পারে সুমন্ত্রকে রথের সহিত অপেক্ষা করিতে বলিয়া শোকাকুলমনে নাবিকদিগকে কহিলেন, তোমরা নৌকা লইয়া যাও। ক্রমশঃ তিনি অপর পারে উপস্থিত হইলেন এবং সজলনয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে সীতাকে কহিলেন, দেবি! আমার হৃদয়ে বড় কষ্ট! আর্য্য রাম ধীমান হইলেও যখন এই কার্য্যে আমায় নিয়োগ করিয়াছেন তখন আমি লোকের নিকট অবশ্যই নিন্দনীয় হইব। আজ আমার মৃত্যুই পরম শ্রেয়। এই লোকগর্হিত কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া আমার সমুচিত নহে। তুমি প্রসন্ন হও, আমার অপরাধ লইও না। এই বলিয়া লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে ভূতলে পতিত হইলেন।

তখন জানকী লক্ষ্মণকে জলধারাকুললোচনে কৃতাঞ্জলিপুটে আপনার মৃত্যুকামনা করিতে দেখিয়া কহিলেন, বৎস! আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা, প্রকৃত কথা কি আমায় খুলিয়া বল। তোমাকে কেন এইরূপ উদ্বিগ্ন দেখিতেছি? মহারাজ তো কুশলে আছেন? তিনি কি কোন বিষয়ে তোমায় অনুরোধ

করিয়াছেন তজ্জন্যই কি তোমার অনুতাপ ? আমি আজ্ঞা করিতেছি প্রকৃত কথা কি তুমি আমায় সমস্তই বল।

লক্ষ্মণ অনর্গল অশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক দীনমনে অধোবদনে কহিলেন, দেবি! গ্রাম ও নগরে তোমার যে দারুণ অপবাদ রটিয়াছে মহারাজ সভামধ্যে তাহা শুনিয়া সন্তপ্তমনে আমাকে মাত্র বলিয়া গৃহপ্রবেশ করিলেন। তিনি অতিক্রোধে যাহা মনে মনেই রাখিয়াছেন আমি তাহা তোমার নিকট প্রকাশ করিতে পারি না, এই জন্য গোপন করিলাম। তুমি আমার সমক্ষে নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইয়াছিলে তথাপি মহারাজ অপকলঙ্ক-ভয়ে তোমায় পরিত্যাগ করিলেন। তিনি তোমার বাস্তব যে কোন দোষ আশঙ্কা করিয়াছেন তুমি এরূপ বুঝিও না। এক্ষণে রাজার আদেশ এবং তোমার আশ্রমদর্শনে মনোরথ ; এই দুই কারণে আমি তোমাকে আশ্রমের প্রান্তভাগে পরিত্যাগ করিয়া যাইব। এই জাহ্নবীতীরে ব্রহ্মর্ষিগণের এই পবিত্র ও রমণীয় তপোবন ; তুমি দুঃখিত হইও না। যশস্বী মহর্ষি বাল্মীকি আমার পিতা রাজা দশরথের পরম বন্ধু। তুমি সেই মহাত্মার চরণচ্ছায়ায় আশ্রয় লইয়া সুখে বাস কর। তুমি পাতিব্রত্য অবলম্বন এবং রামকে হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক একাগ্রমনে অনশনে কালযাপন কর। ইহাতেই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

জনকনন্দিনী সীতা লক্ষ্মণের এই দারুণ কথা শুনিয়া দুঃখিতমনে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি ক্ষণকালের পর সংজ্ঞা লাভ করিয়া জলধারাকুললোচনে দীনবদনে কহিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ! বিধাতা আমার এই দেহ নিশ্চয় দুঃখভোগের নিমিত্তই সৃষ্টি করিয়া ছিলেন! আমি কেবল দুঃখেরই মুখ দেখিতেছি। আমি পূর্ব্বজন্মে এমন কি পাপ করিয়াছিলাম, কাহারেই বা স্ত্রীবিয়োগদুঃখ দিয়াছিলাম যে আমি শুদ্ধচারিণী পতিপরায়ণা হইলেও মহারাজ আমায় পরিত্যাগ করিলেন। পূর্ব্বে আমি রামের পার্শ্ববর্ত্তিনী থাকিয়াই বনবাসের সকল কষ্ট সহিয়া ছিলাম এক্ষণে আমি একাকিনী কিরূপে এই আশ্রমে থাকিব! দুঃখ উপস্থিত হইলে আর কাহার নিকট দুঃখের সমস্ত কথা বলিব। মুনিগণ আমায় যখন জিজ্ঞাসিবেন মহাত্মা রাম কি জন্য তোমায় পরিত্যাগ করিলেন, তুমি এমন অসৎ কার্য্যই বা কি করিয়াছিলে তখন আমি তাঁহাদিগকে কি কহিব! লক্ষ্মণ! আমি আজ জাহ্নবীর জলে প্রাণত্যাগ করিতাম যদি না

আমার গর্ভে রামের রাজবংশধর সন্তান বিনষ্ট হইত। এক্ষণে যেরূপ তাঁহার আজ্ঞা তুমি তাহাই কর, এই দুঃখিনীকে পরিত্যাগ করিয়া যাও, রাজার আদেশ পালন কর। বৎস! অতঃপর আমি তোমাকে কিছু কহিয়া দেই তাহাও শুন। তুমি আমার হইয়া শ্বশ্রূগণের চরণে নির্ব্বিশেষে প্রণাম করিয়া সকলকে কুশল জিজ্ঞাসা করিও। পরে সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ মহারাজকে কুশল প্রশ্নপূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া কহিও, আমি যে শুদ্ধচারিণী, তোমার প্রতি একান্ত ভক্তিমতী এবং তোমার নিয়ত হিতকারিণী তুমি তাহা যথার্থই জান। আর কেবল লোকনিন্দাভয়ে যে তুমি আমায় পরিত্যাগ করিলে আমিও তাহা জানি। তুমি আমার পরম গতি, তোমার যে কলঙ্ক রটিয়াছে তাহা পরিহার করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। লক্ষ্মণ! তুমি সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজাকে আরও বলিবে, তুমি ভ্রাতৃগণকে যেরূপ দেখ পুরবাসিগণকেও সেই রূপ দেখিও, ইহাই তোমার পরম ধর্ম্ম এবং ইহাতেই তোমার পরম কীর্ত্তি লাভ হইবে। তুমি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া যে ধর্ম্মসঞ্চয় করিবে তাহাই তোমার পরম লাভ। মহারাজ! আমার প্রাণ যদি যায় তজ্জন্য আমি কিছুমাত্র অনুতাপ করি না। কিন্তু পৌরগণের নিকট তোমার যে অপযশ ঘটিয়াছে যাহাতে তাহা ক্ষালন হয় তুমি তাহাই কর। স্ত্রীলোকের

পতিই পরম দেবতা, পতিই বন্ধু এবং পতিই গুরু। অতএব তুচ্ছ প্রাণ দিলেও যদি পতির মঙ্গল হয় স্ত্রীলোকের তাহাই কর্ত্তব্য। লক্ষ্মণ! এই আমার বক্তব্য, তুমি আমার হইয়া মহারাজকে এইরূপ কহিবে। আমি গর্ব্ভিণী হইয়াছি, আজ তুমি আমার গর্ব্ভলক্ষণ সমস্ত নিরীক্ষণ করিয়া যাও।

তখন লক্ষ্মণ দীনমনে সীতার চরণে প্রণাম করিলেন। তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি করিবার শক্তি নাই। তিনি মুক্তকণ্ঠে রোদন করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি আমায় কি বলিলে, আমি ইহ জন্মে কখন তোমার রূপ দেখি নাই, প্রণামপ্রসঙ্গে কেবল তোমার চরণই দর্শন করিয়াছি। এখন তুমি রামবিরহিত, সুতরাং এই বনে আমি তোমায় কিরূপে দেখিব।

এই বলিয়া লক্ষ্মণ জানকীরে প্রণাম করিলেন এবং পুনরায় নৌকায় উঠিয়া নাবিককে যাইতে আদেশ করিলেন। পরে অবিলম্বে গঙ্গার পরপারে গিয়া শোকদুঃখে বিমোহিত হইয়া রথে উঠিলেন। এদিকে সীতা অনাথার ন্যায় পূর্ব্বপারে ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতেছেন, লক্ষ্মণ পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক গমন করিতে

লাগিলেন। জানকীও পুনঃ পুনঃ লক্ষ্মণকে দেখিতে লাগিলেন। যে পর্য্যন্ত রথ দেখিতে পান দেখিলেন। পরে উদ্বেগ ও শোক তাঁহাকে বিমোহিত করিল। ঐ পতিব্রতা কোন আশ্রয় দেখিতে না পাইয়া ঐ ময়ূরকণ্ঠমুখরিত বনমধ্যে দুঃখভরে মুক্ত স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

একোনপঞ্চাশ সর্গ

অনন্তর ঋষিকুমারেরা বনমধ্যে সীতাকে রোদন করিতে দেখিয়া মহাত্মা বাল্মীকির নিকট ধাবমান হইল এবং তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া কহিল, ভগবন্! কোন একটী স্ত্রী শোক-মোহে কাতর হইয়া বিকৃতাননে আর্ত্তনাদ করিতেছেন। আমরা উহাঁকে কখন দেখি নাই। তিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় স্বরূপা। তিনি কোনও মহাত্মার পত্নী হইবেন। চলুন আপনি গিয়া তাঁহাকে দেখিবেন। তিনি যেন আকাশচ্যুত কোন দেবতা। আমরা দেখিয়া আইলাম তিনি নদীতীরে শোক-দুঃখে অতিমাত্র আকুল হইয়া কাঁদিতেছেন। দুঃখ তাঁহার অযোগ্য কিন্তু তিনি শোকদুঃখে কাতর হইয়া অনাথার ন্যায় কাঁদিতেছেন। তিনি সামান্য মানুষী নহেন, আপনি গিয়া তাঁহার সমুচিত সৎকার করুন। তিনি আশ্রমের অদূরে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছেন, অতি কাতর স্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছেন, আপনি গিয়া তাঁহাকে রক্ষা করুন।

তখন ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষি বাল্মীকি তপোবললব্ধ দিব্য চক্ষুঃপ্রভাবে

সমস্তই বুঝিতে পারিলেন এবং বুদ্ধিবলে কার্য্যনির্ণয় করিয়া জানকীর নিকট দ্রুতপদে চলিলেন।

অনন্তর তিনি জাহ্নবীতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রামের প্রিয়পত্নী জানকী অনাথার ন্যায় আর্ত্ত স্বরে রোদন করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে বাল্মীকি মধুর বাক্যে তাঁহাকে পুলকিত করিয়া কহিলেন, বৎসে! তুমি রাজা দশরথের পুত্রবধু, রামের প্রিয়মহিষী ও রাজর্ষি জনকের কন্যা, তুমি ত সুখে আসিয়াছ? তুমি যে আসিতেছ আমি তাহা যোগবলে জানিয়াছি। তোমার আসিবার কারণও আমি জানিয়াছি। তুমি যে শুদ্ধ-স্বভাবা তাহাও আমি জানি। এই ত্রিলোকমধ্যে যা কিছু ঘটিতেছে আমার অবিদিত কিছুই নাই। তুমি যে নিষ্পাপ আমি তপোবললব্ধ চক্ষুঃপ্রভাবে তাহা জানিয়াছি। এক্ষণে তুমি আশ্বস্ত হও। অতঃপর আমার সন্নিধানে তোমায় অবস্থান করিতে হইবে। আমার এই আশ্রমের অদূরে তাপসীরা তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। তাঁহারা নিয়ত কন্যাস্নেহে তোমায় পালন করিবেন। এক্ষণে তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া অর্ঘ্য গ্রহণ কর, স্বগৃহের ন্যায় আমার এই আশ্রমে থাক, কিছুমাত্র বিষণ্ণ হইও না।

জানকী মহর্ষি বাল্মীকির এই আশ্বাসকর কথা শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, তপোধন! আমি আপনারই আশ্রয়ে থাকিব।

অনন্তর বাল্মীকি আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। জানকীও কৃতাঞ্জলি হইয়া উহাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। মুনিপত্নীরা জানকীর সহিত মহর্ষিকে আসিতে দেখিয়া প্রত্যুদ্গামনপূর্ব্বক পুলকিত মনে স্বাগত প্রশ্নের সহিত কহিলেন, তপোধন! আপনি বহুদিনের পর আসিয়াছেন। আমরা আপনাকে প্রণাম করি। বলুন অতঃপর আপনার কি করিতে হইবে।

বাল্মীকি কহিলেন, তাপসীগণ! ইনি ধীমান রামের মহিষী, রাজা দশরথের পুত্রবধূ এবং রাজর্ষি জনকের দুহিতা সীতা। এই সাধ্বী নিষ্পাপ কিন্তু রাম ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে ইনি আমার প্রতিপাল্য। তোমরা ইহাঁকে বিশেষ স্নেহে সর্ব্বদাই দেখিবে। ইনি স্বগৌরব ও আমার অনুরোধ দুই কারণেই তোমাদের পূজনীয়া হইলেন। এই বলিয়া বাল্মীকি মুনিপত্নীদিগের হস্তে পুনঃ পুনঃ জানকীকে অর্পণ পূর্ব্বক শিষ্যগণের সহিত স্বীয় আশ্রমপদে পুনরায় প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চাশ সর্গ ।

এদিকে লক্ষ্মণ দেবী জানকীকে আশ্রমে প্রবিষ্ট দেখিয়া যার পর নাই সন্তপ্ত হইলেন এবং দীনমনে মন্ত্রী সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র ! দেখ আর্য্য রামের সীতাবিয়োগে কি দুঃখই উপস্থিত হইল। তিনি যে সৎচরিত্রা পত্নীকে পরিত্যাগ করিলেন ইহা অপেক্ষা কষ্টকর তাঁহার আর কি আছে। আমার বোধ হয় এই যে দুর্ঘটনা ইহা দৈবনিবন্ধন, দৈবকে অতিক্রম করে কাহার সাধ্য। যিনি ক্রোধাবিষ্ট হইলে দেবগন্ধর্ব্ব অসুর ও রাক্ষসদিগকে নষ্ট করিতে পারেন তিনিও দৈবের অনুবৃত্তি করিতেছেন। পূর্ব্বে আর্য্য রাম দণ্ডকারণ্যে নয় বৎসর এবং অন্যান্য মহারণ্যে পাঁচ বৎসর যে বাস করিয়া ছিলেন তাহা পিতৃআদেশে উচিতই হইয়াছিল কিন্তু এক্ষণে পৌরজনদিগের কথা শুনিয়া জানকীকে যে নির্ব্বাসিত করিলেন ইহা তদপেক্ষাও কষ্টকর ও কঠোর বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। হা ! অন্যায়বাদী পৌরদিগের জন্য এই অযশস্কর কার্য্য করিয়া জানি না তাঁহার কোন্ ধর্ম্ম সাধিত হইব।

সুমন্ত্র লক্ষ্মণের এইরূপ কথা শুনিয়া কহিলেন, রাজকুমার! তুমি সীতার জন্য কিছুমাত্র সন্তপ্ত হইও না। তিনি যে নির্ব্বাসিত হইবেন ইহা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা তোমার পিতা রাজা দশরথের নিকট কহিয়াছিলেন। রাম চিরদুঃখী হইবেন। তিনি প্রিয় বিচ্ছেদকষ্ট সহ্য করিবেন এবং বহুকালের জন্য তোমাকে জানকীকে এবং শত্রুঘ্ন ও ভরতকেও ত্যাগ করিবেন। একদা রাজা দশরথ তোমাদিগের ভাবী সুখদুঃখসংক্রান্ত প্রশ্ন করিলে মহর্ষি দুর্ব্বাসা এই রূপই কহিয়া ছিলেন। তিনি যাহা কহিয়া ছিলেন তুমি শত্রুঘ্ন ও ভরতকে তাহার কিছুই বলিও না। তৎকালে রাজা দশরথ আমাকে বলেন, সুমন্ত্র! তুমি কাহারও নিকট এই কথা প্রকাশ করিও না। লক্ষ্মণ! রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করা আমার কর্ত্তব্য। অধিক কি, যদি তোমার শুনিবার আগ্রহ না থাকিত তাহা হইলে আমি তোমারও নিকট ইহা প্রকাশ করিতাম না। এক্ষণে আরও কিছু বলিবার আছে শুন। দেখ, দৈব নিতান্ত দুরতিক্রমণীয়। রাজা দশরথ যদিও গোপন রাখিতে আমায় আদেশ করিয়া ছিলেন তথাচ আমি তোমার নিকট তাহা প্রকাশ করিতেছি। ইহা শুনিয়া তুমি শোক পরিত্যাগ কর। যে দৈবের প্রভাবে তোমায় এইরূপ দুঃখ পাইতে হইবে তাহা যার পর নাই দুর্বোধ্য। অতএব তুমি ভরত ও শত্রুঘ্নের নিকট ইহা কিছুতেই ব্যক্ত করিও না।

লক্ষ্মণ সুমন্ত্রের এই গভীরার্থ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সুমন্ত্র! এক্ষণে প্রকৃত কথা কি বল।

একপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর সুমন্ত্র কহিলেন, রাজকুমার! পূর্ব্বে অত্রিপুত্র মহর্ষি দুর্ব্বাসা চাতুর্ম্মাস্য নিয়ম উপলক্ষে পবিত্র বসিষ্ঠাশ্রমে বাস করিতেন। ঐ সময় রাজা দশরথ কুলপুরোহিত বসিষ্ঠের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হন। বশিষ্ঠের দক্ষিণ পার্শ্বে সূর্য্যসঙ্কাশ দুর্ব্বাসা ছিলেন। দশরথ ঐ দুই ঋষিকে অভিবাদন করিলেন। পরে তাঁহারা স্বাগত প্রশ্ন পূর্ব্বক তাঁহাকে পাদ্য আসন ও ফলমূল দ্বারা পূজা করিলে তিনি তথায় উপবিষ্ট হইলেন। তখন মধ্যাহ্নকাল, নানাপ্রকার সুমধুর কথার প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। এই অবসরে রাজা দশরথ কৃতাঞ্জলিপুটে তপোধন দুর্ব্বাসাকে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! কি পরিমাণে আমার বংশবিস্তার হইবে? আমার পুত্রগণের আয়ু কত? রামের যে সমস্ত পুত্র জন্মিবে তাহাদের আয়ুই বা কিরূপ হইবে?

মহর্ষি দুর্ব্বাসা রাজা দশরথের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, রাজন্! পূর্ব্বে সুরাসুরসংগ্রামকালে যেরূপ ঘটিয়াছিল শুন। দৈত্যেরা দেবগণের উৎপীড়নে ভৃগুপত্নীর শরাপন্ন হয় এবং

ভৃগুপত্নী অভয় দান করাতে উহারা নির্ভয়ে বাস করে। এই অবসরে সুরপতি বিষ্ণু এই ব্যাপারে অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হন এবং সুশাণিত চক্র দ্বারা ভৃগুপত্নীর মস্তক ছেদন করেন। তখন মহর্ষি ভৃগু পত্নীকে বিনষ্ট দেখিয়া ক্রোধভরে বিষ্ণুকে সহসা এইরূপ অভিসম্পাত করিলেন, বিষ্ণু! তুমি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমার অবধ্য পত্নীকে বধ করিয়াছ এই জন্য মনুষ্য-লোকে তোমার জন্ম হইবে এবং তুমি ব্যাপক কালের জন্য স্ত্রীবিয়োগদুঃখ ভোগ করিবে। মহর্ষি ভৃগু বিষ্ণুকে এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া যার পর নাই অনুতপ্ত হইলেন এবং পাছে শাপ নিষ্ফল হয় এই ভয়ে ভীত হইয়া বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। তখন ভক্তবৎসল বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া লোকের প্রিয়-সম্পাদনার্থ ভৃগুপ্রদত্ত শাপ স্বীকার করিলেন। মহারাজ! বিষ্ণু পূর্ব্বজন্মে এইরূপ অভিশাপগ্রস্ত হইয়া এই মনুষ্যলোকে তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে ত্রিলোকে রাম নামে বিখ্যাত। রাম মহর্ষি ভৃগুর অভিসম্পাতের ফল প্রাপ্ত হইবেন। তিনি দীর্ঘকাল অযোধ্যায় রাজত্ব করিবেন। তাঁহার অনুগামী লোকেরা সুসম্পন্ন ও সুখী হইবে। তিনি দশ সহস্র ও দশ শত বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া পরে ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিবেন। তিনি বহু অর্থব্যয়ে বহুসংখ্য অশ্বমেধ অনু-ষ্ঠান পূর্ব্বক বহু রাজবংশ সংস্থাপন করিবেন। জানকীর গর্ভে

তাঁহার দুই পুত্র জন্মিবে। লক্ষ্মণ! মহর্ষি দুর্ব্বাসা রাজবংশের শুভাশুভ এইরূপই কহিয়াছিলেন। পরে রাজা দশরথ তাঁহাকে এবং কুলগুরু বসিষ্ঠকে অভিবাদন করিয়া অযোধ্যায় আগমন করেন। আমি পূর্ব্বে বসিষ্ঠদেবের আশ্রমে দুর্ব্বাসার নিকট এই কথা শুনিয়া এতদিন গোপনে রাখিয়াছিলাম। তিনি যাহা কহিয়াছেন কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না। এক্ষণে রাম দুর্ব্বাসার কথাপ্রমাণে জানকীর গর্ভজাত দুই পুত্রকে অযোধ্যায় নয় অন্যত্র অভিষেক করিবেন। রাজকুমার! এক্ষণে তুমি আর সন্তপ্ত হইও না, সীতা ও রামের জন্য আর কাতর হইও না।

লক্ষ্মণ সুমন্ত্রের এই গূঢ় কথা শুনিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। সূর্য্য অস্তমিত হইল। তাঁহারাও কেশিনী নদীর তটে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ

লক্ষ্মণ কেশিনীতটে রাত্রি যাপন পূর্ব্বক প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া পুনরায় যাইতে লাগিলেন এবং অর্দ্ধ দিবসের পথ অতিক্রম করিয়া সসমৃদ্ধ হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণ অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। তখন লক্ষ্মণ ভাবিলেন আমি আর্য্য রামের নিকট গিয়া এক্ষণে কি বলিব। এই ভাবনায় তিনি অত্যন্ত কাতর হইলেন। সম্মুখে রামের বিশাল ধবল প্রাসাদ। তিনি উহার দ্বারে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দীনমনে অধোবদনে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে রাম উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট। তিনি দুঃখাবেগে জলধারাকুললোচনে অনবরত রোদন করিতেছেন। তখন লক্ষ্মণ অতিশয় দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, কহিলেন, আমি আর্য্যের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া জাহ্নবীতীরে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে শুদ্ধচারিণী জানকীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার পাদমূলে আশ্রয় লইবার জন্য পুনরায় আইলাম। আর্য্য ! আপনি শোকাকুল হইবেন না, কালের গতিই এইরূপ। ভবাদৃশ ধীমান মনস্বীরা কিছুতেই শোক করেন না। দেখুন সমস্ত সঞ্চয় নাশে, উন্নতি পতনে,

সংযোগ বিয়োগে ও জীবন মরণে পর্য্যবসান হয়। অতএব স্ত্রীপুত্র বন্ধুবান্ধব ও ধনসম্পদ ইহার মধ্যে কিছুতেই অতিমাত্র আসক্ত হওয়া উচিত নহে, কারণ ইহাদের সহিত বিয়োগ অবশ্যম্ভাবী। আর্য্য! শোক দূর করা আপনার পক্ষে সামান্য কথা, আপনি অন্তঃকরণ দ্বারা অন্তঃকরণকে, মন দ্বারা মনকে, অধিক কি, সমস্ত লোককেও শিক্ষা দিতে সমর্থ। আপনার ন্যায় সৎপুরুষেরা এইরূপ বিষয়ে কদাচ বিমোহিত হন না। আপনি যে অপবাদভয়ে ভীত হইয়া জানকীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন এখন তজ্জন্য শোকাকুল হইলে সেই অপবাদই আবার পুরমধ্যে রটিবে। অতএব আপনি ধৈর্য্যবলে এই দুর্ব্বল বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন। আর সন্তপ্ত হইবেন না।

তখন মিত্রবৎসল রাম পরম প্রীতি সহকারে কহিলেন, বৎস! তুমি যাহা কহিতেছ তাহা সত্য। এক্ষণে আমি প্রজা-পালন কার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপর হইলাম। আমার দুঃখ-নিবৃত্তি ও সন্তাপ দূর হইল। আমি তোমার প্রীতিকর কথায় সমস্তই বুঝিলাম।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর রাম প্রীতি পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি বুদ্ধিমান। তুমি যেমন আমার অনুকূল বন্ধু, বিশেষত এই সময়ে এমন বন্ধু দুর্লভ। এক্ষণে আমার যেরূপ ইচ্ছা শুন এবং তাহার অনুরূপ কার্য্য কর। আমি আজ চারি দিন রাজ-কার্য্য কিছুই করি নাই, তজ্জন্য বিশেষ অনুতপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি পুরোহিত মন্ত্রী ও প্রজাদিগকে আহ্বান কর এবং কার্য্যার্থী স্ত্রী বা পুরুষ যেই কেন হউক না সকলকেই ডাক। যে রাজা প্রতিদিন রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ না করেন তিনি নির্ব্বাত ঘোর নরকে নিশ্চয় পতিত হন। এইরূপ শুনা যায় যে পূর্ব্বে নৃগ নামে এক সত্যবাদী বিপ্রভক্ত শুদ্ধস্বভাব যশস্বী রাজা ছিলেন। তিনি একদা পুষ্করতীর্থে স্বর্ণালঙ্কৃতা সবৎসা কোটি ধেনু ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন। ঐ সমস্ত ধেনুর সহিত কোন এক উঞ্ছজীবী সাগ্নিক দরিদ্র ব্রাহ্মণের একটা সবৎসা ধেনু আসিয়া ছিল। রাজা তাহাও দান করেন। তখন ঐ ব্রাহ্মণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ঐ ধেনুর অন্বেষণে নির্গত হন এবং বহুকাল ধরিয়া নানা দেশ পর্য্যটন করেন, কিন্তু কিছুতেই ধেনুর কোন সন্ধান

পান না। পরে তিনি কনখল প্রদেশে গিয়া কোন এক ব্রাহ্মণের গৃহে ঐ ধেনুকে দেখিলেন। সে নীরোগ কিন্তু তাহার বৎস বয়োবস্থায় জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। অনন্তর ব্রাহ্মণ ঐ ধেনুর নাম ধরিয়া ডাকিলেন, শবলে! আইস। ধেনু ঐ ডাক শুনিতে পাইল এবং স্বরপরিচয়ে চিনিতে পারিয়া ঐ জ্বলদঙ্গারকল্প ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। তখন যে ব্রাহ্মণ এত দিন প্রতিপালন করিয়া আসিতে ছিলেন তিনিও দ্রুতপদে ধেনুর অনুগমন করিয়া সত্বর ঐ ঋষিকে কহিলেন, এই ধেনু আমার। মহারাজ নৃগ ইহা আমাকে দান করিয়া ছিলেন। এই সূত্রে উভয়ের তুমুল বাদানুবাদ উপস্থিত। পরে দুই জনেই রাজা নৃগের নিকট গমন করিলেন, এবং গৃহপ্রবেশের জন্য রাজার আদেশ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। উহাঁরা বহুদিন রাজার প্রতীক্ষায় থাকিলেন, কিন্তু তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হইল না। পরে উহাঁরা একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কঠোর বাক্যে উদ্দেশে রাজাকে কহিলেন, যখন তুমি কার্য্যার্থীদিগের কার্য্যসিদ্ধির জন্য দর্শন প্রদান করিলে না তখন তুমি কৃকলাস হইয়া একটা গর্ত্তে বহুকাল অদৃশ্যভাবে বাস করিবে। অতঃপর এই মর্ত্ত্যলোকে ভগবান বিষ্ণু পুরুষমূর্ত্তিতে উৎপন্ন হইবেন। তিনি যদুকুলকীর্ত্তিবর্দ্ধন বাসুদেব। সেই বাসুদেবই তোমায় শাপমুক্ত

করিবেন। এক্ষণে তুমি কৃকলাস হইয়া নিষ্কৃতিকাল অপেক্ষা কর। কলিযুগে মহাবীর্য্য নর ও নারায়ণ ভূভারহরণের নিমিত্ত নিশ্চয় প্রাদুর্ভূত হইবেন।

ঐ দুই ব্রাহ্মণ এইরূপে রাজা নৃগকে অভিসম্পাত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন এবং ঐ দুর্ব্বলা বৃদ্ধা শবলাকে কোন এক ব্রাহ্মণের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। বৎস! এক্ষণে সেই নৃগ ব্রাহ্মণের হস্তে ঘোর অভিশাপ ভোগ করিতেছেন। ফলত কার্য্যার্থীদিগের বিবাদ বিচারবিমুখ রাজার দোষের জন্য হইয়া থাকে, অতএব প্রজারা শীঘ্র আমার নিকট আগমন করুক। রাজা প্রজাপালনধর্ম্মের ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হন। এক্ষণে যাও, দেখ কেহ বিচারার্থী হইয়া আসিয়াছে কি না।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ

অনন্তর তত্ত্ববিৎ লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে কহিলেন, আর্য্য! সামান্য অপরাধে ব্রাহ্মণেরা মহারাজ নৃগকে দ্বিতীয় যমদণ্ডের ন্যায় এই দারুণ অভিশাপ প্রদান করিলেন? আশ্চর্য্য! পরে নৃগ এই ব্যাপার অবগত হইয়া ঐ দুই ক্রোধাবিষ্ট ব্রাহ্মণকে কি বলিলেন?

রাম কহিলেন, বৎস! শুন। রাজা নৃগ শাপগ্রস্ত হইয়া ঐ দুই ব্রাহ্মণকে চিনিতে পারিলেন এবং তাঁহাদিগকে ব্যোমপথে অদৃশ্য দেখিয়া মন্ত্রী পৌর ও পুরোহিতকে আহ্বান পূর্ব্বক দুঃখিত মনে কহিলেন, শুন, নারদ ও পর্ব্বত নামে দুই জন অনিন্দনীয় ব্রাহ্মণ আমাকে অভিসম্পাত করিয়া বায়ুবেগে ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। অতএব তোমরা আজ আমার পুত্র বসুকে রাজ্যে অভিষিক্ত কর এবং আমার জন্য শিল্পিগণের সাহায্যে সুখস্পর্শ গর্ত্ত প্রস্তুত করিয়া দাও। আমি তন্মধ্যে বাস করিয়া নির্দ্দিষ্ট শাপকাল অতিবাহিত করিব। শিল্পিরা শীত গ্রীষ্ম বর্ষা নির্ব্বিঘ্নে যাপন করিবার নিমিত্ত তিনটী গর্ত্ত প্রস্তুত করুক। ফলবান বৃক্ষ পুষ্পবতী লতা ও

ছায়াবহুল গুল্ম সকল রোপিত হউক। গর্ত্তের চতুর্দ্দিক রমণীয় অর্দ্ধ যোজন ব্যাপিয়া যাহাতে সুগন্ধী পুষ্প থাকে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেও। আমি সেই স্থানে শাপকাল সুখে যাপন করিব।

মহারাজ নৃগ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া বসুকে রাজ্যে স্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি ধর্ম্মশীল হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন কর। তুমি তো দেখিলে দুইটী ব্রাহ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সামান্য অপরাধেও আমাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। এক্ষণে আমার জন্য সন্তপ্ত হইও না। যাহার প্রভাবে আমার এই বিপদ, সেই প্রাক্তন কর্ম্ম দুরতিক্রমণীয়। পূর্ব্বজন্মে যাহার বীজ সঞ্চিত আছে সেই সুখ ও দুঃখ কখন যত্নলভ্য কখন বা অযত্নলভ্য! এক স্থানে থাক বা নাই থাক তাহা নিশ্চয় ভোগ করিতে হইবে; অতএব তুমি এ বিষয়ে কিছুমাত্র শোক করিও না।

রাজা নৃগ বসুকে এই বলিয়া রত্নখচিত সুরচিত গর্ত্তে প্রবেশ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের রোষবিজৃম্ভিত অভিশাপ ভোগ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ

রাম কহিলেন, বৎস! এই আমি তোমার নিকট রাজা নৃগের অভিশাপবৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে এইরূপ কথা যদি আরও শুনিবার ইচ্ছা থাকে তো কহিতেছি শুন।

লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য কথা যতই শুনি কিছুতেই ঔৎসুক্যের নিবৃত্তি হয় না। এক্ষণে বলিতে আরম্ভ করুন। রাম কহিলেন, শুন। পূর্ব্বে নিমি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ইক্ষ্বাকুর পুত্রগণের মধ্যে দ্বাদশ। নিমি বলশালী ও ধর্ম্মশীল। শুনিয়াছি তিনি মহর্ষি গৌতমের আশ্রম সান্নিধ্যে বৈজয়ন্ত নামে এক সুরপুরসদৃশ পুর স্থাপন করেন। কোন এক সময় ইক্ষ্বাকুর পরিতোষের জন্য তাঁহার এক বৃহৎ যজ্ঞ আহরণের ইচ্ছা হয়। পরে তিনি ইক্ষ্বাকুকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে মহর্ষি বশিষ্ঠকে পরে অত্রি, অঙ্গিরা ও ভৃগুকে যজ্ঞে বরণ করিলেন। তখন বসিষ্ঠ কহিলেন, রাজন্! আমি ইতিপূর্ব্বে সুররাজ ইন্দ্রের যজ্ঞে বৃত হইয়াছি, অতএব তুমি তাহার সমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া

থাক। কিন্তু রাজা নিমি কাল প্রতীক্ষা না করিয়া তাঁহার পদে মহর্ষি গৌতমকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, এবং ঐ সমস্ত ব্রাহ্মণকে লইয়া রাজধানী বৈজয়ন্তের সন্নিহিত হিমাচলের পার্শ্বে যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দীক্ষাকাল পাঁচ সহস্র বৎসর। এদিকে মহর্ষি বসিষ্ঠ ইন্দ্রের যজ্ঞে ব্রতী ছিলেন। তিনি তাহা সমাপন করিয়া হোতৃকার্য্যের জন্য রাজা নিমির নিকট উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন মহর্ষি গৌতম হোতৃকার্য্যে ব্রতী আছেন। দেখিবামাত্র তাঁহার অন্তরে ক্রোধের সঞ্চার হইল। তিনি রাজার সাক্ষাৎকার লাভের জন্য কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ দিন নিমিও গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। তাঁহার অদর্শনে বসিষ্ঠের মনে ক্রূর ক্রোধ উপস্থিত হইল। তিনি কহিলেন, রাজন্! তুমি আমায় অবজ্ঞা করিয়া যখন হোতৃকার্য্যে অন্যকে বরণ করিয়াছ তখন এই অপরাধে তোমার মৃত্যু হইবে। এই অবসরে নিমিও গাত্রোত্থান করিলেন এবং বসিষ্ঠের অভিশাপের কথা শুনিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে কহিলেন, তপোধন! আমি নিদ্রিত ছিলাম; আপনি আসিয়াছেন ইহা জানিতে পারি নাই; এই অবস্থায় যখন আপনি রোষ কলুষিত মনে আমার উপর দ্বিতীয় যমদণ্ডের ন্যায় শাপানল নিক্ষেপ করিয়াছেন তখন আপনিও আমার

অভিশাপে নিশ্চয় মরিবেন; কিন্তু আপনার মৃতদেহের শোভা ব্যাপক কাল থাকিবে।

লক্ষ্মণ! এইরূপে রাজা নিমি ও বসিষ্ঠ ক্রোধবশে পরস্পর পরস্পরকে অভিশাপ দিয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন কিন্তু উভয়ের দেহ ব্রহ্মতেজে জ্যোতিষ্মান হইয়া রহিল।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্য্য! বলুন, এই দেবতুল্য নিমি ও বসিষ্ঠ একবার দেহত্যাগ করিয়া আবার কিরূপে দেহ ধারণ করিলেন। রাম কহিলেন, বৎস! নিমি ও বসিষ্ঠ উভয়ে দেহত্যাগ করিয়া বায়ুস্বরূপ হইয়া গেলেন। পরে বসিষ্ঠ অন্য এক শরীর লাভের নিমিত্ত পিতা ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি রাজা নিমির অভিশাপে দেহমুক্ত হইয়া এই বায়ুব আকার প্রাপ্ত হইয়াছি। দেহহীন লোকের বিষম কষ্ট। ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত কার্য্যই বিলুপ্ত হয়। এক্ষণে আমি যাহাতে পুনর্ব্বার দেহ অধিকার করিতে পারি আপনি কৃপা করিয়া তাহার বিধান করিয়া দিন।

তখন অমিতপ্রভ ভগবান ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস! তুমি মিত্রাবরুণ-বিসৃষ্ট তেজে প্রবেশ কর, ইহাতে তুমি অযোনিসম্ভব হইবে এবং ধর্ম্মশীল হইয়া পুনর্ব্বার প্রজাপতিত্ব লাভ করিবে।

অনন্তর মহর্ষি বসিষ্ঠ সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে প্রদক্ষিণ প্রণাম করিয়া শীঘ্র সমুদ্রে গমন করিলেন। ঐ সময় সুরপূজিত

মিত্রদেব ক্ষীরোদরূপী বরুণের সহিত বরুণাধিকারে নিযুক্ত ছিলেন। তৎকালে সুরূপা অপ্সরা উর্ব্বশীও সখীপরিবৃত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে তথায় আগমন করিল। বরুণ ঐ পদ্মপলাশলোচনা পূর্ণচন্দ্রাননাকে আপনার আলয়ে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহার সংসর্গ লাভের প্রার্থনা করিলেন। উর্ব্বশী কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, দেব! মিত্র আমায় এই বিষয়ের জন্য অগ্রে অনুরোধ করিয়াছেন। তখন বরুণ কামশরে নিপীড়িত হইয়া কহিলেন, সুন্দরি! তবে আমি এই দেবনির্ম্মিত কুম্ভে ত্বদ্দর্শনস্খলিত তেজ পরিত্যাগ করি। যদি তুমি আমার সহযোগ নাই ইচ্ছা কর তাহা হইলে তোমার জন্য এইরূপে রেত ত্যাগ করিয়া আমি কৃতকার্য্য হইব।

উর্ব্বশী লোকপাল বরুণের এই সুমধুর কথা শুনিয়া প্রীত মনে কহিল, দেব! আপনি যেরূপ কহিলেন তাহাই হউক। দেখুন আমার এই দেহমাত্র মিত্রের কিন্তু আমার হৃদয় আপনার, আর আপনার হৃদয়ও আমার। ফলত আপনার প্রতি আমার অতুল প্রীতি বিদ্যমান আছে।

উর্ব্বশী এই কথা কহিবামাত্র বরুণ জ্বলদগ্নিতুল্য তেজ কুম্ভমধ্যে পরিত্যাগ করিলেন। পরে উর্ব্বশীও মিত্রের নিকট উপস্থিত হইল। তখন মিত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, রে

দুষ্টে ! আমি তোরে অগ্রে প্রার্থনা করিয়াছিলাম কিন্তু তুই কেন আমায় উপেক্ষা করিলি এবং কেনই বা অন্য পতি গ্রহণ করিলি ? এই দুষ্কর্ম্ম নিবন্ধন তোকে আমার ক্রোধের ফল-ভোগের জন্য কিয়ৎকাল মর্ত্ত্যলোকে থাকিতে হইবে। তুই বুধের পুত্র কাশিরাজ পুরূরবার নিকট গমন কর। অতঃপর তিনিই তোর ভর্ত্তা হইবেন।

তখন উর্ব্বশী এইরূপ শাপগ্রস্ত হইয়া প্রতিষ্ঠান নগরে রাজর্ষি পুরূরবার নিকট উপস্থিত হইল। এই পুরূরবার পুত্র শ্রীমান্ আয়ু। ইন্দ্রপ্রভাব রাজর্ষি নহুষ এই আয়ু হইতে জন্মগ্রহণ করেন। সুররাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরের প্রতি বজ্রত্যাগ করিয়া পরি-শ্রান্ত হইলে ইনিই বহুকাল ইন্দ্রত্ব করিয়াছিলেন। পরে উর্ব্বশী শাপক্ষয়ে পুনরায় দেবলোকে প্রস্থান করেন।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ

লক্ষ্মণ এই অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিয়া প্রীতমনে কহিলেন, আর্য্য! বসিষ্ঠ ও নিমি উভয়ে একবার দেহত্যাগ করিয়া কিরূপে পুনর্ব্বার দেহ লাভ করেন?

রাম কহিলেন, লক্ষ্মণ! ঐ যে মিত্র বরুণের তেজঃপূর্ণ কুম্ভ, উঁহাতে, দুইটী তেজোময় ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। ঐ কুম্ভ হইতে সর্ব্বাগ্রে অগস্ত্য উৎপন্ন হন। কিন্তু তিনি জাতমাত্র মিত্রকে কহিলেন আমি একমাত্র তোমার পুত্র নহি; এই বলিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বরুণের তেজ পরিত্যাগের পূর্ব্বে ঐ কুম্ভে মিত্রের তেজ নিহিত হইয়াছিল। অর্থাৎ যে কুম্ভে মিত্রের তেজ ছিল তাহাতেই বরুণ তেজ পরিত্যাগ করেন। পরে কিয়ৎকাল অতীত হইলে মিত্র ও বরুণের সঞ্চিত তেজ হইতে তেজস্বী ইক্ষ্বাকুকুলদেবতা বসিষ্ঠ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি জন্মিবামাত্র রাজা ইক্ষ্বাকু আমাদিগের এই বংশের হিতোদ্দেশে তাঁহাকে পৌরহিত্যে বরণ করিলেন। বৎস! বসিষ্ঠের এই নূতন দেহের উৎপত্তির

কথা কহিলাম। এক্ষণে রাজর্ষি নিমির যেরূপ ঘটিয়াছিল তাহাও শুন।

মনীষি ঋষিগণ নিমিকে দেহমুক্ত দেখিয়াও যজ্ঞ হইতে বিরত হন নাই। এবং গন্ধমাল্য ও বস্ত্র দ্বারা নিমির মৃত-দেহ সুসজ্জিত করিয়া তৈলদ্রোণিমধ্যে রক্ষা করেন। পরে যজ্ঞ সমাপন হইলে মহর্ষি ভৃগু কহিলেন, রাজন্! আমি তোমার প্রতি অতিমাত্র প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে তোমার দেহে জীবন সঞ্চার করিয়া দিব। তৎকালে দেবতারাও প্রীত হইয়া এই কথা কহিলেন। অনন্তর সকলে নিমিকে কহিলেন, রাজন্! তুমি বর প্রার্থনা কর, বল তোমার জীবাত্মাকে কোথায় রাখিব। তখন নিমির আত্মা কহিলেন, সুরগণ! আমি সর্ব্বভূতের নেত্রপুটে বাস করিব। দেবগণ সম্মত হইয়া কহিলেন, তুমি বায়ু স্বরূপ হইয়া সমস্ত জীবের নেত্রে সঞ্চরণ করিও। অতঃপর জীবের নেত্র ত্বৎসংযোগজনিত ক্লেশে বিশ্রামার্থ মুহুর্মুহু নিমেষধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে। সুর-গণ রাজর্ষি নিমিকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন ঋষিগণ নিমির পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত তাঁহার দেহকে অরণি স্বরূপ কল্পনা করিয়া পুত্রপ্রাপ্তি-মূলক মন্ত্র ও হোম দ্বারা বলপূর্ব্বক মন্থন করিতে লাগিলেন। এই সূত্রে মহাতপা মিথির জন্ম হয়। অরণিমন্থন হইতে উৎপন্ন

এই জন্য তাঁহার নাম মিথি। জনন হইতে জনক তাঁহার অপর নাম। আর তিনি অচেতন দেহ হইতে উৎপন্ন বলিয়া বৈদেহ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। বৎস! এই আমি তোমার নিকট নিমির অভিশাপে বসিষ্ঠের যাহা ঘটিয়াছিল এবং বসিষ্ঠের অভিশাপে নিমির যাহা ঘটিয়াছিল তাহা কীর্ত্তন করিলাম।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ

অনন্তর লক্ষ্মণ স্বপ্রভাবপ্রদীপ্ত রামকে জিজ্ঞাসিলেন, আর্য্য ! এই বসিষ্ঠ ও নিমিসংবাদ অতি অদ্ভুত। কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে রাজা নিমি মহাবীর ক্ষত্রিয়, বিশেষত তিনি যজ্ঞে দীক্ষিত ছিলেন। এই অবস্থায় তিনি বসিষ্ঠদেবকে কেন ক্ষমা করেন নাই ?

রাম সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস ! সকলের সকল অবস্থায় ক্ষমাগুণ দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজা যযাতি সত্বগুণ আশ্রয় করিয়া যেমন দুঃসহ ক্রোধ সহ্য করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি তাহা কহিতেছি অবহিত হইয়া শুন। প্রজারঞ্জন রাজা যযাতি নহুষের পুত্র। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দুইটী স্ত্রী ছিল। তন্মধ্যে একটীর নাম শর্ম্মিষ্ঠা। ইনি দিতির পৌত্রী এবং বৃষপর্ব্বার পুত্রী। যযাতি ইহাঁকে বিশেষ সমাদর করিতেন। অপরা দেবযানী। ইহাঁর প্রতি যযাতির তাদৃশ অনুরাগ ছিল না। এই দুই পত্নীর মধ্যে শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে পুরু এবং দেবযানীর গর্ভে যদু জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু পুরু স্বগুণে এবং রাজপ্রণয়িনী জননীর কারণে

রাজার অতিমাত্র প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। তদ্দৃষ্টে যদু দুঃখিত হইয়া মাতাকে কহিলেন, মাতঃ! তুমি উদারচরিত মহর্ষি ভৃগুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। কিন্তু তোমাকে মর্ম্ম-পীড়া ও দুঃসহ অপমান সহ্য করিতে হইতেছে। এক্ষণে আইস, আমরা দুই জনেই অগ্নিপ্রবেশ করিয়া এই কষ্টের শান্তি করি। রাজা দৈত্যকন্যা শর্ম্মিষ্ঠার সহিত সুখে কাল-যাপন করুন। আর এই কষ্ট যদি তোমার সহ্য হয় তবে আমায় অনুজ্ঞা দেও। তুমি সও আমি সহিব না, আমি নিশ্চয় মরিব। এই বলিয়া যদু অত্যন্ত কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন দেবযানী পুত্রের এই কথা শুনিয়া ক্রোধভরে পিতাকে স্মরণ করিলেন। মহর্ষি ভার্গব কন্যার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া যথায় দেবযানী সত্বর তথায় উপস্থিত হই-লেন এবং তাহাকে অপ্রকৃতিস্থ অহৃষ্ট ও অচেতন দেখিয়া পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিলেন, বৎসে! একি! তখন দেবযানী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, পিতঃ! আমি হয় অগ্নিপ্রবেশ বা তীব্র বিষ পান করিব, না হয় জলমগ্ন হইয়া মরিব। কিছু-তেই আমার আর বাঁচিবার ইচ্ছা নাই। আমি যে দুঃখিত ও অবমানিত হইয়াছি তুমি ইহার কিছুই জান না। বৃক্ষকে ছেদন করিলে বৃক্ষাশ্রিত পত্রপুষ্প কাজেই ছিন্ন হইয়া থাকে।

রাজর্ষি যযাতি তোমার সম্মান রাখেন না, তন্নিবন্ধন আমায় অবজ্ঞা ও অসম্মান করেন।

মহর্ষি ভার্গব এই কথা শুনিবামাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া যযাতিকে কহিলেন, রে দুরাত্মন্! যখন তুই আমায় অবজ্ঞা করিতেছিস্ তখন আমার অভিশাপে তুই জরাজীর্ণ হইবি এবং তোর ইন্দ্রিয় সকল শিথিল হইবে। সূর্য্যসঙ্কাস মহর্ষি ভার্গব রাজা যযাতিকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া দেবযানীকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক স্বভবনে প্রস্থান করিলেন।

একোনষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর রাজা যযাতি জরাগ্রস্ত হইয়া যদুকে কহিলেন, বৎস্য! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, এক্ষণে আমার এই জরা গ্রহণ কর, আমি নানারূপ ভোগ উপভোগ করিব। আমি ভোগসুখে পরিতৃপ্ত হই নাই। এক্ষণে ভোগ অনুভব করিয়া পশ্চাৎ জরা গ্রহণ করিব। যদু কহিলেন রাজন্! পুরু আপনার প্রিয় পুত্র। তিনিই এই জরা গ্রহণ করুন। আপনি আমাকে অর্থে বঞ্চিত করিয়াছেন এবং নিকটেও আর বাস করিতে দেন না। এক্ষণে আপনি যাহাদের সহিত একত্রে পান-ভোজন করেন তাঁহারাই আপনার এই জরা গ্রহণ করুন। তখন যযাতি পুরুকে কহিলেন, বৎস্য! তুমি আমার উপ-কারের জন্য এই জরা গ্রহণ কর। পুরু কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। আমি আপনার আদেশ পালনে প্রস্তুত আছি।

অনন্তর রাজা যযাতি অতিশয় হৃষ্ট হইয়া পুরুর দেহে জরা সংক্রামিত করিলেন এবং যৌবন লাভ করিয়া বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন।

এই রূপে বহুকাল অতীত হইলে একদা তিনি পুরুকে কহিলেন, বৎস! আমি তোমার নিকট আপনার জরা ন্যাস স্বরূপে রাখিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহা আনয়ন কর এবং আমাকে দেও। তুমি কিছুমাত্র ব্যথিত হইও না, আমি তোমা হইতে পুনরায় তাহা লইব। তুমি আদেশ পালন করিয়াছ এই জন্য আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে আমি তোমাকে রাজ্যে অভিষেক করিব।

যযাতি পুরুকে এই রূপ কহিয়া যদুকে কহিলেন, রে দুর্বৃত্ত! তুই আমার ঔরসে ক্ষত্রিয় রূপী দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস হইয়া জন্মিয়াছিস্। তুই আমার আদেশ পালনে পরাঙ্মুখ! আমি তোরে কদাচ রাজ্য দিব না। আমি তোর গুরু পিতা, তুই যখন আমার অবমাননা করিয়াছিস্ তখন তোর হইতে দারুণ রাক্ষস সকল জন্ম গ্রহণ করিবে। রে দুর্মতি! তোর সন্তান সন্ততি সোম বংশীয় রাজপদবী পাইবে না এবং তোর ন্যায় দুর্ব্বিনীত হইবে। রাজা যযাতি যদুকে এইরূপ কহিয়া পুরুকে রাজ্যে স্থাপন পূর্ব্বক বানপ্রস্থ আশ্রয় করিলেন এবং বহুকাল পরে তনুত্যাগ করিয়া স্বর্গারূঢ় হইলেন। পুরুও প্রতিষ্ঠান নগরীতে ধর্ম্মানুসারে রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। এ দিকে রাজবংশের অযোগ্য দুর্গম ক্রৌঞ্চবন নামক

পুরমধ্যে যদু হইতে বহুসংখ্য রাক্ষস জন্ম গ্রহণ করিল। লক্ষ্মণ! নিমি রাজা ব্রাহ্মণের শাপগ্রস্ত হইয়া ব্রাহ্মণকে অভিসম্পাত করেন কিন্তু যযাতি ভার্গবের শাপ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে ধারণ করিয়া ছিলেন। এই আমি তোমাকে সমস্তই কহিলাম। এক্ষণে রাজা নৃগের কার্য্যার্থীকে দর্শন না দিয়া যেরূপ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল আমার যেন সেরূপ না হয়। অতঃপর আমি সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিব।

তখন ক্রমশঃ আকাশে নক্ষত্র সকল বিরল হইয়া আসিতে লাগিল। পূর্ব্বদিক অরুণকিরণে রঞ্জিত হইয়া যেন কুসুম-রাগরক্ত বসনে অবগুণ্ঠিত ও সুশোভিত হইল।

প্রক্ষিপ্ত ১ম সর্গ।

অনন্তর পদ্মপলাশলোচন রাম বিমল প্রভাতকালে প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক বিচারাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, পুরোহিত বসিষ্ঠ, কশ্যপ, ব্যবহারবিৎ মন্ত্রী ও অন্যান্য ধর্ম্মপাঠকের সহিত রাজধর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সভা নীতিজ্ঞ সভ্য ও রাজগণে পরিবৃত হইয়া ইন্দ্র যম ও বরুণের সভার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি যাও, গিয়া কার্য্যার্থীদিগকে আহ্বান করিয়া আন। লক্ষ্মণও রামের আদেশে উপস্থিত হইয়া কার্য্যার্থীদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন কিন্তু তৎকালে কেহই কহিল না যে আজ আমার এখানে কোন কার্য্য আছে। ফলত রামের রাজ্যশাসনকালে আধি ব্যাধি কিছুই ছিল না। বসুমতী সুপক্ক শস্যে পূর্ণ। বালক যুবাও এই উভয়ের মধ্যম কেহই মৃত্যুমুখে পতিত হইত না। তখন লক্ষ্মণ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে কহিলেন, আর্য্য! কার্য্যার্থী কেহই উপস্থিত নাই। তখন রাম প্রসন্ন-মনে পুনর্ব্বার কহিলেন বৎস! তুমি আবার

যাও, গিয়া দেখ যদি কেহ উপস্থিত থাকে। সম্যক প্রযুক্ত নীতির প্রভাবে কুত্রাপি অধর্ম্ম নাই, রাজভয়ে সকলেই যেন পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিতেছে। অধিক কি মৎ প্রযুক্ত শরই যেন প্রজাগণের রক্ষা বিধানে নিযুক্ত আছে। তথাপি তুমি তৎপর হইয়া সকলকে রক্ষা কর।

অনন্তর লক্ষ্মণ রাজভবন হইতে নির্গত হইয়া দ্বারদেশে একটী কুক্কুরকে দেখিতে পাইলেন। সে মুহুর্মুহু চিৎকার করিতেছিল। তদ্দৃষ্টে লক্ষ্মণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কুক্কুর! তুমি বিশ্বস্ত মনে বল তোমার কি কার্য্য আছে। কুক্কুর কহিল, যিনি সকল প্রাণির রক্ষক, যিনি ভয়ে অভয়-দাতা আমি, সেই মহারাজ রামকে বলিতে ইচ্ছা করি।

লক্ষ্মণ কুক্কুরের এই কথা জানাইবার নিমিত্ত রামের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে জানাইয়া পুনর্ব্বার কুক্কুরকে গিয়া কহিলেন, যদি তোমার কিছু বক্তব্য থাকে তাহা হইলে তুমি মহারাজকে জানাও। কুক্কুর কহিল, দেবালয় রাজ-প্রাসাদ ও ব্রাহ্মণের গৃহে অগ্নি ইন্দ্র বায়ু ও সূর্য্য অবস্থান করিয়া থাকেন। আমরা সমস্ত জন্তুর অধম, সুতরাং তথায় প্রবেশ করিবার উপযুক্ত নহি। রাজা মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম, আমি তাঁহার নিকট যাইতে সাহস করি না। তিনি সত্যবাদী যুদ্ধ বিশারদ প্রাণিগণের হিতে নিযুক্ত। তিনি সন্ধি

বিগ্রহাদির যথাযথ প্রয়োগ অবগত আছেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী ও নীতির স্রষ্টা। তিনি চন্দ্র যম কুবের অগ্নি ইন্দ্র সূর্য্য ও বরুণ। আপনি সেই প্রজাপালক রাজাকে গিয়া বলুন তাঁহার অদেশ ব্যতীত আমি প্রবেশ করিতে সাহসী নহি।

অনন্তর লক্ষ্মণ রামের নিকট গিয়া কহিলেন, আর্য্য! আমি কহিয়াছিলাম একটী কুক্কুর কার্য্যার্থী হইয়া দ্বারে অবস্থান করিতেছে, এক্ষণে কি আদেশ হয়। রাম কহিলেন, বৎস! কার্য্যার্থী কুক্কুরকে শীঘ্র আনয়ন কর।

প্রক্ষিপ্ত ২য় সর্গ।

লক্ষ্মণ রামের আদেশ পাইবামাত্র সত্বর কুক্কুরকে আহ্বান করিয়া রাজসভায় লইয়া গেলেন। রাম উহাকে উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, সারমেয়! তোমার কোন ভয় নাই, যা বলিবার আছে সমস্তই বল। কুক্কুর কহিল, রাজন্! রাজাই প্রাণিগণের কর্ত্তা ও শাস্তা। সকলে নিদ্রায় অভিভূত হইলে তিনি জাগৃত থাকেন। তিনি প্রজাপালক। তিনি সুপ্রযুক্ত নীতির বলে ধর্ম্মরক্ষা করেন। যদি রাজা পালনে বিমুখ হন তাহা হইলে প্রজারা শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়! রাজা জগতের পিতা ও রক্ষক। রাজা কাল যুগ ও সমস্ত জগৎ। ধারণ করেন এই অর্থে ধর্ম্ম এই নাম হইয়াছে। ধর্ম্ম দ্বারা সমস্ত প্রজা ধৃত হইয়া থাকে। যখন রাজা এই স্থাবর জঙ্গমাত্মকে জগৎকে ধারণ করেন দুষ্ট দমন ও শিষ্ট পালন করেন এই জন্য তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম। রাজন্! আমার বোধ হয় ধর্ম্মের নিকট কিছুই দুষ্প্রাপ্য নাই। দান, দয়া, সাধুগণের সম্মান, ব্যবহারে সরলতা, এই গুলি পরম ধর্ম্ম। রাজা প্রজাপালন দ্বারা ইহলোক ও পরলোক শুভলাভ করেন।

আপনি প্রমাণের প্রমাণ। সাধুগণের আচরিত ধর্ম্ম আপনার অবিদিত নাই। আপনি ধর্ম্মের পরম আশ্রয় এবং গুণের সাগর। আমি অজ্ঞানতা হেতু আপনাকে এইরূপ কহিলাম; এক্ষণে প্রণত হইয়া আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি আপনি আমার প্রতি রুষ্ট হইবেন না।

তখন রাম কুক্কুরের এইরূপ কথা শুনিয়া কহিলেন, আমি তোমার কি করিব তুমি বিশ্বস্ত চিত্তে শীঘ্র বল। কুক্কুর কহিল, রাজা ধর্ম্ম দ্বারা রাজ্য প্রাপ্ত হন, ধর্ম্ম দ্বারা প্রাজা পালন করেন এবং ধর্ম্ম বলেই লোকের শরণ্য হন, এবং সকলকে অভয় দান করেন। ইহা হৃদয়ে ধারণ করিয়া আমার যা কার্য্য শ্রবণ করুন। সর্ব্বার্থসিদ্ধ নামে এক-জন ভিক্ষু ব্রাহ্মণ আছেন। তিনি বিনাপরাধে আমায় প্রহার করিয়াছেন। শুনিয়া রাম ঐ ব্রাহ্মণকে আনয়ন করিবার জন্য এক দ্বারবানকে পাঠাইয়া দিলেন। অনতিবিলম্বে সর্ব্বার্থসিদ্ধ উপস্থিত। তিনি আসিয়া রামকে কহিলেন, রাজন্! বল আমায় কি করিতে হইবে। রাম কহিলেন, বিপ্র, এই কুক্কুর তোমার কি অপকার করিয়াছিল? ইহাকে কেন লগুড় প্রহার করিয়াছ? দেখ, ক্রোধ প্রাণ-সংহারক এবং মিত্রব্যপদেশী শত্রু, ইহা সুতীক্ষ্ণ অসি, ইহা তপস্যা যাগ যজ্ঞ ও দান সমস্তই নষ্ট করে অতএব, সর্ব্বতোভাবে

ক্রোধ পরিত্যাগ করা আবশ্যক। ধাবমান অশ্বের যেরূপ সারথ্য করে সেইরূপ স্ব স্ব বিষয়ে ধাবমান দুষ্ট ইন্দ্রিয়গণের বিষয় সংহার পূর্ব্বক ধৈর্য্য সহকারে সারথ্য করিবে। কায় মন বাক্য ও চক্ষু দ্বারা লোকের শ্রেয় সাধন করা উচিত। যিনি লোকের শ্রেয় সাধনে রত তাঁহাকে কেহ বিদ্বেষ করে না এবং তিনি পাপে লিপ্ত হন না। আত্মা দুর্দ্দমনীয় হইলে যেমন অপকার করে সুতীক্ষ্ণ অসি, পদাহত সর্প এবং ক্রোধাবিষ্ট শত্রুও সেরূপ করে না। বিনীত ব্যক্তিরও প্রকৃতি উৎপথগামী হয় কিন্তু যিনি ইহাকে রক্ষা করিতে পারেন তাঁহারই নিশ্চয় সিদ্ধি।

তখন সর্ব্বার্থসিদ্ধ কহিলেন রাজন্! আমি ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিতেছি এই অবসরে এই কুকুর পথে শয়ন করিয়াছিল। আমি ইহাকে 'যা যা' বলিয়া সরাইবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু এই কুকুর মৃদু পদে গিয়া পথ প্রান্তে বিষম ভাবে শয়ন করিল। তখন আমি ক্ষুধার্ত্ত ছিলাম। ইহার এইরূপ ব্যবহারে আমার ক্রোধ জন্মিল, এবং আমি ইহাকে প্রহার করিলাম। রাজন্! এই বিষয়ে অবশ্য আমারই অপরাধ, অতএব তুমি আমাকে শাসন কর। রাজদণ্ডে পাপক্ষয় হইলে আর আমার নরক ভয় থাকিবে না।

অনন্তর মহারাজ রাম সভাসদগণকে জিজ্ঞাসিলেন,

এক্ষণে এই ব্রাহ্মণকে কি করা উচিত, আমি ইহাঁকে কিরূপ দণ্ড করিব। দেখ দণ্ড অপরাধের অনুরূপ হইলেই তবে প্রজা রক্ষিত হয়। তৎকালে রাজসভায় ভৃগু আঙ্গিরস কুৎস কাশ্যপ বসিষ্ঠ প্রধান প্রধান ধর্ম্মপাঠক সচিব ও অন্যান্য পণ্ডিতেরা উপবিষ্ট ছিলেন। ইহাঁরা এক বাক্যে কহিলেন, শাস্ত্রজ্ঞ দিগের অভিপ্রায় ব্রাহ্মণকে দণ্ড করা উচিত নহে। মুনিগণ কহিলেন, রাজন্! রাজা সকলের শাসন-কর্ত্তা। বিশেষত তুমি স্বয়ং সনাতন বিষ্ণু, তুমি জগতকে শাসন করিতেছ।

কুক্কুর কহিল রাজন্! যদি আপনি আমার প্রতি পরি-তুষ্ট হইয়া থাকেন, আমাকে অনুকম্পা করা যদি আপনার অভিপ্রায় হয় আমার সঙ্কল্প সিদ্ধির অঙ্গীকার পালন করা যদি সঙ্গত বোধ হয়, তবে আমার প্রার্থনায় আপনি এই ব্রাহ্মণকে কালঞ্জরে কুলপতি করিয়া দিন।

রাম কুক্কুরের এই কথা শুনিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে কৌলপত্য প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণও পূজিত হইয়া গজস্কন্ধে আরো-হণ পূর্ব্বক হৃষ্টমনে চলিল। এই অবসরে মন্ত্রিগণ সহাস্য-মুখে কহিলেন, রাজন্ আপনি এই ব্রাহ্মণকে দণ্ড নয় বর প্রদান করিলেন। রাম কহিলেন, মন্ত্রিগণ! তোমারা এই গূঢ় গতির অর্থ কিছুই বুঝিতে পার নাই। কৌলপত্য

যে কি পদার্থ এই কুক্কুরই তাহা জ্ঞাত আছে। তখন রামের আদেশে কুক্কুর কহিতে লাগিল, রাজন্! আমি পূর্ব্বে কালঞ্জরে কুলপতি ছিলাম। দেবতা ও ব্রাহ্মণের সেবায় আমার বিশেষ যত্ন ছিল। আমি দাস দাসীর প্রতি স্নেহ প্রদর্শন এবং সকলের আহারান্তে নিজে কিঞ্চিৎ আহার করিতাম। যা কিছু ধনসম্পদ ছিল সমস্তই সাধারণের সহিত বিভাগে ভোগ করিতে আমি ভাল বাসিতাম। সৎবিষয়ে আমার দৃষ্টি। আমি দেবদ্রব্য সযত্নে রাখিতাম এবং বিনয়ী সুশীল ও সকলের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলাম, কিন্তু কেবল কৌলপত্যের প্রভাবে এই ঘোর নিকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই ব্রাহ্মণ কোপন স্বভাব, অধার্ম্মিক, অন্যের অনিষ্টকারী, ক্রূর ও মূর্খ। কৌলপত্যের দোষে ইহার ঊনপঞ্চাশৎ পুরুষ নিরয়গামী হইবে। ফলতঃ কোন অবস্থাতেই কৌলপত্য স্বীকার করা উচিত নহে। যদি কাহাকে পুত্র পশু ও বান্ধবের সহিত নরকস্থ করিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে তাহাকে দেবতা গো ও ব্রাহ্মণের সন্নিহিত করিয়া রাখিবে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মস্ব দেবদ্রব্য স্ত্রী ও বালকের ধন হরণ করে, আর যে দত্তাপহারী সে ইষ্ট বস্তুর সহিত শীঘ্র বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি ব্রহ্মস্ব ও দেবদ্রব্য গ্রহণ করে সে বীচিনামক ঘোর নরকে পতিত হইয়া থাকে। অধিক কি যে

ব্যক্তি ব্রহ্মস্ব ও দেবদ্রব্য লইবার সঙ্কল্প মাত্রও করে সেই নরাধমকে নরক হইতে নরকে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

রাম কুক্কুরের নিকট এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। কুক্কুরও স্বস্থানে প্রস্থান করিল। ঐ কুক্কুর জাতি মাত্রে দূষিত বটে কিন্তু সে পূর্ব্ব জন্মে এক জন মহাত্মা ছিল। অনন্তর সে বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া প্রায়োপবেশন করিল।

প্রক্ষিপ্ত ৩য় সর্গ।

কোন এক পর্ব্বতজাত বনে বহুকাল গৃধ্র ও উলূক বাস করিত। ঐ বন বৃক্ষে পূর্ণ সিংহ ব্যাঘ্রে আকীর্ণ ও নদীবহুল। তথায় নানাবিধ পক্ষী নিরন্তর কলরব করিতেছে। একদা পাপমূর্ত্তি গৃধ্র উলূকের গৃহে প্রবেশ করিল এবং ইহা আমার বাস গৃহ বলিয়া উহার সহিত কলহ করিতে লাগিল। পরে স্থির করিল রাজীবলোচন রাম সকলের রাজা, চল আমরা শীঘ্র উভয়ে তাঁহার নিকট যাই, তিনিই আমাদিগের বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন। কুপিত উলূক ও গৃধ্র এইরূপ স্থির করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইল। উভয়ের মন কলহে অতিমাত্র আকুল। উহারা গিয়া রামের পাদবন্দন করিল। পরে গৃধ্র রামকে বিবাদের বিষয় জ্ঞাপন পূর্ব্বক কহিল, রাজন্! আপনি বলবীর্য্যে সুরাসুরের প্রধান; বুদ্ধিতে বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্য হইতেও অধিক; এবং সৌন্দর্য্যে চন্দ্রের তুল্য জগতের ভাল মন্দ কিছুই আপনার অবিদিত নাই। আপনি তেজে দুর্নিরীক্ষ্য সূর্য্য, গৌরবে হিমাচল, গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র,

দণ্ডে লোকপাল যম, ক্ষমায় পৃথিবী এবং ক্ষিপ্রকারিতায় বায়ু। আপনি বীর ও কীর্ত্তিমান। শাস্ত্রবিধি আপনার অজ্ঞাত নাই। এক্ষণে আপনার নিকট আমার কিছু জানাইবার আছে শুনুন। আমি পূর্ব্বেই স্ববাহুবলে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া ছিলাম কিন্তু এই উলূক আমায় অধিকারচ্যুত করিতেছে। আপনি রাজা, এক্ষণে আপনি আমায় রক্ষা করুন।

উলূক কহিল, রাজন্! ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য কুবের ও যম হইতে রাজার জন্ম। তিনি কিয়দংশে মনুষ্য। কিন্তু আপনি সর্ব্বময় দেব ও দ্বিতীয় নারায়ণ। আপনার সৌম্যভাব অনির্ব্বচনীয় এবং আপনি সকলের প্রতি সমভাবে স্নিগ্ধ দৃষ্টি বিতরণ করেন; এই জন্য আপনাকে বলে সোমাংশসম্ভূত। আপনি দণ্ড দ্বারা রক্ষা ও ক্রোধ দ্বারা সংহার করেন, আপনি দাতা ও পাপত্রাতা, এই জন্যই আপনি রাজা। আপনি সকলের অধৃষ্য এবং তেজে অগ্নি তুল্য, আপনি নিরন্তর লোক সকলকে সন্তপ্ত করিতেছেন এই জন্যই আপনাকে বলে সূর্য্যসদৃশ। আপনি কুবেরের তুল্য বা তদপেক্ষা অধিক। দেবী লক্ষ্মী নিরন্তর আপনার গৃহে বিরাজ করিতেছেন। আপনি অতিথিদিগকে প্রার্থনাধিক ধন দান করেন এই জন্যই আপনি ধনদ। স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতে এবং

শত্রু ও মিত্রে আপনার সমদৃষ্টি। আপনি শাসন ও ব্যবহারে ধর্ম্মদর্শী। যাহার প্রতি আপনার ক্রোধ তাহার অভিমুখে মৃত্যু ধাবমান হয়, এই জন্যই আপনি যম। আপনার নামমাত্র মনুষ্যভাব, ফলত আপনি দেবতা। ক্ষমা আপনার অনন্যসাধারণ গুণ। আপনি দয়াবান রাজা। দুর্ব্বল ও অনাথের আপনিই বল, চক্ষু হীনের আপনিই চক্ষু এবং অগতির আপনিই গতি। আপনি আমার নাথ, এক্ষণে আমার যাহা বক্তব্য আছে শ্রবণ করুন। এই গৃধ্র আমার আলয়ে প্রবেশ করিয়া আমাকে নিষ্পীড়িত করিতেছে। আপনি দেব মনুষ্যের শাসনকর্ত্তা, এক্ষণে এই বিষয়ের এক সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দিন।

তখন রাম সচিবগণকে আহ্বান করিলেন। ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সিদ্ধার্থ রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অশোক, ধর্ম্মপাল ও সুমন্ত্র ইহাঁরা নীতিদর্শী মহাত্মা সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হ্রীমান সৎকুলোৎপন্ন ও মন্ত্রণানিপুণ। রাম ইহাঁদিগকে আহ্বান করিয়া পুষ্পক রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক গৃধ্র ও উলূকের বিবাদ যথাযথ বর্ণন করিলেন। পরে গৃধ্রকে জিজ্ঞাসিলেন, গৃধ্র! যথার্থ বল তুমি কত বৎসর এই গৃহ প্রস্তুত করিয়াছ। গৃধ্র কহিল রাজন্! যদবধি এই পৃথিবীতে মনুষ্যের বাস তদবধি আমার এই গৃহ। উলূক কহিল, রাজন্! এই

পৃথিবীতে যখন সর্ব্বপ্রথম বৃক্ষ জন্মায়, তদবধি আমার এই গৃহ। শুনিয়া রাম সভাসদগণকে কহিলেন, দেখ, যে সভায় বৃদ্ধ নাই তাহা সভা নয়, যে বৃদ্ধ ধর্ম্মানুগত কথা বলেন না তিনি বৃদ্ধ নহেন, যে ধর্ম্মে সত্য নাই তাহা প্রকৃত ধর্ম্ম নহে, আর যে সত্যে ছল আছে তাহা সত্যই নহে। যে সভ্য বিচার্য্য বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়াও মৌনী থাকেন এবং যথাযথ কথা না বলেন তিনি মিথ্যাবাদী। প্রশ্নের অবস্থা সম্যক্ বুঝিতে পারিয়া যিনি কোন অভিসন্ধি ক্রোধ বা ভয় প্রযুক্ত তাহার মীমাংসা না করেন তিনি সহস্র বারুণ পাশ দ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকেন। পরে প্রতি সম্বৎসর পূর্ণ হইলে তিনি উহার এক একটী পাশ হইতে মুক্ত হন। অতএব সত্য সম্যক্ জানিতে পারিলে তাহা গোপন রাখা কখনই উচিত নহে। এক্ষণে তোমরা এই উপস্থিত বিষয়ে যে, যেরূপ বুঝিয়াছ তাহা বল।

তখন সভ্যেরা কহিলেন, রাজন্! এই উলূক গৃহের অধিকারী, গৃধ্র নহে। রাজাই পরম গতি, প্রজা সকল রাজাকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে। রাজা সাক্ষাৎ সনাতন ধর্ম্ম। যাহারা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয় তাহাদের আর দুর্গতি নাই। ঐ পুরুষপ্রধানদিগের আর যমদণ্ডেরও ভয় থাকে না এক্ষণে এই বিষয়ে যেরূপ সদ্বিবেচনা হয় আপনিই বলুন।

রাম কহিলেন, সভ্যগণ! পুরাণে যাহা বর্ণিত হইয়াছে আমি তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ সমস্ত একার্ণব ছিল। ব্রহ্মাণ্ড লক্ষ্মীর সহিত বিষ্ণুর জঠরে প্রবিষ্ট ছিল। ভূতাত্মা ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডকে জঠরে লইয়া মহাসমুদ্রে প্রবেশ পূর্ব্বক বহুকাল শয়ান ছিলেন। ঐ সময় মহাযোগী ব্রহ্মা তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে জন্ম গ্রহণ করেন। অনন্তর ব্রহ্মা অগ্রে পৃথিবী বায়ু পর্ব্বত বৃক্ষ পরে কীট পতঙ্গ হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিলেন। এই অবসরে বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে মধু ও কৈটভ নামে দুই ঘোর রূপ মহাবল দানবের জন্ম হয়। উহারা জন্মিবা মাত্র প্রজাপতি ব্রহ্মাকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি ক্রোধভরে মহাবেগে ধাবমান হইল। তদ্দৃষ্টে ব্রহ্মা একটী বিকট শব্দ করিলেন এবং বিষ্ণু চক্রদ্বারা উহাদের মস্তক ছেদন করিলেন। উহাদের মেদে সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত হইল, কিন্তু লোকপালক বিষ্ণু উহাকে পুনরায় শোধন করেন। তিনি উহাকে বিশুদ্ধ করিয়া বৃক্ষে পূর্ণ করিয়া দিলেন। নানা প্রকার ওষধি ও শস্য উৎপন্ন হইল। পৃথিবী মধু ও কৈটভের মেদগন্ধে পূর্ণ হইয়াছিল এই জন্য ইহার নাম মেদিনী হয়। এই কারণে স্থির হইতেছে গৃহটী গৃধ্রের নয়, উহা উলূকের। এই গৃধ্র অপরের

গৃহাপহারক ও পাপ স্বভাব, দুর্ব্বিনীত ও অন্যের ক্লেশকর। এক্ষণে ইহার দণ্ড করা আবশ্যক।

এই অবসরে এইরূপ আকাশবাণী হইল, রাম! গৃধ্র পূর্ব্বে অন্যের তপোবলে দগ্ধ হইয়াছে। ইহার নাম ব্রহ্মদত্ত। এ ব্যক্তি বীর সত্যব্রত শুদ্ধসত্ত্ব রাজা ছিল। কালগৌতমের তপোবলে দগ্ধ হইয়াছে। অতএব তুমি ইহাকে আর দণ্ড করিও না। একদা এক ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ ভোজনার্থ ইহার গৃহে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, রাজন্! আমি বহুকাল ব্যাপিয়া তোমার গৃহে ভোজন করিব। তখন ব্রহ্মদত্ত স্বয়ং তাঁহাকে পাদ্য ও অর্ঘ্য দ্বারা সৎকার করিয়া ভোজনের আয়োজন করিয়া দিলেন। ভোজ্য দ্রব্যে মাংস ছিল। তদ্দৃষ্টে ব্রাহ্মণ কুপিত হইয়া ইহাকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করেন, রাজন্! তুমি গৃধ্র হও। তখন ব্রহ্মদত্ত কাতর হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মণ্! আপনি প্রসন্ন হউন। আমি না জানিয়া আপনার ভোজ্য দ্রব্যে মাংস দিয়াছি। এক্ষণে যাহাতে আমার এই শাপের অবসান হয় আপনি তাহাই করিয়া দিন।

অনন্তর ব্রাহ্মণ ব্রহ্মদত্তের অপরাধ অজ্ঞানকৃত বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, ইক্ষ্বাকুরাজবংশে রাম নামে এক মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিবেন। তুমি তাঁহার করস্পর্শ লাভ করিবামাত্র নিষ্পাপ হইবে।

রাম এই আকাশবাণী শুনিয়া ব্রহ্মদত্তকে স্পর্শ করিলেন। ব্রহ্মদত্ত গৃধ্রূরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চন্দনচর্চ্চিত দিব্য পুরুষমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কহিল, রাজন্! আপনার প্রসাদেই আমি শাপমুক্ত ও ঘোর নরক হইতে উদ্ধার হইলাম।

ষষ্টিতম সর্গ

বসন্তের নাতিশীত ও নাতিউষ্ণ রাত্রি প্রভাত হইল। রাম প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় সুমন্ত্র তাঁহার নিকট আসিয়া কহিলেন, মহারাজ! যমুনাতীরবাসী কতকগুলি তাপস চ্যবনকে অগ্রে লইয়া দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারা সত্বর আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা করেন। রাম কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি ভগবান চ্যবন প্রভৃতি বিপ্রগণকে শীঘ্র আনয়ন কর। তখন সুমন্ত্র রাজার আদেশে কৃতাঞ্জলিপুটে উপস্থিত হইয়া ঋষিগণকে আনয়ন করিলেন। উহাঁদের সংখ্যা শতাধিক। ঐ সমস্ত ব্রহ্মতেজঃপূর্ণ প্রশান্ত ঋষি রাজভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক তীর্থজলপূর্ণ কুম্ভ ও ফল মূল রামকে উপহার দিলেন। রাম প্রীতমনে তৎসমুদায় গ্রহণ করিয়া কহিলেন, তাপসগণ! আপনারা এই আসনে উপবেশন করুন। ঋষিগণ সুশোভন স্বর্ণাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রাম কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তাপসগণ! আপনারা কি জন্য আসিয়াছেন। আমি আপনাদিগের

আজ্ঞার পাত্র, সকল প্রকার অভীষ্ট সাধনে প্রস্তুত আছি, এক্ষণে আজ্ঞা করুন কি করিব। আমি আপনাদিগকে সত্যই কহিতেছি আমার এই রাজ্য, এই হৃদয়স্থ প্রাণ, সমস্তই ব্রাহ্মণের জন্য।

রামের এই কথা শুনিবামাত্র যমুনাতীরবাসী ঋষিরা তাঁহাকে বারবার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন এবং একান্ত হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, রাজন্। এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করা এই পৃথিবীতে কেবল তোমারই সম্ভবে, অন্যের নহে। পূর্ব্বে এমন অনেক মহাবল রাজা ছিলেন যাঁহারা কার্য্যের গুরুতা বুঝিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে সাহসী হন নাই। কিন্তু তুমি কার্য্যের কথা না শুনিয়াও কেবল ব্রাহ্মণদিগের গৌরবরক্ষার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, ইহাতেই নিশ্চয় যে তুমি তাহা সাধন করিবে। তুমি ঋষিগণকে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিবে।

একষষ্টিতম সর্গ ।

রাম কহিলেন, মুনিগণ! ভীত হইবেন না, এক্ষণে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন! চ্যবন কহিলেন, রাজন্! আমাদিগের বাসস্থান ও ভয়ের কারণ সমস্তই কহিতেছি শুন। সত্যযুগে মধু নামে এক মহামতি দৈত্য ছিল। সে লোলার জ্যেষ্ঠপুত্র। তাহার বিপ্রভক্তি ও আশ্রিত্যবাৎসল্য প্রসিদ্ধ। দেবগণের সহিত তাহার অতুল প্রীতি ছিল। দেবদেব রুদ্র বহুমান নিবন্ধন ঐ ধর্ম্মশীল মহাবীরকে প্রীতমনে আপনার শূলাস্ত্রের অনুরূপ এক ত্রিশূল উহাকে দান করিয়া কহিলেন, তুমি অতুল ধর্ম্মবলে আমায় প্রসন্ন করিয়াছ এই জন্য পরম প্রীতির সহিত আমি তোমায় এই অস্ত্র প্রদান করিলাম। তুমি যাবৎ দেবতা ও ব্রাহ্মণের সহিত বিরোধ না করিবে তদবধি ইহাতে তোমার অধিকার, অন্যথায় ইহা তোমার হস্তবহির্ভূত হইবে। যদি কেহ যুদ্ধার্থ তোমায় আক্রমণ করে তাহা হইলে এই ত্রিশূল তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়া পুনরায় তোমার হস্তে আসিবে।

মধু রুদ্রকে প্রণাম করিয়া কহিল ভগবন্! আপনি

সুরগণের অধীশ্বর, এক্ষণে যাহাতে এই শূলে আমার বংশানুক্রমিক অধিকার থাকে, আপনি তাহার বিধান করিয়া দিন। ভূতপতি রুদ্র কহিলেন, মধু! তুমি যেরূপ কহিতেছ তাহা হইবার নহে। আমি সন্তোষের সহিত যাহা কহিলাম তাহা বিফল না হউক। এক্ষণে তোমার প্রার্থনায় এই মাত্র কহিতেছি যে, এই শূল তোমার এক পুত্রের অধিকারে আসিবে। ইহা যাবৎ তাহার হস্তগত থাকিবে তাবৎ তাহাকে কেহই বধ করিতে পারিবে না।

পরে দানবরাজ মধু রুদ্র হইতে এই রূপ বর লাভ করিয়া এক উৎকৃষ্ট গৃহ নির্ম্মাণ করাইল। উহার প্রেয়সী পত্নীর নাম কুম্ভীনসী। অনলার গর্ভে বিশ্বাবসু হইতে তাহার জন্ম। ইহারই পুত্র লবণাসুর। এই দুরাত্মা বাল্যাবধি নানা রূপ পাপাচারণ করিতেছে। মধু উহাকে দুর্বিনীত দেখিয়া ক্রোধ ও শোকে আকুল হয় কিন্তু উহার পাপাচারে কোন রূপ কিছুই কহিত না। পরে মধু দেহ ত্যাগ করিয়া বরুণলোক লাভ করিল এবং মৃত্যুকালে লবণের হস্তে ঐ রুদ্রদত্ত শূল সমর্পণ করিয়া এতৎ সম্বন্ধে যাহা কহিবার কহিয়া গেল। এক্ষণে সেই দুর্দ্দান্ত লবণ শূলপ্রভাব এবং নিজের স্বভাবদোষে ত্রিলোকের সমস্ত লোক বিশেষতঃ তাপসদিগকে অতিশয় উৎপীড়ন করিতেছে। রাজন্! লবণের এইরূপ

বিক্রম এবং শূলের এই রূপই প্রভাব। শুনিয়া যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় কর। তুমিই আমাদের পরম গতি, ও তুমিই আমাদিগের চরম আশ্রয়। পূর্ব্বে আমরা কাতর প্রাণে অনেকানেক রাজার শরণাপন্ন হইয়া ছিলাম কিন্তু কেহই আমদিগকে আশ্রয় দেন নাই। এক্ষণে শুনিলাম তুমি রাক্ষস রাজ রাবণকে সবংশে বধ করিয়াছ। আমরা লবণভয়ে ভীত, তুমি আমাদিগকে পরিত্রাণ কর।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর রাম কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসিলেন, ঋষিগণ! লবণ কোথায় থাকে? তাহার আহার ও আচারই বা কিরূপ?

ঋষিগণ কহিলেন, রাজন্! মধুবন লবণের বাসস্থান। সকল প্রকার জীবজন্তু বিশেষত তাপস তাহার আহার এবং নিয়ত উগ্রতাই তাহার আচার। ঐ দুর্দ্দান্ত রাক্ষস প্রতিদিন সিংহ ব্যাঘ্রাদি মৃগ ও মনুষ্য বধ করিয়া উদরপূর্ত্তি করিয়া থাকে। সে যখন কাহাকে বধ করিবার জন্য মুখ ব্যাদান করে তখন তাহাকে সাক্ষাৎ করাল কৃতান্তের ন্যায় বোধ হয়।

রাম কহিলেন, ঋষিগণ! আমি সেই রাক্ষসকে বধ করিব। আপনারা নির্ভয় হউন। রাম যমুনাতীরবাসী ঋষিগণের নিকট এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, বল, তোমাদিগের মধ্যে কে সেই রাক্ষসকে বিনাশ করিবে? আমি, ভরত বা ধীমান শত্রুঘ্ন কাহার অংশে তাহাকে নিক্ষেপ করিব। ভরত ধৈর্য্য ও শৌর্য্যসূচক বাক্যে কহিলেন, আর্য্য আপনি আমারই অংশে তাহাকে দেন। আমি তাহাকে বিনাশ করিব। শত্রুঘ্ন ভরতের এই কথা শুনিয়া স্বর্ণাসন পরিত্যাগ ও রামকে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন,

আমাদিগের মধ্যম আর্য্য অনেক কঠোর কার্য্য করিয়াছেন। আপনি যখন অরণ্যবাসী হন, তখন ইনি আপনার প্রতীক্ষায় হৃদয়ে গাঢ়তর সন্তাপ পোষণ পূর্ব্বক এই পুরী শাসন করিয়া ছিলেন। ইনি নন্দিগ্রামে দুঃখ-শয্যায় শয়ন পূর্ব্বক অনেক কায়ক্লেশ সহিয়াছেন। ইনি দ্বাদশ বৎসর জটাচীরধারী ও ফলমূলাশী ছিলেন। এত কষ্ট স্বীকার করিবার পর, আমি আজ্ঞাবহ থাকিতে, ইহাঁর আর ক্লেশ সহ্য করা উচিত বোধ হয় না।

রাম কহিলেন, বৎস! তাহাই হউক; তুমিই গিয়া এই কার্য্য সাধন কর। আমি দৈত্য মধুর নগরে তোমায় অভিষেক কবিবার ইচ্ছা করি। ভরতকে আর ক্লেশ দেওয়া যদি তোমার অভিপ্রায় না হয় তবে ইনি এই স্থানে বাস করুন। তুমি বীর কৃতবিদ্য এবং রাজ্য-স্থাপনে সমর্থ। এক্ষণে তুমিই যমুনাতীরে নগর ও গ্রাম সকল স্থাপন ও শাসন কর। যিনি রাজবংশে জন্মিয়া আপনাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত না করেন তাঁহাকে নরক ভোগ করিতে হয়। তুমি আমার কথার প্রতিবাদ করিও না। জ্যেষ্ঠের আদেশ পালন কনিষ্ঠের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি উদ্যোগ করিয়া দেই, তুমি বশিষ্ঠ প্রভৃতি বিপ্রগণের দ্বারা যথাবিধি রাজ্যে অভিষিক্ত হও।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ

মহাবীর শত্রুঘ্ন অতিমাত্র লজ্জিত হইলেন এবং মৃদু বাক্যে রামকে কহিলেন, আর্য্য! জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের রাজ্যাভিষেক অধর্ম্ম। কিন্তু আপনার আদেশ অনুল্লঙ্ঘনীয়, তাহা অবশ্যই আমায় পালন করিতে হইবে। জ্যেষ্ঠ থাকিতে কনিষ্ঠ রাজ্যগ্রহণ করিলে যে অধর্ম্ম হয় তাহা আমি আপনার নিকট এবং শ্রুতি হইতেও শুনিয়াছি। যখন মধ্যম আর্য্য লবণবধ করিবেন ইহা স্বয়ং স্বীকার করিয়া লন সে সময় কোনরূপ উত্তর না করাই আমার উচিত ছিল, কিন্তু তৎকালে আমার মুখ দিয়া ঘোর দুর্বাক্য বাহির হইয়াছে। আমি লবণবধ স্বীকার করিয়াছি। এক্ষণে সেই দুর্ব্বাক্যেরই এই দুর্গতি! জ্যেষ্ঠের কথায় প্রতিবাদ করা কনিষ্ঠের কর্ত্তব্য নহে; ইহাতে অধর্ম্ম ও পরলোকের হানি হয়। অতএব আপনার কথায় আর কোনরূপ প্রত্যুত্তর করিব না। করিলে নিশ্চয় আমায় অধর্ম্মের দণ্ড সহিতে হইবে। এক্ষণে আপনি যাহা আদেশ করিতেছেন আমি তাহাতেই প্রস্তুত আছি।

কিন্তু এই বিষয়ে যাহাতে কোনরূপ অধর্ম্ম স্পর্শ না হয় আপনি তাহাই করিয়া দিন।

অনন্তর রাম অতিশয় হৃষ্ট হইয়া ভরত ও লক্ষ্মণকে কহিলেন, আমি আজই শত্রুঘ্নকে রাজ্যে অভিষেক করিব তোমরা তদুপযোগী দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিয়া দেও। এবং আমার আদেশে পুরোহিত বেদজ্ঞ ঋত্বিক ও মন্ত্রিগণকে আহ্বান কর।

অনন্তর সকলে রাজা রামের আদেশ মাত্র অভিষেক সামগ্রী আহরণ করিল। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা রাজভবনে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা শত্রুঘ্নের অভিষেক আরম্ভ হইল। রাম ও পুরবাসী আর আর সকলে আনন্দ উৎসব করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে সুরগণের দ্বারা সুররাজ ইন্দ্র দেবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া যেরূপ শোভা পাইয়াছিলেন সূর্য্যসঙ্কাশ শত্রুঘ্ন অভিষিক্ত হইয়া সেইরূপই শোভা পাইতে লাগিলেন। দেবী কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ী এবং অন্যান্য রাজ্ঞী নানারূপ মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। শত্রুঘ্নের অভিষেক সুসম্পন্ন দেখিয়া যমুনাতীরবাসী ঋষিদিগের লবণবধে সংশয় সম্পূর্ণই দূর হইল। পরে রাম শত্রুঘ্নকে ক্রোড়ে লইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, বৎস! এই দিব্য শর অমোঘ, তুমি ইহার দ্বারা লবণকে সংহার

করিবে। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে স্বয়ম্ভু বিষ্ণু অন্যের অদৃশ্য হইয়া যখন মহাসমুদ্রে শয়ন করিয়াছিলেন তখন দুরাত্মা মধু ও কৈটভের বিনাশার্থ তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এই শর সৃষ্টি করেন। তিনি এই শরে ঐ দুই দানবকে সংহার করিয়া নির্ব্বিঘ্নে লোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বৎস্য আমি সমস্ত লোকনাশের ভয়ে রাবণের প্রতি এই শর প্রয়োগ করি নাই। দেখ, ভগবান রুদ্র দৈত্য মধুকে শত্রুসংহারার্থ যে শূলাস্ত্র প্রদান করেন এখন তাহাতে লবণেরই অধিকার। লবণ আহারসংগ্রহের জন্য যখন দিকদিগন্তে ভ্রমণ করে তখন ঐ শূল গৃহে রাখিয়া যায়। আর যখন কেহ যুদ্ধার্থী হইয়া তাহাকে আহ্বান করে, তখন সে ঐ শূল লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। অতএব বৎস! লবণ নিরস্ত্র অবস্থায় গৃহপ্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তুমি সশস্ত্র হইয়া তাহার দ্বার অবরোধ করিয়া থাকিও। সে যখন গৃহপ্রবেশ করে নাই সেই সময় তুমি তাহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিও। এই রূপে তুমি নিশ্চয় তাহাকে বধ করিতে পারিবে। ইহার অন্যথায় তুমি কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। যে সময় লবণ নিরস্ত্র থাকে আমি তোমাকে তাহা কহিয়া দিলাম। দেখ, রুদ্রের শূলমাহাত্ম্য অতিক্রম করে কাহার সাধ্য।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

রাম পুনর্ব্বার কহিলেন, বৎস! এই চার সহস্র অশ্ব, দুই সহস্র রথ, এক শত হস্তী সঙ্গে লইয়া যাও। নগরের মধ্যবর্ত্তী পথের বণিকেরা পণ্য দ্রব্য লইয়া তোমার অনুগমন করুক। নট ও নর্ত্তকেরা সমভিব্যাহারে যাক্। তুমি দশলক্ষ সুবর্ণ ও পর্য্যাপ্ত বলবাহন লইয়া যাত্রা কর। তুমি সৈন্যদিগকে অর্থদান ও স্নেহবাক্যে সততই সন্তুষ্ট রাখিও। যাহাতে তাহারা উদ্ধত না হয় এই রূপ কার্য্য করিও। সুপ্রীত সৈন্য দ্বারা যাহা হয় অর্থ, স্ত্রী ও বান্ধবের দ্বারাও তাহা হইতে পারে না। এক্ষণে তুমি বলবাহন সমস্ত অগ্রে পাঠাইয়া দাও, পরে একাকী শরাসন হস্তে মধুবনে যাত্রা কর। তোমার উদ্দেশ্য লবণ যাহাতে না বুঝিতে পারে তুমি এই রূপ ভাবে নির্ভয়ে যাইবে। নিরস্ত্র অবস্থায় অবরোধ ভিন্ন তাহার মৃত্যুর আর উপায় নাই। যুদ্ধার্থী হইয়া সম্মুখীন হইলে তাহার হস্তে নিশ্চয় মৃত্যু। অতএব গ্রীষ্ম অতীত ও বর্ষা উপস্থিত হইলে তুমি তাহাকে বিনাশ করিও। সেই দুর্ম্মতিকে বধ করিবার উহাই প্রকৃত সময়। সেনাগণ যমুনাতীরবাসী ঋষিদিগের সহিত প্রস্থান করুক।

ইহারা গ্রীষ্মাবসানে যাহাতে গঙ্গা পার হয় তুমি এই রূপ ব্যবস্থা কর। পরে গঙ্গাতীরে সেনানিবেশ স্থাপন করিয়া স্বয়ং সর্ব্বাগ্রে সশস্ত্রে যাইও।

তখন মহাবীর শত্রুঘ্ন সেনাপতিদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, কতক গুলি স্থান তোমাদিগের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিল, তোমরা তথায় অবিরোধে বাস করিও। শত্রুঘ্ন এই বলিয়া সৈন্য প্রস্থাপন পূর্ব্বক কৌশল্যা সুমিত্রা ও কৈকেয়ীকে গিয়া অভিবাদন করিলেন। পরে রামকে প্রদক্ষিণ, প্রণাম পূর্ব্বক লক্ষ্মণ, ভরত, ও পুরোহিত বশিষ্ঠকে প্রণাম এবং রামের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক যাত্রা করিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

শত্রুঘ্ন সেনা প্রস্থাপনের পর এক মাস অযোধ্যায় থাকিয়া একাকী যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। পথে দুই রাত্রি অতিবাহিত হইল। পর দিন তিনি মহর্ষি বাল্মীকির পবিত্র আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং মহর্ষিকে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আমি গুরু রামের কার্য্যভার লইয়া এই স্থানে রাত্রি বাস করিবার জন্য আইলাম, কল্য প্রভাতে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিব।

বাল্মীকি ঈষৎ হাস্য করিয়া স্বাগত প্রশ্ন পূর্ব্বক শত্রুঘ্নকে কহিলেন, সৌম্য! এই আশ্রম রঘুবংশীয়দিগের নিজেরই আশ্রম। এক্ষণে তুমি অশঙ্কুচিত চিত্তে পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন প্রতিগ্রহ কর। শত্রুঘ্ন বাল্মীকির আতিথ্য গ্রহণ পূর্ব্বক ফলমূল-ভক্ষণে পরিতৃপ্ত হইয়া কহিলেন, তপোধন! কাহার আশ্রমের নিকট এই বহুকালের যূপাদিযজ্ঞচিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে। বাল্মীকি কহিলেন, শত্রুঘ্ন! পূর্ব্বকালে এইটী যাহার আশ্রম ছিল কহিতেছি শুন। পূর্ব্বে রাজা সৌদাস নামে তোমাদিগের এক পূর্ব্ব পুরুষ ছিলেন। তাঁহারই পুত্র ধার্ম্মিক মহাবীর বীর্য্যসহ। রাজা

সৌদাস বাল্যকালেই মৃগয়া পর্য্যটন করিতেন। একদা তিনি মৃগয়াপ্রসঙ্গে দেখিতে পাইলেন দুইটী রাক্ষস ঘোর শার্দ্দূলরূপ ধারণ পূর্ব্বক বহু সংখ্য মৃগ ভক্ষণ করিতেছে, কিন্তু তাহারা অসন্তুষ্ট, মৃগবধ করিয়া কিছুতেই মনে তৃপ্তিলাভ করিতেছে না। বনও ক্রমশঃ মৃগশূন্য হইয়া যাইতেছে। তদ্দৃষ্টে রাজা সৌদাস, ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঐ দুই রাক্ষসের মধ্যে একটীকে বিনাশ করিয়া সহচর অপরটীকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তখন দ্বিতীয় রাক্ষস অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া সৌদাসকে কহিল, রে পাপিষ্ঠ! তুই যখন আমার সহচরকে বিনাপরাধে বিনাশ করিলি তখন তোরে নিশ্চয় ইহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। এই বলিয়া সে তথায় অন্তর্ধান করিল। কিয়ৎকাল অতীত হইলে রাজা সৌদাস বীর্য্যসহের উপর রাজ্যভার অর্পণ পূর্ব্বক এই আশ্রমের সমীপে কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের সাহায্যে এক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। দেবযজ্ঞসদৃশ অশ্বমেধ বহুব্যয়ে ব্যাপক কাল ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। যজ্ঞাবসানে ঐ রাক্ষস পূর্ব্ববৈর স্মরণ পূর্ব্বক বশিষ্ঠের রূপ ধারণ করিয়া রাজা সৌদাসকে কহিল, রাজন্! আজ যজ্ঞশেষ হইলে তুমি আমাকে শীঘ্র অবিচারিত মনে আমিষ আহার করাও। তখন সৌদাস বশিষ্ঠরূপী রাক্ষসের আজ্ঞামাত্র পাককার্য্যে নিপুণ পাচকদিগকে কহিলেন, দেখ যাহাতে গুরুদেব পরিতুষ্ট

হন তোমরা এই রূপ সামিষ সুস্বাদু হবিষ্য শীঘ্র প্রস্তুত করিয়া দেও। রাজার আদেশমাত্র পাচকেরা তাহা প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যগ্র হইল। এই অবসরে রাক্ষস পাচকবেশ ধারণ করিল এবং মনুষ্যমাংস পাক করিয়া রাজাকে কহিল, রাজন্! আমি এই সুস্বাদু সামিষ হবিষ্যান্ন প্রস্তুত করিয়াছি। পরে রাজা সৌদাস ও মহিষী মদয়ন্তী মহর্ষি বশিষ্ঠকে ঐ হবিষ্যান্ন আহার করিতে দিলেন। বশিষ্ঠ স্বাদগ্রহণে উহা মনুষ্যমাংস বুঝিতে পারিয়া মহা ক্রোধে কহিলেন, রাজন্! যখন তুমি আমাকে মনুষ্যমাংস আহার করিতে দিয়াছ তখন তুমিই মনুষ্যমাংসাশী হইয়া থাকিবে। সৌদাসও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া জলগণ্ডূষ গ্রহণ পূর্ব্বক বশিষ্ঠকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলেন। ঐ সময় রাজমহিষী মদয়ন্তী তাঁহাকে নিবারণ পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! ভগবান বশিষ্ঠ আমাদিগের গুরু, এই দেবপ্রভাব পুরোহিতকে প্রতিশাপ দেওয়া তোমার উচিত হয় না।

তখন রাজা সৌদাস ঐ তেজোবলযুক্ত ক্রোধময় জলে আপনার পাদযুগল সিক্ত করিলেন। উহার বলে তাঁহার পদ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিল। তদবধি ইহার নাম কল্মাষপাদ। অনন্তর রাজা সৌদাস মহীষীর সহিত বশিষ্ঠকে বারংবার প্রণিপাত করিয়া বিপ্ররূপী রাক্ষস যে এই কাণ্ড ঘটাইয়াছে তাহা নিবেদন করিলেন। বশিষ্ঠও আমুল বৃত্তান্ত সম্যক্ বুঝিতে পারিয়া

কহিলেন, রাজন্। আমি ক্রোধে অধীর হইয়া যে কথা কহিয়াছি তাহা মিথ্যা হইবার নহে। কিন্তু আমি আবার তোমাকে কহিতেছি দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইলে তুমি এই শাপ হইতে মুক্ত হইবে। এবং আমার প্রসাদে এই অতীত বৃত্তান্ত তোমার স্মৃতিপথে কদাচ উপস্থিত হইবে না।

শত্রুঘ্ন! রাজা সৌদাস দ্বাদশ বর্ষ শাপকাল অতীত হইলে পুনরায় রাজ্য অধিকার করিয়া প্রজাপালন করিতে লগিলেন। এই আশ্রমের সমীপে সেই সৌদাসেরই এই পবিত্র যজ্ঞক্ষেত্র।

অনন্তর শত্রুঘ্ন মহর্ষি বাল্মীকিকে অভিবাদন পূর্ব্বক বিশ্রামার্থ পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

যে রাত্রিতে শত্রুঘ্ন বাল্মীকির আশ্রমে ছিলেন সেই রাত্রিতেই জানকী দুইটী পুত্র প্রসব করিলেন। তখন অর্দ্ধ রাত্রি। মুনিবালকেরা বাল্মীকির নিকটে গিয়া কহিল, ভগবন্! রামের পত্নী জানকী দুইটী পুত্র প্রসব করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি আসিয়া তাহাদিগের গ্রহনাশক রক্ষা বিধান করিয়া যান। বাল্মীকি মুনিবালকদিগের নিকট এই শুভ সংবাদ পাইয়া তথায় আগমন করিলেন। ঐ দুইটী দেবকুমারকল্প চন্দ্রকলাসদৃশ পুত্রকে দেখিয়া তাঁহার যার পর নাই আনন্দ হইল।

পরে তিনি বালকদিগের ভূত রাক্ষস প্রভৃতি কুগ্রহ দূর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কুশের অগ্রভাগ ও অধোভাগ লইয়া তদ্দ্বারা এই রক্ষা কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। ঐ যমজ বালক দ্বয়ের মধ্যে যে অগ্রজ বৃদ্ধারা তাহার দেহ মন্ত্রপূত কুশের অগ্রভাগ দ্বারা মার্জ্জনা করিয়া দিবে এই জন্য তাহার নাম কুশ এবং যে কনিষ্ঠ তাহার দেহ কুশের লব অর্থাৎ অধোভাগ দ্বারা মার্জ্জনা করিয়া দিবে এই জন্য তাহার নাম লব; বাল্মীকি এই রূপ ব্যবস্থা করিয়া কহিলেন এই দুই যমজ বালক মৎকৃত কুশ ও লব

এই নামে খ্যাত হইবে। বৃদ্ধারা পবিত্র হইয়া বাল্মীকির হস্ত হইতে ভূতনাশিনী রক্ষা গ্রহণ করিল এবং তাহার অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। শত্রুঘ্ন জানকীর প্রসব, বৃদ্ধাদিগের এই রক্ষা-কার্য্য, বালক দুইটীর নাম ও গোত্র এবং রামের কথা অর্দ্ধরাত্রে সমস্তই শুনিতে পাইলেন এবং সেই পর্ণশালায় শয়ান থাকিয়াই হর্ষভরে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অহো কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য!

অনন্তর রাত্রি শীঘ্র অবসান হইল। শত্রুঘ্ন প্রভাতে পৌর্ব্বা-হ্নিক কার্য্য অনুষ্ঠান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষি বাল্মীকিকে আমন্ত্রণ করিয়া পুনর্ব্বার যাত্রা করিলেন। পথে সাত রাত্রি অতিবাহিত হইল। পরে তিনি যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়া পবিত্রকীর্ত্তি ঋষিগণের আশ্রমে গমন করিলেন। এবং চ্যবন প্রভৃতির সহিত নানা কথা প্রসঙ্গে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

রাত্রি উপস্থিত। শত্রুঘ্ন ভৃগুনন্দন চ্যবনকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! লবণের বল কিরূপ? শূলাস্ত্র কি প্রকার? দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া কে কে এই অস্ত্রে বিনষ্ট হইয়াছে?

চ্যবন কহিলেন শত্রুঘ্ন! এই লবণের অনেক বীরকার্য্য আছে, এক্ষণে ইক্ষ্বাকুবংশীয় মান্ধাতার সহিত যেরূপ ঘটিয়াছিল কহিতেছি শুন। পূর্ব্বে অযোধ্যায় যুবনাশ্বের পুত্র মন্ধাতা নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ত্রিলোকবিখ্যাত ও বলবান। ঐ রাজা সসাগরা পৃথিবী আপন অধিকারে আনিয়া সুরলোক জয় করিবার জন্য প্রস্তুত হন। মান্ধাতা এই বিষযে উদ্যোগী হইলে সুররাজ ইন্দ্র ও সুরগণের মনে অতিমাত্র ভয়ের সঞ্চার হইল। মান্ধাতার সংকল্প তিনি ইন্দ্রের সিংহাসন ও সমগ্র দেবরাজ্যের অর্দ্ধাংশ অধিকার পূর্ব্বক রাজা হইয়া এবং সুর গণের স্তুতিগীতি শ্রবণ করিয়া দেবলোকে অবস্থান করিবেন। ইন্দ্র তাঁহার এই পাপসংকল্প বুঝিতে পারিয়া সান্ত্ববাদ পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! তুমি মনুষ্য লোকের রাজা, কিন্তু সমগ্র পৃথিবীকে আয়ত্ত না করিয়া সুরলোক অধিকারে

প্রয়াসী হইয়াছ। যদি সমগ্র পৃথিবী তোমার অধিকারে আসিয়া থাকে তবে ভৃত্য ও বলবাহনের সহিত স্বচ্ছন্দে সুরলোকে আধিপত্য কর। মান্ধাতা কহিলেন, সুররাজ! পৃথিবীর মধ্যে কোথায় আমার শাসন প্রতিহত আছে? ইন্দ্র কহিলেন, মধুবনে মধুর পুত্র লবণ নামে এক রাক্ষস আছে। সে তোমার শাসন অবহেলা করিয়া থাকে। এই কথা শুনিবামাত্র মান্ধাতা লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন। কিছুতেই তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। পরে তিনি ইন্দ্রকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক অবনত বদনে পৃথিবীতে আগমন করিলেন এবং রোষপরবশ হইয়া লবণকে বশীভূত করিবার জন্য বলবাহনের সহিত মধুবনে উপস্থিত হইয়া উহার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। দূত গিয়া লবণকে এই অপ্রিয় সংবাদ জানাইল লবণও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহাকে ভক্ষণ করিল। তখন দূতের বহু বিলম্ব দেখিয়া মান্ধাতা ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং লবণকে আক্রমণ পূর্ব্বক শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাবীর লবণ মান্ধাতার এই দুশ্চেষ্টায় হাসিয়া উঠিল এবং তাঁহাকে সসৈন্যে বিনাশ করিবার জন্য শূল গ্রহণ করিল। শূল স্বতেজে দীপ্যমান। উহা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র মান্ধাতাকে বিনাশ করিয়া পুনরায় লবণের হস্তে উপস্থিত হইল। শত্রুঘ্ন! শূলের বল অলোকসামান্য, কাল

প্রভাতে যখন রাক্ষস লবণ নিরস্ত্র থাকিবে সেই সময় তুমি তাঁহাকে বধ করিও। জয়শ্রী তোমারই নিশ্চয়। এই কার্য্য সিদ্ধ হইলে সমস্ত লোকের মঙ্গল। রাজন্! এই আমি তোমাকে দুরাত্মা লবণের এবং শূলের নিরূপম বলের বিষয় কহিলাম। লবণ যখন আহারার্থ নির্গত হইবে তখনই তুমি তাহাকে বধ করিও।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ

রাত্রি শীঘ্র প্রভাত হইল। মহাবীর লবণ আহার অন্বেষণের নিমিত্ত পুরের বাহির হইয়াছে। ইত্যবসরে শত্রুঘ্ন যমুনা পার হইয়া শরাসন হস্তে মধুপুরের দ্বারে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। নৃশংসাচারী রাক্ষস দিবা দুই প্রহরে বহুসংখ্য নিহত জীবজন্তুর দেহভার স্কন্ধে লইয়া উপস্থিত। সে আসিয়া দেখিল শত্রুঘ্ন সশস্ত্রে দ্বারে দণ্ডায়মান। কহিল, তুই এই অস্ত্র শস্ত্রে কি করিবি। আমি তোর মত বহুসংখ্য অস্ত্রধারীকে ক্রোধে ভক্ষণ করিয়াছি। যাই হউক, তুই প্রকৃত সময়েই আসিয়াছিস্। রে নরাধম! আমার ভক্ষ্য দ্রব্য অসম্পূর্ণ আছে। আজ তুই স্বয়ং আসিয়া কিরূপে আমার মুখে প্রবেশ করিলি?

মহাবীর শত্রুঘ্ন দুরাত্মা লবণকে এইরূপ বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক মুহুর্মুহু হাসিতে দেখিয়া যারপর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার নেত্রযুগল হইতে রোষাশ্রু উদ্ভূত হইল এবং সর্ব্বশরীর হইতে তেজ নির্গত হইতে লাগিল। তিনি ক্রোধে কষায়িত হইয়া কহিলেন, রে নির্ব্বোধ! আমি যুদ্ধার্থী, তুই

আমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ কর্। আমি রাজা দশরথের পুত্র, ধীমান রামের ভ্রাতা, নাম শত্রুঘ্ন। আমি তোরে বধ করিবার জন্য আসিয়াছি। তুই সকল জীবের শত্রু, আজ প্রাণ সত্ত্বে কদাচ যাইতে পারিবি না।

রাক্ষস হাস্য করিয়া কহিল, রে নরাধম! রাবণ আমার মাতৃষ্বসা শূর্পণখার ভ্রাতা ছিল, রাম তাহাকে স্ত্রীর জন্য বধ করিয়াছে। আমি অবজ্ঞা পূর্ব্বক রাবণের সেই সমস্ত কুল-ক্ষয় ও বিশেষত তোদিগকে ক্ষমা করিয়াছি। যে সমস্ত বীর জন্মিয়াছিল, যাহারা জন্মিবে, এবং তোদের ন্যায় বর্ত্তমান সমস্ত নরাধমকে বিনাশ করা আমার পক্ষে সামান্য কথা। আমি সকলকেই তৃণবৎ পরাভব করিয়া থাকি। তুই যুদ্ধার্থী, আমি অবশ্যই তোর সহিত যুদ্ধ করিব। তুই ক্ষণকাল অপেক্ষা কর্, আমি অস্ত্র লইয়া আসিতেছি। শত্রুঘ্ন কহিলেন, তুই প্রাণ লইয়া আর কোথায় যাইবি? যে শত্রু স্বয়ং উপস্থিত হয় তাহাকে পরিত্যাগ করা বুদ্ধিমানের উচিত নহে। যে ব্যক্তি নির্বুদ্ধিতা বশত শত্রুকে অবসর দেয় কাপুরুষবৎ তাহার নিশ্চয় বিনাশ। এক্ষণে তুই এই জীবলোক একবার মনের সাধে দেখিয়া ল। তুই ত্রিলোক ও আমার শত্রু, আমি সুশাণিত শরে এখনই তোরে যমালয়ে প্রেরণ করিব।

একোনসপ্ততিতম সর্গ

লবণ শত্রুঘ্নের এই কথায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিল, রে পাষণ্ড! তুই থাক্ থাক্। এই বলিয়া সে করে করপরামর্ষণ ও দন্তে দন্তে কটকটাশব্দ পূর্ব্বক শত্রুঘ্নকে যুদ্ধার্থ পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে লাগিল। তখন শত্রুঘ্ন ঐ ঘোরদর্শন লবণকে কহিলেন, রে পাপিষ্ঠ! তুই যখন অন্যকে বধ করিয়াছিস্ তখন শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করেন নাই। যাহা হউক, আজ তুই আমার শরে যমালয়ে যাত্রা কর্। দেবগণ যেমন রাবণকে বিনষ্ট দেখিয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন সেই রূপ আজ বিদ্বান ঋষিগণ তোরে বিনষ্ট দেখিয়া হৃষ্ট হউন। তুই আজ আমার শরে সমরশায়ী হইলে গ্রাম নগর সর্ব্বত্র মঙ্গলই হইবে। আজ বজ্রমুখ শর আমার বাহুবেগে নির্গত হইয়া পদ্মমধ্যে সূর্য্যরশ্মির ন্যায় তোর হৃদয়ে প্রবেশ করিবে।

অনন্তর লবণ ক্রোধে অধীর হইয়া শত্রুঘ্নের বক্ষে এক বৃক্ষ নিক্ষেপ করিল। শত্রুঘ্ন তাহা শতখণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল লবণ বৃক্ষ নিষ্ফল দেখিয়া পুনরায় বহুসংখ্য বৃক্ষ নিক্ষেপ করিল। শত্রুঘ্নও এক এক বৃক্ষ তিন চার

শরে খণ্ড খণ্ড করিয়া উহার উপর অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু রাক্ষস কিছুতেই ব্যথিত হইল না। অনন্তর সে হাস্য করিয়া শত্রুঘ্নের মস্তকে এক বৃক্ষ প্রহার করিল। শত্রুঘ্ন ঐ প্রবল আঘাতে কর চরণ প্রসারণ পূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। চতুর্দ্দিকে ঋষি ও দেবগণের তুমুল হাহাকার রব উত্থিত হইল। লবণ শত্রুঘ্নকে বিনষ্ট বুঝিয়া সুযোগ পাইলেও গৃহপ্রবেশ বা শূল গ্রহণ করিল না। এবং সে উঁহাকে নিশ্চয় বিনষ্ট দেখিয়া মৃত পশুপক্ষীর দেহভার পুনরায় স্কন্ধে লইল। এই অবসরে শত্রুঘ্ন সংজ্ঞালাভ করিয়া সশস্ত্রে পুনরায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন এবং রাক্ষসকে বধ করিবার জন্য এক অমোঘ শর গ্রহণ করিলেন। ঐ শর বজ্রমুখ বজ্রবেগ ও পর্ব্বতবৎ সুদৃঢ়, উহা স্বতেজে দশ দিক পরিপূর্ণ করিতেছে। উহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তচন্দনচর্চ্চিত, পর্ব্ব আনত, পত্র সুন্দর এবং প্রয়োগ অব্যর্থ, দেখিলে দানবেন্দ্র পর্ব্বতরাজ ও অসুরদিগের ত্রাস জন্মে। ঐ প্রলয়বহ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত শর দেখিয়া সমস্ত প্রাণী ভীত হইয়া উঠিল। এই অবসরে দেবগণ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, আমরা আজ কেন ভীত হইতেছি এবং লোকক্ষয়ই বা কেন হয়। ব্রহ্মা মধুর বাক্যে কহিলেন, দেবগণ! শুন। আজ মহাবীর শত্রুঘ্ন যুদ্ধে

দুর্দ্দান্ত লবণকে বধ করিবার জন্য শর সন্ধান করিয়াছেন। তোমরা সেই শরের তেজে এই রূপ বিমোহিত হইয়াছ। ইহা লোকস্রষ্টা বিষ্ণুর তেজোময় শর। তিনি মধু ও কৈটভকে বধ করিবার জন্য এই শর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার শরময়ী প্রাচীনমূর্ত্তি। সুতরাং বিষ্ণুই ইহাকে বিশেষ জানেন। এক্ষণে তোমরা গিয়া লবণ বধ স্বচক্ষে দেখ।

অনন্তর সুরগণ যথায় শত্রুঘ্ন ও লবণের যুদ্ধ হইতেছে তথায় উপস্থিত হইলেন। সকলে শত্রুঘ্নের হস্তে প্রলয়বহ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত শর দেখিতে পাইলেন। আকাশ দেবগণে আবৃত, তদ্দৃষ্টে শত্রুঘ্ন ঘোর সিংহনাদ পূর্ব্বক লবণকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। লবণও ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া পুনরায় উপস্থিত হইল। শত্রুঘ্ন ঐ শর আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক লবণের বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। সুরপূজিত শর উহার বক্ষ বিদারণ পূর্ব্বক রসাতলে প্রবেশ করিল। এবং পুনরায় শত্রুঘ্নের হস্তে শীঘ্র উপস্থিত হইল। লবণ শরাঘাতে বজ্রাহত পর্ব্বতবৎ সহসা ভূতলে পড়িল। এই অবসরে শূলাস্ত্র দেবগণের সমক্ষে দেবদেব রুদ্রের হস্তে পুনরায় আইল। ঐ সময় শত্রুঘ্নও সূর্য্য যেমন অন্ধকার নষ্ট করিয়া শোভা পান সেইরূপ লবণকে সংহার করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।

সপ্ততিতম সর্গ।

রাক্ষস লবণ বিনষ্ট হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ মধুর বাক্যে শত্রুঘ্নকে কহিলেন, বৎস! ভাগ্যক্রমে তোমার জয়লাভ এবং লবণ বিনষ্ট হইল। এক্ষণে তুমি আমাদিগের নিকট বর প্রার্থনা কর। রাক্ষস বিনাশ আমাদিগের অভিপ্রেত। ফলত আমরা তোমায় বরদান করিবার জন্যই উপস্থিত হইলাম। আমাদিগের দর্শন অমোঘ।

শত্রুঘ্ন কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন দেবগণ! এই রমণীয় মধুপুরী দেবনির্ম্মিত, ইহা শীঘ্র রাজধানী হউক এই আমার প্রার্থনা। তখন দেবগণ প্রীতমনে কহিলেন, বৎস! এই পুরী বীরসৈন্যসঙ্কুল রাজধানী হইবে সন্দেহ নাই। এই বলিয়া তাঁহারা দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর শত্রুঘ্নের আদেশে সেনা সকল মধুপুরীতে উপস্থিত হইল। শত্রুঘ্ন শ্রাবণ মাস হইতে তথায় বসতি বিস্তার করিতে লাগিলেন। ক্রমশ দ্বাদশ বৎসর হইতে চলিল। শূর সৈন্যগণের সন্নিবেশে ঐ নিষ্কণ্টক প্রদেশ গ্রামনগরে শোভিত হইল। ক্ষেত্রসকল শস্যবহুল, মেঘ যথাকালে বারিবর্ষণ করিতে লাগিল,

সকলেই নীরোগ ও শূর। যমুনাতীরে ঐ পুরীর সংস্থান অৰ্দ্ধচন্দ্রাকার হইল। উৎকৃষ্ট গৃহ, চত্বর ও আপণ শ্রেণী দ্বারা চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল। চাতুর্বর্ণের লোক গিয়া তথায় বসতি করিতে লাগিল। উহা বাণিজ্যের কোলাহলে পূর্ণ। পূর্ব্বে লবণ যে সমস্ত গৃহ প্রস্তুত করিয়াছিল শত্রুঘ্ন তৎসমুদায় সুধা-ধবল ও নানাবর্ণে চিত্রিত করিয়া নগরের শোভা বৰ্দ্ধন করি-লেন। স্থানে স্থানে রমণীয় উদ্যান ও বিহারস্থান। সমৃদ্ধি-শালী শত্রুঘ্ন এই ধনধান্যপূর্ণা পুরী দেখিয়া যার পর নাই প্রীত হইলেন। এই মধুপুরী সংস্থাপন করিয়া তাঁহার ইচ্ছা হইল, এই সময় একবার আর্য্য রামের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া আসি।

একসপ্ততিতম সর্গ।

দ্বাদশবর্ষে শত্রুঘ্ন সামান্য মাত্র ভৃত্য ও সৈন্য লইয়া অযোধ্যায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মন্ত্রী ও সেনাপতিদিগকে সমভিব্যাহারে লওয়া অনাবশ্যক। তিনি তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া অশ্ব ও একশত রথের সহিত যাত্রা করিলেন। এবং সাত আটটী নির্দ্দিষ্ট পান্থনিবাস অতিক্রম করিয়া মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহর্ষির হর্ষের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা উঁহার আতিথ্য সৎকার করিলেন। উভয়ের নানারূপ সুমধুর কথা প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। বাল্মীকি লবণবধসংক্রান্ত কথা উত্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন বৎস! তুমি লবণকে বধ করিয়া অতি দুষ্কর কার্য্য করিয়াছ। এই রাক্ষস বলবাহনের সহিত অনেক রাজাকে বিনাশ করিয়াছে। তুমি অবলীলাক্রমে ঐ পাপকে নষ্ট করিয়াছ। তোমারই বলে জগতের ভয় দূর হইয়াছে। রাবণবধ অতিযত্নে সম্পন্ন হয় কিন্তু এই দুষ্কর লবণবধ অযত্ন বা অবলীলায় হইয়াছে। এই কার্য্যে দেবগণের প্রীতি ও সমস্ত জীবের প্রীতি; ইহা

দ্বারা জগতের একটী সুমহৎ প্রিয়সাধন হইয়াছে। আমি দেবসভায় বসিয়া এই ব্যাপার যথাবৎ সমস্তই শুনিয়াছি। ইহাতে আমারও আনন্দ। এক্ষণে আইস আমি তোমার মস্তকাঘ্রাণ করি, স্নেহের ইহাই পরম লক্ষণ। এই বলিয়া মহর্ষি বাল্মীকি শত্রুঘ্নের মস্তকাঘ্রাণ করিলেন এবং সমস্ত অনুগামি লোকের সহিত তাঁহার আতিথ্য করিলেন। ঋষি রামচরিত রচনা করিয়াছেন। ভোজনান্তে শত্রুঘ্ন ঐ চরিতগীতি শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ঐ মধুর গীত বীণাধ্বনিসমুত্থিত-লয়ে অনুগত, বক্ষ কণ্ঠ ও তালু এই তিন স্থান হইতে যথাবৎ উচ্চারিত, সংস্কৃত বাক্যবদ্ধ, কাব্যলক্ষণ ও গীতিলক্ষণসঙ্গত ও তালযুক্ত। শত্রুঘ্ন ঐ সময় এই রামচরিত গীতি আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ইহার প্রত্যেক অক্ষর সত্য, পূর্ব্বে যেরূপ ঘটিয়াছিল ইহাতে তাহার কিছুমাত্র স্খলিত হয় নাই। শত্রুঘ্নের নেত্রযুগল বাষ্পপূর্ণ। তিনি মুহূর্ত্তকাল বিচেতন প্রায় হইয়া বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। যদিও ঘটনাগুলি পূর্ব্বের কিন্তু তাঁহার বোধ হইল যেন বর্ত্তমান। তাঁহার আনুযাত্রিকেরা এই গান শুনিয়া অধোমুখে দীনভাবে কহিতে লাগিল, কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! সৈনিকেরা পরস্পর কহিতে লাগিল, একি! আমরা কোথায়! ইহা কি স্বপ্ন! আমরা পূর্ব্বে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি এই আশ্রমপদে

তাহাই শুনিলাম। এই গীতিবন্ধ আমাদের কি স্বপ্নে অনুভূত? সৈনিকেরা এইরূপ বিস্মিত হইয়া শত্রুঘ্নকে কহিল, রাজন্! আপনি মহর্ষি বাল্মীকিকে জিজ্ঞাসা করুন এই গীতির রচয়িতা কে? শত্রুঘ্ন কহিলেন, সৈন্যগণ! মহর্ষিকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করা আমার উচিত হয় না। ইহাঁর আশ্রমে এইরূপ অনেক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়া থাকে কিন্তু কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া তাহার অনুসন্ধান করা উচিত হয় না। শত্রুঘ্ন সৈনিকদিগকে এইরূপ কহিয়া মহর্ষিকে অভিবাদন পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট পর্ণশালায় বিশ্রামার্থ গমন করিলেন।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

ঐ রাত্রিতে শত্রুঘ্নের আর নিদ্রা হইল না। তিনি, ঐ মধুর গীতের কথাই ভাবিতে লাগিলেন। রাত্রি শীঘ্রই প্রভাত হইল। তিনি প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি-পুটে বাল্মীকিকে কহিলেন, তপোধন! আজ্ঞা করুন আমি এক্ষণে আনুযাত্রিকগণের সহিত রামদর্শনার্থে যাত্রা করি। মহর্ষি বাল্মীকি সস্নেহ আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহাকে যাইবার অনুমতি করিলেন। রথ সুসজ্জিত। শত্রুঘ্ন মহর্ষিকে অভিবাদন ও রথে আরোহণ পূর্ব্বক রামদর্শনের ঔৎসুক্যে দ্রুতবেগে অযোধ্যায় উপনীত হইলেন এবং পুরপ্রবেশ পূর্ব্বক রামের নিকট গমন করিলেন। দেখিলেন, পূর্ণচন্দ্র-সুন্দর রাম সুরগণমধ্যে ইন্দ্রের ন্যায় মন্ত্রিমধ্যে বিরাজ করিতেছেন। শত্রুঘ্ন ঐ দিব্যকান্তি মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাজন্! আমি আপনার আদেশ সম্যক্ পালন করিয়াছি। পাপাত্মা লবণের বিনাশ এবং মধুপুরীতে লোকজনের বসবাস হইয়াছে। কিন্তু এই দ্বাদশ বৎসর হইল আমি আপনাকে দেখি নাই, এক্ষণে আপনি

প্রসন্ন হউন, আর আমি আপনাকে ছাড়িয়া মাতৃহীন বৎসের ন্যায় বহুদিন প্রবাসে থাকিতে ইচ্ছা করি না।

তখন রাম শত্রুঘ্নকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! দুঃখিত হইও না। ইহা ক্ষত্রিয়ের কাজ নহে। প্রবাসে কালক্ষেপ করিতে ক্ষত্রিয়েরা কদাচ বিষণ্ণ হন না। ক্ষাত্র-ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনই রাজার কর্ত্তব্য। এক্ষণে তোমায় স্বনগরে যাইতে হইবে, তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সময়ে সময়ে অযোধ্যায় আসিও। তুমি আমার প্রাণা-পেক্ষাও প্রিয়তর, রাজ্যপালন তোমার অবশ্য করণীয়। অতএব তুমি সাত রাত্রি আমার সহিত বাস কর, পরে বল-বাহনের সহিত মধুপুরীতে যাইও।

শত্রুঘ্ন দীনবাক্যে রামের কথায় সম্মতি প্রদান করিলেন। এবং তাঁহার আদেশে সাত রাত্রি অযোধ্যায় বাস করিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পরে রাম লক্ষ্মণ ও ভরতকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক রথে আরোহণ করিলেন, লক্ষ্মণ ও ভরত পদ-ব্রজে কিয়দ্দূর তাঁহার অনুগমন করিলেন। তিনিও মধুপুরীর অভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

রাম শত্রুঘ্নকে প্রস্থাপন পুর্ব্বক রাজ্যপালনে ব্যাপৃত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত সুখে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। একদা কোন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একটি মৃত বালককে লইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত। ব্রাহ্মণ পুত্রস্নেহ ও দুঃখে কাতর হইয়া বারংবার হা পুত্র হা পুত্র বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কহিলেন হা! আমি পূর্ব্বজন্মে কি দুষ্কর্ম্ম করিয়া ছিলাম? কোন্ দুষ্কর্ম্মের ফলে আমি এই একমাত্র পুত্রকে হারাইলাম। হা বৎস! তুমি অপ্রাপ্তযৌবন বালক, সবে মাত্র পঞ্চদশ-বয়স্ক, তুমি আমায় ফেলিয়া অকালে কোথায় চলিয়া গেলে! আমি ও তোমার জননী আমরা উভয়ে তোমার শোকে অল্প দিনের মধ্যে দেহপাত করিব। আমি যে কখন মিথ্যা কহিয়াছি, কি কখন কাহার অনিষ্ট করিয়াছি, কি কোনও জীবের কোনরূপ হিংসা করিয়াছি ইহা ত স্মরণ হয় না। হা! আজ কোন্ দুষ্কর্ম্মের ফলে আমার এই বালক পুত্র পিতৃকার্য্য না করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। রাজা রামের রাজ্যে কাহারো যে অসময়ে মৃত্যু হয় আমি ইহা কখন দেখি নাই ও শুনি নাই। কিন্তু যখন তাঁহার রাজ্যে বালকের মৃত্যু হইল তখন নিঃসন্দেহ তাঁহারই কোন ঘোর পাপ আছে। হা অন্য

রাজার অধিকারে বালকের এইরূপ ঘটে না। রাম! এই বালক কালগ্রাসে পতিত, তুমি ইহাকে জীবিত কর। আমি আজ ভার্য্যার সহিত অনাথের ন্যায় এই রাজদ্বারে প্রাণ-ত্যাগ করিব, রাম! তুমি ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়া সুখী হও এবং ভ্রাতৃগণের সহিত দীর্ঘায়ু লাভ কর। আমরা এতাবৎকাল পর্য্যন্ত তোমার রাজ্যে সুখে ছিলাম কিন্তু এখন আমরা মৃত্যুর বশবর্ত্তী, সুতরাং এক্ষণে তোমার রাজ্যে আমাদের সামান্যই সুখ। যখন বালকের অন্তক রাম রাজা তখন মহাত্মা ইক্ষ্বাকুর এই রাজ্য নিশ্চয় অরাজক। অসম্যক্-প্রতিপালিত প্রজারা রাজার দোষেই নষ্ট হইয়া থাকে। রাজা অসচ্চরিত্র হইলে প্রজার অকালমৃত্যু হয়। অথবা বোধ হয় গ্রাম ও নগরের অধিবাসিরা নানারূপ পাপ আচরণ করি-তেছে এবং সেই সমস্ত পাপের যথোচিত প্রতিবিধানও হই-তেছে না, তজ্জন্যই সম্ভবত প্রজাদিগের এই অকালমৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে। আর গ্রাম ও নগরে পাপের যে, কোন রূপ প্রতিবিধান হইতেছে না তাহাও নিশ্চয় রাজদোষ। সেই রাজদোষেই আজ আমার এই বালক বিনষ্ট হইয়াছে।

জনপদ বাসী ব্রাহ্মণ এইরূপ বাক্যে বারংবার রামকে ভৎ-সনা করিয়া দুঃখিত মনে মৃত বালককে লইয়া রাজদ্বারে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ

রাম ব্রাহ্মণের এই সকরুণ বিলাপ শুনিতে পাইলেন এবং অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া মন্ত্রিগণ, বশিষ্ঠ, বামদেব ও পুরবাসী-দিগের সহিত ভ্রাতৃগণকে আহ্বান করিলেন। তাঁহার আহ্বানে বশিষ্ঠের সহিত মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গাল্য, বামদেব, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, জাবালি, গৌতম, ও নারদ এই অষ্ট ঋষি উপস্থিত। ইহাঁরা আসিয়া দেবকল্প মহারাজ রামকে জয়াশীর্ব্বাদে সম্বর্দ্ধনা পূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট হইলেন। রাম তাঁহাদিগকে অভিবাদন এবং মন্ত্রীগণের প্রতি শিষ্টাচার প্রদ-র্শন করিলেন। অনন্তর সকলে দীপ্তজ্যোতিতে স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট আছেন, এই অবসরে রাম দীনমনে কহিলেন, একটী ব্রাহ্মণ মৃত বালককে ক্রোড়ে লইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত। আপনারা বলুন কেন এই বালকের অকালমৃত্যু হইল। নারদ কহিলেন রাজন্! যে কারণে এই বিপ্রবালক অকালে বিনষ্ট হইয়াছে বলি শুন, শুনিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় কর। সত্যযুগে কেবল ব্রাহ্মণেরাই তপস্যা করিতেন। তদ্ব্যতীত অন্য জাতির তদ্বিষয়ে কদাচ অধিকার ছিল না। ঐ সত্যযুগে

তপস্যার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব, ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বপ্রধান, এবং লোক সকল অজ্ঞানতার আবরণশূন্য। অকালমৃত্যু কাহাকেও স্পর্শ করিত না এবং সকলেই দীর্ঘদর্শী ছিল। সত্যের পর ত্রেতা-যুগ। এই সময়ে মনুষ্যের ব্রহ্মে আত্মবুদ্ধি শিথিল হইয়া যায় তন্নিবন্ধন দেহে আত্মাভিমান এবং ক্ষত্রিয়ের জন্ম। সত্যযুগে তপস্যায় কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার, ত্রেতায় তাহা ক্ষত্রিয়-সাধারণ হইল। ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়েই তপঃ-পরায়ণ হইয়া ছিলেন বটে কিন্তু সত্যের মানব এই যুগ অপেক্ষা প্রভাব ও তপস্যায় উৎকৃষ্ট ছিলেন। সত্য ও ত্রেতা এই দুই যুগের মধ্যে সত্যযুগে ব্রাহ্মণ তপ ও প্রভাবে উৎকৃষ্ট এবং ক্ষত্রিয় ন্যূন; কিন্তু ত্রেতায় ঐ উভয় বর্ণই তপ ও প্রভাবে সমান। মন্বাদি ঋষিগণ এই যুগে ব্রাহ্মণদিগের ক্ষত্রিয় অপেক্ষা কিছু বিশেষত্ব না দেখিয়া চাতুর্ব্বর্ণের সম্মত মর্য্যাদা-স্থাপক শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া ছিলেন। এই যুগে যাগাদি ধর্ম্ম বহুল পরিমাণে অনুষ্ঠিত হয়, ধর্ম্মকার্য্যসাধনে কোনও প্রতিবন্ধক ছিল না, এবং ধর্ম্মের চর্চ্চা যথেষ্টই হইত। এই অবস্থায় চতুষ্পাদ অধর্ম্ম পাদমাত্রে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব এবং যাগাদি ধর্ম্মের অব-তারণা হেতু পাদমাত্রে অধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছিল। অধর্ম্মের আশ্রয় লইলে তেজের হ্রাস হইবে। এই যুগেই তাহাই

ছিল। পূর্ব্বে—সত্যযুগে রজোগুণমূলক যে জীবিকা মলবৎ অত্যন্ত ত্যাজ্য ছিল তাহার নাম অণৃত (কৃষি)। অধর্ম্ম সেই কৃষিরূপ এক পদে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। অর্থাৎ সত্যযুগে অপ্রযত্নোপলব্ধ ফলমূলমাত্র লোকের আহার ছিল। অধর্ম্মের এই কৃষিরূপ এক পদে পৃথিবীতে অবস্থান নিবন্ধন লোকের আয়ু সত্যযুগ অপেক্ষা হ্রাস হইয়া আইসে। অধর্ম্ম এই রূপে প্রভাব বিস্তার করাতে লোক সকল যাগযজ্ঞাদি শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিত এবং তাহারই বলে সত্যধর্ম্মপরায়ণ হইত। অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি এবং দেহে আত্মবুদ্ধি নষ্ট হওয়াতে তাহারা সত্যধর্ম্মে অধিকারী হইত। ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের তপস্যায় অধিকার; অপর বর্ণ উহাদেরই শুশ্রূষাপর ছিল। এই বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে শুশ্রূষারূপ স্বধর্ম্ম বৈশ্য ও শূদ্রকে অধিকার করে, কিন্তু বৈশ্য কৃষিপ্রবৃত্ত হওয়াতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই বর্ণের এবং শূদ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই সেবা করিত। অনন্তর ত্রেতাযুগে অণৃতরূপ অধর্ম্মের পাদ বৈশ্য ও শূদ্রকে অধিকার করিলে পূর্ব্ববর্ণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রভাব খর্ব্ব হইয়া যায়। এই সময় অধর্ম্ম সমতারূপ দ্বিতীয় পাদ পৃথিবীতে নিক্ষেপ করে এবং দ্বাপর যুগের উৎপত্তি হয়। এই দ্বাপর যুগে অধর্ম্ম ও অণৃত বর্দ্ধিত হইয়া ছিল এবং তপস্যা বৈশ্য-

বর্ণকে অধিকার করে। ফলত সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিন যুগে তপস্যা ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণকে আশ্রয় করিয়া ছিল। কিন্তু এই তিন যুগে শূদ্রের তাহাতে অধিকার হয় নাই। এই নীচ বর্ণ ভবিষ্যতে ঘোর-তর তপস্যা করিবে। কলিযুগই তাহার প্রকৃত সময়। শূদ্র জাতির দ্বাপরে তপস্যা করা অতিশয় অধর্ম্ম। সেই শূদ্র আজ নির্বুদ্ধিতা বশত তোমার অধিকারে তপস্যা করিতেছে সেই জন্য এই বিপ্রবালক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। যে নির্ব্বোধ রাজার অধিকারে প্রজা অনর্থকর অধর্ম্ম বা অকার্য্য করে সে এবং সেই রাজা উভয়েই শীঘ্র নরকস্থ হন সন্দেহ নাই। যে রাজা ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করেন তিনি স্বাধি-কারস্থ সকলের অধ্যয়ন তপস্যা ও পুণ্যের ষষ্ঠ ভাগ প্রাপ্ত হন। যিনি ষষ্ঠ ভাগের ভোক্তা তিনি কেন প্রজাপালন না করিবেন। অতএব মহারাজ! তুমি স্বাধিকৃত সমস্ত দেশ অনুসন্ধান কর। যথায় দুষ্কর্ম্ম দেখিবে তাহার দমনে চেষ্টা কর। এইরূপ হইলে তোমার ধর্ম্মবৃদ্ধি ও মনুষ্যের আয়ুর্বৃদ্ধি হইবে এবং এই বিপ্র-কুমারও পুনর্ব্বার জীবন লাভ করিবে।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ

মহারাজ রাম মহর্ষি নারদের এই সুমধুর কথা শুনিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি গিয়া ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দেও এবং বিপ্রবালকের দেহ উৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্য ও সুগন্ধি তৈলে সিক্ত করিয়া তৈলদ্রোণিতে রক্ষা কর। সন্ধিবিশ্লেষ ও বিকৃত হইয়া যাহাতে দেহ নষ্ট না হয় এইরূপ করিয়া রাখ। রাম লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিয়া মনে মনে পুষ্পককে স্মরণ করিলেন। স্বর্ণখচিত পুষ্পক তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে অভিবাদন পুর্ব্বক কহিল, রাজন্! এই আপনার বশ্য ও কিঙ্কর উপস্থিত। তখন রাম ভ্রাতা ভরত ও লক্ষ্মণকে নগররক্ষার ভার দিয়া মহর্ষিদিগকে প্রণাম পূর্ব্বক সশস্ত্রে পুষ্পকে আরোহণ করিলেন এবং ইতস্ততঃ অনুসন্ধান পুর্ব্বক পশ্চিম দিকে যাইতে লাগিলেন। তথায় অল্পমাত্রও দুষ্কার্য্য দেখিতে না পাইয়া হিমাদ্রিপরিবেষ্টিত উত্তর দিকে এবং তথা হইতে পূর্ব্বদিকে গমন করিলেন। দেখিলেন ঐ দিক নিষ্পাপ, তথাকার আচার যার পর নাই পরিশুদ্ধ। পরে তিনি দক্ষিণ দিকে উপস্থিত হইলেন।

দেখিলেন শৈবল পর্ব্বতের উত্তর পার্শ্বে একটী সুপ্রশস্ত সরো-বরের তীরে কোন এক তাপস বৃক্ষে লম্বমান হইয়া আছেন এবং তিনি অধোমুখে অতিকঠোর তপস্যা করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে রাম তাঁহার সন্নিহিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, তাপস! তুমি ধন্য, বল কোন্ যোনিতে জন্মিয়াছ। আমি রাজা দশ-রথের পুত্র রাম। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তোমায় এই রূপ জিজ্ঞাসিলাম। কি তোমার অভীষ্ট, স্বর্গলাভ বা আর কিছু? কিসের জন্য তুমি অন্যের দুষ্কর এইরূপ কঠোর তপস্যা করিতেছ। তুমি ব্রাহ্মণ না দুর্জ্জয় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য না শূদ্র? সত্য কহিও।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ।

তাপস কহিল, রাজন্! আমি শূদ্রযোনিতে জন্মিয়াছি। এইরূপ কঠোর তপস্যা দ্বারা সশরীরে দেবত্বলাভ করা আমার ইচ্ছা। যখন আমার দেবত্বলাভের ইচ্ছা তখন নিশ্চয় জানিও আমি মিথ্যা কহিতেছি না। আমি শূদ্রজাতি, আমার নাম শম্বূক।

তাপস এইরূপ কহিবামাত্র রাম দিব্যদর্শন খড়্গ নিষ্কোষিত করিয়া তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন। শূদ্র শম্বূক নিহত হইলে সুরগণ বারংবার রামকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। বায়ুসহযোগে সুগন্ধী পুষ্প চতুর্দ্দিকে বর্ষিত হইতে লাগিল। সুরগণ যার পর নাই প্রীত হইয়া রামকে কহিলেন, রাম! তুমি দেবগণের প্রিয়কার্য্য সাধন করিলে। এক্ষণে তোমার যেরূপ ইচ্ছা আমাদের নিকট বর প্রার্থনা কর। এই শূদ্র তোমারই জন্য দেবত্বলাভ করিতে পারিল না। ইহাই আমাদিগের পরম সন্তোষ।

তখন রাম কৃতাঞ্জলিপুটে সহস্রলোচন ইন্দ্রকে কহিলেন, সুররাজ! যদি আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন

তাহা হইলে সেই বিপ্রকুমার পুনর্ব্বার জীবিত হউক ; এই আমার অভীষ্ট বর। সে আমারই দোষে অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইয়াছে, আপনারা তাহার প্রাণদান করুন। আমি তাহাকে পুনর্জীবিত করিব ব্রাহ্মণের নিকট এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে আপনাদের প্রসাদে তাহা সত্যই হউক।

সুরগণ প্রীত হইয়া কহিলেন, রাম! আশ্বস্ত হও, আজ সেই বিপ্রকুমার পুনর্জীবন লাভ করিয়া বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই শূদ্র তাপস যে মুহূর্ত্তে নিহত হইল সেই মুহূর্ত্তেই সে জীবিত হইয়াছে। এক্ষণে তোমার মঙ্গল হউক, আমরা চলিলাম। আমরা মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমপদে যাইব। আজ দ্বাদশ বৎসর হইল তিনি জলশয্যা আশ্রয় করিয়া আছেন। এক্ষণে তাঁহার দীক্ষাকাল সমাপ্ত। আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার জন্য তাঁহার নিকট যাইব। রাম! আমাদের অনুরোধ তুমিও তাঁহার দর্শনার্থী হইয়া আমাদের সমভিব্যাহারে চল।

অনন্তর রাম সুরগণের বাক্যে সম্মত হইয়া কনকখচিত বিমানে আরোহণ করিলেন। দেবতারা অগস্ত্যের আশ্রমো-দ্দেশে স্ব স্ব যানবাহনে চলিলেন। রামও তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন। পরে ধর্ম্মাত্মা অগস্ত্য দেবগণকে

উপস্থিত দেখিয়া নির্ব্বিশেষে তাঁহাদিগকে পূজা করিলেন। তাঁহারাও উহাঁকে প্রতিপূজা করিয়া হৃষ্টমনে দেবলোকে চলিলেন।

দেবতারা প্রস্থান করিলে রাম পুষ্পক হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং মহর্ষি অগস্ত্যের পাদবন্দনা করিলেন। অগস্ত্য ব্রহ্মতেজে প্রদীপ্ত। রাম তৎপ্রদত্ত আতিথ্যগ্রহণ পূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন মহাতপা অগস্ত্য কহিলেন, রাম! তুমি আমার ভাগ্যবলে উপস্থিত। কেমন সুখে আসিয়াছ তো? তুমি নানারূপ উৎকৃষ্ট গুণে আমার মাননীয় এবং অতিথি বলিয়া পূজনীয়। তোমার কথা সর্ব্বদাই আমার স্মৃতিপথে জাগরূক। দেবতাদিগের নিকট শুনিলাম তুমি শূদ্র তাপসকে বিনাশ করিয়া আসিয়াছ। তুমি ধর্ম্মব্যবস্থা রক্ষা করিয়া বিপ্রকুমারকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছ এক্ষণে তুমি আমার এই আশ্রমে রাত্রিযাপন কর। তুমি শ্রীমান নারায়ণ। তোমাতেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত আছে। তুমি সকল দেবতার প্রভু এবং নিত্য পুরুষ। তুমি আজ রাত্রিপ্রভাতে পুষ্পকে আরোহণ পূর্ব্বক স্বনগরে যাত্রা করিও। দেখ, এই সমস্ত আভরণ দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত। ইহার গঠন অতি চমৎকার এবং ইহা স্বতেজে উজ্জ্বল। তুমি ইহা গ্রহণ কর, ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইব। এই আভরণ পূর্ব্বে কেহ আমাকে

দান করিয়াছিল। দত্ত বস্তুর পুনরায় দান মহাফলজনক। অতএব তুমি ইহা গ্রহণ কর। এই আভরণ ধারণ করিতে একমাত্র তুমিই সমর্থ। তুমি ইন্দ্রাদি দেবগণকে উদ্ধার করিতে পার এবং সকলকে সর্ব্বপ্রকার মহৎ ফল প্রদান করিতে পার। অতএব আমি তোমাকে আভরণ দিতেছি তুমি তাহা গ্রহণ কর।

রাম কহিলেন, ভগবন্! প্রতিগ্রহে ব্রাহ্মণেরই অধিকার, ক্ষত্রিয়ের তাহা নাই; প্রত্যুত ইহা তাহার পক্ষে যার পর নাই ঘৃণার বিষয়।

অগস্ত্য কহিলেন, রাম! পূর্ব্বে বিপ্রপ্রধান সত্যযুগে প্রজাগণের কেহ রাজা ছিল না। ইন্দ্র সুরগণের রাজা ছিলেন। তখন প্রজারা রাজার জন্য ব্রহ্মার নিকট গিয়া কহিল, ইন্দ্র দেবগণের রাজা, এক্ষণে আমরা যাঁহাকে পূজা করিয়া নিষ্পাপ হইতে পারি আপনি এমন কোন এক মনুষ্যকে আমাদিগের রাজা করিয়া দিন। আমরা স্থির নিশ্চয় করিয়াছি যে রাজা ব্যতীত আর পৃথিবীতে বসবাস করিব না।

অনন্তর ব্রহ্মা লোকপালগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, তোমরা স্ব স্ব তেজের অংশ প্রদান কর। লোকপালগণ ব্রহ্মার অনুরোধে স্ব স্ব তেজ হইতে অংশ প্রদান করিলেন। ঐ সময় ব্রহ্মা একবার হাঁচিয়াছিলেন। ইহা হইতেই

রাজার উৎপত্তি হয়। হাঁচির নাম ক্ষুপ; এই জন্য ঐ রাজার নাম ক্ষুপ হইল। ব্রহ্মা লোকপালগণের নিকট তুল্য অংশ লইয়া রাজা ক্ষুপে তাহার সমাবেশ করিয়া দিলেন। ক্ষুপ ঐন্দ্র অংশে পৃথিবী অধিকার, বারুণ অংশে শরীরপোষণ, কৌবের অংশে বিত্তাধিপত্য এবং যমাংশে লোকশাসন করিতে লাগিল। অতএব রাম! তুমি আমায় উদ্ধার করিবার জন্য ঐন্দ্র অংশে এই আভরণ প্রতিগ্রহ কর। তোমার মঙ্গল হউক।

রাম মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত বিচিত্র আভরণ গ্রহণ করিলেন। কহিলেন, তপোধন! এই সুনির্ম্মিত দিব্য আভরণ অতি অদ্ভুত। আপনি ইহা কোথায় পাইয়াছিলেন? কে আপনাকে দিয়াছিল? আপনি অত্যাশ্চর্য্য বস্তুর পরম নিধি। কৌতূহল প্রযুক্ত আমি আপনাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলাম।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

অগস্ত্য কহিলেন, রাম! শুন। ত্রেতাযুগে একটী বহু-বিস্তীর্ণ অরণ্য ছিল। উহা চতুর্দ্দিকে শতযোজন বিস্তৃত। আমি সেই নির্জ্জন অরণ্যের একদেশে তপস্যা করিতাম। একদা আমার ঐ অরণ্য পর্য্যটন করিবার ইচ্ছা হইল। আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ঐ বন যে কিরূপ নিবিড় তাহা নির্দ্দেশ করা বড় কঠিন। উহার মধ্যে যোজনপ্রমাণ একটী সরোবর ছিল। সরোবরে পদ্মসকল প্রস্ফুটিত, শৈবলের সম্পর্ক নাই এবং উহা অত্যন্ত সুখাবহ নির্ম্মল ও স্থির। আমি উহার নিকট বহুকালের একটী পবিত্র তপোবন দেখিতে পাই-লাম। কিন্তু তাহাতে তাপস নাই। আমি সেই তপোবনে গ্রীষ্মকালীন রাত্রি সুখে যাপন করিলাম এবং প্রভাতে গাত্রো-থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন উদ্দেশে ঐ সরোবরে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম উহার একস্থলে একটী মৃতদেহ পতিত আছে। তাহা সুপুষ্ট নির্ম্মল এবং অপূর্ব্বশ্রীসম্পন্ন। আমি মৃত দেহের দিব্যকান্তি দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম এবং ঐ সরোবরের তীরে উপবিষ্ট হইয়া মুহূর্ত্তকাল এই বিষয় চিন্তা

করিতে লাগিলাম। ক্ষণকাল পরে তথায় এক আশ্চর্য্যদর্শন দিব্য বিমান উপস্থিত। উহা হংসবাহিত ও মনোবৎবেগ-গামী, এবং সুদৃশ্য। দেখিলাম, ঐ বিমানে এক স্বর্গীয় পুরুষ বিরাজমান। বহুসংখ্য অপ্সরা বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত আছে। ঐ সমস্ত পুণ্ডরীকলোচনা অপ্সরাদিগের মধ্যে কেহ গীত, কেহ বাদ্য, কেহ নৃত্য করি-তেছে এবং কেহ বা স্বর্ণদণ্ডমণ্ডিত জ্যোৎস্নাধবল মহামূল্য চামর ঐ পুরুষের মুখমণ্ডলে বীজন করিতেছে।

ঐ স্বর্গবাসী দিব্য পুরুষ স্বর্ণসিংহাসন পরিত্যাগ পুর্ব্বক আমার সমক্ষে বিমান হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং ঐ সরো-বরতীরস্থ স্থূলতনু মৃতের মাংস আহার করিতে লাগিলেন। তিনি ইচ্ছানুরূপ মাংস আহার করিয়া সরোবরে আচমন করিলেন এবং পুনর্ব্বার বিমানে উঠিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। তখন আমি ঐ দেবতুল্য পুরুষকে জিজ্ঞাসিলাম, বল তুমি কে? আর এই ঘৃণিত শবমাংস কেন আহার করিলে? তোমার এইরূপ আহার এবং এইরূপ দেবতুল্য ভাব এই উভয়ের একত্র সমাবেশ দেখিয়া আমি বস্তুতই বিস্মিত হইয়াছি। অতএব বল প্রকৃত কথা কি। এই মৃতের মাংসা-হার তোমার স্বেচ্ছাকৃত বলিয়া আমার বোধ হইতেছে না।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ।

তখন ঐ স্বর্গীয় পুরুষ কৃতাঞ্জলিপুটে মধুর বাক্যে আমায় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি আমার এই দিব্যভাব ও শবভক্ষণ এই উভয়ের কারণ শুনুন। এই কার্য্যটী আমার পক্ষে অনতিক্রমণীয়। আমার পিতা ত্রিলোকবিখ্যাত যশস্বী সুদেব। তিনি বিদর্ভদেশের রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই পত্নীর গর্ব্ভে দুই পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে আমার নাম শ্বেত এবং আমার জ্যেষ্ঠের নাম সুরথ। পিতা সুদেব স্বর্গারোহণ করিলে পুরবাসিগণ আমাকে রাজ্যে অভিষেক করেন। আমিও সাবধান হইয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্য পালন করি। এইরূপে বহুকাল অতীত হইয়া গেল। পরে আমি কোনও লক্ষণে মৃত্যু সন্নিকট বুঝিয়া ভ্রাতা সুরথকে রাজ্যভার অর্পণ করিলাম এবং এই মৃগপক্ষিশূন্য দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ করিয়া এই সরোবরতীরে তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হইলাম। ক্রমশঃ তিন সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইল। আমি তপোবলে উৎকৃষ্ট ব্রহ্মলোক লাভ করিলাম। ব্রহ্মলোক লাভ করিলেও আমার যৎপরোনাস্তি ক্ষুৎপিপাসার ক্লেশ ছিল। তখন আমি অতি-

মাত্র কাতর হইয়া ত্রিভুবনেশ্বর পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলাম। কহিলাম, ভগবন্! শুনিয়াছি এই ব্রহ্মলোকে ক্ষুৎপিপাসার পীড়া নাই, কিন্তু বলুন, আমি কোন্ কর্ম্মবিপাকে এইরূপ ক্ষুৎপিপাসার বশবর্ত্তী হইতেছি। আর আমার আহার দ্রব্যই বা কি? ব্রহ্মা কহিলেন, শ্বেত! সুস্বাদু স্বমাংসই তোমার আহার দ্রব্য। তুমি তপস্যা করিয়া স্বদেহের পুষ্টি সাধন করিয়াছ। দেখ, বীজ বপন না করিলে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না। তুমি কেবল তপস্যাই করিয়াছ কিন্তু কাহাকেও কখন সামান্যও কিছু দান কর নাই, এই জন্য ক্ষুৎপিপাসা ব্রহ্মলোকেও তোমায় নিপীড়িত করিতেছে। এক্ষণে সুপুষ্ট স্বশরীর আহার কর, ইহা দ্বারা তোমার ক্ষুধাশান্তি হইবে। কিন্তু যখন মহর্ষি অগস্ত্য এই অরণ্যে আগমন করিবেন তখনই তোমার এই পাপ হইতে মুক্তি লাভ হইবে। তিনি দেবগণকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ। তুমি ক্ষুৎপিপাসার বশবর্ত্তী, তোমাকে উদ্ধার করা তাঁহার পক্ষে সামান্য কথা। ব্রহ্মন্! আমি ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া তদবধি এই রূপ ঘৃণিত স্বতমাংস আহার করিয়া থাকি। আমি বহুকাল ধরিয়া এইরূপ করিতেছি কিন্তু আমার ক্ষুধাশান্তি বা তৃপ্তি হয় না। আমি অতি কষ্টে পড়িয়াছি; আপনি আমায় পরিত্রাণ করুন। অগস্ত্য ব্যতীত অন্য কাহারও এই নির্জন

অরণ্যে প্রবেশ করিবার সামর্থ্য নাই, আমি এই লক্ষণেই আপনাকে চিনিতে পারিলাম। এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হউন; আমি এই আভরণ এবং এই সুবর্ণ ধন বস্ত্র ভক্ষ্য ভোজ্য সমস্তই আপনাকে প্রদান করিতেছি গ্রহণ করুন।

রাম! আমি সেই স্বর্গীয় পুরুষের এইরূপ কষ্টকর কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য আভরণ গ্রহণ করিলাম। আভরণ গ্রহণ করিবামাত্র ঐ স্বর্গীয় পুরুষের পূর্ব্বদেহ নষ্ট হইল এবং তিনিও পরম পরিতৃপ্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। রাম! পূর্ব্বে রাজা শ্বেতই আপনার উদ্ধার সাধনের জন্য আমাকে এই দিব্য আভরণ প্রদান করিয়া ছিলেন।

একোনাশীতিতম সর্গ।

রাম মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট এই অত্যাশ্চর্য্য বিচিত্র কথা শ্রবণ করিয়া গৌরব ও বিস্ময়ে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! যথায় শ্বেত তপস্যা করিয়াছিলেন সেই বন মৃগ-পক্ষিশূন্য কেন? আর সেই রূপ বনেই বা কেন তিনি তপ-শ্চর্য্যার নিমিত্ত প্রবেশ করেন?

অগস্ত্য কহিলেন, রাম! সত্যযুগে মনু নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি বর্ণাশ্রম ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। তাঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকু। তিনি মহাবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইক্ষ্বাকুকে রাজ্যে স্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি পৃথিবীর সমস্ত রাজ-বংশের প্রবর্ত্তক হও। ইক্ষ্বাকু পিতৃবাক্য স্বীকার করিয়া লইলেন। তখন মনু অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! আমি অতিশয় প্রীত হইলাম, তুমি নিশ্চয়ই সমস্ত রাজবংশের প্রবর্ত্তক হইবে। এক্ষণে প্রজাপালন কর কিন্তু দেখিও অকারণে কাহারও দণ্ড বিধান করিও না। প্রকৃত অপরাধীর প্রতি যে দণ্ড বিহিত হয় তাহাই রাজার স্বর্গ-লাভের কারণ হইয়া থাকে। অতএব তুমি দণ্ডবিধানে যত্নবান্ হও, ইহা দ্বারা তোমার পরম ধর্ম্ম লাভ হইবে।

মনু ইক্ষ্বাকুকে এইরূপ আদেশ ও উপদেশ দিয়া সমাধি-বলে ব্রহ্মালোক লাভ করিলেন। তখন ইক্ষ্বাকু ভাবিলেন কিরূপে আমার বহু পুত্র জন্মিতে পারে। পরে তিনি নানা-রূপ ধর্ম্মকর্ম্ম দ্বারা দেবকুমারসদৃশ শত পুত্র উৎপাদন করি-লেন। এই সমস্ত পুত্রের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ অকৃতবিদ্য মূঢ়। সে জ্যেষ্ঠদিগের সেবা করিত না। তদ্দৃষ্টে ইক্ষ্বাকু মনে করি-লেন ইহার উপর অবশ্যই এক সময় দণ্ডপাত হইবে। এই জন্য ঐ ক্ষীণতেজ পুত্রের নাম রাখিলেন দণ্ড। পরে তিনি রাজ্য স্থাপনের জন্য কোন ভীষণস্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বিন্ধ্য ও শৈবলের মধ্যবর্ত্তি প্রদেশ উহার রাজ্য বিস্তারের জন্য স্থির হইল। দণ্ড ঐ সুরম্য পার্ব্বত্য স্থানে রাজা হইয়া তথায় অত্যুৎকৃষ্ট নগর স্থাপন করিল। ঐ নগরের নাম মধুমন্ত। দণ্ড ভগবান শুক্রকে পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন এবং তাঁহার সাহায্যে দানবরাজ বলির ন্যায় ঐ হৃষ্টপুষ্ট-জনাকীর্ণ মধুমন্ত নগর শাসন করিতে লাগিলেন।

অশীতিতম সর্গ।

রাজা দণ্ড বহুকাল এই স্থানে নিষ্কণ্টকে রাজ্য করিয়া ছিল। কোন এক সময় রমণীয় চৈত্রমাসে সে শুক্রের আশ্রমে গমন করিল। দেখিল অলোকসামান্যা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী শুক্র-কন্যা অরণ্যে বিচরণ করিতেছে। ঐ নির্ব্বোধ উহাকে দেখিবামাত্র অনঙ্গশরে অতিমাত্র নিপীড়িত হইল এবং উদ্বিগ্ন-মনে তাহার সন্নিহিত হইয়া কহিল, অয়ি নিবিড়জঘনে! তুমি কাহার কন্যা, কোথা হইতে আসিতেছ? দেখ, তোমায় দেখিয়া আমার মন অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে, এই জন্য আমি তোমায় এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলাম।

তখন শুক্রকন্যা ঐ মোহোন্মত্ত কামুক রাজাকে সানুনয়ে কহিল, রাজন্! আমি শুক্রাচার্য্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা, নাম অরজা। আমি এই আশ্রমেই বাস করিয়া থাকি। আমি পিতৃবশবর্ত্তিনী কন্যা। তুমি আমায় বলপূর্ব্বক স্পর্শ করিও না। শুক্র আমার পিতা, তুমি তাঁহার শিষ্য। সেই মহাতপা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তোমাকে অভিসম্পাত করিতে পারেন। যদি আমায় পাইবার জন্য তোমার অভিলাষ হইয়া থাকে

তাহা হইলে ধর্ম্মানুকুল সৎপথে থাকিয়া তুমি পিতার নিকট আমায় প্রার্থনা কর। নচেৎ তোমাকে ভীষণ প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। দেখ, আমার পিতা ক্রোধাবিষ্ট হইলে ত্রিলোক ভস্মসাৎ করিতে পারেন। কিন্তু তুমি যদি প্রার্থনা কর তাহা হইলে তিনি তোমার হস্তে আমায় সমর্পণ করিবেন।

অনন্তর কামোন্মত্ত মহারাজ দণ্ড কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, সুন্দরি! তুমি প্রসন্না হও, তোমার জন্য আমার প্রাণ বিদীর্ণ হইতেছে। তোমাকে পাইয়া যদি ঘোর পাপ বা বিনাশ স্বীকার করিতে হয় আমি তাহাতেও প্রস্তুত আছি। আমার চিত্ত তোমার প্রতি অনুরক্ত এবং কামবেগে বিহ্বল। এক্ষণে তুমি আমার মনোরথ পুর্ণ কর।

এই বলিয়া দণ্ড শুক্রকন্যা অরজাকে দুই হস্তে বলপুর্ব্বক ধরিল। অরজা ভুতলে লুণ্ঠমানা, দণ্ড তাহার সহযোগে প্রবৃত্ত হইল এবং এই ঘোর অকার্য্য করিয়া শীঘ্র স্বনগরে প্রস্থান করিল। অরজা রোরুদ্যমানা। সে আশ্রমের অদূরবর্ত্তিনী থাকিয়া দেবকল্প পিতার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

একাশীতিতম সর্গ।

অসীমপ্রভাব দেবর্ষি শুক্র মুহূর্ত্তমধ্যে শিষ্যমুখে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন, এবং ক্ষুধার্ত্ত হইয়া শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। দেখিলেন, অরজা ধূলিজালে অবগুণ্ঠিত ও দীন এবং প্রত্যূষে গ্রহগ্রস্ত জ্যোৎস্নার ন্যায় যার পর নাই নিষ্প্রভ। শুক্র একে ক্ষুধার্ত্ত তাহার উপর এই অবমাননা। তাঁহার ক্রোধাগ্নি যেন বিশ্ব দগ্ধ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি শিষ্যগণকে কহিলেন, এক্ষণে তোমারা সেই অত্যাচারী মূর্খ দণ্ডের সম্বন্ধে আমার ক্রোধের জ্বলন্তশিখাসদৃশ ঘোর বিপত্তি স্বচক্ষে দেখ। সেই দুষ্ট প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা স্বহস্তে স্পর্শ করিয়াছে। এক্ষণে তাহার সবংশে নিপাত উপস্থিত। যখন সে এই রূপ ঘোর পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছে তখন ইহার প্রতিফল তাহাকে নিশ্চয় ভোগ করিতে হইবে। সেই পাপাচারী সাত রাত্রির মধ্যে সবংশে ধনে প্রাণে নিশ্চয় বিনষ্ট হইবে। ইন্দ্র ধূলিবৃষ্টি করিয়া তাহার বিশাল রাজ্য ছারখার করিবেন। এই রাজ্যের মধ্যে স্থাবর জঙ্গম যত জীব আছে সমস্তই বিলুপ্ত হইবে।

সাত রাত্রি ধরিয়া প্রলয়কালীন ধূলিবৃষ্টির ন্যায় এই উৎপাতে কাহারও কিছুমাত্র চিহ্ন থাকিবে না।

এই বলিয়া শুক্র ক্রোধারুণনেত্রে আশ্রমবাসিদিগকে কহিলেন, তোমরা এখনই অন্য জনপদে গিয়া আশ্রয় লও। তখন আশ্রমবাসীগণ সেই দেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিল। পরে শুক্র অরজাকে কহিলেন, দুর্বুদ্ধে! তুমি সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক এই আশ্রমে বাস কর। এই সুদৃশ্য সরোবর শতযোজন বিস্তীর্ণ। তুমি নির্ব্বিঘ্নে ইহার তীরে আশ্রয় লইয়া কাল প্রতীক্ষা কর। ঐ সাত রাত্রি যে সমস্ত প্রাণী তোমার নিকট বাস করিবে তাহারাও এই ধূলিবৃষ্টি দ্বারা বিনষ্ট হইবে না।

শুক্রকন্যা অরজা পিতার এই আদেশ পাইয়া দুঃখিত মনে সম্মত হইল। শুক্রও আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গিয়া বাস করিলেন। এই ব্রহ্মবাদী যেরূপ কহিয়াছিলেন তাহা সফল হইল। সাত দিন পরে রাজা দণ্ডের রাজ্য ধনধান্য ও বলবাহনের সহিত ভস্মীভূত হইয়া গেল। রাম! এই যে বিন্ধ্য ও শৈবলের মধ্যস্থ ভূমিখণ্ড দেখিতেছ ইহা দণ্ডেরই রাজ্য ছিল। ধর্ম্মের আশ্রয়স্বরূপ সত্যযুগে এইরূপ বিধর্ম্মের আচরণ হওয়াতে ব্রহ্মর্ষি শুক্র ইহার এইরূপই দুরবস্থা করেন। তদবধি এই স্থান দণ্ডকারণ্য নামে প্রসিদ্ধ।

তপস্বীরা বাস করেন বলিয়া ইহার অপর নাম জনস্থান। রাম! এই আমি তোমাকে সমস্তই কহিলাম। এক্ষণে সন্ধ্যা বন্দনার সময় অতীত হয়। ঐ দেখ মহর্ষিগণ কৃতস্নান হইয়া সূর্য্যোপস্থান করিতেছেন। সূর্য্য তীর্থে সমাগত ব্রহ্মবিৎ-গণের পূজালাভ করিয়া অস্তে গমন করিলেন। এক্ষণে তুমিও যাও এবং আচমন পূর্ব্বক সন্ধ্যাবন্দনাদি কর।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ।

অনন্তর রাম মহর্ষির আজ্ঞাক্রমে অপ্সরোগণসেবিত পবিত্র সরোবরে সন্ধ্যাবন্দনার জন্য গমন করিলেন এবং তথায় আচমন ও পশ্চিম সন্ধ্যা সমাপন পূর্ব্বক মহর্ষির আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। উঁহার আহারার্থ প্রচুর কন্দমূল ঔষধ ও পবিত্র শাল্যাদি আহৃত ছিল। তিনি ঐ সমস্ত অমৃতাস্বাদ খাদ্য দ্রব্যে পরিতৃপ্ত হইয়া তথায় রাত্রিবাস করিলেন। পরে প্রভাতে গাত্রোত্থান ও আহ্নিক কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণার্থ মহর্ষির সন্নিহিত হইলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, তপোধন! আজ্ঞা করুন আমি স্বনগরে প্রস্থান করি। আমি আপনার দর্শনে ধন্য ও অনুগ্রহীত হইলাম। অতঃপর দেহ মন পবিত্র করিবার জন্য আবার আপনার আশ্রমে আসিব।

ধর্ম্মদর্শী ভগবান অগস্ত্য পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, রাম! তোমার বাক্য অতি বিচিত্র। তুমিই সর্ব্বজনের পবিত্রতাজনক। ক্ষণকালের জন্যও যদি কেহ তোমার দর্শন পায় সে পবিত্র ও স্বর্গে সুরনর দ্বারা পূজিত হইয়া থাকে। আর

যে তোমায় ক্রূর দৃষ্টিতে দেখে সে সদ্য যমদণ্ডে বিনষ্ট হইয়া নিরয়গামী হয়। রাম! তুমি সর্ব্বজীবের এইরূপই পবিত্রতাজনক। পৃথিবীতে যে তোমার নামও কীর্ত্তন করে তাহার সিদ্ধিলাভ হয়। এক্ষণে তুমি নিরাপদ পথে সুখে স্বচ্ছন্দে যাও। তুমি জগতের পরম গতি, স্বরাজ্যে গিয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন কর।

অনন্তর রাম উদ্যতহস্তে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক সত্যশীল অগস্ত্যকে এবং. অন্যান্য তপোধনকে অভিবাদন করিয়া নিরাকুল চিত্তে পুষ্পকে আরোহণ করিলেন। সুরগণ যেমন ইন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করেন সেইরূপ মহর্ষিগণ তাঁহার যাত্রাকালে চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। পুষ্পক অন্তরীক্ষে উঠিল। রাম বর্ষাকালে মেঘসমীপবর্ত্তী চন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। তখন দিবা দ্বিপ্রহর। রাম ইতস্ততঃ পূজিত ও রাজধানী অযোধ্যায় উপনীত হইয়া মধ্য কক্ষায় অবতরণ করিলেন। এবং কামগামী রমণীয় পুষ্পককে বিদায় দিয়া কক্ষান্তরস্থিত দ্বারপালকে কহিলেন, তুমি লক্ষ্মণ ও ভরতকে আমার আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া শীঘ্র একবার এই স্থানে আহ্বান কর।

ত্র্যশীতিতম সর্গ।

তখন দ্বারপাল এই দুই রাজকুমারকে আহ্বান পূর্ব্বক রামকে আসিয়া কহিল, রাজন্! এই লক্ষ্মণ ও ভরত উপস্থিত। রাম তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, আমি প্রতিজ্ঞানুরূপ ব্রাহ্মণের কার্য্য সাধন করিয়াছি। এক্ষণে ইচ্ছা যে একটী রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। ঐ যজ্ঞ অক্ষয় ও অব্যয় ধর্ম্মসেতু। ইহা সর্ব্বপাপহর, ইহার কীর্ত্তনেও যথেষ্ট ফল আছে। তোমরা আমার দ্বিতীয়দেহস্বরূপ। আমি তোমাদিগের সাহায্যে এই উৎকৃষ্ট রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। ইহাতে আমার শাশ্বত ধর্ম্ম লাভ হইবে। মিত্রদেব এই যজ্ঞের প্রভাবে বরুণত্ব এবং সোম অক্ষয় কীর্ত্তি স্থান অধিকার করেন। অতএব অদ্যই আমি এই যজ্ঞ করিব, তোমরা আমার সহিত এই বিষয়ের একটী পরামর্শ স্থির কর। পরিণামে যাহা হিতকর হইবে তোমরা এইরূপ কথাই আমাকে বল।

ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্য্য! আপনাতে ধর্ম্ম, সমস্ত পৃথিবী ও যশ প্রতিষ্ঠিত। দেবতারা আপনাকে যেমন

আপনার বলিয়া দেখেন, আমরা যেমন আপনাকে আপনার বলিয়া দেখি, অন্যান্য রাজগণও আপনাকে তদ্রূপ আপনার বলিয়াই দেখিয়া থাকেন। সকলেই আপনার কাছে পিতার নিকট পুত্রের ন্যায় আছে। আপনি পৃথিবী ও সমস্ত প্রাণীর একমাত্র পতি। এক্ষণে যাহা দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত রাজ-বংশের উচ্ছেদ হইবে আপনি কিরূপে সেই যজ্ঞ আহরণের ইচ্ছা করেন। পৃথিবীতে যে সকল রাজা শৌর্য্যবীর্য্যশালী এই যজ্ঞে তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকোপজনিত বিনাশ অবশ্যই ঘটিবে। এই সকল রাজা আপনার গুণে বশীভূত, ইহাঁ-দিগকে বিনাশ করা আপনার উচিত হইতেছে না।

রাম ভরতের এই কথায় অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। কহি-লেন, ভরত! তোমার এই বাক্য ধর্ম্মসঙ্গত ও তেজস্বী। ক্ষত্রিয়বংশ রক্ষা তোমার উদ্দেশ্য। শুনিয়া আমি যার পর নাই প্রীত ও পরিতুষ্ট হইলাম। বলিতে কি, আমি যে রাজ-সূয় যজ্ঞের সঙ্কল্প করিয়া ছিলাম কেবল তোমারই এই কথায় তাহা হইতে বিরত হইলাম। যদি বালকেরও কথা শ্রেয়-স্কর হয় তাহা গ্রহণ করা উচিত।

চতুরশীতিতম সর্গ

অনন্তর লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ সর্ব্ব-পাপ-নাশক, আপনি তাহারই অনুষ্ঠান করুন। এইরূপ একটি ঘটনা শুনা যায় যে সুরবাজ ইন্দ্র এই অশ্বমেধের প্রভাবে ব্রহ্মহত্যাপাপ হইতে মুক্ত হন। পূর্ব্বে দেবাসুরের মধ্যে বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল। ঐ সময় বৃত্রাসুরের প্রাদুর্ভাব। ঐ বীর ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্। সে অনুরাগের চক্ষে ত্রিলোকের সমস্ত লোককে দেখিত এবং ধর্ম্মানুসারে ধনধান্য-পূর্ণ পৃথিবী শাসন করিত। উহার রাজ্যকালে ভূমি সর্ব্ব-কামপ্রসবিনী ছিল। কর্ষণ ব্যতীত প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মিত এবং কন্দমূল ফল সুরস ও সুস্বাদু ছিল। একদা তাহার তপোনুষ্ঠানের ইচ্ছা হয়। সে ভাবিল তপস্যাই পরম শ্রেয়, আর আর সমস্ত বিষয় মোহজনক। তখন সে জ্যেষ্ঠ পুত্র মধুরেশ্বরকে রাজ্যভার অর্পণ পূর্ব্বক তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। ইহার তপস্যায় সুরগণের যার পর নাই ত্রাস জন্মে। তখন সুরপতি ইন্দ্র কাতর প্রাণে বিষ্ণুর নিকট গিয়া কহিলেন, বিষ্ণো! বৃত্রাসুর তপোবলে সমস্ত লোক

আয়ত্ত করিতেছে। ঐ ধার্ম্মিক, মহাবল ও মহাবীর্য্য, আমি উহাকে শাসন করিতে অক্ষম হইয়াছি। অতঃপর যদি সে তপঃসিদ্ধ হয় তাহা হইলে ত্রিলোক নিশ্চয়ই উহার বশবর্ত্তী হইবে। এক্ষণে উহাকে উপেক্ষা করা আর আপনার উচিত হয় না। আপনি ক্রুদ্ধ হইলে সে ক্ষণকালও বাঁচিবে না। আপনার সন্তোষেই সে লোকের উপর আধিপত্য পাইয়াছে। এক্ষণে আপনি সমস্ত লোকের প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনার প্রসাদেই সমস্ত জগৎ প্রশান্ত ও নিষ্কণ্টক হইবে। এই সকল দেবতা আপনার মুখাপেক্ষা করিয়া আছেন, আপনি ইহাঁ-দিগের সাহায্য করুন। আপনি নিয়তই দেবগণের অনুকূল, যদিচ এই কার্য্য অসুরগণের অসহ্য তথাপি আপনি সদয় হউন। দেখুন আপনি অগতির গতি।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ।

অনন্তর বিষ্ণু ইন্দ্রাদি দেবগণকে কহিলেন, দেবগণ! আমি পূর্ব্ব হইতে বৃত্রাসুরের সহিত সৌহৃদ্যে বদ্ধ হইয়াছি। এক্ষণে তোমাদের প্রিয়সাধন উদ্দেশে আমি স্বহস্তে তাহাকে বিনাশ করিব না। কিন্তু তোমাদের সুখস্বচ্ছন্দ বিধান আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছি ইন্দ্রই তাহাকে বধ করিবেন। অতঃপর আমি স্বতেজ তিন ভাগে বিভক্ত করিব। ঐ তিন ভাগের মধ্যে এক ভাগ ইন্দ্রে এক ভাগ বজ্রে এবং আর এক ভাগ ভূতলে প্রবেশ করিবে। এই বিধানে ইন্দ্র বৃত্রবধে নিশ্চয় কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

দেবতারা কহিলেন, বিষ্ণু! আপনি যেরূপ কহিতেছেন এইরূপই হউক, আমরা বৃত্রাসুরবধার্থ চলিলাম। এক্ষণে আপনি স্বতেজ ইন্দ্রে সংক্রামিত করুন।

অনন্তর দেবতারা যথায় বৃত্রাসুর তপঃসাধনে প্রবৃত্ত আছে সেই বনে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন বৃত্রাসুর তেজে প্রদীপ্ত হইয়া ঘোরতর তপস্যা করিতেছে। সে যেন স্বপ্রভাবে সমস্ত লোককে গ্রাস এবং আকাশকে দগ্ধ করিয়া ফেলি-

তেছে। এই ব্যাপার দেখিবামাত্র সুরগণের মনে ভয় উপস্থিত হইল। ভাবিলেন আমরা কিরূপে ইহাকে বধ করিব। আমাদের জয়লাভই বা কিরূপে হইবে। ইত্যবসরে সুররাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরের মস্তকে বজ্র প্রহার করিলেন। বজ্রাস্ত্র প্রলয়বহ্নির ন্যায় ভীষণ প্রদীপ্ত ও জ্বালাকরাল। উহা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র বৃত্রাসুরের মস্তক দ্বিখণ্ড হইয়া পড়িল। সমস্ত জগৎ যার পর নাই চকিত ও ভীত হইল। বৃত্রকে নিরপরাধে বধ করিলেন বলিয়া ইন্দ্র অতিশয় চিন্তিত হইলেন এবং ব্রহ্মহত্যার ভয়ে লোকালোক পর্ব্বতের পরবর্ত্তী অন্ধকারময় প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মহত্যা পাপ তাঁহার অনুসরণ করিল এবং ঝটিতি তাঁহার দেহে প্রবিষ্ট হইল। ইন্দ্রও দুঃখিত হইলেন। তখন দেবগণ ত্রিভুবননাথ বিষ্ণুকে বারংবার পূজা করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাদের গতি, জগতের পিতা ও সকলের পূর্ব্বজ। আপনি সকলের পালন করিবার জন্য বিষ্ণুমূর্ত্তিতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। বৃত্রাসুর আপনার তেজে বিনষ্ট কিন্তু ব্রহ্মহত্যা পাপ ইন্দ্রকে নিপীড়িত করিতেছে। অতঃপর যেরূপে তাঁহার পাপধ্বংশ হয় আপনি তাহা বলিয়া দিন।

বিষ্ণু কহিলেন, ইন্দ্র আমাকে উদ্দেশ করিয়া যজ্ঞ করুন,

আমি তাঁহাকে পবিত্র করিব। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা আমাকে পরিতৃপ্ত করিলে পুনরায় নির্ভয়ে ইন্দ্রত্ব লাভ করিবেন। বিষ্ণু দেবগণকে এইরূপ বাক্যে আশ্বাস দিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন।

ষড়শীতিতম সর্গ।

মহাবীর্য্য বৃত্র বিনষ্ট হইলে ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইলেন। তিনি ঐ পাপপ্রভাবে উরগের ন্যায় বিচেষ্টমান হইতে লাগিলেন। তখন ত্রিলোকের ঘোরতর বিপদ উপস্থিত। সকলেই অতিশয় ভীত ও উদ্বিগ্ন হইল। পৃথিবী বিনষ্ট প্রায়। অনাবৃষ্টিনিবন্ধন বন সকল শুষ্ক হইতে লাগিল। নদ নদী হ্রদ স্রোতঃশূন্য। তদ্দৃষ্টে সুরগণ লোকক্ষয়ের সম্ভাবনায় ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিলেন এবং বিষ্ণুর নির্দ্দেশানুসারে অশ্বমেধ আহরণে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে দেবরাজ ইন্দ্র যথায় ভয়মোহিত হইয়া অবস্থিত উঁহারা তথায় উপাধ্যায় ও ঋষিগণের সহিত গমন করিলেন। ইন্দ্রের পাপশান্তির জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। যজ্ঞাবসানে ব্রহ্মহত্যা স্বয়ং আসিয়া কহিল, দেবগণ! তোমরা আমার থাকিবার স্থাননির্দ্দেশ করিয়া দেও। তখন সুরগণ প্রীত হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মহত্যে! তুমি আপনাকে চারি অংশে বিভাগ কর। দুষ্ট ব্রহ্মহত্যা তাহাই করিল এবং কহিল আমি পাপীর দর্পহারিণী হইয়া এক অংশে বর্ষার চার মাস পূর্ণসলিলা

নদীতে বাস করিব। সত্যই কহিতেছি আর এক অংশে সর্ব্বকাল ব্যাপিয়া উষর রূপে ভূমিতে বাস করিব। তৃতীয় অংশ দ্বারা দর্পহারিণী মূর্ত্তিতে দর্পপূর্ণা যুবতী স্ত্রীতে ত্রিরাত্রি বাস করিব। আর যাহারা মিথ্যা আরোপ পূর্ব্বক নির্দোষ ব্রাহ্মণকে ধিক্কার করিবে বা ব্রহ্মহত্যা করিবে আমি চতুর্থ অংশে সেই সকল পাষণ্ডকে আশ্রয় করিব।

তখন দেবগণ কহিলেন, ব্রহ্মহত্যে! তুমি যেরূপ কহিতেছ তাহাই হউক। এক্ষণে অভীষ্টসাধন কর। পরে দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে বন্দনা করিলেন। ইন্দ্র নিষ্পাপ ও বিজ্বর। তাঁহার প্রতিষ্ঠায় সমস্ত জগৎ পুনর্ব্বার নিরাপদ হইল। আর্য্য! অশ্বমেধ যজ্ঞের এই রূপই প্রভাব। আপনি তাহারই অনুষ্ঠান করুন।

সপ্তাশীতিতম সর্গ।

অনন্তর রাম সহাস্যমুখে কহিলেন, বৎস! তুমি বৃত্রাসুর সংহার ও অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা যাহা কহিলে তাহা অলীক নহে। শুনিয়াছি, পূর্ব্বে বাহ্লিদেশে ইল নামে এক ধর্ম্মশীল রাজা ছিলেন। ইনি প্রজাপতি কর্দ্দমের পুত্র। এই যশস্বী ইল সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্য পাইয়া পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন। দেব দৈত্য নাগ রাক্ষস ও গন্ধর্ব্বেরা ইঁহার প্রতাপে ভীত ছিল। ইহারা নিয়ত ইঁহার উপাসনা করিত। অধিক কি, ইহার ক্রোধ উপস্থিত হইলে ত্রিলোকের সমস্ত লোকেরই ভয় হইত। এই রাজা ইল ধার্ম্মিক মহাবল ও বুদ্ধিমান। একদা তিনি চৈত্রমাসে মৃগয়াপর্য্যটনার্থ অনুচরগণের সহিত কোন এক রমণীয় কাননে প্রবেশ করেন। এই প্রসঙ্গে বিস্তর মৃগপক্ষী বিনষ্ট হইল কিন্তু ইল কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইলেন না। ক্রমশঃ তিনি যথায় কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হইয়াছিল সেই বনে প্রবেশ করিলেন। তথায় সানুচর ভগবান শঙ্কর দেবী পার্ব্বতীর সহিত ক্রীড়া করিতে ছিলেন। তিনি পর্ব্বতবাস আশ্রয় পূর্ব্বক তাঁহার প্রিয়সাধন উদ্দেশে

স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া ছিলেন। শঙ্করের প্রভাবে ঐ পর্ব্বতের পুরুষপদবাচ্য জীবজন্তু ও বৃক্ষও স্ত্রী হইয়াছিল। মহারাজ ইল মৃগয়াপ্রসঙ্গে তথায় উপস্থিত হইবামাত্র অনুচরগণের সহিত স্ত্রীরূপী হইলেন। তখন সকলের অকস্মাৎ এইরূপ স্ত্রীরূপ দর্শনে তাঁহার মনে যৎপরোনাস্তি দুঃখ জন্মিল। তিনি ইহা ভগবান্ শঙ্করেরই কার্য্য বুঝিয়া যার পর নাই ভীত হইলেন। তখন শঙ্কর হাস্য করিয়া ইলকে কহিলেন, রাজন্! উঠ উঠ, পুরুষত্ব ব্যতীত তোমার কি প্রার্থনা আছে আমায় শীঘ্র বল। শঙ্করের বাক্‌ভঙ্গীতে ইল বুঝিলেন স্ত্রীরূপ দুরপণেয়। তিনি তাঁহার নিকট আর কিছুই প্রার্থনা করিলেন না। পরে অতিশয় শোকাকুল হইয়া দেবী পার্ব্বতীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি ত্রিলোকের অধীশ্বরী, তোমার দর্শন অমোঘ, এক্ষণে কৃপাকটাক্ষে একবার আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর।

তখন পার্ব্বতী রাজা ইলের অভিপ্রায় বুঝিয়া রুদ্রসমক্ষে কহিলেন, রাজন্! আমি তোমাকে বরের অর্দ্ধ প্রদান করিব এবং দেবদেব রুদ্র অপর অর্দ্ধ প্রদান করিবেন। এক্ষণে তুমি আমাদের—স্ত্রীপুরুষের নিকট যাহা প্রার্থনা করিতেছ তাহা এইরূপ অর্দ্ধাংশ করিয়া গ্রহণ কর।

অনন্তর রাজা ইল অতিশয় হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, দেবি! যদি তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক তাহা হইলে এই বর দেও, যেন, আমি একমাস স্ত্রীত্ব লাভ করিয়া পরমাসে পুরুষত্ব লাভ করিতে পারি। পার্ব্বতী কহিলেন, রাজন্! তোমার যেরূপ অভীষ্ট তাহাই হইবে। তুমি যখন পুরুষরূপী হইবে তখন পূর্ব্বের স্ত্রীভাব তোমার স্মরণ থাকিবে না, আর যখন স্ত্রীরূপী হইবে তখন পূর্ব্বের পুরুষভাব তোমার মনে পড়িবে না।

লক্ষ্মণ! রাজা ইল পার্ব্বতীর বরপ্রভাবে একমাস পুরুষ এবং একমাস ত্রৈলোক্যসুন্দরী স্ত্রী হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

অষ্টাশীতিতম সর্গ

লক্ষ্মণ ও ভরত ইলসংক্রান্ত এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া অতি-মাত্র বিস্মিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসিলেন, আর্য্য! রাজা ইল পর্য্যায়ক্রমে এই স্ত্রীপুরুষরূপ পরিগ্রহ করিয়া কি করিতেন, বলুন, শুনিতে আমাদিগের একান্ত কৌতুহল উপস্থিত হইতেছে।

রাম কহিলেন, পরে যাহা ঘটিল কহিতেছি শুন। রাজা ইল প্রথম মাসে সমস্ত অনুচরের সহিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী স্ত্রী হইয়া ঐ কাননে বিহার করিতে লাগিলেন। ঐ পদ্মপলাশ-লোচনা যানবাহন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর্ব্বতোপরি তরুলতা-সঙ্কুল বনমধ্যে পদব্রজে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেখি-লেন, ঐ পর্ব্বতের অদূরে হংসকারণ্ডবাকীর্ণ সুদৃশ্য দিব্য এক সরোবর আছে। তন্মধ্যে সোমের পুত্র মহর্ষি বুধ অতি কঠোর তপস্যা করিতে ছিলেন। তিনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং উদিত পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় কমনীয়। স্ত্রীরূপী ইল ঐ অপরূপ রূপ দর্শনে বিস্মিত হইয়া সহচরীগণের সহিত ক্রীড়াপ্রসঙ্গে ঐ সরোবর আলোড়িত করিতে লাগিলেন। তখন ঐ

ত্রৈলোক্যসুন্দরীকে দেখিবামাত্র মহর্ষি বুধেরও ধ্যানভঙ্গ হইল। তাঁহার মন অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, দেবতা অপেক্ষাও অধিক এই স্ত্রীরত্নটী কে? বলিতে কি, আমি কি দেবী কি উরগী কি অসুরী কি অপ্সরা ইহাদের মধ্যে এরূপ রূপবতী তো কখন দেখি নাই। যদি আজিও কেহ ইহার পাণিগ্রহণ না করিয়া থাকে তাহা হইলে এই স্ত্রী সর্ব্বাংশে আমারই অনুরূপ হইবে।

বুধ এইরূপ স্থির করিয়া জল হইতে সরোবরের তীরে উঠিলেন এবং আশ্রমে প্রবেশ করিয়া ঐ সমস্ত স্ত্রীলোককে আহ্বান করিলেন। উহারাও তাঁহাকে গিয়া অভিবাদন করিল। তখন বুধ উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কাহার স্ত্রী? কি জন্যই বা এখানে আসিয়াছে? শীঘ্র বল। সহচরীগণ মধুর বাক্যে কহিল, এই কন্যা আমাদিগের অধিনায়িকা। ইহাঁর পতি নাই। ইনি আমাদিগের সহিত এই কাননে বিচরণ করিয়া থাকেন।

তখন বুধ উহাদের এইরূপ সুস্পষ্ট কথা শুনিয়া পবিত্র আবর্ত্তনী বিদ্যা স্মরণ করিলেন এবং যোগবলে রাজা ইলের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কিম্পুরুষী হইয়া এই পর্ব্বতশৃঙ্গে বাস কর। শীঘ্র এই স্থানে পর্ণশালা রচনা করিয়া লও।' ফলমূলই তোমা-

দিগের আহার। তোমরা কিম্পুরুষদিগকে ভর্ত্তৃত্বে লাভ করিবে।

বুধের যোগবলে ইল প্রভৃতি সকলে কিম্পুরুষী হইল এবং ঐ শৈলশৃঙ্গে বাস করিতে লাগিল।

একোননবতিতম সর্গ।

অনন্তর লক্ষ্মণ ও ভরত কিম্পুরুষের উৎপত্তির কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। পরে রাম পুনর্ব্বার কহিলেন, মহর্ষি বুধ সহচরীগণকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া হাস্য-মুখে ঐ সুরূপা স্ত্রীকে কহিলেন, সুন্দরি! আমি সোমের প্রিয়পুত্র। তুমি এক্ষণে স্নেহ ও ভক্তি সহকারে আমায় ভজনা কর। স্ত্রীরূপী ইল সেই স্বজনবর্জ্জিত শূন্য স্থানে সুরূপ বুধকে কহিলেন, সৌম্য! আমি স্বাধীনা, তোমারই বশবর্ত্তিনী হইলাম। এক্ষণে যেরূপ ইচ্ছা তাহাই কর। আমি তোমার আজ্ঞাকারিণী।

বুধ অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া উহাঁর সহিত সুখবিহারে প্রবৃত্ত হইলেন। চৈত্রমাস যেন ক্ষণকালের ন্যায় অতীত হইয়া গেল। মাস পূর্ণ হইলে পূর্ণচন্দ্রানন রাজা ইল শয্যা হইতে জাগরিত হইয়া উঠিলেন। দেখিলেন মহর্ষি বুধ ঊর্দ্ধবাহু ও নিরালম্ব হইয়া ঐ সরোবরে অতি কঠোর তপস্যা করিতেছেন। তখন ইল কহিলেন, ভগবন্! আমি অনুচরগণের সহিত এই দুর্গম পর্ব্বতে প্রবেশ করিয়া ছিলাম। এক্ষণে সৈন্য সামন্ত-

গণকে আর দেখিতে পাইতেছি না। তাহারা কোথায় গেল? বুধ লুপ্তজ্ঞান ইলকে কহিলেন, রাজন্! তোমার ভৃত্যেরা অতিমাত্র শিলাবৃষ্টি দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে। তুমি বাতবর্ষভয়ে এতক্ষণ এই আশ্রমে নিদ্রিত ছিলে। এক্ষণে অশ্বস্ত হও। আর ভয় নাই। তুমি ফলমূলাশী হইয়া এই স্থানে পরম সুখে বাস কর। তোমার মঙ্গল হইবে।

তখন রাজা ইল ভৃত্যবিনাশসংবাদে দুঃখিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! ভৃত্য ব্যতীতও স্বরাজ্য পরিত্যাগে আমার ইচ্ছা নাই। আমি আর ক্ষণকালও এই স্থানে থাকিব না। আপনি আমায় গমনে অনুজ্ঞা করুন। আমি না যাইলে শশবিন্দু নামে আমার ধর্ম্মশীল যশস্বী জ্যেষ্ঠ পুত্র আমার রাজ্য অধিকার করিবে। দেশস্থ স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করিয়া এই স্থানে থাকিতে আমার তিলার্দ্ধ ইচ্ছা নাই। এক্ষণে প্রর্থনা আপনি আমায় বারান্তর আর অনুরোধ করিবেন না।

তখন মহর্ষি বুধ সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, রাজন্! তুমি এই স্থানে বাস কর। কিছুমাত্র সন্তপ্ত হইও না। সম্বৎসর কাল এখানে থাকিলে আমি তোমার কোন হিতানুষ্ঠান করিব।

অনন্তর রাজা ইল ব্রহ্মবাদী বুধের অনুরোধে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। তিনি দেবীর বরপ্রভাবে একমাস স্ত্রী

হইয়া ক্রীড়া করেন এবং একমাস পুরুষ হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন। ক্রমশঃ বুধের ঔরসে তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইল। এবং নবম মাসে এক পুত্র প্রসব করিলেন। উহার নাম পুরূরবা। ইল ঐ পিতৃসমানবর্ণ পুরূরবাকে জাতমাত্র পিতৃ-হস্তে সমর্পণ করিলেন।

নবতিতম সর্গ

লক্ষ্মণ ও ভরত কহিলেন, আর্য্য! ইল বুধের নিকট সম্বৎসর কাল অবস্থান করিয়া পরে কি করিলেন বলুন। রাম কহিলেন, শুন, ইল পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইলে তত্ত্বদর্শী ধীমান বুধ সম্বর্ত্ত, চ্যবন, অরিষ্টনেমি, প্রমোদন ও দুর্ব্বাসা এই কএক জন ধৈর্য্যশীল সুহৃৎকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, এই ইল প্রজাপতি কর্দ্দমের পুত্র। ইহাঁর যেরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়াছে তোমরা অবশ্যই জান। এক্ষণে এই বিষয়ে শ্রেয় কি তোমরা তাহাই অবধারণ কর।

যখন উহাঁরা এইরূপ কথার প্রসঙ্গ করিতেছিলেন সেই সময় প্রজাপতি কর্দ্দম পুলস্ত্য, ক্রতু, বষট্‌কার, ওঙ্কার, এই কএক জন ঋষির সহিত তথায় উপস্থিত হন। সহসা এইরূপ সমাগমে সকলেই হৃষ্ট হইলেন। পরে সকলে উপবিষ্ট হইয়া ইলের হিত সাধনার্থ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। কর্দ্দম কহিলেন, বিপ্রগণ! যাহাতে ইলের শ্রেয় হইবে আমি তাহার প্রসঙ্গ করিতেছি শুন। দেখ, ভগবান রুদ্রকে প্রসন্ন করা ব্যতীত এই বিপদ উদ্ধারের কোন উপায় দেখিতেছি না। অশ্বমেধ যজ্ঞ তাঁহার যেমন প্রীতিকর। অতএব আইস

আমরা ইলের নিমিত্ত সেই যজ্ঞ বিধি পুর্ব্বক অনুষ্ঠান করি।

ঋষিগণ কর্দমের এই কথা শুনিয়া রুদ্রদেবের আরাধনার জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানে সম্মত হইলেন। সম্বর্ত্তের শিষ্য রাজর্ষি মরুত্ত এই যজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি বুধের আশ্রমসন্নিধানে অশ্বমেধ অনুষ্ঠিত হইল। যজ্ঞাবসানে রুদ্র অতিমাত্র প্রীত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে কহিলেন, বিপ্রগণ! আমি এই অশ্বমেধের অনুষ্ঠান ও তোমাদের ভক্তি দ্বারা অতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। এক্ষণে বল রাজা ইলের কিরূপ প্রিয়কার্য্য সাধন করিব। তখন বিপ্রগণ ইলের পুরুষত্ব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করিলেন। রুদ্রও ইলকে পুরুষত্ব প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর দীর্ঘদর্শী বিপ্রগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজা ইল বাহ্লিদেশ পরিত্যাগ পুর্ব্বক মধ্য দেশে প্রতিষ্ঠান নামে এক পুর স্থাপন করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শশবিন্দু বাহ্লিদেশে এবং তিনি প্রতিষ্ঠানে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। যথাকালে তাঁহার ব্রহ্মলোক লাভ হইল। তৎপুত্র পুরূরবা প্রতিষ্ঠান নগর শাসন করিতে লাগিলেন। বৎস! অশ্বমেধ যজ্ঞের এইরূপই প্রভাব। রাজা ইল ইহারই বলে পুরুষত্ব লাভ করিয়া ছিলেন।

একনবতিতম সর্গ।

অনন্তর রাম পুনরায় লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি বশিষ্ঠ, বামদেব জাবালি ও কাশ্যপ এই কএক জন অশ্বমেধ-প্রয়োগকুশল ব্রাহ্মণকে আনয়ন কর। তুমি ইহাঁদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক অশ্বমেধসংক্রান্ত সমস্ত কর্ত্তব্য স্থির করিলে আমি সাবধানে সুলক্ষণাক্রান্ত অশ্ব পরিত্যাগ করিব।

লক্ষ্মণ রামের আদেশমাত্র ঐ সমস্ত ব্রাহ্মণকে মহারাজ রামের নিকট আনয়ন করিলেন। রাম তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলে তাঁহারা উহাঁকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে রাম কৃতাঞ্জলিপুটে উহাঁদিগকে কহিলেন, বিপ্রগণ! আমি অশ্বমেধ-অনুষ্ঠানের ইচ্ছা করিয়াছি। শুনিয়া ব্রাহ্মণেরা রুদ্র-দেবকে প্রণিপাত করিয়া অশ্বমেধের বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাম উহাঁদের নিকট অশ্বমেধের এইরূপ প্রশংসা-বাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন এবং তাঁহাদের ঐ যজ্ঞানুষ্ঠানে সম্পূর্ণ সম্মতি আছে দেখিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি মহাত্মা সুগ্রীবের নিকট দূত প্রেরণ কর। তিনি বহুসংখ্য বানরের সহিত আগমন করিয়া যজ্ঞমহোৎসব উপ-

ভোগ করুন। অতুলবিক্রম বিভীষণ এই যজ্ঞে কামগামী রাক্ষসগণের সহিত আগমন করুন। যে সমস্ত রাজা আমার প্রিয়কারী তাঁহারা এই যজ্ঞদর্শনার্থ অনুচরগণের সহিত শীঘ্র আগমন করুন। দেশদেশান্তরস্থ ধর্ম্মশীল ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ কর। সস্ত্রীক মহর্ষিগণকে আহ্বান কর। তালাবচর, সূত্রধার ও নর্ত্তকেরা আগমন করুক। তুমি গোমতীনদীর তীরে নৈমিষারণ্যে সুপ্রশস্ত যজ্ঞক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার আদেশ দেও। ঐ স্থান অতি পবিত্র। সর্ব্বত্র শান্তিকর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হউক। তুমি শীঘ্র সকলকে নিমন্ত্রণ কর। সকলে আসিয়া এই মহোৎসব উপভোগ করিবে এবং তুষ্ট পুষ্ট ও সম্মানিত হইয়া প্রতিগমন করিবে। অতএব তুমি শীঘ্র সকলকে নিমন্ত্রণ কর। শতসহস্র দৃঢ়কায় বলীবর্দ্ধ তণ্ডুল তিল মুদ্গ চণক কুলিত্থ মাষ ও লবণের ভার লইয়া যাক্। ইহার অনুরূপ ঘৃত ও অমৃষ্ট গন্ধ প্রেরিত হউক। ভরত সাবধান হইয়া কোটি সুবর্ণ ও কোটি রজত লইয়া সর্ব্বাগ্রে প্রস্থান করুন। পথপার্শ্বস্থ বণিক নট নর্ত্তক পাচক ও যুবতী স্ত্রীরা ইহাঁর সমভিব্যাহারে যাক্। সৈন্য সকল অগ্রে অগ্রে গমন করুক। ভৃত্য বর্দ্ধকী ও কোশাধ্যক্ষেরা যাত্রা করুক। মাতৃগণ ও তোমাদের অন্তঃপুরস্থ সকলে যজ্ঞদর্শনার্থ প্রস্থান করুন। ভরত যজ্ঞদীক্ষার নিমিত্ত আমার হিরণ্ময়ী

সীতাপ্রতিমূর্ত্তি এবং কর্ম্মজ্ঞ ঋষিগণকে লইয়া যান। সানু-চর রাজগণের অবস্থিতির জন্য শীঘ্রই পটগৃহ সকল প্রস্তুত হউক।

তখন ভরত মহারাজ রামের আদেশমাত্র শত্রুঘ্ন সমভি-ব্যাহারে যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভার লইয়া প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

রাবণ ধর্ম্মরাজ যমকে এইরূপে পরাজয় করিয়া পুনরায় রাক্ষসগণের সহিত সাক্ষাৎ করিল। উহার ক্ষতবিক্ষতদেহে রক্তধারা বহিতেছে। মারীচ প্রভৃতি রাক্ষসেরা জয়লাভ নিবন্ধন উহার সম্বর্দ্ধনা করিল। তৎকালে যমের পরাজয়ে উহাদের বিস্ময়ের আর পরিসীমা রহিল না। পরে রাবণ সকলকে লইয়া পুষ্পকে আরোহণ পূর্ব্বক পাতালে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত দৈত্যের অধিষ্ঠানভূমি, উরগগণের আশ্রয়, বরুণরক্ষিত মহা-সমুদ্রে প্রবেশ করিল। এবং বাসুকির ভোগবতী পুরীতে গমন ও নাগগণকে স্ববশে স্থাপন পূর্ব্বক হৃষ্ট মনে মণিময়ী পুরীতে চলিল। উহা নিবাতকবচ নামক দৈত্যগণের বাসস্থান। রাক্ষসেরা তথায় উপস্থিত হইয়া উহাদিগকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল। নিবাতকবচগণ ব্রহ্মার বরে মহাবল ও অবধ্য। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। উহারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শূল ত্রিশূল কুলিশ পট্টিশ অসি ও পরশু দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল। সংবৎসর অতীত হইয়া যায় কিন্তু দুই পক্ষে জয় কি পরাজয় কিছুই হইল না।

ইত্যবসরে ত্রিলোকের গতি অবিশশী ব্রহ্মা বিমানযোগে শীঘ্র তথায় উপস্থিত হইলেন এবং নিবাতকবচগণকে যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত করিয়া কহিলেন, দেখ, এই রাবণ সুরাসুরের অজেয় এবং তোমরাও আমার বরপ্রভাবে অন্যের অবধ্য হইয়া আছ। এক্ষণে আমার ইচ্ছা এই যে, তোমরা এই রাবণের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া যা কিছু ঐশ্বর্য্য অবিভাগে ভোগ কর।

অনন্তর রাবণ অগ্নিসাক্ষী করিয়া নিবাতকবচগণের সহিত সখ্য স্থাপন পূর্ব্বক সম্বৎসর কাল উহাদিগের যত্নে স্বগৃহ নির্ব্বিশেষে নানারূপ সুখসৌভাগ্য ভোগ করিল এবং এই সখ্যতা সূত্রে উহাদিগের নিকট সে শতরূপ মায়া শিক্ষা করিয়া লইল। পরে ঐ মহাবীর তথা হইতে অশ্মনগরে উপস্থিত হয়। তথায় কালকেয় নামক দৈত্যেরা বাস করিত। রাবণ শূর্পণখাপতি লোলজিহ্ব বিদ্যুজ্জিহ্বের সহিত বলদৃপ্ত কালকেয়দিগকে বিনাশ করিল। ঐ যুদ্ধে মহাবীর রাবণের হস্তে মুহূর্ত্ত মধ্যে চার শত দৈত্য বিনষ্ট হইয়াছিল।

পরে রাক্ষসরাজ রাবণ তথা হইতে বরুণপুরীতে উপস্থিত হয়। উহা কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় ধবল। তথায় দুগ্ধস্রাবিণী কামধেনু সুরভি অবস্থান করিতেছেন। উঁহারই নিঃসৃত দুগ্ধে ক্ষীরোদ সমুদ্র উৎপন্ন। উহা হইতে শীতরশ্মি চন্দ্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। ইঁহাকে আশ্রয় করিয়া ফেণপায়ী

ঋষিগণ জীবিত আছেন। ইহাঁ হইতেই পিতৃগণের স্বধা ও অমৃত উৎপন্ন হয়। রাবণ সেই সুরভিকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক সুরক্ষিত বরুণালয়ে প্রবেশ করিল। ঐ পুরীর চারিদিকে জলধারা। উহাতে সকলেই নিত্য সুখে রহিয়াছে। রাবণ তন্মধ্যে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছিল এই অবসরে রক্ষকেরা আসিয়া উহাকে আক্রমণ করিল। তখন ঐ দুর্বৃত্ত রাক্ষস উহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া কহিল, তোমরা শীঘ্র বরুণকে গিয়া বল, যুদ্ধার্থী রাবণ উপস্থিত। তুমি হয় তাঁহার সহিত যুদ্ধ কর, নয় তাঁহার নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে পরাজয় স্বীকার কর। পরাজয় স্বীকার করিলে ভয়সম্ভাবনা কিছুমাত্র থাকিবে না।

অনন্তর মহাত্মা বরুণের পুত্র ও পৌত্রগণ রাবণের এই কথায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। উহাঁদের সহিত মন্ত্রী গো এবং পুষ্কর। উহাঁরা প্রাতঃসূর্য্যকান্তি রথে আরোহণ পূর্ব্বক সসৈন্যে রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাবণের অমাত্যেরা ক্ষণকালমধ্যে বরুণসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তাঁহার পুত্রগণকে নিপীড়িত করিল। তখন বরুণের পুত্রেরা স্বপক্ষে সৈন্যক্ষয়দর্শনে রথের সহিত শীঘ্র আকাশে উত্থিত হইলেন। উপযুক্তস্থান-লাভে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। উহারা অগ্নিকল্প

শরে রাবণকে পরাঙ্মুখ করিয়া হৃষ্টমনে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে মহোদর অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং মৃত্যুভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক বরুণের পুত্রগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া উহাঁদিগকে গদাঘাত করিল। পরে বরুণের পুত্রেরা আকাশ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। মহোদর উহাঁদের অশ্ব ও সারথিগণকে বিনষ্ট করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। তখন ঐ সমস্ত মহাবীর রথশূন্য হইয়া পুনর্ব্বার আকাশে উত্থিত হইলেন। দেবপ্রভাব নিবন্ধন উহাঁদের প্রহারব্যথা কিছুমাত্র নাই। উহাঁরা শরাসনে শর সন্ধান পূর্ব্বক মহোদরকে বিদ্ধ করিয়া ক্রোধভরে রাবণকে বেষ্টন করিলেন। পর্ব্বতের উপর বৃষ্টিপাতের ন্যায় উহার উপর বজ্রতুল্য দারুণ শর সকল মহাবেগে পড়িতে লাগিল। রাবণও যুগান্ত বহ্নির ন্যায় ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া শরনিকরে উহাঁদের মর্ম্ম ভেদ পূর্ব্বক মুষল শত শত ভল্ল পট্টিশ শক্তি ও শতঘ্নী নিক্ষেপ করিল। তখন বরুণপুত্রগণের পদাতি যার পর নাই অবসন্ন, ষষ্টিবর্ষবয়স্ক হস্তী সকল যেন মহাপঙ্কে নিপতিত ও নিশ্চেষ্ট হইল। মহাবল রাবণ বরুণপুত্রদিগকে বিহ্বল ও বিষণ্ণ দেখিয়া মহাহর্ষে মেঘবৎ গভীর নিনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। বরুণপুত্রেরাও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া সসৈন্যে পলায়ন করিলেন।

ইত্যবসরে রাবণ উহাদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিল, বীরগণ! তোমরা বরুণকে সংবাদ দেও। বরুণের মন্ত্রী প্রহাস কহিল, রাক্ষসরাজ! নীরাধিপতি বরুণ সঙ্গীত শুনিবার নিমিত্ত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন। অতএব তোমার বৃথা পরিশ্রমে প্রয়োজন কি। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন সেই সমস্ত বরুণকুমার পরাজিত হইয়াছেন।

প্রক্ষিপ্ত ১ম সর্গ।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ দুর্যনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বনাম ঘোষণা করিয়া বরুণালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং যে পথে আসিয়াছিল সেই পথ দিয়া আকাশমার্গে লঙ্কায় চলিল।

অনন্তর রাবণ গতিপ্রসঙ্গে ঐ অশ্মনগরে এক রমণীয় গৃহ দেখিতে পাইল। উহার তোরণ বৈদুর্য্যময়, স্তম্ভ স্বর্ণময় এবং সোপান স্ফটিক ও হীরকময়। উহা মুক্তাজালে শোভিত ও কিঙ্কিণীজড়িত। উহার ইতস্তত বেদী ও আসন। রাবণ ঐ অমরাবতীতুল্য উৎকৃষ্ট গৃহ দেখিয়া প্রহস্তকে কহিল, বীর! তুমি শীঘ্র গিয়া জান এই পর্ব্বতবৎ সুদৃশ্য গৃহটী কাহার?

প্রহস্ত রাবণের আদেশমাত্র ঐ গৃহে প্রবেশ করিল। দেখিল উহার প্রথম কক্ষ শূন্য। এইরূপ আরও সাতটী কক্ষ উত্তীর্ণ হইয়া পরে একটা অগ্নিশিখা দেখিতে পাইল। তন্মধ্যে এক পুরুষ বিরাজমান। তিনি দৃষ্ট হইবামাত্র হৃষ্টমনে অট্ট হাস্য করিলেন। প্রহস্ত উঁহার ঐ হাস্যরব শুনিবামাত্র ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। পরে সে এই ব্যাপার দেখিয়া শীঘ্র নিষ্ক্রান্ত হইল এবং রাবণকে গিয়া সমস্ত কহিল।

অনন্তর রাবণ পুষ্পক হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক ঐ গৃহে

প্রবেশ করিতেছিল ইত্যবসরে এক কৃষ্ণকায় ভীষণ পুরুষ লৌহ-মুষলহস্তে দ্বার অবরোধ পূর্ব্বক উহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। উহাঁর ললাটে চন্দ্রকলা, জিহ্বা জ্বালাকরাল, চক্ষু রক্তবর্ণ, নাসিকা ভীষণ, হনু সুপ্রশস্ত, মুখে শ্মশ্রু, অস্থি নিগূঢ়, ওষ্ঠ বিম্ববৎ আরক্ত, দন্ত অতিসুন্দর এবং গ্রীবা ত্রিরেখায় অঙ্কিত। রাবণ ঐ পুরুষকে দেখিবামাত্র অতিশয় ভীত ও কণ্টকিত হইয়া উঠিল। উহার হৃৎপিণ্ড মুহুর্মুহু স্পন্দিত এবং সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। সে এইরূপ অপ্রীতিকর দুর্নিমিত্ত উপস্থিত দেখিয়া অতিশয় চিন্তিত হইল। তখন ঐ ভীমদর্শন পুরুষ উহাকে চিন্তিত দেখিয়া কহিলেন, রাক্ষসরাজ! তুমি বিশ্বস্ত মনে বল কি চিন্তা করিতেছ? আইস, আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব। এই বলিয়া ঐ পুরুষ আবার কহিলেন, তুমি কি দানবরাজ বলির সহিত যুদ্ধ করিতে চাও? অথবা তোমার যাহা ভাল বোধ হয় বল।

শুনিয়া রাবণের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। পরে সে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কহিল, ঐ গৃহে যিনি আছেন, উনি কে? আমি উহাঁরই সহিত যুদ্ধ করিব। অথবা তোমার যা ভাল বোধ হয় তাহাই আমাকে বল।

পুরুষ কহিলেন, ঐ গৃহে যিনি অবস্থান করিতেছেন উনি দানবরাজ বলি। ইনি অতি উদারস্বভাব মহাবীর ও গুণবান।

ইনি পাশধারী কৃতান্তের ন্যায় ভীষণ এবং তরুণ সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী। ইনি যুদ্ধে কদাচ বিমুখ হন না। ইনি কোপন-স্বভাব দুর্জ্জয় বিজয়ী ও প্রিয়ংবদ। উহাঁর স্বার্থপরতা নাই। ইনি গুরু ও ব্রাহ্মণের একান্ত অনুরাগী। ইনি সকল কার্য্যেই দেশকালের অপেক্ষা করিয়া থাকেন। ইনি মহাসত্ত্ব সত্যবাদী ও সৌম্যদর্শন। ইনি সুদক্ষ ও স্বাধ্যায়সম্পন্ন। ইনি বায়ুবৎ মহাবেগ ও বহ্নির ন্যায় তেজস্বী। ইহাঁর তেজ সূর্য্যের ন্যায় নিতান্ত দুঃসহ। ইনি দেবতা উরগ ও পক্ষী প্রভৃতি কোন প্রাণী হইতে কখন ভীত হন না। রাক্ষস! তুমি ইহাঁরই সহিত যুদ্ধ করিতে চাও? এক্ষণে ইহাঁর সহিত যুদ্ধ করিতে যদি তোমার একান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে আইস এবং শীঘ্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

অনন্তর দশগ্রীব দানবরাজ বলির সন্নিহিত হইল। তখন বহ্নিবৎ তেজস্বী সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য বলি উহাকে দেখিয়া হাস্য করিলেন এবং উহাকে সহসা স্বীয় ক্রোড়ে লইয়া কহিলেন, দশগ্রীব! বল আমি তোমার কি করিব এবং কোন্ অভিপ্রায়েই বা তুমি এই স্থানে আসিয়াছ?

রাবণ কহিল, দানবরাজ! আমি শুনিয়াছি বিষ্ণু তোমাকে বন্ধন করিয়াছেন? আমি সেই বন্ধন হইতে তোমায় নিশ্চয় মুক্ত করিতে পারি।

তখন বলি হাস্য করিয়া কহিলেন, রাক্ষসরাজ! এই বিষয়ে আমার কিছু বলিবার এবং তোমারও জানিবার ইচ্ছা আছে, এক্ষণে কহিতেছি শুন। ঐ যে কৃষ্ণকায় পুরুষ দ্বারদেশে নিয়ত অবস্থান করিতেছেন উনি ভূতপূর্ব্ব মহাবীর দানবসকলকে স্বীয় বাহুবলে বশীভূত করিয়াছেন। উনি দুরতিক্রমণীয় সাক্ষাৎ কৃতান্ত। ঐ মহাবলই আমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন। জীবলোকে এমন কে আছে যে উঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে। উনি সর্ব্বসংহারক কর্ত্তা ও ভুবনাধিপতি। উঁহারই প্রসাদে সকলে স্বস্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত আছে। উনি ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের নিয়ন্তা। তুমি ও আমি আমরা কেহই উঁহাকে জানি না। উনি কলি ও সর্ব্বসংহারক কাল। উনি ত্রিলোকের হর্ত্তা কর্ত্তা ও বিধাতা। উনি চরাচর ভূত সকল সংহার করেন এবং পুনর্ব্বার এই অনাদি ও অনন্ত বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। উনি যজ্ঞ দান ও হোম। উনি সকলের রক্ষক। ত্রিভুবনে উঁহার তুল্য আর কেহই নাই। রাবণ! তোমাকে, আমাকে ও পূর্ব্বতন যে সমস্ত বীর ছিল উনি সকলকেই পশুবৎ গলে রজ্জু দিয়া আকর্ষণ করিয়া থাকেন। বৃত্র, দনু, শুক, শম্ভু, নিশুম্ভ, শুম্ভ, কালনেমি, প্রাহ্লাদি, কূট, বৈরোচন, মৃদু, যমল, অর্জ্জুন, কংস, মধু ও কৈটভ, ইঁহারা মহাবল পরাক্রান্ত বীর ছিলেন। এই সমস্ত বীর বিবিধ যজ্ঞ ও তপস্যা করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই মহাত্মা ও যোগধর্ম্মী।

ইহাঁরা ঐশ্বর্য্য পাইয়া নানারূপ ভোগসুখ অনুভব করিয়াছেন। ইহাঁরা দান যজ্ঞ অধ্যয়ন ও প্রজাপালন করিয়াছেন। ইহাঁরা স্বপক্ষরক্ষক ও প্রতিপক্ষের ক্ষয়কারক। অন্য লোকের কথা কি দেবলোকেও ইহাঁদের সমকক্ষ কেহ নাই। ইহাঁরা বীর আভিজাত্যসম্পন্ন সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী সর্ব্ববিদ্যাবিৎ ও যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ। ইহাঁরা বারংবার দেবগণকে পরাজয় ও দেবরাজ্য শাসন করিয়াছেন। ইহাঁরা সুরগণের অপ্রিয়কারী ও স্বপক্ষ প্রতিপালক। এই সমস্ত দানবের উপরও ভগবান বিষ্ণুর আধিপত্য। কি উপায়ে শত্রুনাশ করিতে হয় তিনি তাহা জানেন এবং তৎকালে স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বকার্য্য সাধন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার আপনাতে আপনি অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। রাবণ! এই ইনিই সেই সমস্ত কামরূপী দানবকে বধ করিয়াছেন। যাঁহারা যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ এবং অপরাজিত শুনা যায় তাঁহারাও ইহার বলে বিনষ্ট হইয়াছেন।

এই বলিয়া দানবরাজ বলি পুনর্ব্বার কহিলেন, রাবণ! ঐ যে দীপ্তহুতাশনতুল্য কুণ্ডল দৃষ্ট হইতেছে তুমি উহা লইয়া আমার নিকট আইস। পরে আমি তোমাকে বন্ধনমুক্তির কথা বলিব। তুমি এই বিষয়ে আর বিলম্ব করিও না।

বলগর্ব্বিত রাবণ এই কথা শুনিবামাত্র হাস্য করিয়া কুণ্ডলের নিকটস্থ হইল এবং অবলীলাক্রমে তাহা উৎপাটন করিল। কিন্তু

কিছুতেই তাহা ঊর্দ্ধে তুলিতে পারিল না। পরে সে লজ্জাক্রমে পুনর্ব্বার চেষ্টা করিল এবং কুণ্ডল ঊর্দ্ধে উঠাইবামাত্র স্বয়ং রক্তাক্ত দেহে ছিন্নমূল শালবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তদ্দৃষ্টে উহার সচিবেরা হাহাকার করিয়া উঠিল। অনন্তর রাবণ ক্ষণকালমধ্যে চেতনা লাভ করিয়া গাত্রোত্থান করিল এবং লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া রহিল। তখন বলি কহিলেন, রাক্ষসরাজ! আইস, এবং আমি যা বলি শুন। দেখ তুমি ঐ যে মণিখচিত কুণ্ডলটী তুলিলে উহা আমার পূর্ব্বপিতামহ হিরণ্যকশিপুর কর্ণাভরণ ছিল। উহা এই স্থানে এতাবৎ কাল পড়িয়া আছে। তাঁহার আর এক মুকুট পর্ব্বতশৃঙ্গে বেদিবৎ পতিত রহিয়াছে। ঐ মহাবীর হিরণ্যকশিপুর মৃত্যু ও ব্যাধি কিছুই ছিল না এবং তাঁহার হিংসা করিতে পারে এমন আর কেহই ছিল না। কি দিবা, কি রাত্রি, কি উভয় সন্ধ্যা কোন সময়েই তাঁহার মৃত্যু নাই, এইরূপ নির্দ্ধারিত ছিল। কি জল, কি স্থল, কি অস্ত্র, কি শস্ত্র কোন স্থানে কিছুতেই তাঁহার মৃত্যু নাই এইরূপ নির্দ্ধারিত ছিল। একদা প্রহ্লাদের সহিত তাঁহার ঘোরতর বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। ঐ সময় এক নৃসিংহাকার ভীষণ বীর প্রাদুর্ভূত হইয়া হিরণ্যকশিপুকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলেন। সকলে যার পর নাই ভীত হইল। তখন ঐ নৃসিংহরূপী মহাবীর দুই হস্তে

হিরণ্যকশিপুকে তুলিয়া নখর দ্বারা বিদীর্ণ করিলেন। যিনি এই অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিলেন তিনিই ঐ নিরঞ্জন বাসুদেব দ্বারে দণ্ডায়মান। আমি ঐ দেবাধিদেবের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছি যদি তোমার হৃদয়ে শ্রদ্ধা থাকে তো শুন। ঐ যে মহাপুরুষ দ্বারে দণ্ডায়মান উনি সহস্র সহস্র ইন্দ্র, অসংখ্য দেবতা এবং অসংখ্য ঋষিকে বহুকাল স্ববশে রাখিয়াছেন।

রাবণ কহিল, আমি সাক্ষাৎ মৃত্যুর সহিত প্রেতরাজ যমকে দেখিয়াছি। তাঁহার হস্তে পাশ, চক্ষু রক্তবর্ণ, জিহ্বা বিদ্যুতের ন্যায় তীক্ষ্ণতেজ, বেশ অতিমাত্র ভয়ানক, কেশজাল ঊর্দ্ধগত, সর্প ও বৃশ্চিক রোমরাজি, দংষ্ট্রা উৎকট এবং সর্ব্বাঙ্গ জ্বালাকরাল। তিনি সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য, সর্ব্বভূতভীষণ, যুদ্ধে অপরাঙমুখ ও পাপের দণ্ডদাতা। আমি সেই যমকে পরাজয় করিয়াছি। দানবরাজ! তদ্বিষয়ে আমার ভয় বা দুঃখ কিছুমাত্র হয় নাই, কিন্তু তুমি যাঁহাকে দেখাইতেছ আমি উহাঁকে জানি না। এক্ষণে বল উনি কে?

বলি কহিলেন, রাক্ষসরাজ! ইনি ত্রিলোকের বিধাতা, নারায়ণ হরি। ইনি অনন্ত, কপিল, জিষ্ণু, নৃসিংহ, ক্রতুধামা সুধামা ও পাশহস্ত। ইনি দ্বাদশ সূর্য্যতুল্য তেজস্বী, পুরাণ পুরুষ, নীলমেঘাকার, সুরনাথ ও সুরোত্তম। ইনি জ্বালাকরাল, যোগী ও ভক্তবৎসল। ইনি লোক সকল সৃষ্টি ও পালন

করিতেছেন এবং ইনিই মহাবল কাল হইয়া সমস্ত সংহার করিয়া থাকেন। ইনি যজ্ঞ ও যাজ্য। ইনি চক্রধারী হরি, ইনি সর্ব্বদেবময় ও সর্ব্বভূতময়। ইনি সর্ব্বলোকময় ও সর্ব্বজ্ঞানময়। ইনি সর্ব্বরূপী মহারূপী ও মহাভুজ বলদেব। ইনি বীরঘাতী, বীরচক্ষু, ত্রিলোকগুরু ও অবিনাশী। মোক্ষার্থী মুনিগণ ইহাঁকেই চিন্তা করিয়া থাকেন। যিনি এই পুরুষকে জানেন তিনি আর পাপে লিপ্ত হন না। ইহাঁরই প্রসাদে স্মরণ স্তব ও যাগযজ্ঞের ফল লাভ হয়।

মহাবল রাবণ এই কথা শুনিবামাত্র ক্রোধারুণলোচনে অস্ত্র উদ্যত করিয়া ধাবমান হইল। তদ্দৃষ্টে মুষলধারী নারায়ণ হরি ভাবিলেন, আমি এই পাপাত্মাকে এখন বিনাশ করিব না। এই ভাবিয়া ব্রহ্মার প্রিয়সাধনেচ্ছায় অন্তর্ধান করিলেন। রাবণও সেই পুরুষকে তথায় আর দেখিতে না পাইয়া, হর্ষভরে সিংহনাদ পূর্ব্বক বরুণালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং যে পথ দিয়া গমন করিয়াছিল তদ্দারাই বহির্গমন করিল।

প্রক্ষিপ্ত ২য় সর্গ।

অনন্তর রাবণ সুমেরু শিখরে রাত্রি যাপন করিয়া পুষ্পকে আরোহণ পূর্ব্বক সূর্য্যলোকে প্রস্থান করিল এবং তথায় গিয়া সর্ব্বতেজোময় সূর্য্যকে দেখিতে পাইল। সূর্য্যের পরিধান রত্ন-খচিত বস্ত্র, হস্তে স্বর্ণকেয়ূর, কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে রক্তমাল্য, সর্ব্বাঙ্গে রক্তচন্দন এবং বাহন উচ্চৈঃশ্রবা। তিনি আদিদেব অনাদি অমধ্য লোকসাক্ষী ও জগৎপতি। রাবণ সূর্য্যকে দেখিয়া এবং তাঁহার তেজোবলে কাতর হইয়া প্রহস্তকে কহিল, প্রহস্ত! তুমি সূর্য্যের নিকট যাও এবং গিয়া আমার নিদেশানুসারে বল রাবণ যুদ্ধার্থী হইয়া উপস্থিত। তুমি হয় তাঁহার সহিত যুদ্ধ কর না হয় বল পরাজিত হইলাম।

প্রহস্ত সূর্য্যের নিকটস্থ হইল। সূর্য্যের দ্বারদেশে পিঙ্গল ও দণ্ডী নামে দুই দ্বারপাল ছিল। প্রহস্ত তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া রাবণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন পূর্ব্বক সূর্য্যতেজে প্রদীপ্ত ও মৌনী হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। পরে দণ্ডী সূর্য্যের নিকট গিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক রাবণের এই কথা নিবেদন করিল। সূর্য্য কহিলেন, দণ্ডিন্! তুমি রাবণের

নিকট যাও এবং তাহাকে হয় পরাজয় কর, না হয় বলিও পরাজিত হইলাম। এই বিষয়ে তোমার যেরূপ অভিরুচি হইবে তাহাই করিও। পরে দণ্ডী রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া সূর্য্যের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। রাবণও তথায় জয়ঘোষণা করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল।

প্রক্ষিপ্ত ৩য় সর্গ।

অনন্তর মহাবল রাবণ রমণীয় সুমেরুশৃঙ্গে রাত্রিযাপন করিয়া চন্দ্রলোকে চলিল। ঐ সময় একটী পুরুষ রথারোহণ পূর্ব্বক অপ্সরা সমূহে সেবিত এবং উৎকৃষ্ট মাল্য ও অনুলেপনে সুসজ্জিত হইয়া গমন করিতেছিলেন। তিনি অপ্সরোগণের ক্রোড়ে রতিশ্রান্ত এবং তাহাদিগের চুম্বনে জাগরিত হইতেছেন। রাবণ তাঁহাকে দেখিয়া অতিশয় কৌতুহলাবিষ্ট হইল। ইত্যবসরে মহর্ষি পর্ব্বত তাঁহাকে তথায় উপস্থিত দেখিতে পাইয়া স্বাগত প্রশ্ন পূর্ব্বক কহিল, ঋষে! আপনি প্রকৃত সময়েই আগমন করিয়াছেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি ঐ যে পুরুষ রথারূঢ় হইয়া অপ্সরাদিগের সহিত যাইতেছেন উনি কে? ঐ ব্যক্তি নিতান্ত নির্লজ্জ; দেখিতেছি উঁহার হৃদয়ে ভয় নাই।

মহর্ষি পর্ব্বত কহিলেন, রাক্ষসরাজ! শুন আমি সমস্তই কহিতেছি। ঐ পুরুষ তোমারই ন্যায় স্বীয় সুকৃতিবলে লোক সকল জয় এবং ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন। এক্ষণে ইনি সোম পান করিয়া নির্ব্বিঘ্নে উৎকৃষ্ট স্থানে চলিয়াছেন। তুমি

বীর, এইরূপ পুণ্যাত্মার প্রতি ক্রোধাবিষ্ট হওয়া তোমার উচিত নয়।

পরে রাবণ অদূরে আর একটী পুরুষকে দেখিতে পাইল। তিনি মহাকায় তেজস্বী, ও পরম সুন্দর। তিনি গীতবাদ্যে প্রমোদসুখ অনুভব করিয়া যাইতেছেন। রাবণ তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, দেবর্ষে! কিন্নরেরা নৃত্যগীতে যাঁহাকে পুলকিত করিতেছে, যাহার কান্তি অতি উজ্জ্বল, উনি কে?

দেবর্ষি পর্ব্বত কহিলেন, রাক্ষসরাজ! উনি বীর ও সমর-বিজয়ী। উনি যুদ্ধে কখন বিমুখ হন নাই। উহাঁর সর্ব্বাঙ্গ প্রহারে জীর্ণ। উনি প্রভুর জন্য যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। উনি যুদ্ধে অনেককে নিপাত করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হইয়াছেন। ঐ মহাত্মা নৃত্যগীতনিপুণ কিন্নরে শোভিত হইয়া চলিয়াছেন। এক্ষণে উনি ইন্দ্রের অতিথি।

রাবণ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিল, দেবর্ষে! ঐ সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল পুরুষটী কে? পর্ব্বত কহিলেন, রাক্ষসরাজ! ঐ যে স্বর্ণময় রথে পূর্ণচন্দ্রসুন্দরানন পুরুষ বিচিত্র আভরণ ও বস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক অপ্সরোগণে সেবিত হইয়া যাইতেছেন উনি অর্থী-দিগকে বিস্তর সুবর্ণ দান করেন। এক্ষণে উনি শীঘ্রগামী বিমানে স্বোপার্জ্জিত লোকে চলিয়াছেন। রাবণ কহিল, দেবর্ষে! ঐ যে সমস্ত রাজা গমন করিতেছেন উহাঁদিগের মধ্যে

কেহ প্রার্থিত হইলে আজ আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন কি না? বলুন আপনি আমার ধর্ম্ম পিতা। পর্ব্বত কহিলেন, রাবণ! এই যে সমস্ত রাজাকে দেখিতেছ ইহাঁরা তোমার সহিত যুদ্ধ করিবেন না। যিনি এই বিষয়ে প্রস্তুত আছেন কহিতেছি শুন। মান্ধাতা নামে সপ্তদ্বীপের অধিপতি এক রাজা আছেন। তিনিই তোমার সহিত যুদ্ধ করিবেন। রাবণ জিজ্ঞাসিল, দেবর্ষে! বলুন, সেই রাজা মান্ধাতা কোথায় আছেন, আমি তথায় যাইব। পর্ব্বত কহিলেন, রাবণ! রাজা যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবী জয় করিয়া এই স্থানে আসিবেন।

এই অবসরে বলগর্ব্বিত রাবণ দেখিল, অযোধ্যাধিপতি মহাবীর মান্ধাতা স্বর্ণময় সুশোভন রথে আগমন করিতেছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ গন্ধে লিপ্ত এবং শ্রী অতি অপূর্ব্ব। তাঁহাকে দেখিয়া রাবণ কহিল, তুমি আমার সহিত যুদ্ধ কর। মান্ধাতা হাস্য করিয়া কহিলেন, রাক্ষস! যদি তোমার প্রাণের মমতা না থাকে তবে আমার সহিত যুদ্ধ কর। রাবণ কহিল, যে মহাবীর বরুণ কুবের ও যম হইতেও ভীত হয় নাই সে এক জন মনুষ্য হইতে ভয় পাইবে।

এই বলিয়া রাবণ ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া রাক্ষসগণকে যুদ্ধার্থ আদেশ করিল। তখন উহার সচিবেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া

মান্ধাতার প্রতি শরবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহাবল রাজা মান্ধাতাও মহোদর, বিরূপাক্ষ, অকম্পন, শুক ও সারণকে শর প্রহার করিতে লাগিলেন। প্রহস্ত উহাঁকে লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ করিল কিন্তু মান্ধাতা অর্দ্ধপথে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং অগ্নি যেমন তৃণরাশিকে দগ্ধ করে সেই রূপ তিনি ভুশুণ্ডী ভল্ল ভিন্দিপাল ও তোমর দ্বারা রাবণের সচিবগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে ঐ মহাবীর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কার্ত্তিকেয় যেমন ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন সেইরূপ পাঁচ তোমর দ্বারা প্রহস্তকে বিদীর্ণ করিলেন এবং যমদণ্ডতুল্য এক মুদ্গার বিঘূর্ণিত করিয়া মহাবেগে রাবণের রথে নিক্ষেপ করিলেন। মুদ্গার বজ্রবৎ মহাবেগে নিপতিত হইল। রাবণও মূর্চ্ছিত হইয়া ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ভূতলে পড়িল। তখন পূর্ণচন্দ্র দেখিলে সমুদ্রের জল যেমন স্ফীত হয় তদ্রূপ রাবণকে পতিত দেখিয়া প্রীতি ও হর্ষভরে মান্ধাতার বলবীর্য্য বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। রাক্ষসসৈন্যেরা হাহাকার করিতে লাগিল এবং রাবণকে গিয়া বেষ্টন করিল। অনন্তর বহুক্ষণের পর রাবণের সংজ্ঞালাভ হইল এবং শরজালে রাজা মান্ধাতাকে পীড়ন করিতে লাগিল। মান্ধাতা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রাক্ষসসৈন্য উহাঁকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া হর্ষভরে সিংহনাদ ও কোলাহল করিতে লাগিল। পরে অযোধ্যাধিপতি মান্ধাতা মুহূর্ত্ত

মধ্যে সংজ্ঞালাভ করিলেন এবং রাবণের যুদ্ধোৎসাহ দেখিয়া অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তিনি অনবরত শর-বৃষ্টি করিয়া রাক্ষসসৈন্য বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধনুষ্টঙ্কার ও শরপাতের শন শন শব্দে উত্তালতরঙ্গ মহাসমুদ্রের ন্যায় রাক্ষসেরা অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল। মনুষ্য ও রাক্ষসের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। মান্ধাতা ও রাবণ উভয়ে বীরাসনে উপবিষ্ট এবং একান্ত ক্রোধাবিষ্ট। উঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি শরত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং উভয়েই ক্ষত বিক্ষত হইয়া পড়িলেন। অনন্তর রাবণ ভীষণ রৌদ্রাস্ত্র পরিত্যাগ করিল। মান্ধাতা আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা তাহা নিবারণ করিলেন। রাবণ গান্ধর্ব্বাস্ত্র পরিত্যাগ করিল এবং মান্ধাতা বারুণাস্ত্রে তাহা বিদূরিত করিলেন। পরে তিনি শরাসনে ত্রৈলোক্যভয়বর্দ্ধন ঘোররূপ পাশুপতাস্ত্র সন্ধান করিলেন। উহা রুদ্রের বরপ্রভাবলব্ধ। ঐ অস্ত্র দেখিয়া স্থাবর জঙ্গম সমস্ত জীব কাঁপিতে লাগিল। দেবতারা ভীত হইলেন। নাগগণ সিহরিয়া উঠিল। ইত্যবসরে মহর্ষি পুলস্ত্য ও গালব ধ্যানবলে এই সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিলেন এবং যুদ্ধস্থলে আগমন পূর্ব্বক মান্ধাতাকে ক্ষান্ত করিয়া রাবণকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। পরে মহারাজ মান্ধাতার সহিত উহার সখ্যবন্ধন পূর্ব্বক অবিলম্বে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

প্রক্ষিপ্ত ৪র্থ সর্গ।

অনন্তর রাবণ দশ সহস্র যোজন ঊর্দ্ধে বায়ুপথে উত্থিত হইল। তথায় সর্ব্বগুণান্বিত হংসেরা নিয়ত অবস্থান করিতেছে। পরে তথা হইতে আরও দশ সহস্র যোজন ঊর্দ্ধে উঠিল। তথায় আগ্নেয়, পক্ষী ও ব্রাহ্ম এই তিন প্রকার মেঘ নিয়ত অবস্থান করিতেছে। রাবণ তথা হইতে তৃতীয় বায়ুপথে উত্থিত হইল। সেই স্থানে সিদ্ধ ও পন্নগগণ অবস্থান করিয়া থাকেন। পরে তথা হইতে আরও দশ সহস্র যোজন ঊর্দ্ধে বায়ুপথে আরোহণ করিল। উহা চতুর্থ বায়ুমার্গ। তথায় বিনায়কের সহিত ভূতগণ বাস করিতেছেন। পরে রাবণ তথা হইতে দশ সহস্র যোজন ঊর্দ্ধে পঞ্চম বায়ুপথে উত্থিত হইল। ঐ স্থানেই সরিদ্বরা গঙ্গা। তাঁহার পবিত্র জল সূর্য্যকিরণ হইতে পরিভ্রষ্ট ও বায়ুসংসর্গে কোমল হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। কুমুদ প্রভৃতি দিক্‌নাগ সকল ঐ প্রবাহে সতত ক্রীড়া করিতেছে এবং ঐ পবিত্র জল শুণ্ড দ্বারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতেছে। পরে রাবণ তথা হইতে আরও দশ সহস্র যোজন ঊর্দ্ধে ষষ্ঠ বায়ুপথে উত্থিত হইল। তথায় বিহঙ্গরাজ গরুড় জ্ঞাতিবান্ধবে

বেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। পরে রাবণ তথা হইতে আরও দশ সহস্র যোজন ঊর্দ্ধে উঠিল। উহা সপ্তম বায়ুমার্গ। তথায় সপ্তর্ষিগণ বাস করিয়া আছেন। পরে রাবণ আরও দশ সহস্র যোজন অতিক্রম করিল। উহা অষ্টম বায়ুমার্গ। তথায় আকাশগঙ্গা মহাবেগে ও মহাশব্দে প্রবাহিত হইতেছেন। বায়ু তাঁহাকে ধারণ করিয়া আছে। ইহার পরই চন্দ্রমণ্ডল। ইনি যেস্থানে গ্রহনক্ষত্রগণে বেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন তাহা অশীতি সহস্র যোজন ঊর্দ্ধ। ঐ চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রীতিকর অসংখ্য অসংখ্য রশ্মি নির্গত হইয়া সমস্ত লোককে প্রকাশিত করিতেছে।

অনন্তর চন্দ্র রাবণকে দেখিয়া শীতাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিতে লাগিলেন। রাবণের সচিবগণ শীতাগ্নিভয়ে নিপীড়িত হইয়া চন্দ্রকে সহ্য করিতে পারিল না। ইত্যবসরে প্রহস্ত রাবণকে জয় জয় রবে সম্বর্দ্ধনা করিয়া কহিল, রাজন্! আমরা শীতে বিনষ্টপ্রায় হইয়াছি। অতএব চল আমরা এস্থান হইতে প্রতিগমন করি। চন্দ্রের প্রকৃতি দহনাত্মক, তজ্জন্য রাক্ষসেরা যার পর নাই ভীত হইল।

রাবণ প্রহস্তের এই কথা শুনিয়া অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক নারাচাস্ত্রে চন্দ্রকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। ইত্যবসরে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা শীঘ্র

চন্দ্রলোকে উপস্থিত হইলেন এবং রাবণকে কহিলেন, বৎস! তুমি শীঘ্র এস্থান হইতে প্রতিগমন কর। চন্দ্রকে নিপীড়িত করিও না। ইনি লোকের হিতার্থী। এক্ষণে আমি তোমাকে একটী মন্ত্র প্রদান করিতেছি। যে ব্যক্তি এই মন্ত্র স্মরণ করিবে তাহার মৃত্যু হইবে না। প্রাণনাশ সম্ভাবনা হইলে তুমি এই মন্ত্রকে একমাত্র গতি জানিবে।

রাবণ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, লোকনাথ! যদি আপনি আমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন এবং যদি আমাকে মন্ত্রপ্রদানের ইচ্ছা করিয়া থাকেন তবে এখনই তাহা আমাকে প্রদান করুন। আমি আপনার প্রসাদলব্ধ মন্ত্রে সমস্ত দেবতা অসুর দানব ও পক্ষিগণের অজেয় হইয়া থাকিব। ব্রহ্মা কহিলেন, রাবণ! আমি যে মন্ত্র তোমাকে দিতেছি তাহা প্রতিদিন জপ করিবার আবশ্যকতা নাই। প্রাণনাশের আশঙ্কা ঘটিলে তবেই তাহা জপ করিও। অক্ষসূত্র গ্রহণ করিয়া এই শুভ মন্ত্র জপ করিতে হইবে। ইহার বলে তুমি সকলের অজেয় হইয়া উঠিবে। কিন্তু জপ না করিলে ইষ্টসিদ্ধি হইবে না। এক্ষণে শুন আমি সেই মন্ত্রটী কহিতেছি। হে দেবদেব! তোমাকে নমস্কার। তুমি সুরাসুরের পূজনীয়। তুমি ভূত ও ভবিষ্যৎ, হরি ও পিঙ্গলনেত্র। তুমি বালক বৃদ্ধ ও ব্যাঘ্রচর্ম্মধারী। তুমি ত্রৈলোক্যের প্রভু ও ঈশ্বর। তুমি হর হরিতনেমী ও যুগান্তদহনশীল

অনল। তুমি গণেশ লোকশম্ভু লোকপাল মহাভুজ মহাভাগ মহাশূলী মহাদংষ্ট্রী ও মহেশ্বর। তুমি কাল বলরূপী নীলগ্রীব ও মহোদর। তুমি দেবান্তগ তপোন্ত অবিনাশী ও পশুপতি। তুমি শূলপাণি বৃষকেতু নেতা গোপ্তা হর ও হরি। তুমি জটী মুণ্ডী শিখণ্ডী ও লকুটী। তুমি ভূতেশ্বর গণাধ্যক্ষ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বভাবন সর্ব্বগ সর্ব্বহারী স্রষ্টা ও গুরু। তুমি কমণ্ডলুধারী পিনাকী ধূর্জ্জটী মাননীয় ওঁকার বরিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ও সামগ। তুমি মৃত্যু মৃত্যুভূত পারিজাত্র ও সুব্রত। তুমি ব্রহ্মচারী গৃহবাসী বীণা পণব ও তূণ বিশিষ্ট। তুমি অমর দর্শনীয় ও তরুণ সূর্য্যসদৃশ। তুমি শ্মশানবাসী ভগবান উমাপতি ও অনিন্দনীয়। তুমি সূর্য্যের চক্ষু ও দন্তনাশক। তুমি জ্বরাপহারক পাশধারী প্রলয় ও কাল। তুমি উল্কামুখ অগ্নিকেতু মুনি দীপ্ত ও বিশ্বপতি। তুমি উন্মাদ বেপনকর্ত্তা তুরীয় লোকসত্তম। তুমি বামন বামদেব দক্ষিণ ও পশ্চিম। তুমি ভিক্ষু ভিক্ষুরূপী ত্রিজটী ও কুটিল। তুমি ইন্দ্রের হস্ত ও বসুগণকে স্তম্ভিত করিয়াছ। তুমি ঋতু ঋতুকর কাল মধু ও মধুকনেত্র। তুমি বানস্পত্য বাজসন নিত্য ও আশ্রমপূজিত। তুমি জগদ্ধাতা জগৎকর্ত্তা শাশ্বত পুরুষ ও নিশ্চল। তুমি ধর্ম্মাধ্যক্ষ বিরূপাক্ষ ত্রিধর্ম্মা ও ভূতভাবন। তুমি ত্রিনেত্র বহুরূপ ও অযুতসূর্য্যকান্তি। তুমি দেবদেব ও অতিদেব। তোমার জটা চন্দ্রে অঙ্কিত, তুমি নর্ত্তক

ও পূর্ণেন্দুমুখ। তুমি ব্রহ্মণ্য শরণ্য ও সর্ব্বজীবময়। তুমি তূর্য্যনিনাদী ও সর্ব্ববীজময়। তুমি মোহন বন্ধন ও নিধন। তুমি পুষ্পদন্ত সর্ব্বহর হরিশ্মশ্রু ভীম ও ভীমবিক্রম। রাবণ! আমি মহাদেবের এই অষ্টাধিক শত নাম কীর্ত্তন করিলাম। এই নাম পবিত্র পাপাপহারক ও শরণ্য। ইহা জপ করিলে শত্রুনাশ হইয়া থাকে।

প্রক্ষিপ্ত ৫ম সর্গ।

কমললোচন ব্রহ্মা রাবণকে বর দান করিয়া পুনর্ব্বার ব্রহ্ম-লোকে গমন করিলেন। রাবণও প্রতিনিবৃত্ত হইল। পরে কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা ঐ মহাবীর, সচিবগণের সহিত পশ্চিম সমুদ্রে উপস্থিত হইল। ঐ সমুদ্রের দ্বীপে এক ভীষণাকার প্রলয়বহ্নিসদৃশ তপ্তকাঞ্চনবর্ণ পুরুষ বর্ত্তমান। যেমন দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, গ্রহগণের মধ্যে সূর্য্য, শরভের মধ্যে সিংহ, হস্তীর মধ্যে ঐরাবত, পর্ব্বতের মধ্যে সুমেরু, ও বৃক্ষের মধ্যে পারিজাত তদ্রূপ লোকের মধ্যে ঐ পুরুষ সর্ব্বপ্রধান। রাবণ তাঁহাকে দেখিয়া কহিল, তুমি আমার সহিত যুদ্ধ কর। তৎকালে রাবণের দৃষ্টি গ্রহমালার ন্যায় আকুল হইয়া উঠিল। দন্তদংশনের কটকটা শব্দ ভজ্যমান যন্ত্রের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সে অমাত্যগণের সহিত ঘোররবে গর্জন করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ দ্বীপমধ্যস্থ পুরুষ অতিশয় বিকটদর্শন। উহাঁর হস্ত আজানুলম্বিত, গ্রীবাদেশে শঙ্খবৎ রেখা, বক্ষঃস্থল বিশাল, কুক্ষি মণ্ডূকবৎ, মুখ সিংহাকার, দেহপ্রমাণ কৈলাসশিখরের ন্যায় উচ্চ, পদতল পদ্মরেখায় লাঞ্ছিত, করতল আরক্ত, বেগ মন ও

বায়ুর ন্যায়, সর্ব্বাঙ্গ জ্বালাকরাল, কণ্ঠে স্বর্ণপদ্ম। তিনি মহাকায় মহানাদ এবং তূণীর ঘণ্টা কিঙ্কিণী ও চামরধারী। তিনি অঞ্জন পর্ব্বত ও কাঞ্চন পর্ব্বতের ন্যায় শোভমান। তিনি যেন সাক্ষাৎ ঋগ্বেদ এবং পদ্মমাল্যে অলঙ্কৃত। রাক্ষসরাজ রাবণ পুনঃ পুনঃ গর্জ্জন করিয়া শক্তি ঋষ্টি ও পট্টিশ দ্বারা ঐ পুরুষকে প্রহার করিতে লাগিল; কিন্তু দ্বীপির দ্বারা যেমন সিংহ ঋষভ দ্বারা যেমন হস্তী নাগেন্দ্র দ্বারা যেমন সুমেরু এবং নদীবেগ দ্বারা যেমন সমুদ্র প্রহৃত হইয়াও অটল থাকে ঐ মহাপুরুষ সেইরূপ রাবণের দ্বারা প্রহৃত হইয়াও অটল রহিলেন। পরে তিনি রাবণকে কহিলেন, রে নির্ব্বোধ! আমি তোর যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা এখনই নষ্ট করিতেছি। রাবণের যেমন সর্ব্বলোকভীষণ বেগ ঐ পুরুষের বেগ তদপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক। জগতের সমস্ত সিদ্ধির নিদান ধর্ম্ম ও তপস্যা তাঁহার উরুকে আশ্রয় করিয়া আছে। অনঙ্গ তাঁহার শিশ্ন, বিশ্বদেব কটিদেশ, বায়ু বস্তি ও পার্শ্ব, অষ্টবসু মধ্যভাগ, সমুদ্র সকল কুক্ষি, সমস্ত দিক পার্শ্বাদি স্থান, বায়ু সমস্ত সন্ধিস্থল রুদ্রদেব পৃষ্ঠভাগ, পিতৃগণ পৃষ্ঠ, পিতামহগণ হৃদয়, পবিত্র গোদান ভূমিদান ও সুবর্ণদান কক্ষলোম, হিমাচল মন্দর ও সুমেরু অস্থি, বজ্র হস্ত, আকাশ সমস্ত শরীর, জলবাহী মেঘ ও সন্ধ্যা কৃকাটিকা, ধাতা বিধাতা ও বিদ্যাধরগণ বাহুদ্বয়, বাসুকি বিশালাক্ষ ঐরাবত অশ্বতর

কর্কোটক ধনঞ্জয় ঘোরবিষ তক্ষক ও উপতক্ষক ইঁহারা অঙ্গুলি, অগ্নি মুখ, একাদশ রুদ্র স্কন্ধ, পক্ষ মাস ও ঋতু উভয় দন্ত-পংক্তি, অমাবাস্যা নাসারন্ধ্র, ছিদ্র সমুদায়ে বায়ু, বীণাও সরস্বতী গ্রীবা, অশ্বিনী কুমারদ্বয় দুই কর্ণ, চন্দ্র সূর্য্য দুই নেত্র, এবং বেদাঙ্গ যজ্ঞ সমস্ত তারকা এবং সুবৃত্ত তেজ ও তপস্যা তাঁহার দেহকে আশ্রয় করিয়া আছেন। রাবণ ঐ পুরুষের হস্তে নিপীড়িত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। দিব্য পুরুষ রাবণকে পতিত দেখিয়া রাক্ষসগণকে স্ববীর্য্যে অপসারণ পূর্ব্বক পাতালে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সচিবগণকে আহ্বান করিয়া কহিল, বল সেই পুরুষ সহসা কোথায় গেল? সচিবেরা কহিল, রাজন্! সেই দেবদানবদর্পহারী পুরুষ এই বিবরে প্রবেশ করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া দুর্ম্মতি রাবণ গরুড়বৎ মহাবেগে নির্ভয়ে ঐ গর্ত্তে প্রবেশ করিল। সে তথায় গিয়া নীলাঞ্জনস্তূপাকার কেয়ূরধারী রক্তমাল্য ও রক্তচন্দনে শোভিত স্বর্ণ ও নানারত্নে অলঙ্কৃত বীরগণকে দেখিতে পাইল। ঐ স্থানে তিন কোটি স্ত্রীলোক নৃত্য করিতেছিল। তাহারা নির্ভয় ও বহ্নিপ্রভ। রাবণ দ্বারস্থ হইয়া দেখিল সে পূর্ব্বে যেরূপ পুরুষকে দেখিয়াছিল তদ্রূপ ঐ স্থানে আরও কতক-গুলিকে দেখিতে পাইল। ইঁহারা একবর্ণ এক রূপ ও একবেষ

চতুর্ভুজ ও উৎসাহী। ইহাঁদিগকে দেখিয়া রাবণের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। পরে সে তথা হইতে শীঘ্র নির্গত হইল এবং অন্যস্থলে দেখিল আর একটী পুরুষ শয়ান রহিয়াছেন। তাঁহার শয্যা আসন ও গৃহ ধবলবর্ণ। তিনি অগ্নিতে অবগুণ্ঠিত হইয়া সুখে শয়ান আছেন। তাঁহার নিকট চামরহস্তা দেবী লক্ষ্মী বিরাজমান। উহাঁর সর্ব্বাঙ্গে দিব্য অলঙ্কার, তিনি উৎকৃষ্ট বস্ত্র মাল্য ও অনুলেপনে শোভিত। ঐ ত্রিলোকসুন্দরী ত্রিলোকভূষণ সাধ্বী, পদ্মহস্তে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া আছেন। দুর্ব্বৃত্ত রাবণ লক্ষ্মীকে দেখিবামাত্র স্মরাবেগে সহসা তাঁহাকে ধরিবার ইচ্ছা করিল। প্রসুপ্ত সর্পকে যেমন কেহ স্বহস্তে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে তদ্রূপ ঐ দুর্ম্মতি মৃত্যুপ্রেরিত হইয়া লক্ষ্মীকে ধরিবার উপক্রম করিল। তখন সেই শয়ান পুরুষ উহাকে দেখিয়া এবং উহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিলেন। রাবণ উহাঁর তেজে প্রদীপ্ত হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। ইত্যবসরে ঐ দিব্য পুরুষ উহাকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! তুমি গাত্রোত্থান কর, এখন তোমার মৃত্যু নাই, প্রজাপতি ব্রহ্মার কথা রক্ষা করা আবশ্যক, তজ্জন্যই তুমি জীবিত আছ। এক্ষণে বিশ্বস্ত চিত্তে চলিয়া যাও।

মুহূর্ত্তমধ্যে রাবণ চেতনালাভ করিল। তাহার মনে ভয়

উপস্থিত হইল। পরে ঐ সুরশত্রু গাত্রোত্থান করিয়া কণ্টকিত দেহে কহিল, আপনি কে? আপনি মহাবল ও কালানল-তুল্য। বলুন আপনি কে?

তখন ঐ দিব্য পুরুষ হাস্য করিয়া মেঘগম্ভীর নাদে কহিলেন, দশগ্রীব! আমি তোমায় শীঘ্র বধ করিতেছি না। রাবণ কহিল, দেখ, আমি প্রজাপতি ব্রহ্মার বরে অমর হইয়াছি। বাহুবলে ব্রহ্মার বর লঙ্ঘন করিতে পারে দেবগণের মধ্যেও অদ্যাপি এমন কেহ জন্মে নাই জন্মিবেও না। এই বর পরিহার করা সুকঠিন এবং এই বিষয়ে যত্ন করাও বৃথা। আমার বর বিফল করিতে পারে আমি ত্রিলোকের মধ্যে এমন কাহাকেই দেখি না। আমি অমর তজ্জন্যই নির্ভয়। দেব! এক সময় আমার মৃত্যু অবশ্য হইবে কিন্তু তাহা তোমারই হস্তে। সেই মৃত্যু আমার পক্ষে শ্লাঘ্য ও যশস্কর।

ইত্যবসরে ভীমবল রাবণ দেখিল স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ দ্বাদশ সূর্য্য মরুৎ সাধ্য বসু দুই অশ্বিনীকুমার রুদ্র পিতৃগণ যম কুবের সমুদ্র গিরি নদী বেদ বিদ্যা তিন অগ্নি গ্রহ তারা ব্যোম সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব পন্নগ বেদবিৎ মহর্ষি গরুড় উরগ দৈত্য রাক্ষস ও অন্যান্য দেবতা সূক্ষ্ম মূর্ত্তিতে ঐ শয়নস্থ পুরুষের দেহে দৃষ্ট হইতেছে।

ধর্ম্মশীল রাম মহর্ষি অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন!

ঐ দেবদানবদর্পহারী দ্বীপস্থ শয়ান পুরুষ কে? এবং ঐ তিন কোটি স্ত্রীই বা কে?

অগস্ত্য কহিলেন, দেবদেব! কহিতেছি শুন। ঐ দ্বীপস্থ পুরুষ নর নামক ভগবান কপিল। আর ঐ যে তিন কোটি স্ত্রী নৃত্য করিতেছিল উহারা ঐ কপিলের স্বর। উহাদের তেজ ও প্রভাব তাঁহারই অনুরূপ। ঐ কপিল ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পাপ-মতি রাবণকে দেখেন নাই। দেখিলে তৎক্ষণাৎ সে ভস্মসাৎ হইয়া যাইত। ঐ পর্ব্বতাকার রাবণ ঘর্ম্মাক্ত দেহে ভূতলে পতিত হইয়াছিল। খল যেমন বাক্‌শরে অন্যের হৃদয় ভেদ করে তদ্রূপ তিনি বাঙ্মাত্রে উহাকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। পরে ঐ রাক্ষস বহুকাল অতীত হইলে সংজ্ঞা লাভ করিয়া সচিবগণের নিকট আগমন করিল।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ

অনন্তর দুরাত্মা রাবণ গতিপথে যে কোন রাজা ঋষি দেব ও দানবের সুন্দরী স্ত্রীকে দেখিল তাহার বন্ধুজনের বধ সাধন পূর্ব্বক তাহাকে বিমানে তুলিয়া লইল। তাহারা দুঃখাবেগে অনর্গল চক্ষের জল ফেলিতে লাগিল। ঐ শোক ও ভয়জনিত অশ্রু বহ্নিজ্বালার ন্যায় সমস্ত দগ্ধ করিতে পারে। শত শত নদীতে যেমন সমুদ্র পূর্ণ হয় তদ্রূপ ঐ সমস্ত স্ত্রীলোকের অশুভকর শোকাশ্রুতে বিমান পূর্ণ হইয়া গেল। উহারা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী। উহাদের কেশজাল সুদীর্ঘ, মুখ পূর্ণচন্দ্রাকার, স্তনতট সুকঠিন, কটিদেশ সূক্ষ্ম, নিতম্ব স্থূল এবং বর্ণ স্বর্ণের ন্যায় গৌর। ঐ সমস্ত দেবকন্যার ন্যায় সুরূপা রমণী শোক দুঃখ ও ভয়ে অতিমাত্র ভীত ও বিহ্বল। উহাদের নিশ্বাসবায়ুতে পুষ্পক রথ প্রদীপ্ত হইয়া জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় ভীষণ হইয়া উঠিল। উহারা রাবণের হস্তগত সুতরাং সিংহের ক্রোড়স্থ মৃগীর ন্যায় শোকে অতিমাত্র আকুল। উহাদের মুখ চক্ষু অত্যন্ত দীনভাবাপন্ন। কেহ মনে করিতেছে এই দুর্ব্বৃত্ত

রাক্ষস আমাকে কি ভক্ষণ করিবে। কেহ বা ভাবিতেছে রাবণ আমাকে কি বধ করিবে। এই ভাবিয়া উহারা পিতা মাতা ভর্ত্তা ও ভ্রাতাকে স্মরণ পূর্ব্বক দুঃখাবেগে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। কেহ মনে করিল, হা! আমায় ছাড়িয়া আমার পুত্র কিরূপে বাঁচিবে! শোকাকুল জননী ও ভ্রাতা কিরূপে বাঁচিবে! আর আমি তাদৃশ গুণবান স্বামীকে হারাইয়া এখন কি রূপে জীবিত থাকিব! মৃত্যু! আমি তোমাকে অনুনয় করিতেছি, তুমি আমাকে এখনই লও। হা! জানি না আমি জন্মান্তরে এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম যে এই অপার দুঃখসাগরে পতিত হইলাম। মনুষ্যলোক অপেক্ষা নিকৃষ্ট লোক আর কিছু নাই, ইহাকে ধিক্। উদয় কালে সূর্য্য যেমন নক্ষত্র সকল নষ্ট করেন তদ্রূপ বলবান রাবণ আমাদের দুর্ব্বল ভর্ত্তৃগণকে বিনষ্ট করিয়াছে। এই দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষস শস্ত্রপ্রহারে উন্মত্ত, দুর্ব্বৃত্ততা নিবন্ধন ইহার কিছুমাত্র অনুতাপ হয় না। এই দুরাত্মার বলবিক্রম ব্রহ্মার প্রদত্ত বরের অনুরূপ। কিন্তু এইরূপ পরস্ত্রীহরণ নিতান্ত নিন্দিত। এই দুর্ম্মতি যখন পরস্ত্রীতেই অনুরক্ত তখন স্ত্রী হইতেই ইহার মৃত্যু হইবে।

ঐ সমস্ত সতী সাধ্বী স্ত্রী এই কথা বলিবামাত্র অন্তরীক্ষে দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। রাবণ অতিশয়

নিষ্প্রভ হইয়া গেল। সে অত্যন্ত অন্যমনস্ক হইয়া উঠিল এবং ঐ সমস্ত স্ত্রীলোকের এইরূপ কাতরোক্তি শুনিতে শুনিতে লঙ্কায় প্রবেশ করিল।

ইত্যবসরে রাবণের এক কামরূপিণী ভগিনী আর্ত্তস্বরে সম্মুখে আসিয়া সহসা দণ্ডবৎ পতিত হইল। রাবণ তাহাকে উত্থাপন পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিয়া কহিল, ভদ্রে! তুমি তটস্থ আসিয়া আমায় কি বলিবার ইচ্ছা করিয়াছ? ঐ রাক্ষসীর চক্ষু রক্তবর্ণ এবং উহা বাষ্পে নিরুদ্ধ। সে কাতর বাক্যে কহিল, রাজন্! তুমি স্বীয় বাহুবলে আমায় বিধবা করিয়াছ। তুমি দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে নির্গত হইয়া কালকেয় নামক চতুর্দ্দশ সহস্র দৈত্যগণকে যুদ্ধে বিনষ্ট কর। ঐ কালকেয়গণের মধ্যে আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ভর্ত্তা ছিলেন। তুমি আমার নাম-মাত্র ভ্রাতা কিন্তু কার্য্যে পরম শত্রু। তুমিই আমার ভর্ত্তাকে বিনাশ করিয়াছ। আমি তোমারই জন্য বিধবা হইয়াছি। যুদ্ধে জামাতাকে রক্ষা করা তোমার উচিত ছিল কিন্তু তুমি তাহাকেই বধ করিয়াছ এবং ইহাতে তোমার লজ্জাও হই-তেছে না।

তখন রাবণ সান্ত্বনা বাক্যে কহিল, বৎসে! বৃথা আর রোদন করিও না, তোমার ভয় নাই। আমি দান মান ও প্রসাদে পরম যত্নের সহিত তোমাকে পরিতুষ্ট করিব। ভগিনি!

আমি যুদ্ধে জয়লাভার্থ উদ্যত ও উন্মত্ত হইয়া শরক্ষেপ করিতে-ছিলাম, তৎকালে আমার আত্মপর কিছুই বোধ ছিল না, যুদ্ধোৎসাহে আমি ভগিনীপতিকে জানিতে পারি নাই, তজ্জন্যই তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছি। এখন তোমার হিতো-দ্দেশে যা কিছু আবশ্যক আমি সমস্তই করিতেছি। তুমি ঐশ্বর্য্যবান ভ্রাতা খরের নিকটে গিয়া অবস্থান কর। তিনি চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের ভরণ পোষণ ও নিয়োগ বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রভু হইবেন। খর তোমার মাতৃস্বসেয় ভ্রাতা। তিনি সতত তোমার আজ্ঞাপালন করিবেন। এক্ষণে সেই বীর দণ্ডকারণ্য রক্ষা করিবার জন্য শীঘ্র প্রস্থান করুন। তথায় মহাবল দূষণও তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া অবস্থান করিবেন।

অনন্তর দশগ্রীব খরের অনুসরণ করিবার জন্য সৈন্য-গণকে আদেশ করিল। খর ঘোরদর্শন মহাবল চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসে বেষ্টিত এবং অকুতোভয়ে শীঘ্র দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হইয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য আরম্ভ করিল এবং শূর্পণখাও ঐ স্থানে পরম সমাদরে বাস করিতে লাগিল।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

রাবণ ভগিনীর এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া সম্পূর্ণ সুখী হইল। পরে ঐ মহাবল একদা অনুচরগণের সহিত লঙ্কার উপবন নিকুম্ভিলায় প্রবেশ করিল। উহা দেবগৃহ ও শত শত যূপে শোভিত আছে। রাবণ দেখিল নিকুম্ভিলায় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং তথায় কৃষ্ণাজিনধারী কমণ্ডলুহস্ত শিখাবান ও দণ্ডযুক্ত স্বপুত্র মেঘনাদ বর্ত্তমান। রাবণ উঁহাকে দেখিয়া গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিল, বৎস! বল কি করিতেছ?

তৎকালে ইন্দ্রজিৎ মৌনব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক যজ্ঞে দীক্ষিত ছিলেন, মহাতপা শুক্রাচার্য্য উহাঁর ব্রতভঙ্গ নিবারণের জন্য রাবণকে কহিলেন, রাজন্! আমিই প্রশ্নের উত্তর দিতেছি শুন। তোমার পুত্র ইন্দ্রজিৎ অগ্নিষ্টোম অশ্বমেধ রাজসূয় গোমেধ ও বৈষ্ণব প্রভৃতি সাতটি যজ্ঞ করিয়াছেন। অন্যের অসাধ্য মাহেশ্বর যজ্ঞ আহরণ করিয়া সাক্ষাৎ পশুপতি হইতে বর লাভ করিয়াছেন। ইনি আকাশচর কামগামী রথ এবং তামসী মায়া লাভ করিয়াছেন। এই মায়াপ্রভাবে অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হয় এবং ইহারই বলে সুরাসুরও রণস্থলে গূঢ় গতি কিছুই জানিতে পারে না। এতদ্ব্যতীত এই মহাবীর অক্ষয় তূণীর দুর্জয় শরাসন

এবং শত্রুনাশক প্রবল অস্ত্র সকল লাভ করিয়াছেন। অদ্য যজ্ঞসমাপ্তির দিন। আজ ইনি ও আমি আমরা তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম।

রাবণ কহিল, দেখ, যজ্ঞীয় দ্রব্যে ইন্দ্রাদি শত্রুগণকে পূজা করা হইয়াছে এ কাজটি ভাল হয় নাই। যাই হউক আইস, যা করিয়াছ তাহা প্রতিবিধান হইবার নয়। এখন চল আমরা গৃহে যাই।

অনন্তর রাবণ পুত্র ইন্দ্রজিৎ ও ভ্রাতা বিভীষণের সহিত গৃহপ্রবেশ করিয়া দেব দানব ও রাক্ষসগণের সুলক্ষণাক্রান্ত কন্যারত্ন সকল রথ হইতে অবতারণ করিতে লাগিল। ধর্ম্মশীল বিভীষণ ঐ সমস্ত কন্যার প্রতি রাবণের একান্ত অনুরাগ দেখিয়া কহিলেন, তুমি যশ অর্থ ও কুলক্ষয়কর এই সমস্ত কার্য্যে অন্যের অনিষ্ট হইতেছে বুঝিয়াও আপনার দুর্বুদ্ধি অনুসারে চলিতেছ। তুমি অন্যের মর্ম্মপীড়া দিয়া এই সকল স্ত্রীলোককে বলপূর্ব্বক আনিয়াছ কিন্তু এদিকে মহাবীর মধু তোমার অবমাননা করিয়া কুম্ভীনসীকে অপহরণ করিয়াছে। রাবণ কহিল এ আবার কি! আমি ত ইহার কিছুই জানি না! বিভীষণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, শুন তুমি যে সমস্ত পাপকর্ম্ম করিতেছ তাহার ফল উপস্থিত। মাল্যবান আমাদিগের মাতামহ সুমালীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। সেই নিশাচর বৃদ্ধ ও বিচক্ষণ।

তিনি জননীর জ্যেষ্ঠতাত ও আমাদিগের মাতামহ। কুম্ভীনসী তাঁহার দৌহিত্রী এবং আমাদিগের মাতৃষসা অনলার কন্যা, সুতরাং সে ধর্ম্মত আমাদিগের ভগিনী হইতেছে। এক্ষণে মহাবল মধু সেই কুম্ভীনসীকেই বলপূর্ব্বক লইয়া গিয়াছে। ঐ সময় ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞ সাধন করিতেছিলেন, আমি তপশ্চরণার্থ জলমধ্যে বাস করিতেছিলাম এবং কুম্ভকর্ণ নিদ্রিত। তোমার অন্তঃপুর সুরক্ষিত হইলেও মধু আমাদিগের অমাত্য ও অন্যান্য রাক্ষসকে বধ করিয়া কুম্ভীনসীকে হরণ করিয়াছে। আমি যদিও পরে সমস্ত শুনিতে পাইলাম তথাচ মধুকে বিনাশ না করিয়া ক্ষমা করিয়াছি। কারণ ভগিনীকে পাত্রসাৎ করা অবশ্যই ভ্রাতৃগণের উচিত। এক্ষণে লোকে জানুক তুমি যে সমস্ত দুষ্কর্ম্ম করিতেছ তাহার প্রতিফল এখনই পাইতেছ।

তখন রাবণ স্বীয় দুষ্কর্ম্মে নিপীড়িত হইয়া উত্তপ্ত সমুদ্রের ন্যায় স্তম্ভিত হইল। সে ক্রোধে আরক্ত লোচন হইয়া কহিল, এখনই আমার রথ সুসজ্জিত করিয়া আন, তোমরা প্রস্তুত হও, ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান বীর সশস্ত্রে যান বাহনে আরোহণ করুন। মধু আমার বিক্রমে ভীত নহে, আজ আমি তাহাকে বধ করিয়া সুহৃদগণের সহিত সুরলোকে যুদ্ধযাত্রা করিব। চতুঃসহস্র অক্ষৌহিণী সেনা অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক নির্গত হউক।

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ সমস্ত সৈন্যের অগ্রে রাবণ মধ্যে এবং কুম্ভকর্ণ পশ্চাতে চলিল। ধার্ম্মিক বিভীষণ লঙ্কায় থাকিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অন্যান্য সকলে মধুপুরে যাত্রা করিল। ইহারা গর্দ্দভ উষ্ট্র অশ্ব শিশুমার ও সর্পে আরোহণ পূর্ব্বক আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া যাইতে লাগিল। এই সমস্ত রাক্ষসসৈন্য যুদ্ধ করিবার জন্য দেবলোকে যাইতেছে দেখিয়া দেবগণের সহিত যে সমস্ত দৈত্যের বৈর বদ্ধমূল ছিল তাহারাও যাইতে লাগিল।

অনন্তর রাবণ মধুপুরে উপস্থিত হইয়া মধুকে পাইল না কিন্তু ভগিনী কুম্ভীনসী উহার সম্মুখে আসিল। ঐ রাক্ষসী ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে উহার পাদমূলে গিয়া পড়িল। রাবণ উহাকে অভয়দান ও উত্তোলন পূর্ব্বক কহিল, বল আমি তোমার কি করিব। কুম্ভীনসী কহিল, রাজন্! তুমি আজ আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমার স্বামীকে বিনাশ করা তোমার উচিত নহে। দেখ, বৈধব্যদুঃখ কুলস্ত্রীদিগের পক্ষে সকল ভয় অপেক্ষা প্রবল। আমি প্রার্থনা করিতেছি আমার মুখপানে চাও এবং আপনার সত্য রক্ষা কর। রাজন্! তুমিই এইমাত্র কহিলে ভয় নাই। তখন রাবণ হৃষ্ট হইয়া কহিল, শীঘ্র বল তোমার স্বামী কোথায়? আজ আমি তাঁহাকে লইয়া সুরলোক জয়ের জন্য যাত্রা করিব। তোমার

প্রতি স্নেহ ও কারুণ্য বশত আমি মধুর বিনাশবাসনায় ক্ষান্ত হইলাম।

অনন্তর কুম্ভীনসী নিদ্রিত মধুকে উত্থাপন পূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে কহিল, এই আমার ভ্রাতা মহাবল দশগ্রীব সুরলোক জয়ের জন্য তোমার সাহায্য চাহিতেছেন, অতএব তুমি আত্মীয়গণের সহিত এখনই যাত্রা কর। ইনি তোমার সম্বন্ধী ও তোমার প্রতি স্নেহবান। ইহাঁকে সাহায্য করা তোমার সর্ব্বতোভাবে উচিত। মধু কুম্ভীনসীর কথায় সম্মত হইল এবং বিনয়ের সহিত রাক্ষসরাজ রাবণের নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে পূজা করিল। রাবণ মধুর আবাসে পরম সমাদরে এক রাত্রি বাস করিয়া দেবলোকে চলিল এবং কৈলাস পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া সেনানিবেশ স্থাপন করিল।

ষড়বিংশ সর্গ

সূর্য্য অস্তগত হইয়াছেন। কৈলাসপর্ব্বতবৎ ধবল চন্দ্র-উদিত, সশস্ত্র সৈন্যগণ সুখে নিদ্রিত, এই অবসরে মহাবল রাবণ গিরিশিখরে উপবিষ্ট হইয়া চারি দিকের শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিল উজ্জ্বল কর্ণিকার, কদম্ব, বকুল, চম্পক, অশোক, পুন্নাগ, মন্দার, চূত, পাটল, লোধ্র, প্রিয়ঙ্গু, অর্জ্জুন, কেতক, তগর, নারিকেল, পিয়াল ও পনস প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষে বনবিভাগ অতি রমণীয় হইয়াছে। মন্দাকিনীতে কমলদল বিকসিত। মধুরকণ্ঠ কামার্ত্ত কিন্নরগণ পর্ব্বতোপরি অনুরাগভরে সমস্বরে গান করিয়া মন প্রাণ প্রফুল্ল করিতেছে। মদমত্ত বিদ্যাধর সকল মদরাগলোহিতনেত্রে রমণীগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। ধনাধিপতি কুবেরের আলয়ে অপ্সরা সকল সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহাদিগের মধুর স্বর ঘণ্টারবের ন্যায় শ্রুত হইতেছে। বাসন্তী পুষ্প সকল বায়ুবেগে বৃন্তচ্যুত হইয়া সমস্ত পর্ব্বত সৌরভে পূর্ণ করিতেছে। ঐ সময় সুখস্পর্শ সুগন্ধী বায়ু মধু ও পুষ্পপরাগে পুষ্ট হইয়া রাবণের কামোদ্দীপন পূর্ব্বক বহিতে লাগিল।

তখন ঐ মধুর সঙ্গীত, পুষ্পশ্রী, সুশীতল বায়ু ও পর্ব্বতের রমণীয়তায় রাবণ অনঙ্গের একান্ত বশবর্ত্তী হইয়া উঠিল। সে পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া একদৃষ্টে চন্দ্রমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

ঐ সময় পূর্ণচন্দ্রাননা রম্ভা সেনানিবেশের মধ্য দিয়া যাইতেছিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত, মস্তকে মন্দার পুষ্পের মাল্য। সে দেবতার সহিত উৎসব ভোগ করিবার জন্য চলিয়াছে। উহার জঘনদেশ স্থূল কাঞ্চীগুণশোভিত নেত্রের তৃপ্তিকর এবং রতিবিহারের উপহার স্বরূপ। সে আর্দ্র হরিচন্দন তিলক ও বাসন্তী কুসুমের অলঙ্কারে এবং স্বীয় সৌন্দর্য্যে দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। উহার পরিধান মেঘবৎ নীল বস্ত্র, মুখ পূর্ণচন্দ্রাকার, ভ্রূযুগল ধনুর ন্যায় আয়ত, ঊরুদ্বয় করিশুণ্ডাকার এবং হস্ত পল্লববৎ কোমল। গিরিশিখরস্থ রাবণ ঐ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীকে সহসা দেখিতে পাইল। এবং কামোন্মাদে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক লজ্জাবনতবদনা রম্ভার করগ্রহণ করিয়া কহিল, সুন্দরি! তুমি কোথায় চলিয়াছ, কাহার সম্ভোগসিদ্ধির উদ্দেশে যাইতেছ, কাহার এমন সৌভাগ্য যে তোমায় ভোগ করিবে? অহো! তোমার অধরামৃত উৎপলবৎ সুগন্ধী ও সুধাবৎ সুস্বাদ, আজ কে তাহা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে? তোমার এই কঠিন স্তনযুগল স্বর্ণ-

কুম্ভাকার ও সুশোভন, আজ কে বক্ষঃস্থলে ইহার স্পর্শসুখ অনুভব করিবে? তোমার জঘনদ্বয় স্বর্ণচক্রতুল্য কাঞ্চীগুণ-মণ্ডিত ও সুখপ্রদ, আজ কে ইহার উপর আরোহণ করিবে? ইন্দ্র বিষ্ণু ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবগণের মধ্যে, বল, আজ কে আমা অপেক্ষা ভাগ্যবান আছেন? সুন্দরি! তুমি যে আমায় অতিক্রম করিয়া যাও ইহা তোমার উচিত হয় না।' এক্ষণে তুমি এই শিলাতলে বিশ্রাম কর। একমাত্র আমিই ত্রিলোকের অধীশ্বর, যে ত্রিলোকের প্রভু আমি তাহারও প্রভু ও বিধাতা। অতএব তুমি আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর।

রম্ভা রাবণের এই কথা শুনিয়া কম্পিত কলেবরে কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিল, রাজন্! আপনি আমার গুরু, আমায় এইরূপ কথা বলা আপনার উচিত হয় না, এক্ষণে প্রসন্ন হউন। যদি অন্যে আমার অবমাননা করে তাহা হইলে আপনি আমায় রক্ষা করিবেন। প্রকৃতই কহিতেছি আমি ধর্ম্মত আপনার পুত্রবধূ। এই বলিয়া রম্ভা রাবণের দর্শনমাত্র ভয়ে কণ্টকিত হইয়া অধোবদনে উঁহার চরণে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল।

রাবণ কহিল, সুন্দরি! যদি তুমি আমার পুত্রের ভার্য্যা হও তবে অবশ্যই পুত্রবধূ হইতে পার। রম্ভা কহিল, হাঁ আমি ধর্ম্মতই আপনার পুত্রবধূ। ত্রিলোকপ্রথিত নলকুবর আপনার ভ্রাতা কুবেরের প্রাণাধিক পুত্র। তিনি ধর্ম্মকর্ম্মে

ব্রাহ্মণ, ভুজবলে ক্ষত্রিয়, ক্রোধে অগ্নি, এবং ক্ষমায় পৃথিবী। সেই নলকূবর আমায় আহ্বান করিয়াছেন। আমি কেবল তাঁহারই জন্য এইরূপ সুবেশে সজ্জিত হইয়াছি। তিনি যেমন আমার প্রতি অনুরক্ত আমিও সেইরূপ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত। তদ্ব্যতীত আমি আর কাহাকেও চাহি না। অতএব আপনি আমাকে ছাড়িয়া দিন। সেই ধর্ম্মশীল নলকবর একান্ত উৎসুক হইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। আপনি তদ্বিষয়ে বিঘ্নাচরণ করিবেন না। আমায় ছাড়ুন এবং সৎপথে চলুন। আপনি আমার মাননীয় গুরু, আমি আপনার প্রতিপাল্য পুত্রবধূ।

রাবণ কহিল, সুন্দরি! তুমি আমার পুত্রবধূ হও এই যে একটী কথা বলিতেছ ইহা অবশ্য একপত্নীস্থলে। দেবগণের ইহাই নিত্য ব্যবস্থা। বিশেষত অপ্সরাদিগের পতি নাই এবং দেবতারাও অনেক অপ্সরাকে ভার্য্যাত্বে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই বলিয়া রাবণ রম্ভাকে ধরিয়া শিলাতলে আনিল এবং কামমোহে আক্রান্ত হইয়া উহার সহযোগে প্রবৃত্ত হইল। পরে রম্ভা বিমুক্ত হইয়া ক্রীড়াশীল হস্তীর করদলিত নদীর ন্যায় আকুল হইয়া উঠিল। তাহার মাল্য ও অলঙ্কার স্খলিত, কেশপাশ আলুলিত। সে যার পর নাই লজ্জিত ও ভীত হইয়া কম্পিত দেহে কৃতাঞ্জলিপুটে নলবকূরের পদতলে গিয়া

পড়িল। মহাত্মা নলকূবর উহাকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, ভদ্রে! এ কি! তুমি আসিয়াই কেন আমার পাদমূলে পড়িলে? রম্ভা কহিল; দেব! রাজন্ দশগ্রীব দেবলোকে যাইতেছেন। তিনি গতিপ্রসঙ্গে এই স্থানে আসিয়া সসৈন্যে নিশাযাপন করিয়াছেন। আমি যখন কল্য আপনার নিকট আসিতে ছিলাম তখন তিনি আমায় দেখিতে পান এবং আমার কর গ্রহণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করেন, সুন্দরি! তুমি কাহার? তৎকালে আমি যা কিছু বলিবার সমস্তই তাঁহাকে কহিয়াছিলাম কিন্তু তিনি কামমোহে আমার কোন কথাই শুনিলেন না। আমি পুনঃ পুনঃ কহিলাম রাজন্! আমি আপনার পুত্রবধূ কিন্তু তিনি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া আমার প্রতি বল প্রকাশ করিয়াছেন। দেব! আমার এই অপরাধ, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। দেখুন স্ত্রীলোকের বল কদাচ পুরুষের অনুরূপ হইতে পারে না।

মহাত্মা নলকূবর রম্ভার মুখে এই কথা শুনিয়া অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং ধ্যানবলে রাবণের এই ঘৃণিত কার্য্য সম্যক জানিতে পারিয়া ক্রোধারুণ লোচনে যথাবিধি আচমন পূর্ব্বক এইরূপ অভিসম্পাত করিলেন, ভদ্রে! রাবণ তোমার অনিচ্ছায় তোমার প্রতি বলপ্রয়োগ করিয়াছে। অতঃপর সে এইরূপ গর্হিত কার্য্য আর করিতে পারিবে না।

যদি সে কামার্ত্ত হইয়া কখন কোন স্ত্রীলোকের অনিচ্ছায় তাঁহার প্রতি বলপ্রয়োগ করে তবে তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক শতধা চূর্ণ হইয়া পড়িবে।

জ্বলদঙ্গারকল্প নলকূবর এইরূপ অভিসম্পাত করিবামাত্র দেবদুন্দুভি ধ্বনিত ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ নলকূবরের প্রদত্ত এই অভিশাপের কথা জানিতে পারিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। তদবধি রাবণও কোন স্ত্রীলোককে তাহার অনিচ্ছায় তাহার প্রতি আর বল-প্রয়োগ করিত না। তৎকালে সে যে সমস্ত পতিপরায়ণাকে আনিয়াছিল তাহারা এই প্রীতিকর নলকূবরশাপ সংবাদ শুনিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইল।

সপ্তবিংশ সর্গ।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ গিরিবর কৈলাস হইতে সসৈন্যে ইন্দ্রলোকে উপস্থিত হইল। যখন রাক্ষসসৈন্যেরা চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া গমন করিতে ছিল তখন দেবলোক মধ্যে উচ্ছ্বলিত সমুদ্রের গভীর গর্জ্জনের ন্যায় একটা ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। দেবরাজ ইন্দ্র রাবণের উপস্থিতি সংবাদ পাইয়া আসন হইতে বিচলিত হইলেন এবং আদিত্যাদি দেবগণকে কহিলেন, তোমরা দুরাত্মা রাবণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য এখনই প্রস্তুত হও। তখন যুদ্ধার্থী দেবগণ বর্ম্ম ধারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ইন্দ্রও রাবণের ভয়ে অতিমাত্র কাতর হইয়া দীনমনে বিষ্ণুর নিকট গিয়া কহিলেন, দেব! রাবণ অতি বলবান। সে আমার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আসিয়াছে, বল এখন আমি কি করিব। দেখ, সে কেবল প্রজাপতি ব্রহ্মার বরেই প্রবল। ব্রহ্মার কথার অন্যথাচরণ করাও আমাদের উচিত হইতেছে না। অতএব আমি যেমন পূর্ব্বে তোমার বাহুবলে নমুচি বৃত্র বলি নরক ও শম্বরকে বিনাশ করিয়াছিলাম

সেইরূপ তোমারই বলে ইহাকেও বিনাশ করিতে চাই। দেবদেব! এই ত্রিলোক মধ্যে একমাত্র তুমিই আমার আশ্রয়। তুমি শ্রীমান নারায়ণ ও সনাতন পদ্মনাভ। তুমি এই সমস্ত লোকের সহিত আমাকে স্থাপন করিয়াছ। তুমি এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বের স্রষ্টা। প্রলয় দশায় তোমাতেই সমস্ত জীবজন্তু প্রবেশ করিয়া থাকে। অতএব তুমি বল আমি কিরূপে জয়ী হইব এবং ইহাও বল তুমি স্বয়ং অসি ও চক্র লইয়া রাবণের সহিত যুদ্ধ করিবে কি না?

তখন দেবাদিদেব বিষ্ণু নির্ভয়ে কহিলেন, দেবরাজ! এখন কি করা উচিত কহিতেছি শুন। দুরাত্মা রাবণ বরলাভে দুর্জয় হইয়াছে। এখন দেবাসুরও তাহাকে পরাজয় বা বধ করিতে পারিবে না। আমি সহজ জ্ঞানে বুঝিতেছি ঐ রাক্ষস পুত্র মেঘনাদকে আশ্রয় করিয়া তোমাদের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিবে। তুমি এক্ষণে যে জন্য আমায় আসিয়া অনুরোধ করিতেছ আমি কোনও মতে তাহাতে সম্মত হইতে পারি না। দেখ, আমি শত্রুনাশ না করিয়া কদাচ যুদ্ধ হইতে ফিরি না, কিন্তু রাবণ প্রজাপতি ব্রহ্মার বরে সুরক্ষিত, সুতরাং এখন তাহাকে পরাজয় করিবার আশা আমার কিছুমাত্র নাই। দেবরাজ! আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি অতঃপর আমিই তাহার মৃত্যুর কারণ হইব। আমি তাহাকে সগণে

সংহার করিয়া তোমাদিগকে আনন্দিত করিব। দেখ, এই আমি তোমাকে সমস্ত গূঢ় কথা কহিলাম। তুমি এক্ষণে দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও'।

অনন্তর রুদ্র আদিত্য বসু মরুদ্গণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় বর্ম্ম-ধারণ করিয়া রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য নির্গত হইলেন। তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। রাবণের সৈন্যগণ জাগরিত হইয়া কোলাহল করিতেছিল। উহারা দেবগণকে আসিতে দেখিয়া হৃষ্টমনে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। রাক্ষসসৈন্য অপরিচ্ছিন্ন, তদ্দৃষ্টে সুরসৈন্যগণ ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। রাবণের ঘোরদর্শন সচিবগণ সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইল। মারীচ, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব, মহোদর, অকম্পন, নিকুম্ভ, শুক, সারণ, সংহ্রাদ, ধূমকেতু, মহাদংষ্ট্র, ঘটোদর, জম্বুমালী, মহাহ্রাদ, বিরূপাক্ষ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, দুর্ম্মুখ, দূষণ, খর, ত্রিশিরা, করবীরাক্ষ, সূর্য্যশত্রু, মহাকায়, অতিকায়, দেবান্তক ও নরান্তক এই সমস্ত মহাবীর রাক্ষসে বেষ্টিত হইয়া সুমালী রণস্থলে প্রবেশ করিল। সে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বায়ু যেমন মেঘকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে সেইরূপ নানারূপ সুশাণিত অস্ত্র শস্ত্রে দেবগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। দেবতারাও সিংহনিপীড়িত মৃগের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলেন।

ইত্যবসরে অষ্টম বসু মহাবীর সাবিত্র রণস্থলে প্রবেশ করিলেন। উহাঁর সমভিব্যাহারে বহুসংখ্য অস্ত্রধারী সৈন্য। উহাঁকে দেখিয়া রাক্ষসেরা ভীত হইল। পরে ত্বষ্টা ও পূষা অকুতোভয়ে স্বস্ব সৈন্য লইয়া রণস্থলে আগমন করিলেন। রাক্ষসগণের কীর্ত্তি উহাদের কিছুতেই সহ্য হইতেছে না। দেবরাক্ষস সমবেত হইবামাত্র ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। পরস্পর পরস্পরকে অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। এই অবসরে মহাবীর সুমালী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সুরসৈন্যের অভিমুখী হইল এবং বায়ু যেমন মেঘকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে সেইরূপ বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা সুরসৈন্যকে নষ্ট করিতে লাগিল। দেবতারা ক্ষতবিক্ষত হইয়া রণস্থলে আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না। তখন অষ্টম বসু সাবিত্র ক্রোধভরে রথসৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং স্ববিক্রমে সমরোন্মত্ত সুমালীকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। উভয়েই যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ। মহাত্মা বসু বহু-সংখ্য শরে ক্ষণমধ্যে সুমালীর অন্তরীক্ষচর রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং উহাকে বিনাশ করিবার জন্য দীপ্তমুখ কালদণ্ডোপম এক গদা লইয়া উহার মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ উল্কাসদৃশ গদা পতনকালে পর্ব্বতোপরি ইন্দ্রমুক্ত ঘোররাবী বজ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন সুমালীর মস্তক

ও অস্থিমাংসের কোন চিহ্নই দৃষ্ট হইল না। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসগণ পরস্পর আর্ত্তরব সহকারে পলায়ন করিতে লাগিল। বসু উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। রাক্ষসগণের মধ্যে তৎকালে আর কেহই রণস্থলে তিষ্ঠিতে পারিল না।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

অনন্তর রাবণের আত্মজ মহাবল মেঘনাদ সুমালীকে বিনষ্ট ও স্বসৈন্য শরপীড়িত ও পলায়মান দেখিয়া অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং সমস্ত রাক্ষসকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন বনের অভিমুখে যায় সেইরূপ কামগামী রথে সুরসৈন্যের অভিমুখে ধাবমান হইল। দেবগণ উহাকে দেখিয়াই চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তৎকালে কেহই ঐ যুদ্ধার্থী মহাবীরের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। তখন সুররাজ ইন্দ্র ভয়ভীত দেবগণকে কহিলেন, তোমরা ভয় পাইও না, পলায়ন করিও না, প্রতিনিবৃত্ত হও ;এই আমার দুর্জয় পুত্র জয়ন্ত যুদ্ধার্থ রণস্থলে প্রবেশ করিতেছেন।

অনন্তর ইন্দ্রতনয় জয়ন্ত সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। দেবতারা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া মেঘনাদের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দেবরাক্ষসের অনুরূপ ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মেঘনাদ সারথি মাতলির পুত্র গোমুখকে লক্ষ্য করিয়া শর বর্ষণ করিতে লাগিল। জয়ন্তও তাহার সারথিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ রোষ স্ফারিত নেত্রে উহাঁর

প্রতি শরবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং সুরসৈন্যকে লক্ষ্য করিয়া শতঘ্নী মুসল প্রাস গদা পরশু প্রভৃতি শাণিত অস্ত্রশস্ত্র ও গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ঐ সময় লোক সকল ব্যথিত হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে ঘোরতর অন্ধকার। দেবসৈন্য সকল মেঘনাদের শরে অতিশয় কাতর ও অসুস্থ হইল, এবং জয়ন্তকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলাইতে লাগিল। সকলে ইতস্ততঃ বিপর্য্যস্ত, তৎকালে আত্মপর বিবেচনা আর কাহারই নাই। সকলই অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও বিমোহিত। দেবতা দেবতাকে এবং রাক্ষস রাক্ষসকে প্রহার করিতেছে। ইত্যবসরে দৈত্যরাজ মহাবীর্য্য পুলোমা জয়ন্তকে লইয়া রণস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন। সচী তাঁহার কন্যা এবং জয়ন্ত দৌহিত্র। তিনি জয়ন্তকে লইয়া মহাসাগরে প্রবেশ করিলেন। তখন দেবগণ জয়ন্তকে বিনষ্ট বুঝিয়া বিমর্ষভাবে ব্যথিতমনে পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। মেঘনাদও স্বসৈন্যে পরিবৃত হইয়া ক্রোধভরে উহাঁদের অনুসরণ এবং ঘন ঘন গর্জ্জন করিতে লাগিল। তখন সুররাজ ইন্দ্র পুত্র জয়ন্তকে বিনষ্ট ও দেবগণকে পলায়মান দেখিয়া মাতলিকে কহিলেন, তুমি শীঘ্র রথ লইয়া আইস। আদেশমাত্র মাতলি ভীমদর্শন দিব্য রথ মহাবেগে আনয়ন করিলেন। বিদ্যুদ্দামশোভিত মহাবল মেঘসকল বায়ুবেগে উত্তেজিত হইয়া ঘোররবে রথের সম্মুখে গর্জ্জন করিতে

লাগিল। গন্ধর্ব্বেরা নিবিষ্টমনে বাদ্য বাদন এবং অপ্সরা সকল নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। ইন্দ্রদেব সশস্ত্রে রুদ্র বসু আদিত্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও মরুদ্গণে পরিবৃত হইয়া নির্গত হইলেন। তৎকালে বায়ু খরবেগে বহিতে লাগিল। সূর্য্য নিষ্প্রভ, উল্কাপাত আরম্ভ হইল। ঐ সময় প্রবলপ্রতাপ রাবণও এক উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিল। উহা বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত, মহাকায় ভীষণ অজগর সকল উহা বেষ্টন করিয়া আছে। তাহাদের নিশ্বাসবায়ুতে যেন সমস্ত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। ঐ দিব্য রথ দৈত্য ও রাক্ষসে পরিবৃত হইয়া রণস্থলে ইন্দ্রের অভিমুখে চলিল।

অনন্তর রাবণ মেঘনাদকে বিশ্রামার্থ আদেশ করিয়া স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। মেঘনাদ রণস্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। দেবগণ রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মেঘ হইতে যেমন ধারাপাত হয় উহাঁরা সেইরূপে অস্ত্রবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তৎকালে দুরাত্মা কুম্ভকর্ণ কাহার সহিত যে যুদ্ধ হইতেছে কিছুই জানে না। সে হস্ত পদ দণ্ড শক্তি তোমর ও মুদ্গার যে কোন অস্ত্র দ্বারা হউক দেবগণকে প্রহার করিতে লাগিল। মহাঘোর রুদ্রগণ মরুদ্গণের সহিত মিলিত হইয়া বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা কুম্ভকর্ণকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিলেন। রাক্ষসসৈন্য প্রহারভয়ে কাতর হইয়া পলাইতে লাগিল।

উহাদের মধ্যে কেহ বিনষ্ট, কেহ ছিন্ন হইয়া ভূপৃষ্ঠে লুণ্ঠিত হইতেছে, কেহ পতনকালে বাহনে সংলগ্ন ও লম্বিত। অনেকে রথ হস্তী খর উষ্ট্র উরগ অশ্ব শিশুমার ও বরাহদিগকে আলিঙ্গন করিয়া মূর্চ্ছিত ছিল। তাহারা মূর্চ্ছাভঙ্গে উত্থিত হইল। অনেকে সুরগণের অস্ত্রে মৃত্যুগ্রাসে পড়িতে লাগিল। ঐ সমস্ত রাক্ষসের যুদ্ধচেষ্টা চিত্রকার্য্যের ন্যায় আশ্চর্য্যকর হইয়া উঠিল। রণস্থলে রক্তনদী বহিতে লাগিল। অস্ত্রশস্ত্র উহার নক্র কুম্ভীর এবং উহা কাক ও গৃধ্রগণে আকুল।

তখন রাবণ স্বসৈন্য এইরূপ বিনষ্ট দেখিয়া অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং সুরসৈন্যমধ্যে অবগাহন পূর্ব্বক ইন্দ্রের অভিমুখে চলিল। ইন্দ্র ঘোররবে শরাসন আকর্ষণ করিলেন। উহার টঙ্কারশব্দে দশদিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। ইন্দ্র রাবণের মস্তক লক্ষ্য করিয়া অগ্নিকল্প শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। রাবণও উঁহার প্রতি শরনিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল। উভয়ের শরপাতে চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তৎকালে আর কিছুই অনুভূত হইল না।

একোনত্রিংশ সর্গ।

চতুর্দ্দিকে ঘোর অন্ধকার। দেবতা ও রাক্ষসেরা বলমদে উন্মত্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। কেবল ইন্দ্র রাবণ ও মেঘনাদ এই তিন জন ঐ অন্ধকারে বিমোহিত হইলেন না। রাবণ ক্ষণকাল মধ্যে আপনার বহুসংখ্য সৈন্য বিনষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং ঘোররবে সিংহ-নাদ করিতে লাগিল। পরে ঐ মহাবীর ক্রোধভরে সারথিকে কহিল, দেখ, যে অবধি দেবসৈন্য আছে তুমি সেই পর্য্যন্ত আমাকে মধ্যস্থল দিয়া লইয়া চল। আমি আজই স্ববিক্রমে দেবগণকে বিনষ্ট করিব। আমি ইন্দ্র বরুণ কুবের ও যম সকলকেই বিনাশ করিব। আমি দেবগণকে বিনাশ করিয়া সর্ব্বোপরি অবস্থান করিব। সারথি! তুমি বিষণ্ন হইও না, শীঘ্র আমার রথ লইয়া চল। আমি পুনরায় তোমায় কহিতেছি, তুমি যে অবধি দেবসৈন্য আছে সেই পর্য্যন্ত আমায় লইয়া চল। আমরা এখন যেস্থানে আছি ইহা নন্দন কানন। যথায় উদয় পর্ব্বত তুমি আমায় সেই স্থানে লইয়া চল। তখন সারথি বেগগামী অশ্বগণকে প্রতিপক্ষ সৈন্যের

মধ্য দিয়া চালাইতে লাগিল। ঐ সময় সুররাজ ইন্দ্র উহার অভিপ্রায় বুঝিয়া দেবগণকে কহিলেন, সুরগণ! এক্ষণে আমি যাহা শ্রেয়স্কর বুঝিতেছি তাহা শুন। তোমরা গিয়া এই রাবণকে জীবদ্দশায় গ্রহণ কর। ঐ মহাবল পর্ব্বকালীন তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের ন্যায় মহাবেগে সৈন্যমধ্য দিয়া যাইবে। তোমরা যুদ্ধে যত্নবান হও, আজ আমরা উহাকে ধরিব। ঐ বীর বরলাভে সম্পূর্ণ নির্ভয়, আজ উহাকে বধ করা দুঃসাধ্য। যেমন দানবরাজ বলি নিরুদ্ধ হওয়াতে আমি ত্রিলোকরাজ্য ভোগ করিতেছি তদ্রূপ আজ এই পাপাত্মাকে নিরোধ করা আমার ইচ্ছা।

অনন্তর ইন্দ্র রাবণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গিয়া রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে রাবণ উত্তর পার্শ্ব দিয়া সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল। ইন্দ্রও দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। রাবণ দেবসৈন্যের প্রতি শরবর্ষণ পূর্ব্বক শতযোজন প্রবেশ করিল। ইত্যবসরে ইন্দ্র স্বসৈন্য উচ্ছিন্নপ্রায় দেখিয়া ধীরভাবে রাবণকে নিবৃত্ত করিলেন। দানব ও রাক্ষসেরা ইন্দ্রের নিকট রাবণকে পরাস্ত দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। তখন মেঘনাদ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক সুরসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। সে দেখিল সম্মুখযুদ্ধে দেবসৈন্যকে পরাজয় করা দুঃসাধ্য। ঐ

মহাবীর রুদ্র হইতে লব্ধ মায়া আশ্রয় করিল এবং দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইল। ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র মেঘনাদকে আর দেখিতে পাইলেন না। মেঘনাদের দেহে আর বর্ম্ম নাই। মহাবল দেবতারা প্রহার করিলেও সে নির্ভয়। পরে ঐ বীর সুরসারথি মাতলিকে শরাঘাত করিয়া ইন্দ্রের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন ইন্দ্র রথ ও সারথিকে পরিত্যাগ করিয়া ঐরাবতে আরোহণ পূর্ব্বক মেঘনাদকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। মেঘনাদ মায়াবলে অদৃশ্য হইয়া অন্তরীক্ষে বিচরণ করিতেছে। সে ইন্দ্রকে মায়ায় মোহিত করিয়া তাঁহার প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। ইন্দ্র শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। মেঘনাদও উহাঁকে মায়াপ্রভাবে বন্ধন করিয়া স্বসৈন্যের অভিমুখে আনয়ন করিল। দেবগণ রণস্থল হইতে ইন্দ্রকে বলপূর্ব্বক নীয়মান দেখিয়া ভাবিলেন, এ কি! ইন্দ্র মায়াসংহার বিদ্যা জানেন, তথাচ ইনি মায়াবলে বলপূর্ব্বক নীয়মান হইতেছেন, অথচ মেঘনাদ অদৃশ্য, ইহার কারণ কি!

ঐ সময় দেবতারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রাবণের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রাবণ আদিত্য ও বসুগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল কিন্তু শত্রুশরে নিপীড়িত হইয়া যুদ্ধে তিষ্ঠিতে পারিল না। ঐ রাক্ষসবীর প্রহারব্যথায় নিপীড়িত ও অতিশয়

ম্লান। তদ্দৃষ্টে ইন্দ্রজিৎ উহার সম্মুখীন হইয়া কহিল পিতঃ! এক্ষণে আইস, চল আমরা যাই, যুদ্ধে আর কাজ নাই, জানিও আমাদেরই জয় হইয়াছে। তুমি নিশ্চিন্ত ও সুস্থ হও। যিনি সুরসৈন্যের ও ত্রিলোকের প্রভু আমি তাঁহাকে সুরসৈন্য মধ্য হইতে লইয়া আসিয়াছি। এক্ষণে দেবগণের দর্পচূর্ণ। তুমি স্ববলে শত্রু দমন করিয়া ত্রিলোকের অধীশ্বর হও। যুদ্ধশ্রমে আর প্রয়োজন কি, এখন যুদ্ধ করা নিষ্ফল।

অনন্তর দেবতারা যুদ্ধে বিরত হইলেন এবং সকলে ইন্দ্র ব্যতীত প্রস্থান করিলেন। রাবণ সমরনিবৃত্ত পুত্র ইন্দ্রজিতের মুখে এই কথা শুনিয়া আদর সহকারে কহিল, বৎস! তুমি অনুরূপ বিক্রমে আমার বংশগৌরব বৃদ্ধি করিয়াছ, আজ তুমিই স্বীয় বাহুবলে দেবগণকে ও ইন্দ্রকে পরাজয় করিলে। এক্ষণে রথ আনয়ন কর। তুমি সসৈন্যে ইন্দ্রকে লইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক নগরে যাও আমিও, তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সচিবগণের সহিত হৃষ্টমনে শীঘ্র যাইতেছি। তখন ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রকে লইয়া সসৈন্যে সবাহনে গৃহে গমন করিল এবং গৃহে গিয়া যুদ্ধশ্রান্ত রাক্ষসগণকে বিশ্রাম করিবার জন্য বিদায় দিল।

ত্রিংশ সর্গ।

রাবণের পুত্র মেঘনাদ মহাবল ইন্দ্রকে পরাজয় করিলে দেবগণ ব্রহ্মাকে অগ্রে লইয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ ভ্রাতাও পুত্রগণে বেষ্টিত হইয়া সভা মধ্যে উপবিষ্ট হইশা আছে। ইত্যবসরে ব্রহ্মা উহার সন্নিহিত হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে সাধুবাদ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস রাবণ! যুদ্ধে তোমার পুত্র মেঘনাদের বলবীর্য্য দেখিয়া আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। আশ্চর্য্য ইহার বিক্রম ও ঔদার্য্য। এই মহাবীর তোমার তুল্য বা তোমা অপেক্ষা অধিকও হইতে পারে। তুমি স্বতেজে ত্রিলোক পরাজয় করিয়াছ, তোমার প্রতিজ্ঞা সফল হইয়াছে, এক্ষণে আমি তোমার ও তোমার পুত্র মেঘনাদের উপর সন্তুষ্ট হইলাম। এই মহাবল মেঘনাদ অতঃপর জগতে ইন্দ্রজিৎ এই নামে প্রখ্যাত হইবে। তুমি যাহাকে আশ্রয় করিয়া দেবগণকে বশীভুত করিলে সেই মেঘনাদ অতঃপর যুদ্ধে দুর্জ্জয় হইবে। বীর! এক্ষণে তুমি দেবরাজ ইন্দ্রকে পরিত্যাগ কর এবং এই জন্য তুমি দেবগণের নিকট কি প্রার্থনা কর তাহাও বল।

ইন্দ্রজিৎ কহিল, দেব! যদি ইন্দ্রকে মুক্ত করিতে হয় তবে

আমায় অমরত্ব প্রদান করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, বীর! পৃথিবীতে পশু পক্ষী মনুষ্য প্রভৃতি কোন জীবেরই এক কালে অমরত্ব নাই! তোমার আর যদি কিছু প্রার্থনা করিবার থাকে তো বল। ইন্দ্রজিৎ কহিল, ভগবন্! যদি এককালে অমরত্ব না পাই তবে ইন্দ্রের মুক্তির উদ্দেশে আর যা কিছু প্রার্থনা আছে শুনুন। আমি যখন নিয়ম পূর্ব্বক মন্ত্র দ্বারা অগ্নির পূজা করিয়া শত্রুকে জয় করিবার জন্য রণস্থলে যাইব তখন আমার জন্য অগ্নি হইতে অশ্বযুক্ত রথ উত্থিত হইবে। সেই রথে অবস্থান করিলে পর আমাকে আর কেহই বধ করিতে পারিবে না এই আমার প্রার্থনা। আর যদি অগ্নির পূজা উপলক্ষে জপ হোম সমাপন না করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই তবেই বিনষ্ট হইব। দেব! সকলেই তপোবলে অমরত্ব প্রার্থনা করে আমি বিক্রমে তাহা পাইবার ইচ্ছা করিতেছি।

ব্রহ্মা কহিলেন, বীর! তোমার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। অনন্তর ইন্দ্র শত্রুহস্ত হইতে বিমুক্ত হইলেন। দেবতারাও সুরলোকে প্রস্থান করিলেন। তদবধি ইন্দ্র দীনভাবাপন্ন চিন্তাপর ও অত্যন্ত বিমনা হইলেন। একদা ব্রহ্মা উহাঁর এইরূপ ভাবান্তর উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, ইন্দ্র! তুমি পূর্ব্বে কেন দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলে? দেখ, আমি বুদ্ধিযোগে প্রজাসৃষ্টি করিয়াছিলাম। উহাদের বর্ণ বাক্য ও বয়স একই প্রকার।

কোনও বিষয়ে উহাদিগের কিছু মাত্র ইতর বিশেষ ছিল না। পরে আমি একাগ্রমনে উহাদের বিষয় চিন্তা করিলাম এবং অল্প বৈলক্ষণ্য সম্পাদনের জন্য একটী স্ত্রী সৃষ্টি করিলাম। পরে আমি প্রজাদিগের শরীরগত যা কিছু বৈলক্ষণ্য ঐ স্ত্রীতে তাহার সমাবেশ করিয়া দিলাম। সে রূপবতী ও গুণবতী হইল। বৈরূপ্যের নাম হল।' বৈরূপ্য হইতে যাহা উদ্ভূত তাহা হল্য। ঐ স্ত্রীর হল্য বা বিরূপতা কিছুই ছিল না এই জন্য উহার নাম অহল্যা হইল। আমি ঐ নামেই তাহাকে আহ্বান করিলাম। সুররাজ! ঐ স্ত্রী সৃষ্টি করিবার পর ভাবিলাম অতঃপর এই স্ত্রী কাহার ভার্য্যা হইবে। কিন্তু তুমি 'দেবগণের অধিপতি, তন্নিবন্ধন তুমি অহল্যাকে তোমারই স্ত্রী বলিয়া স্থির কর। পরে আমি ঐ অহল্যাকে মহর্ষি গৌতমের হস্তে বহু বৎসরের জন্য ন্যাসস্বরূপ অর্পণ করিয়াছিলাম। তিনিও পরিশেষে আবার আমায় প্রত্যর্পণ করেন। তখন আমি গৌতমের ধৈর্য্য ও তপঃসিদ্ধির বিষয় অবগত হইয়া অহল্যাকে পত্নী-রূপে ব্যবহারার্থ তাঁহাকে প্রদান করিলাম। ঐ ধর্ম্মাত্মাও উহাকে পাইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। দেবতারা অহল্যালাভে নিরাশ হইলেন। দেবরাজ! তুমিও ক্রোধ ও কামের বশীভূত হইয়া গৌতমের আশ্রমে গমন পূর্ব্বক প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় ঐ স্ত্রীকে দেখিতে পাও

এবং তাহাকে দূষিত কর। ঐ সময় মহর্ষি গৌতম তোমাকে দেখিয়াছিলেন এবং তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তোমায় অভিসম্পাত করেন। তজ্জন্যই তোমার এইরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে। গৌতম কহিয়াছিলেন, ইন্দ্র! যখন তুমি নির্ভয়ে আমার পত্নীকে দূষিত করিলে তখন যুদ্ধে নিশ্চয় শত্রুর হস্তগত হইবে। আর তুমি এই স্থানে যেরূপ দূষিত ভাবের সূত্রপাত করিলে মনুষ্যলোকেও ইহার সুপ্রচার হইবে কিন্তু যে ব্যক্তি এই কার্য্যের কর্ত্তা পাপের অর্দ্ধাংশ তাহার এবং অপরার্দ্ধ তোমার হইবে। অতঃপর তোমার এই ইন্দ্রত্ব পদও আর স্থায়ী হইবে না। যখন যে ব্যক্তি ইন্দ্রত্ব লাভ করিবে তখন সে কদাচ এই পদে স্থায়ী হইবে না। আমারএই অভিসম্পাত। তৎকালে গৌতম অহল্যাকেও যথোচিত ভৎসনা করিয়া কহিলেন, দুর্বিনীতে! তুই আমার এই আশ্রমে বিরূপ হইয়া থাক্। তুই যখন রূপযৌবনসম্পন্না হইয়া এইরূপ চপলস্বভাব হইয়াছিস্ তখন এই জীবলোকে তোর ন্যায় অনেকেই রূপবতী হইবে। অতঃপর কেবল তুই আর সুরূপা থাকিবি না। যখন কেবল তোর রূপে ইন্দ্রের এইরূপ চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়াছে তখন এইপ্রকার রূপ সকল লোকই অধিকার করিবে সন্দেহ নাই। তদবধি সকলেই সমধিক রূপবান হইয়াছে।

পরে অহল্যা গৌতমকে কহিলেন, তপোধন! ইন্দ্র তোমার রূপ পরিগ্রহ করিয়া আমায় উপগত হইয়া ছিলেন। আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক এই পাপাচরণ করি নাই। আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

গৌতম কহিলেন, ইক্ষ্বাকুবংশে রাম নামে প্রথিত এক মহারথ জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি মনুষ্যরূপী স্বয়ং বিষ্ণু। সেই রাম ব্রাহ্মণের উপকারার্থ বনপ্রস্থান করিয়া যখন এই আশ্রমে তোমায় দর্শন দিবেন তখন তুমি পবিত্র হইবে। তুমি যে দুষ্কর্ম্ম করিলে ইহা হইতে উদ্ধার করিতে একমাত্র তিনিই সমর্থ। তুমি এই আশ্রমে তাঁহার আতিথ্য সৎকার করিয়া পরে আমার নিকট যাইবে এবং আমার সহিত একত্র বাস করিবে। এই বলিয়া গৌতম প্রস্থান করিলেন এবং অহল্যাও অতি কঠোর তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্র! মহর্ষি গৌতমের অভিশাপেই তোমার এইরূপ দুর্ঘটনা হইয়াছে। তুমি পূর্ব্বে যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলে তাহা স্মরণ করিয়া দেখ। তুমি সেই কারণে বিপক্ষের হস্তগত হইয়াছ। অতএব এক্ষণে সমাহিত হইয়া শীঘ্র বৈষ্ণব যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। তদ্দ্বারা পবিত্র হইলে তবে তুমি স্বর্গে যাইতে পারিবে। আর তোমার পুত্র জয়ন্ত যুদ্ধে বিনষ্ট হন নাই। দানবরাজ পুলোমা তাঁহাকে সমুদ্রগর্ভে লইয়া গিয়াছেন।

ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া বৈষ্ণব যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন এবং ইহার প্রভাবে স্বর্গে গিয়া পুনর্বার রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। রাম! এই আমি তোমার নিকট ইন্দ্রজিতের বলবিক্রমের কথা কহিলাম, অন্য লোকের কথা দূরে থাক সেই বীর ইন্দ্রকেও পরাজয় করিয়াছিল। রাম ও লক্ষ্মণ অগস্ত্যের নিকট এই অদ্ভুত ব্যাপার শুনিয়া কহিলেন, ইন্দ্রজিতের বলবীর্য্য অতি বিস্ময়কর। রামের পার্শ্বস্থ বিভীষণ কহিলেন, পূর্ব্বে যে ব্যাপার দেখিয়াছিলাম আজ তাহা স্মরণ হইল, ইহার কিছুই মিথ্যা নহে! রাম কহিলেন, তপোধন! আমি যাহা শুনিলাম ইহা সমস্তই সত্য।

একত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর রাম মহর্ষি অগস্ত্যকে প্রণাম করিয়া বিস্ময়ভরে পুনর্ব্বার কহিলেন।' ভগবন্! যখন নিষ্ঠুর রাবণ পৃথিবীতে অত্যাচার করিয়া বেড়াইত তখন কি ইহা বীরশূন্য ছিল। ক্ষত্রিয় রাজা বা অন্য জাতীয় কোন রাজা কি পৃথিবীতে ছিল না। অথবা যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা রাবণের বাহুবলে পরাজিত দিব্যাস্ত্রজ্ঞানশূন্য ও নিবীর্য্য ছিলেন।

অগস্ত্য রামের এই কথায় হাস্য করিয়া কহিলেন, রাজন্! রাবণ রাজগণকে নিপীড়িত করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিত। একদা সে স্বর্গপুরীসদৃশ মাহিষ্মতী নগরীতে উপস্থিত হয়। তথায় ভগবান অগ্নি নিরন্তর শরকুণ্ডে অধিবাস করিতেন। ইহাঁর প্রভাবে তথাকার রাজা মহাবীর্য্য অর্জ্জুন ইহাঁরই ন্যায় অনের অসহনীয় ছিলেন। যখন রাবণ মাহিষ্মতীতে উপস্থিত হয় সেই দিন ঐ হৈহয়রাজ রমণীগণের সহিত নর্ম্মদা-বিহারে নির্গত হইয়াছিলেন। রাবণ পুরঃপ্রবেশ করিয়া উহাঁর অমাত্যগণকে জিজ্ঞাসা করিল, এখন রাজা অর্জ্জুন কোথায়? তোমরা শীঘ্র বল। আমি রাবণ; তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার

জন্য আসিয়াছি। তোমরা তাঁহাকে আমার উপস্থিতি সংবাদ দেও। বিচক্ষণ অমাত্যেরা কহিল, রাজা অর্জুন নর্ম্মদা-বিহারে নির্গত হইয়াছেন। তখন রাবণ তথা হইতে হিমাচল-তুল্য বিন্ধ্যাগিরিতে উপস্থিত হইল। ঐ পর্ব্বত পৃথিবী ভেদ করিয়া মেঘের ন্যায় আকাশে প্রসারিত হইয়া আছে। উহার শৃঙ্গ বহুসংখ্য ও গগনস্পর্শী। গহ্বরে সিংহ ব্যাঘ্র সকল নিরন্তর বাস করিতেছে। ভৃগু-প্রদেশ-পতিত জলরাশির শব্দে উহা যেন অট্টহাস্য করিয়া চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে। উহা দেব দানব গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও অপ্সরোগণের আবাসস্থান। উহা স্বর্গতুল্য, স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ জলরাশি বেগে নিঃসৃত হওয়াতে উহা লোলজিহ্ব ফণমণ্ডলশোভিত অনন্ত দেবের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। উহা অতি উচ্চ। রাবণ ঐ বিন্ধ্যাচল দেখিতে দেখিতে নর্ম্মদা নদীতে চলিল। নর্ম্মদা বিন্ধ্যাগিরি হইতে নিঃসৃত হইয়া পশ্চিম সমুদ্রে পড়িতেছে। উহার পবিত্র জলরাশি প্রস্তরস্তূপে প্রতিঘাত পাইয়া চঞ্চলভাবে চলিয়াছে। সিংহ সৃমর শার্দ্দূল ভল্লুক ও হস্তী সকল উত্তাপতপ্ত ও তৃষার্ত্ত হইয়া উহার স্রোত আলোড়িত করিতেছে। চক্রবাক হংস কারণ্ডব জলকুক্কুট ও সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ সর্ব্বদা উন্মত্ত হইয়া উহার বক্ষে কলরব করিতেছে। নর্ম্মদা সুন্দরী রমণীর ন্যায় শোভমান। তীরস্থ কুসুমিত বৃক্ষ উহার আভরণ,

চক্রবাকযুগল দুইটী স্তন, বিস্তীর্ণ পুলিন জঘনদেশ, হংসশ্রেণী মেখলা, কুসুমরেণু অঙ্গরাগ, ফেনরাজি নির্ম্মল বস্ত্র, এবং প্রস্ফুটিত পদ্ম দুইটী রমণীয় চক্ষু। অবগাহনে উহার সর্ব্বাঙ্গীণ স্পর্শসুখ অনুভূত হয়। রাক্ষসরাজ রাবণ পুষ্পক হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক সরিদ্বরা নর্ম্মদায় অবতরণ করিল এবং উহার মুনিজনশোভিত সুদৃশ্য পুলিনে সচিবগণের সহিত উপবেশন পূর্ব্বক ইহাই গঙ্গা এই বলিয়া উহার বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিল। নর্ম্মদাদর্শনে রাবণের যার পর নাই হর্ষ উপস্থিত। সে শুক ও সারণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক সবিলাসে কহিল, দেখ, এই প্রচণ্ড সূর্য্য সহস্র রশ্মি দ্বারা সমস্ত জগৎ স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়া অন্তরীক্ষের মধ্যভাগ অলঙ্কৃত করিতেছেন। কিন্তু এখন তিনি আমাকে বিশ্রামার্থ এই নর্ম্মদাতীরে উপবিষ্ট দেখিয়া যেন চন্দ্রের ন্যায় শীতল ভাব ধারণ করিয়া আছেন। সুগন্ধি শ্রান্তিহারক বায়ু আমারই ভয়ে নর্ম্মদাজলসম্পর্কে সুস্নিগ্ধ হইয়া বহমান হইতেছে। আর এই সুখদা সরিদ্বরা নর্ম্মদা ভয়ার্ত্তা নারীর ন্যায় আমার নিকট মন্দপ্রবাহে বহিতেছে। সচিবগণ! তোমরা ইন্দ্রসম রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়াছ। তোমাদের সর্ব্বাঙ্গে শত্রুর রক্ত, চন্দনের ন্যায় লিপ্ত আছে। অতএব সার্ব্বভৌম প্রভৃতি মত্ত হস্তী সকল যেমন গঙ্গায় গিয়া পড়ে তদ্রূপ

তোমরা এই নর্ম্মদায় অবগাহন কর। তোমরা এই মহানদীতে স্নান করিয়া নিষ্পাপ হও ; এই অবসরে আমিও ইহার এই শরচ্চন্দ্রধবল পুলিনে বসিয়া শিবপূজা করি।

তখন প্রহস্ত শুক সারণ মহোদর ও ধূম্রাক্ষ প্রভৃতি সচিবেরা নর্ম্মদায় অবগাহন করিল। এই সমস্ত মহাবল রাক্ষস স্নান করিয়া রাবণের শিবপূজার জন্য পুষ্প আহরণ করিতে লাগিল। উহারা মুহূর্ত্তমধ্যে ঐ ধবলমেঘাকার পুলিনে একটী পুষ্পময় পর্ব্বত প্রস্তুত করিল। পরে রাক্ষসরাজ রাবণ প্রকাণ্ড হস্তী যেমন জাহ্নবীজলে অবতরণ করে সেইরূপ স্নানার্থ নর্ম্মদায় অবতরণ করিল এবং স্নান ও মন্ত্রজপ করিয়া তীরে উত্থিত হইল। অনন্তর আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে শিবপূজার জন্য স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা মূর্ত্তিমান পর্ব্বতের ন্যায় উহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। রাবণ যে যে স্থানে যাইতে লাগিল উহারা সেই সেই স্থানে স্বর্ণময় শিবলিঙ্গ উহার সঙ্গে সঙ্গে লইয়া চলিল। পরে রাবণ এক বালুকাবেদির উপর ঐ লিঙ্গ স্থাপন করিয়া অমৃতগন্ধী পুষ্প চন্দন দিয়া পূজা করিতে লাগিল। সে ঐ সাধুগণের বিঘ্ননাশন চন্দ্রময়ূখভূষণ বরপ্রদ রুদ্রের অর্চ্চনা করিয়া সামগান ও বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল।

দ্বাত্রিংশ সর্গ

রাক্ষসরাজ রাবণ যেস্থানে শিবপূজা করিতে ছিল উহার অদূরে মাহীষ্মতীপতি বীরবর অর্জ্জুন রমণীগণের সহিত জল-বিহার করিতে ছিলেন। তিনি করিণীমধ্যগত হস্তীর ন্যায় বহুসংখ্য স্ত্রীলোকের মধ্যে বিরাজ করিতে ছিলেন। উহাঁর হস্ত সহস্র সংখ্য। তিনি নিজের বাহুবল পরীক্ষা করিবার জন্য বাহুবেষ্টনে নর্ম্মদার স্রোত নিরোধ করিলেন। ইহা নিরুদ্ধ হইবামাত্র প্রতিস্রোতে প্রবাহিত হইল। স্রোতের জল নক্র মৎস্য মকরে পূর্ণ এবং উহাতে পুষ্প ও কুশাস্তরণ সকল ভাসিতেছে। উহা নিরুদ্ধ হইয়া বর্ষার প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। এবং অর্জ্জুনের নিয়োগেই যেন রাবণের শিবপূজার পুষ্প বেগে লইয়া চলিল। তখনও উহার শিবপূজা পরিসমাপ্ত হয় নাই। সে তাহা পরিত্যাগ করিয়া প্রতিকূল কান্তার ন্যায় বিপরীতগামিনী নর্ম্মদাকে দেখিতে লাগিল। ঐ সময় স্রোতোবেগ পশ্চিম দিক দিয়া পূর্ব্বদিকে সমুদ্রের উচ্ছ্বাসের ন্যায় বাড়িতেছিল। রাবণ নীরবে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা শুক ও সারণকে ইহার কারণ অনুসন্ধানে আদেশ

করিল। উহারাও তৎক্ষণাৎ আকাশপথ আশ্রয় পূর্ব্বক পশ্চিম দিকে যাইতে লাগিল এবং অর্দ্ধযোজন মাত্র গমন করিয়া দেখিল একটী পুরুষ রমণীগণের সহিত জলবিহার করিতেছে। তিনি শালবৃক্ষের ন্যায় উন্নত, তাঁহার কেশজাল স্রোতোবেগে আকুল, নেত্রের প্রান্তভাগ মদরাগে আরক্ত, মন মদাবেশে চঞ্চল। পর্ব্বত যেমন সহস্র পাদে পৃথিবীকে রোধ করিয়া থাকে তদ্রূপ তিনি সহস্র হস্তে ঐ নদীকে রোধ করিয়া আছেন। তিনি করিণীপরিবৃত কুঞ্জরের ন্যায় মদবিহ্বলা ষোড়শী নারীগণে পরিবেষ্টিত।

শুক ও সারণ ঐ অদ্ভুত পুরুষকে দেখিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রাবণকে কহিল, রাক্ষসরাজ! কোন এক প্রকাণ্ড শাল বৃক্ষাকার পুরুষ সেতুর ন্যায় নর্ম্মদা নদীর স্রোত অবরুদ্ধ করিয়া বহুসংখ্য রমণীর সহিত জলবিহার করিতেছে। নর্ম্মদা উহার সহস্র হস্ত দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় অনবরত জলোচ্ছ্বাস করিতেছে।

তখন রাবণ ঐ পুরুষকে মাহিষ্মতীপতি অর্জ্জুন বোধ করিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। এই অবসরে প্রচণ্ড বায়ু ধূলিজাল উড্ডীন করিয়া ঘোর রবে বহিতে লাগিল। মেঘ রক্তবর্ষণ পূর্ব্বক একবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল। কৃষ্ণকায় রাবণ মহোদর মহাপার্শ্ব ধূম্রাক্ষ শুক ও সারণের সহিত রাজা অর্জ্জু-

নের অভিমুখে চলিল এবং অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে নর্ম্মদার ঐ ভীষণ হ্রদে উপস্থিত হইল। দেখিল তথায় রাজা অর্জ্জুন রমণীগণের সহিত জলবিহার করিতেছেন। তখন ঐ রণ-গর্ব্বিত রাক্ষস রোষে আরক্তনেত্র হইয়া গম্ভীর স্বরে উহাঁর অমাত্যগণকে কহিল, তোমরা অবিলম্বে হৈহয়াধিপতিকে বল যে রাবণ যুদ্ধার্থ উপস্থিত। অমাত্যেরা রাবণের এই বাক্যে অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া কহিল, রাবণ! সাধু সাধু, তুমি যুদ্ধের কাল ঠিক বুঝিয়াছ। যে ব্যক্তি মদমত্ত হইয়া স্ত্রীগোষ্ঠীতে আছে তাহার সহিত যুদ্ধ করা কি উচিত? রাক্ষস-রাজ! আজ ক্ষমা কর, এই রাত্রিটা এই খানে কাটাইয়া দেও। যদি তোমার যুদ্ধ করিবার একান্তই ইচ্ছা থাকে তবে তাহা কল্য হইবে। অথবা যদি তোমার বলবতী যুদ্ধতৃষ্ণা নিবন্ধন কালবিলম্ব সহ্য না হয়, তবে আমাদিগকে বধ করিয়া রাজা অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

অনন্তর শুক সারণ প্রভৃতি রাক্ষসেরা রাজা অর্জ্জুনের অমাত্যগণকে বিনষ্ট ও ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া অনেককে ভক্ষণ করিল। নর্ম্মদাতীরে উভয় পক্ষে তুমুল কোলাহল উপস্থিত। অর্জ্জুনের অমাত্যগণ তোমর প্রাস ত্রিশূল বজ্র ও কর্পণাস্ত্র দ্বারা রাক্ষস-গণকে পীড়ন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। উহারা নক্র-মীনমকরসঙ্কুল সমুদ্রের ন্যায় দারুণ বেগ প্রদর্শন করিতে

লাগিল। প্রহস্ত শুক সারণ প্রভৃতি রাক্ষসেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্বতেজে অর্জুনের সৈন্যবিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইত্যবসরে কএকটা পুরুষ ভয়বিহ্বল হইয়া এই ব্যাপার ক্রীড়াপর অর্জুনের গোচর করিল। রাজা অর্জুন শুনিবামাত্র রমণীগণকে "ভয় নাই" এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক গঙ্গাজল হইতে দিগ্‌নাগ অঞ্জনের ন্যায় নর্ম্মদা হইতে উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি ক্রোধারুণ লোচনে যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। উহাঁর হস্তে স্বর্ণবলয়। তিনি সত্বর গদা উদ্যত করিয়া সূর্য্য যেমন অন্ধকারের অনুসরণ করে সেইরূপ দ্রুতবেগে রাক্ষসগণের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে বিন্ধ্য পর্ব্বত যেমন সূর্য্যের পথ অবরোধ করিয়া ছিল তদ্রূপ বিন্ধ্যবৎ অকম্প্য মহাবীর প্রহস্ত মুষল ধারণ পূর্ব্বক উহাঁর পথ অবরোধ করিল। এবং ঐ লৌহবদ্ধ ঘোর মুষল নিক্ষেপ করিয়া কৃতান্তবৎ ভীমরবে চিৎকার করিতে লাগিল। মুষলের চতুষ্পার্শ্বে অশোকপুষ্পশিখাসদৃশ জ্বলন্ত অগ্নি, উহা যেন স্বতেজে সমস্ত দগ্ধ করিতেছে। অর্জুন নির্ভয়ে ঐ মুষলপাতপথ হইতে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া উহা সম্পূর্ণ বিফল করিয়া দিলেন এবং পাঁচ শত হস্ত দ্বারা যাহা নিক্ষেপ করিতে হইবে এমন এক প্রকাণ্ড গদা বিঘূর্ণিত করিতে করিতে উহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। প্রহস্ত ঐ গদার প্রবল

প্রহারে বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তখন ধারীচ শুক সারণ মহোদর ও ধূম্রাক্ষ প্রহস্তকে পতিত দেখিয়া রণস্থ হইতে অপসৃত হইল। তদ্দৃষ্টে রাবণ রাজা অর্জ্জুনের অভিমুখে মহাবেগে আগমন করিল। অর্জ্জুনের বাহু সহস্র সংখ্যা এবং রাবণেরও বিংশতি হস্ত। উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তৎকালে উঁহারা তরঙ্গসঙ্কুল মহাসমুদ্রের ন্যায়, শিথিলমূল পর্ব্বতের ন্যায়, তেজঃপ্রদীপ্ত সূর্য্যের ন্যায়, বিশ্ব-দাহপ্রবৃত্ত বহ্নির ন্যায়, গর্জ্জনশীল মেঘের ন্যায়, বলদৃপ্ত সিংহের ন্যায় এবং ক্রোধাবিষ্ট রুদ্র ও কালের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। এবং করিণীর নিমিত্ত দুইটী বলগর্ব্বিত হস্তী যেমন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় সেইরূপ উভয়ে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন পর্ব্বত সকল ইন্দ্রের বজ্র-প্রহার অকাতরে সহ্য করিয়াছিল তদ্রূপ উঁহারা পরস্পর পরস্পরের গদাপ্রহার অকাতরে সহ্য করিতে লাগিলেন। উঁহা-দের গদাপাত বজ্রপাতবৎ ঘোর রবে দিগন্ত ধ্বনিত করিতে লাগিল। অর্জ্জুনের গদা মহাবেগে পতিত হইয়া বিদ্যুৎ যেমন আকাশকে স্বর্ণবর্ণে উজ্জ্বল করে তদ্রূপ রাবণের বক্ষ স্বতেজে উজ্জ্বল করিতে লাগিল। আর রাবণের গদাও পর্ব্বতশিখরে উল্কা যেমন পতিত হয় তদ্রূপ অর্জ্জুনের বক্ষে পতিত হইয়া আলোকে সমস্ত উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। অর্জ্জুনও অব-

সন্ন হন না এবং রাক্ষসরাজ রাবণও অবসন্ন নহেন, সুতরাং বলি ও ইন্দ্রবৎ ঐ উভয় মহাবীরের যুদ্ধ তুল্যরূপই হইতে লাগিল। দুইটী বৃষ যেমন শৃঙ্গ দ্বারা এবং দুইটী হস্তী যেমন দন্ত দ্বারা যুদ্ধ করে, তদ্রূপ উঁহারা অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে অর্জ্জুন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দেহের সমস্ত বল প্রয়োগ পূর্ব্বক রাবণের বক্ষঃস্থলে এক গদা প্রহার করিলেন। রাবণ ব্রহ্মার বরে সুরক্ষিত, সুতরাং অর্জ্জুনের গদা নিতান্ত দুর্ব্বলের ন্যায় স্বীয় বেগের অনুরূপ প্রহারে অসমর্থ হইয়া দ্বিখণ্ড পতিত হইল। রাবণ ধনুঃপ্রমাণ স্থানে ঠিকুরিয়া পড়িল এবং গলদশ্রুলোচনে অতিমাত্র বিহ্বল হইল। তখন অর্জ্জুন উঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া গরুড় যেমন সর্পকে গ্রহণ করে তদ্রূপ উঁহাকে সহস্র বাহু দ্বারা সবলে গ্রহণ করিলেন এবং নারায়ণ যেমন বলিকে বন্ধন করিয়াছিলেন তদ্রূপ উঁহাকে বন্ধন করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে সিদ্ধ চারণ ও দেবগণ বারংবার সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক উঁহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্যাঘ্র যেমন মৃগকে এবং সিংহ যেমন হস্তীকে গ্রহণ করে তদ্রূপ রাজা অর্জ্জুন রাবণকে গ্রহণ করিয়া মেঘবৎ ঘনঘন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় প্রহস্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইল। বর্ষাকালে মেঘের যেমন গতিবেগ দৃষ্ট হয় সেইরূপ ঐ সমস্ত ধাবমান

রাক্ষসের বেগ দৃষ্ট হইল। উহাদের মধ্যে কেহ কহিতেছে ছাড়্ ছাড়্, কেহ কহিতেছে থাক্ থাক্; তৎকালে উহারা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া নিরবচ্ছিন্ন শূল ও মুষল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু অর্জুন নিতান্ত ব্যস্তসমস্ত না হইয়া অস্ত্র সকল না আসিতেই স্বহস্তে গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং বায়ু যেমন মেঘকে দূর করিয়া দেয় তদ্রূপ তিনি ঐ সকল রাক্ষসকে অস্ত্র-শস্ত্রে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দূর করিয়া দিলেন। রাক্ষসেরা অতি-মাত্র ভীত হইল। কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন রাবণকে লইয়া সুহৃদ্গণের সহিত নগর প্রবেশ করিলেন। তৎকালে পুরবাসী ও ব্রাহ্মণেরা উহাঁর মস্তকে পুষ্প ও অক্ষত নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র যেমন বলিকে নিগ্রহ করিয়া অমরাবতীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন ইন্দ্রবিক্রম অর্জুনও সেইরূপে রাবণকে নিগ্রহ করিয়া পুরপ্রবেশ করিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ

মহর্ষি পুলস্ত্য দেবলোকে দেবগণের মুখে বায়ুবন্ধনের ন্যায় বিস্ময়কর রাবণের বন্ধনবৃত্তান্ত শুনিতে পাইলেন। তখন ঐ সুধীর, পুত্রস্নেহে একান্ত করুণাপরতন্ত্র হইয়া রাজা অর্জ্জুনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। ঐ মনো মারুতবৎবেগগামী মহর্ষি আকাশপথে মাহিষ্মতী নগরীতে আগমন করিলেন। মাহিষ্মতী অমরাবতীর ন্যায় শোভমান এবং হৃষ্টপুষ্ট লোকে পরিপূর্ণ। ব্রহ্মা যেমন সুরপুরীতে প্রবেশ করেন, মহর্ষি পুলস্ত্য সেইরূপ তথায় প্রবেশ করিলেন। দ্বারপালেরা পাদচারী সূর্য্যের ন্যায় দুনিরীক্ষ্য অন্তরীক্ষ হইতে অবতীর্ণ ঐ দিব্য পুরুষকে পুলস্ত্য বোধ করিয়া রাজা অর্জ্জুনের গোচর করিল। অর্জ্জুন মস্তকোপরি অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। রাজপুরোহিত অর্ঘ্য ও মধুপর্ক গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রের অগ্রে বৃহস্পতির ন্যায় রাজার অগ্রে অগ্রে চলিলেন। অর্জ্জুন মহর্ষিকে উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় আসিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঁহার পাদবন্দন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আজ এই মাহিষ্মতী অমরাবতীর তুল্য হইল। আজ আমি যখন

যেমন সর্পকে ধরে তদ্রূপ উহাকে ধরিলেন এবং উহাকে কক্ষে লইয়া মহাবেগে অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলেন। রাবণ মুক্ত হইবার জন্য বালীকে মুহুর্মুহু নখরপ্রহার করিতে লাগিল কিন্তু বালী কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব না করিয়া বায়ু যেমন মেঘকে লইয়া যায়, তদ্রূপ উহাকে লইয়া যাইতে লাগিলেন। শুক সারণ প্রভৃতি অমাত্যেরা রাবণকে মুক্ত করিবার জন্য মার্ মার্ ইত্যাকার শব্দে বালীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। কিন্তু ঐ সমস্ত রাক্ষস বালীকে ধরিতে না পারিয়া এবং উহাঁর করচরণবেগে প্রতিহত ও পরিশ্রান্ত হইয়া ক্ষণকাল পরেই নিবৃত্ত হইল। যাহাদের প্রাণের মমতা আছে সেই সকল রক্তমাংসময় জীবের কথা কি, পর্ব্বতেরাও উহাঁর গতিপথ হইতে অপসৃত হয়। বালী ক্রমশঃ চার সমুদ্রে পক্ষিগণ অপেক্ষাও অধিকতর বেগে গিয়া সন্ধ্যোপাসনা করিলেন। গগনচারী জীবেরা প্রয়াণকালে উহাঁর পূজা করিতে লাগিল। তিনি মহাবেগে পশ্চিম সমুদ্রে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় স্নান ও মন্ত্রজপ সমাপন পূর্ব্বক কক্ষস্থ রাবণকে লইয়া বায়ুবৎ ও মনোবৎ বেগে উত্তর সমুদ্রে গমন করিলেন। পরে তথায় সন্ধ্যোপাসনা করিয়া পূর্ব্বসাগরে উত্তীর্ণ হইলেন। অনন্তর তথায় সন্ধ্যোপাসনা করিয়া কিষ্কিন্ধায় আইলেন। তিনি চতুঃসমুদ্রে সন্ধ্যাবন্দনা পূর্ব্বক রাবণের উদ্বহনশ্রমে ক্লান্ত হইয়া কিষ্কিন্ধার উপবনে

পতিত হইলেন। তথায় উপনীত হইয়া স্বকক্ষ হইতে রাবণকে মুক্ত করিলেন এবং মুহুর্মুহু হাস্য করিয়া কহিলেন, বল তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? তৎকালে শ্রান্তিনিবন্ধন রাবণের চক্ষু অতিমাত্র চঞ্চল। সে যার পর নাই বিস্মিত হইয়া কহিল, কপিরাজ! আমি রাক্ষসাধিপতি রাবণ, যুদ্ধার্থী হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছিলাম এবং আজ তাহার প্রতিফলও পাইলাম। আশ্চর্য্য তোমার বলবীর্য্য, আশ্চর্য্য তোমার গাম্ভীর্য্য, তুমি আমাকে পশুবৎ কক্ষে লইয়া চার সমুদ্র ঘুরাইয়া আনিলে। তোমা ব্যতীত আর কোন্ বীর অকাতরে আমার এই পর্ব্বতপ্রমাণ দেহ বহন করিতে পারে? মন বায়ু ও পক্ষীরই এইরূপ গতিবেগ, এখন বুঝিলাম তোমারও তদনুরূপ। আমি তোমার বলবীর্য্যের সম্যক পরিচয় প্রাপ্ত হইলাম, অতঃপর অগ্নিসাক্ষী করিয়া তোমার সহিত চিরকালের জন্য সখ্য স্থাপনের ইচ্ছা করি। কপিরাজ! স্ত্রীপুত্র পুর রাষ্ট্র অন্নবস্ত্র প্রভৃতি আমাদিগের যা কিছু আছে তৎসমুদায় অবিভাগে উভয়ের ভোগের জন্য রহিল।

অনন্তর উহারা প্রদীপ্ত অগ্নি সমক্ষে পরস্পর আলিঙ্গন পূর্ব্বক সখ্য স্থাপন করিল এবং পরস্পরের কর গ্রহণ পূর্ব্বক হৃষ্টমনে সিংহ যেমন গিরিগুহাতে প্রবেশ করে তদ্রূপ কিষ্কিন্ধা নগরীতে প্রবেশ করিল। রাবণ তথায় সুগ্রীবের ন্যায় পরম

সুখে একমাস বাস করিয়া ছিল এই অবসরে উহার ত্রিলোক-নাশেচ্ছু সচিবগণ আসিয়া তথা হইতে উহাকে লইয়া যায়। রাম! পূর্ব্বে এইরূপে রাবণ কপিরাজ বালীর নিকট পরাজিত হইয়া পশ্চাৎ উহার সহিত অগ্নিসমক্ষে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে। বালীর বলের তুলনা ছিল না, কিন্তু অগ্নি যেমন শলভকে দগ্ধ করে সেইরূপ তুমি তাহাকেও নষ্ট করিয়াছ।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ

অনন্তর রাম কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত ভাবে অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! রাবণ ও বালীর বলের তুলনা নাই সত্য কিন্তু আমার বোধ হয় ইহাদের বল মহাবীর হনুমানের অনুরূপ নহে। শৌর্য্য, ধৈর্য্য, বিজ্ঞতা, ক্ষিপ্রকারিত্ব, রাজনৈতিক কার্য্যে পটুতা, বিক্রম ও প্রভাব এই সমস্ত গুণ হনুমানকে আশ্রয় করিয়া আছে। কপিসৈন্য সমুদ্রদর্শনে বিষণ্ণ হইলে ঐ মহাবীর তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া এক লম্ফে শতযোজন পার হইয়াছিলেন। পরে লঙ্কাপুরী ও রাবণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া জানকীদর্শন, তাঁহার সহিত কথোপকথন ও তাঁহাকে আশ্বাসদান করিয়া আইসেন। তিনি তথায় একাকীই রাবণের সেনাপতি, মন্ত্রিকুমার, কিঙ্কর ও পুত্রকে বিনাশ করেন। পরে বন্ধনমুক্ত এবং রাবণের নিকট সম্যক পরিচিত হইয়া অগ্নি যেমন সমস্ত পৃথিবীকে দগ্ধ করে তদ্রূপ সমস্ত লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়াছিলেন। হনুমানের যেরূপ বীরকার্য্য দেখিয়াছি যম ইন্দ্র বিষ্ণু ও কুবেরেরও তদ্রূপ বীরকার্য্যের কথা শুনি নাই। ইঁহারই ভুজবলে আমি লঙ্কা, সীতা, লক্ষ্মণ, জয়শ্রী, রাজ্য ও বন্ধুবান্ধব

সমস্তই পাইয়াছি। যদি আমার হনুমান না থাকিতেন তাহা হইলে জানি না জানকীর সংবাদও আর কে জানিতে পারিত। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যখন বালী ও সুগ্রীবের বৈরানল জ্বলিয়া উঠে তখন হনুমান সুগ্রীবের প্রিয়কামনায় বালীকে তৃণের ন্যায় কেন ভস্মসাৎ করিয়া ফেলেন নাই? ঐ বীর যখন প্রাণাধিক প্রিয় সুগ্রীবকে ক্লেশ সহ্য করিতে দেখিয়া ছিলেন তখন বোধ হয় তিনি আপনার বল কতদূর তাহা সম্যক বুঝিতেন না। তপোধন! এক্ষণে যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন আমার সংশয় ছেদ করুন।

তখন মহর্ষি অগস্ত্য হনুমানের সমক্ষেই রামকে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! তুমি এই হনুমানের যে সমস্ত গুণের কথা উল্লেখ করিলে তাহার কোনটীই অলীক নহে। বলবিক্রমে ইহাঁর তুল্য কেহ নাই, এবং গতি ও বুদ্ধিতেও ইহাঁর সমকক্ষ দেখা যায় না। কিন্তু শাপপ্রভাবে ইনি নিজের বলবীর্য্য বিস্মৃত ছিলেন। একদা ঋষিরা কহিয়া ছিলেন, তুমি বলী হইলেও আপনার বলবীর্য্যের পরিমাণ জানিতে পারিবে না। এই মহাবীর বাল্যকালে অজ্ঞানতাবশত যেরূপ অদ্ভুত কার্য্য করিয়া ছিলেন তাহা তোমার নিকট বলিতেও বাক্য স্তম্ভিত হয়। যদি তাহা শুনিবার ইচ্ছা থাকে, আমি কহিতেছি, সমাহিত হইয়া শুন। ইহাঁর পিতা কেসরী সূর্য্যের বরে স্বর্ণময়

সুমেরু পর্ব্বতে রাজ্যশাসন করিতেন। কেসরীর ভার্য্যার নাম অঞ্জনা। বায়ু উহার গর্ভে ইহাঁক উৎপাদন করেন। অঞ্জনা প্রসবান্তে ফল আহরণার্থ গহন বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই অবসরে এই বালক মাতৃবিরহে ক্ষুধায় কাতর হইয়া শরবনে অসহায় কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সূর্য্যোদয় হইতেছিল। ইনি জপা পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ উদীয়মান সূর্য্যকে দেখিয়া ফলভ্রমে তাহা ধরিবার জন্য এক লম্ফ প্রদান করিলেন। এই বীর তরুণ সূর্য্যকে গ্রহণ করিবার জন্য দ্বিতীয় তরুণ সূর্য্যের ন্যায় অন্তরীক্ষে যাইতে লাগিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া দেব দানব ও যক্ষগণের অতিমাত্র বিস্ময় উপস্থিত হইল। তাঁহারা কহিতে লাগিলেন, এই বায়ুপুত্র যেরূপ বেগে অন্তরীক্ষে যাইতেছে স্বয়ং বায়ু গরুড় ও মনেরও এইরূপ বেগ নহে। নিতান্ত শৈশবেও যখন ইহার এইরূপ বেগ, না জানি যৌবন ও বল পাইলে আরও বা কত বেগ হইবে। ঐ সময় তুষারশীতল বায়ু ইহাঁকে সূর্য্যের দহনশীল উত্তাপ হইতে রক্ষা করিয়া ইহাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ক্রমশ ইনি পিতৃবল ও নিজের বাল্যবুদ্ধি হেতু বহু সহস্র যোজন অতিক্রম করিয়া সূর্য্যের সন্নিহিত হইলেন। কিন্তু সূর্য্যদেব অজ্ঞান শিশু বলিয়া এবং ইহাঁ দ্বারা গুরুতর কার্য্য সিদ্ধ হইবে এই বুঝিয়া তৎকালে ইহাঁকে দগ্ধ করিলেন না। যে দিন ইনি

সূর্য্যকে ধরিবার জন্য অন্তরীক্ষে আরোহণ করেন সেই দিন সূর্য্যগ্রহণ হইবে; রাহু সূর্য্যগ্রহণের উপক্রম করিয়াছেন। এই মহাবীর সূর্য্যের রথোপরি ঐ রাহুকেই আক্রমণ করিলেন। তখন রাহু অতিমাত্র ভীত ও তথা হইতে অপসৃত হইল এবং সরোষে ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হইয়া ললাটে ভ্রুকুটী বন্ধন পূর্ব্বক দেবগণসমক্ষে দেবরাজকে কহিল, তুমি আমার ক্ষুধাশান্তির জন্য চন্দ্র সূর্য্যকে দিয়া আবার অন্যকে তাহা কেন দিয়াছ? আজ আমি পর্ব্বকাল উপস্থিত দেখিয়া সূর্য্যগ্রহণার্থ আসিয়াছিলাম এই অবসরে সহসা আর এক রাহু আসিয়া সূর্য্যকে গ্রহণ করিয়াছে।

স্বর্ণহারসুশোভিত দেবরাজ ইন্দ্র এই কথা শুনিবামাত্র ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং কৈলাসবৎধবল দন্ত-চতুষ্টয়শোভিত মদস্রাবী নানারচনাচিত্রিত অত্যুন্নত স্বর্ণঘণ্টা-ধারী করিরাজ ঐরাবতে আরোহণ পূর্ব্বক রাহুকে অগ্রে লইয়া যথায় সূর্য্য হনূমানের সহিত অবস্থিত তথায় যাইতে লাগিলেন। ঐ সময় রাহু ইন্দ্রকে ছাড়িয়া সর্ব্বাগ্রে মহাবেগে সূর্য্যের নিকট আসিতেছিল। এই পবনকুমার শৈলশৃঙ্গবৎ উহাকে দেখিয়া ফলবোধে উহাকেই ধরিবার জন্য লম্ফ প্রদান করিলেন। তদ্দৃষ্টে মুখমাত্রাবশিষ্ট রাহু ভীত হইয়া পলায়ন করিল এবং কাতর স্বরে বিপদকাণ্ডারী ইন্দ্রকে ইন্দ্র ইন্দ্র বলিয়া আহ্বান

করিতে লাগিল। ইন্দ্র উহাকে দেখিতে না পাইলেও দূর হইতে উহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন এবং কহিলেন, ভয় নাই, ভয় নাই, আমি এখনই এই শিশুকে বিনাশ করিতেছি। ঐ সময় পবনকুমার রাহুকে প্রাপ্ত না হইয়া ফলভ্রমে ঐরাবতের প্রতি ধাবমান হইলেন। ইহাঁর মূর্ত্তি মুহূর্ত্তকালের জন্য ভীষণ বোধ হইতে লাগিল। তখন ইন্দ্র নিতান্ত ক্রুদ্ধ না হইয়া ইহাঁর উপর বজ্রপ্রহার করিলেন। এই বীর বজ্রপ্রহারে তৎক্ষণাৎ সর্ব্বতোপরি পতিত হইলেন। তৎকালে ইনি সাবধান হইলেও ইহাঁর বাম ভাগের হনুদেশ ভগ্ন হইয়া গেল। ইনি বজ্রপ্রহারে বিহ্বল হইয়া পর্ব্বতপৃষ্ঠে পড়িলে পবনদেব ইন্দ্রের উপর ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। প্রজাগণের অনিষ্টসাধনে তাঁহার ইচ্ছা হইল। সেই সর্ব্বদেহচারী জগৎপ্রাণ বায়ু স্বীয় গতিরোধ পূর্ব্বক পুত্রকে লইয়া গিরিগুহায় প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় সকলের যন্ত্রণার আর পরিসীমা রহিল না, বৃষ্ঠামূত্রস্থান নিরোধ হইয়া গেল, শ্বাস প্রশ্বাস স্থগিত, সন্ধিস্থান শিথিল, সকলেই কাষ্ঠবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া আসিল। কুত্রাপি স্বাধ্যায় ও বষট্‌কার নাই, ধর্ম্মকর্ম্মের নামগন্ধও নাই। বায়ুর প্রকোপে ত্রিলোক যেন নরকস্থ হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে দেবাসুর মনুষ্য প্রভৃতি সমস্ত প্রজা অতিমাত্র কাতর হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। বায়ুনিরোধে সকলেই যেন উদরীরোগগ্রস্ত হইয়াছে। উহাঁরা ব্রহ্মার

নিকট গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, প্রজানাথ! আপনি চার প্রকার প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদের জীবনের নিমিত্ত বায়ুকে দিয়াছেন। এক্ষণে সেই বায়ু সকলের প্রাণেশ্বর হইয়া সকলকে কষ্ট প্রদান পূর্ব্বক অন্তঃপুরমধ্যে স্ত্রীলোকের ন্যায় কেন নিরুদ্ধ হইয়া আছেন। আমরা বায়ুদ্বারা উপহত, এই জন্য আজ আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আপনি আমাদিগের বায়ুনিরোধদুঃখ দূর করিয়া দিন।

প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাদিগের নিকট এই কথা শুনিয়া কহিলেন, ইহাঁর কারণ আছে। বায়ু যে কারণে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্বীয় গতিরোধ করিয়াছেন, প্রজাগণ! তোমরা অবহিত হইয়া শুন। আজ দেবরাজ ইন্দ্র রাহুর অনুরোধে তাঁহার পুত্রকে বিনাশ করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি ক্রোধাবিষ্ট। তিনি স্বয়ং নিরাকার কিন্তু সকল শরীরকে রক্ষা করিয়া তন্মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকেন। বায়ু ব্যতীত শরীর কাষ্ঠবৎ হইয়া যায়। বায়ু প্রাণ, বায়ু সুখ, বায়ুই এই সমস্ত বিশ্ব। বায়ু পরিত্যাগ করিলে জগতের আর সুখ থাকে না। দেখ সেই জগৎপ্রাণ আজ সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন এবং আজই সকলে রুদ্ধশ্বাস হইয়া কাষ্ঠবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে আমাদিগের এই কষ্টদায়ক বায়ু যথায় আছেন চল আমরা সকলেই সেই স্থানে যাই। তাঁহাকে প্রসন্ন না করিলে সকলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইব।

অনন্তর প্রজাপতি ব্রহ্মা যথায় বায়ু বজ্রাহত পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া অবস্থান করিতেছেন সেই স্থানে প্রজাগণের সহিত উপস্থিত হইলেন। তৎকালে ঐ সূর্য্য অগ্নি ও স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণ ক্রোড়স্থ শিশুকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র তাঁহার অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইল।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

তখন পুত্রবিনাশকাতর বায়ু ব্রহ্মাকে দেখিয়া তাঁহার সন্নিধানে শিশুকে লইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার, কর্ণে কুণ্ডল ও মস্তকে মাল্য আন্দোলিত হইতেছে। তিনি উপস্থান পূর্ব্বক তিনবার ব্রহ্মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। তখন বেদবিৎ ব্রহ্মা তাঁহাকে হস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক উত্থাপন করিয়া ঐ শিশুকে স্পর্শ করিলেন। শিশু কমলযোনি ব্রহ্মার করস্পর্শ পাইবামাত্র জলসিক্ত শস্যের ন্যায় পুনর্জীবিত হইয়া উঠিল। তখন জগৎপ্রাণ বায়ু পুত্রকে জীবিত দেখিয়া প্রফুল্লমনে পূর্ব্ববৎ জগতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। প্রজারা বায়ুনিরোধ হইতে মুক্ত হইয়া শীতবায়ুবিনির্মুক্ত পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তদ্দৃষ্টে যশ বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই তিন যুগ্ম গুণ সম্পন্ন, ত্রিমূর্ত্তিপ্রধান, ত্রিলোকস্থ ব্রহ্মা দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া বায়ুর প্রিয়কামনায় তাঁহাদিগকে কহিলেন, ইন্দ্রাদি দেবগণ! যদিও তোমরা সমস্ত বিষয় জান তথাচ আমি তোমাদিগকে একটী হিত কথা কহিতেছি শুন। এই শিশু হইতে তোমাদিগের কোন গুরু-

ত্তর কার্য্য সাধিত হইবে, অতএব তোমরা বায়ুর তুষ্টির নিমিত্ত ইহাকে বর প্রদান কর।

তখন ইন্দ্র স্বীয় কণ্ঠ হইতে পদ্মমাল্য উর্দ্ধে তুলিয়া প্রীত-মনে কহিলেন, যখন আমার বজ্রে এই শিশুর হনূদেশ ভগ্ন হইয়াছে তখন ইহার নাম কপিবীর হনূমান হইবে। এতদ্ব্যতীত আমি ইহাকে একটী বর দিতেছি। অতঃপর আমার বজ্রে ইহার আর মৃত্যু হইবে না। তিমিরহারী সূর্য্য কহিলেন, আমি এই শিশুকে আমার তেজের শততম অংশ প্রদান করিতেছি। যখন ইহার শাস্ত্রাধ্যয়নের শক্তি জন্মিবে তখন আমি ইহাকে শাস্ত্র প্রদান করিব। শাস্ত্রে অধিকার হইলে ইহার বাগ্মিতা লাভ হইবে। বরুণ কহিলেন, আমার বরে অযুত শত বৎসরেও ইহার মৃত্যু হইবে না এবং আমার পাশাস্ত্র ও জলেও ইহার কোন মাত্র আশঙ্কা নাই। যম সন্তুষ্ট চিত্তে কহিলেন, এই শিশু আমার দণ্ডের অবধ্য হইয়া থাকিবে, অরোগী হইবে এবং যুদ্ধে কদাচ বিষণ্ণ হইবে না। কুবের কহিলেন, আমার গদায় ইহার মৃত্যু নাই। শঙ্কর কহিলেন, এই পবনকুমার আমার ও আমার শস্ত্রের অবধ্য হইবে। বিশ্বকর্ম্মা কহিলেন, এই শিশু মন্নির্ম্মিত দিব্যাস্ত্রের অবধ্য হইয়া চিরজীবি থাকিবে। ব্রহ্মা কহিলেন, হনূমান দীর্ঘায়ু ও ব্রহ্মজ্ঞ হইবে এবং ব্রহ্মশাপ ইহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। এইরূপে দেবগণ হনূমানকে স্বস্ব অভীষ্ট বর

প্রদান করিলে জগদ্গুরু ব্রহ্মা পরিতুষ্ট হইয়া বায়ুকে কহিলেন, বায়ো! তোমার এই পুত্র শত্রুগণের ভীষণ মিত্রগণের প্রিয়-দর্শন এবং অন্যের অবধ্য হইবে। কামরূপ ও কামচারী হইয়া অপ্রতিহত পদে সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিবে। ইহার কীর্ত্তি সর্ব্বত্র সুপ্রচার হইবে। এবং এই বীর যুদ্ধে রামের প্রীতিকর রাবণবিনাশক রোমহর্ষণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। প্রজাপতি ব্রহ্মা এই বলিয়া বায়ুকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক অমরগণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। পবনদেবও পুত্রকে গৃহে আনিলেন এবং অঞ্জনাকে ঐ সমস্ত বরলাভের কথা বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

রাম! এই হনুমান বরলব্ধ বলে অতিমাত্র বলী এবং স্ববেগে সমুদ্রবৎ পূর্ণ। ইনি নির্ভয় হইয়া শান্তস্বভাব মহর্ষিগণের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। কাহারও স্রুক্‌ভাণ্ড ভগ্ন, কাহারও অগ্নিহোত্র বিনষ্ট, কাহারও বা সঞ্চিত বল্কল ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। ঋষিরা জানিতেন, ভগবান ব্রহ্মার বরপ্রভাবে ইনি ব্রহ্মশাপের অবধ্য, এই জন্য ইঁহার কৃত অত্যাচার সমস্তই সহিয়া থাকিতেন। তৎকালে কেসরী ও বায়ু ইঁহাকে বার বার নিবারণ করিতেন কিন্তু ইনি কিছুই শুনিতেন না। অনন্তর ভৃগু ও অঙ্গিরার বংশীয় ঋষিরা ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। কিন্তু ঐ ক্রোধ তাদৃশ তীব্র নহে। তাঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন তুমি যে বল আশ্রয় করিয়া আমাদিগের উপর অত্যা-

চার করিতেছ আমাদিগের অভিশাপে মোহিত হইয়া সেই বল বহুকাল তুমি জানিতে পারিবে না, কিন্তু যখন কেহ তোমার কীর্ত্তি স্মরণ করাইয়া দিবে তখন তোমার বল বর্দ্ধিত হইবে। এই অভিশাপে হনুমানের বল ও তেজ খর্ব্ব হইয়া গেল। তদবধি ইনি শান্তভাব আশ্রয় করিয়া ঐ সমস্ত আশ্রমে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

বালী ও সুগ্রীবের পিতার নাম ঋক্ষরজা। সে, সমস্ত বানরের রাজা ও তেজে সূর্য্যের ন্যায় প্রখর। ঋক্ষরজা বহুকাল রাজ্য শাসন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। পরে মন্ত্রণা-নিপুণ মন্ত্রিগণ পৈতৃক পদে বালীকে এবং বালীর পদে সুগ্রীবকে স্থাপন করিল। এই সুগ্রীবের সহিত বালীর অগ্নির সহিত বায়ুর ন্যায় বাল্যকাল হইতে সমানরূপ অবিসম্বাদিত সখ্যতা ছিল। যখন ইহাদের পরস্পর শত্রুতা উপস্থিত হয় তখন ঐ ঋষিগণের শাপবলেই হনুমান আত্মবল বুঝিতেন না। আর সুগ্রীব যদিচ বালীর জন্য অস্থির হইয়া ছিলেন কিন্তু ইহাঁর বল তাঁহারও সম্যক পরিজ্ঞাত ছিল না। সুগ্রীবের সহিত যখন বালীর যুদ্ধ হয় তখন হনুমান শাপবলে আত্মবল বিস্মৃত বলিয়া হস্তিনিরুদ্ধ সিংহের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়াছিলেন। পরাক্রম উৎসাহ বুদ্ধি প্রতাপ সুশীলতা নীতিজ্ঞান মাধুর্য্য গাম্ভীর্য্য চতুরতা ও ধৈর্য্য এই সমস্ত গুণে হনুমান

অপেক্ষা অধিক এই পৃথিবীতে আর কেহ নাই। এই অমিত-বল বীর যখন ব্যাকরণ পাঠ করেন সেই সময় ইনি সূর্য্যের সম্মুখীন হইয়া হস্তে গ্রন্থ ধারণ পূর্ব্বক গ্রন্থার্থ জানিবার উদ্দেশে উদয় গিরি হইতে অস্তাচল পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতেন। ইনি সূত্র বৃত্তি অর্থপদ মহাভাষ্য ও সংগ্রহে অতিমাত্র ব্যুৎপন্ন। পাণ্ডিত্য ও বেদার্থনির্ণয়ে ইঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। ইনি সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী। ইনি সমস্ত বিদ্যা ও তপোবিধান বিষয়ে সুরগুরু বৃহস্পতিকেও অতিক্রম করিয়াছেন। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে জলপ্লাবনে প্রবৃত্ত মহাসমুদ্র, বিশ্বদাহে উদ্যত প্রলয়বহ্নি এবং সর্ব্বসংহারে কৃতনিশ্চয় কৃতান্তের ন্যায় এই মহাবীরের সম্মুখে কে তিষ্ঠিতে পারিবে। রাজন্! দেবতারা তোমারই জন্য এই হনুমানকে এবং সুগ্রীব মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, তার, তারেয়, নল, সংরম্ভ, গজ, গবাক্ষ, গবয়, সুদংষ্ট্র, মৈন্দ, জ্যোতির্মুখ ও অনেককে সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলে এই আমি তাহা তোমাকে কহিলাম।

তখন রাম ও লক্ষ্মণ এবং রাক্ষস ও বানর সকলেই অগস্ত্যের নিকট এই সমস্ত কথা শুনিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন। অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! তোমার সকলই শুনা হইল। আমাদিগকে দর্শন ও সম্ভাষণও করিলে, এক্ষণে আমরা চলিলাম।

তখন রাম কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণত হইয়া কহিলেন, আজ যখন আপনাদিগের দর্শন লাভ করিলাম তখন দেবতারা এবং পিতৃ পিতামহ তুষ্ট হইয়াছেন। আপনাদের সাক্ষাৎকার পাইলে সকলেই সবান্ধবে সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমার একটী ইচ্ছা হইয়াছে, নিবেদন করি, কৃপা করিয়া আমার জন্য আপনার তদ্বিষয়ে সম্মত হউন। আমি বহুদিনের পর অরণ্য-বাস হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছি, এক্ষণে পৌর ও জানপদ-গণকে স্বকার্য্যে স্থাপন পূর্ব্বক আপনাদিগের প্রভাবে একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আপনা-দিগকে সেই যজ্ঞে সদস্য হইতে হইবে। আপনারা তপোবলে নিষ্পাপ, আমি আপনাদিগকে আশ্রয় করিয়া পিতৃলোকের অনুগৃহীত হইব। অতএব আমার ইচ্ছা, আপনারা সমবেত হইয়া সেই যজ্ঞে আগমন করেন।

তখন অগস্ত্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ রামের কথায় সম্মত হইয়া স্বস্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। রাম সবিস্ময়ে যজ্ঞানুষ্ঠানের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সূর্য্যাস্ত হইল। তিনি সভা-সদগণকে বিদায় দিয়া সন্ধ্যোপাসনা পূর্ব্বক রাত্রিকালে অন্তঃ-পুরে প্রবেশ করিলেন।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

পৌরগণের হর্ষবর্দ্ধিনী রামের প্রথম অভিষেক-রজনী প্রভাত হইল। প্রভাতে বন্দিগণ রামকে জাগরিত করিবার জন্য রাজ-ভবনে আগমন করিল। উহারা রামকে পুলকিত করিয়া স্তুতি গান করিতে লাগিল, রাজন্! জাগরিত হউন, আপনি নিদ্রিত থাকিলে সমস্ত জগৎ নিদ্রিত থাকিবে। বীর! আপনার বিক্রম বিষ্ণুর অনুরূপ, রূপ অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অনুরূপ, বুদ্ধি বৃহস্পতির তুল্য এবং পালনী শক্তি ব্রহ্মার তুল্য। আপনি ক্ষমা-গুণে পৃথিবী, তেজে সূর্য্য, বেগে বায়ু ও গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র। আপনি স্থাণুর ন্যায় অচল ও অটল। আপনার যেরূপ সৌম্য ভাব চন্দ্রেই কেবল তাহার সাদৃশ্য আছে। আপনি দুর্দ্ধর্ষ ধর্ম্মশীল ও প্রজাগণের হিতাকাঙ্ক্ষী। আপনার তুল্য রাজা কখন হয় নাই হইবেও না, কীর্ত্তি ও শ্রী আপনাকে পরিত্যাগ করে নাই, ধর্ম্ম আপনাতে নিয়ত অধিষ্ঠান করিতেছেন। রাত্রিপ্রভাতে বন্দিগণ এইরূপ ও অন্যান্য রূপ মধুর বাক্যে স্তব করিয়া রাজা রামকে প্রবোধিত করিতে লাগিল। রাম জাগরিত হইলেন এবং অনন্ত শয্যা হইতে নারায়ণ হরির ন্যায় ধবলআস্তরণা-

চ্ছাদিত শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। এই অবসরে বহু-সংখ্য বিনীত ভৃত্য পরিষ্কৃত পাত্রে জল লইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। রাম মুখপ্রক্ষালনাদি পূর্ব্বক শুচি হইয়া হোমসমাপনান্তে ঈক্ষ্বাকুকুলের পবিত্র দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় বিধিপূর্ব্বক দেবতা পিতৃ ও বিপ্র-গণকে অর্চ্চনা করিয়া বহুলোকের সহিত বহিঃকক্ষ্যায় নির্গত হই-লেন। অগ্নিকল্প বসিষ্ঠাদি পুরোহিত ও মন্ত্রিগণ তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। নানা জনপদের অধীশ্বর ক্ষত্রিয় রাজগণ আসিয়া ইন্দ্রের নিকট দেবগণের ন্যায় তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। বেদত্রয় যেমন যজ্ঞকে সেবা করে সেইরূপ ভরত লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন হৃষ্টমনে উহাঁর সেবা করিতে লাগিলেন। বহুসংখ্য কিঙ্কর কৃতাঞ্জলিপুটে প্রফুল্লমুখে চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান; মুদিত নামক ভৃত্যেরা উহাঁর পার্শ্বে উপবিষ্ট হইল। যক্ষেরা যেমন কুবেরের উপাসনা করে তদ্রূপ সুগ্রীব প্রভৃতি বিংশতি বানর এবং চারিজন সচিবের সহিত বিভীষণ উহাঁর উপাসনা করিতে লাগিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ বিচক্ষণ লোক ও কুলীনেরা অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া উহাঁর নিকটে উপবিষ্ট হইল। রাম এই সমস্ত ব্যক্তিতে পরিবৃত হইয়া ইন্দ্র অপেক্ষাও অধিক শোভা ধারণ করিলেন। ঐ সময় পুরাণজ্ঞ মহাত্মারা ধর্ম্মসংক্রান্ত সুমধুর কথার প্রসঙ্গ করিয়া সকলকে প্রীত করিতে লাগিলেন।

প্রক্ষিপ্ত ১ম সর্গ।

রাম অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! বালী ও সুগ্রীবের পিতা ঋক্ষরজা, কিন্তু উহাদের মাতা কে? এবং নিবাসই বা কোথায়? আর উহাদের বালী ও সুগ্রীব এইরূপ নামই বা কেন হইল? শুনিতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে, আপনি আনুপূর্ব্বিক সমস্তই কীর্ত্তন করুন।

মহর্ষি অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! পূর্ব্বে একদা ধর্ম্মপরায়ণ দেবর্ষি নারদ পর্য্যটনপ্রসঙ্গে আমার আশ্রমে উপস্থিত হন এবং আমি তাঁহাকে বিধানানুসারে সৎকার পূর্ব্বক আসনে উপবেশন করাইয়া কৌতূহলক্রমে এই কথাই জিজ্ঞাসিলাম। তিনি কহিলেন, তপোধন! শুন। স্বর্ণময় সুমেরুর সর্ব্বদেবস্পৃহনীয় মধ্যম শৃঙ্গে পদ্মযোনি ব্রহ্মার শতযোজনবিস্তীর্ণ এক দিব্য সভা আছে। তিনি ঐ সভায় নিয়ত অবস্থান করিয়া থাকেন। কোন এক সময় তিনি যোগাভ্যাস করিতে ছিলেন। যোগাভ্যাসকালে তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রুপাত হয়। তিনি তাহা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করেন। লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা ঐ অশ্রুজল নিক্ষেপ করিবামাত্র তাহা হইতে এক

বানর জন্মগ্রহণ করিল। তখন ব্রহ্মা উহাকে প্রিয় বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, বানর! এই দেখ, দেবগণের বাসভূমি বিস্তীর্ণ সুমেরু পর্ব্বত। তুমি এই স্থানে ফলমূলাসী হইয়া নিয়ত আমার নিকটে অবস্থান কর। তুমি এইরূপে কিছুকাল আমার নিকট থাকিলে নিশ্চয় তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে।

তখন ঐ কপিরাজ অবনতমস্তকে দেবদেব ব্রহ্মার পদে প্রণাম করিয়া কহিল, আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিলেন এক্ষণে তাহাই করিব। এই বলিয়া ঐ বানর হৃষ্টমনে ফলপুষ্পপূর্ণ অরণ্যে প্রবেশ করিল। সে তথায় পুষ্পচয়ন ফলভক্ষণ ও মধুপান করিয়া বেড়ায় এবং প্রতিদিন সায়াহ্নে প্রজাপতি ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পাদমূলে ফলপুষ্পাদি উপহার দেয়। এইরূপ পর্য্যটনপ্রসঙ্গে বহুকাল অতীত হইয়া গেল।

একদা ঐ বানররাজ অতিমাত্র তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া উত্তর সুমেরুশিখরে গমন করিল। দেখিল, তথায় বিহগকুলসঙ্কুল স্বচ্ছ-সলিল এক সরোবর আছে। সে ঐ সরোবরতীরে বসিয়া নানারূপ গ্রীবাভঙ্গী করিতেছে এই অবসরে সহসা জলমধ্যে আপনার মুখের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইল। সে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া ভাবিল এই জলমধ্যে আমার কোন প্রবল শত্রু আছে। এই দুষ্ট ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিয়ত আমার অবমাননা করিতেছে। সরোবরই এই নির্ব্বোধের গৃহ। সে মনে মনে এইরূপ

বিতর্ক করিয়া চপলতানিবন্ধন সরোবর মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িল এবং পুনর্ব্বার তথা হইতে লাফাইয়া তীরে উঠিল। ঐ সময় সে সরোবরে অবগাহন নিবন্ধন স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। উহার জঘনদ্বয় বিস্তীর্ণ, কেশজাল কৃষ্ণবর্ণ, মুখ মনোহর ও সহাস্য, স্তনযুগল স্থূল ও কঠিন। ঐ ত্রৈলোক্যসুন্দরী লাবণ্যময়ী ললনা সরলা লতার ন্যায়, অপদ্মা শ্রীর ন্যায় এবং নির্ম্মল জ্যোৎস্নার ন্যায় সরোবরতীরে শোভা পাইতে লাগিল। উহাকে দেখিলে সকলেরই মন উন্মত্ত হইয়া উঠে। উহার রূপ দেবী উমার ন্যায় অলোকসামান্য। সে দশ দিক উজ্জ্বল করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এই অবসরে সুররাজ ইন্দ্র দেবদেব ব্রহ্মার চরণবন্দনা করিয়া ঐ পথ দিয়া যাইতে ছিলেন এবং ঐ সময়ে সূর্য্যদেবও সমস্ত দিন পর্য্যটনের পর ঐ পথ দিয়া যাইতে ছিলেন। ইহাঁরা যুগপৎ ঐ সুরসুন্দরীকে দেখিতে পাইলেন। উহাঁদের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। ভুজঙ্গের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ উত্তেজিত হইল এবং অচিরাৎ ধৈর্য্যলোপ হইয়া গেল।

অনন্তর ইন্দ্র ঐ নারীর মস্তকে রেত পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু রেত উহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হইল। ইন্দ্রের বীর্য্য অমোঘ। উহা হইতেই বানরপতির জন্ম। বাল অর্থাৎ মস্তকের কেশে রেতস্খলন হইয়াছিল এই জন্য তজ্জাত পুত্রের নাম

বালী হইল। পরে সূর্য্যদেবও অনঙ্গের বশবর্ত্তী হইয়া ঐ নারীর গ্রীবাদেশে রেত পরিত্যাগ করিলেন। রেত গ্রীবায় পতিত হইয়াছিল এই জন্য তজ্জাত পুত্রের নাম সুগ্রীব হইল। সূর্য্যদেবও ঐ নারীকে ভাল মন্দ কিছুই কহিলেন না। তাঁহার অনঙ্গতাপ উপশমিত হইয়া গেল। পরে ইন্দ্র বালীকে গুণ-গ্রথিত অক্ষয় স্বর্ণহার দিয়া সুরলোকে প্রস্থান করিলেন এবং সূর্য্যও সুগ্রীবের সকল কার্য্যে পবনতনয় হনুমানকে একমাত্র সহায় স্থির করিয়া অন্তরীক্ষে উপনীত হইলেন।

পরে সেই রাত্রি অতীত ও সূর্য্য উদিত হইলে ঐ নারী পুনর্ব্বার বানররূপ প্রাপ্ত হইল। উহার দুইটী পুত্র মহাবল কামরূপী ও পিঙ্গলচক্ষু। সে উহাদিগকে অমৃতাস্বাদ মধু পান করাইল এবং উহাদিগকে লইয়া সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইল। ব্রহ্মা স্বপুত্র ঋক্ষরজাকে পুত্রদ্বয়ের সহিত উপস্থিত দেখিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং উহাকে সান্ত্বনা করিয়া দেবদূতকে কহিলেন, দূত! তুমি আমার আদেশে কিষ্কিন্ধায় গমন কর। সেই পুরী অতি প্রকাণ্ড ফল-মূলবহুল রত্নভূয়িষ্ঠ পণ্যদ্রব্যে পূর্ণ ও পবিত্র। তথায় চাতুর্ব্বর্ণের লোক বসতি করিয়া আছে। বিশ্বকর্ম্মা আমারই নিয়োগে উহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ পুরীতে বহুবানরের বাস। তোমরা তথায় গিয়া যূথপতি ও অন্যান্য বানরকে আহ্বান ও

সভাস্থলে সম্ভাষণ পূৰ্ব্বক আমার এই পুত্র ঋক্ষরজাকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া আইস। দর্শনমাত্র তাহারা এই ধীমানের যে বশবর্ত্তী হইবে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

অনন্তর দেবদূত ঋক্ষরজাকে লইয়া কিষ্কিন্ধায় গমন করিল এবং বায়ুবেগে গুহায় প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মার নিয়োগে উহাকে অভিষেক করিল। ঋক্ষরজা বিধানানুসারে স্নাত অৰ্চ্চিত ও অলঙ্কৃত হইল। তাহার মস্তকে রাজমুকুট শোভা পাইতে লাগিল। সে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া হৃষ্টমনে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর সমস্ত বানরের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিল। রাম! এই ঋক্ষরজা বালী ও সুগ্রীবের পিতা এবং মাতা। এক্ষণে তোমার মঙ্গল হউক। যিনি এই বালী ও সুগ্রীবের উৎপত্তির কথা কীর্ত্তন করিবেন এবং যিনি শুনিবেন তাঁহার সকল কাৰ্য্য সুসিদ্ধ হয় এবং তিনি সৰ্ব্বদা প্রফল্ল থাকেন।

প্রক্ষিপ্ত ২য় সর্গ।

মহারাজ রাম ভ্রাতৃগণের সহিত মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট এই পৌরাণী কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। কহিলেন, তপোধন! আমি আপনার প্রসাদাৎ এই পবিত্র কথা শ্রবণ করিলাম। ইন্দ্র ও সূর্য্য ইহাঁরাই বানররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কি আশ্চর্য্য!

অনন্তর মহর্ষি অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! পূর্ব্বে যে নিমিত্ত রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছিল আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সত্যযুগে একদা রাবণ স্বতেজঃ-প্রজ্বলিত সূর্য্য-সঙ্কাশ সত্যবাদী সনৎকুমারকে অবনত মস্তকে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, ভগবন্! দেবগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান কে? তাঁহারা কাহাকে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধে শত্রুজয় করিয়া থাকেন? ব্রাহ্মণেরা কাহার উদ্দেশে নিয়ত যাগযজ্ঞ করেন? এবং যোগিগণ কাহাকেই বা ধ্যান করিয়া থাকেন? আপনি সবিস্তরে ইহা কীর্ত্তন করুন।

তখন সনৎকুমার ধ্যানবলে রাবণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া স্নেহভরে কহিলেন, বৎস! শুন। নারায়ণ হরি সমস্ত জগতের পতি। আমরা তাঁহার উৎপত্তির কথা জানি না।

দেবাসুর সকলেই নিয়ত তাঁহার নিকট প্রণত হইয়া আছেন। তাঁহার নাভিদেশ হইতে জগৎপ্রভু ব্রহ্মার জন্ম। তিনি এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। দেবগণ সেই হরিকে আশ্রয় করিয়া যজ্ঞে বিধিপূর্ব্বক অমৃত পান এবং তাঁহাকেই অর্চনা করিয়া থাকেন। যোগিগণ পুরাণ বেদ ও পঞ্চরাত্র দ্বারা তাঁহার জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক তাঁহাকে ধ্যান এবং যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা নিয়ত তাঁহার পূজা করেন। তিনি দৈত্য দানব ও রাক্ষস প্রভৃতি সুরশত্রুগণকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া থাকেন এবং সকলের দ্বারা পূজিত হন।

রাক্ষসরাজ রাবণ প্রণাম করিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, তপোধন! যে সমস্ত দৈত্য দানব ও রাক্ষস হরির হস্তে বিনষ্ট হয় তাহাদিগের কিরূপ গতিলাভ হইয়া থাকে? সনৎকুমার কহিলেন, দেবতার হস্তে মৃত্যু হইলে স্বর্গলাভ হয়। পরে পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গভ্রষ্ট হইলে ভূতলে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। জীবেরা পূর্ব্বজন্মসঞ্চিত পাপ পুণ্যে জন্মলাভ করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করে। ত্রিলোকীনাথ চক্রধারী হরি যাহাকে বিনাশ করেন সে তাঁহার নিকেতনে স্থান পায়। দেখ তাঁহার ক্রোধও বরের তুল্য।

রাবণ সনৎকুমারের মুখে এই কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত ও সন্তুষ্ট হইল। মনে করিল আমি কিরূপে যুদ্ধে হরির হস্তে মরিব।

প্রক্ষিপ্ত ৩য় সর্গ

রাবণ এইরূপ চিন্তা করিতেছে ইত্যবসরে সনৎকুমার পুনর্ব্বার কহিলেন, রাবণ! তোমার যেরূপ অভিপ্রায় অবশ্যই, তাহা ঘটিবে, তুমি সুখী হও এবং কিয়ৎ কাল অপেক্ষা কর।

রাবণ কহিল, তপোধন! হরির স্বরূপ কিরূপ? সনৎকুমার কহিলেন, রাবণ! শুন আমি সমস্তই কহিতেছি। সেই হরি সর্ব্বব্যাপী অব্যক্ত সূক্ষ্ম ও নিত্য। তিনি চরাচর বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। তিনি ভূলোক দ্যুলোক পাতাল পর্ব্বত বন নদনদী ও গ্রাম নগর সর্ব্বত্রই আছেন। তিনি ওঁকার সত্য সাবিত্রী ও পৃথিবী। তিনি ধরাধরধারী দেব অনন্ত। তিনি দিবা ও রাত্রি। তিনি উভয় সন্ধ্যা এবং চন্দ্র ও সূর্য্য। তিনি কাল অগ্নি বায়ু ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র ও জল। তিনি জ্বলিতেছেন। ও শোভা পাইতেছেন। তিনিই ক্রীড়া করিতেছেন। তিনিই লোকের সৃষ্টি সংহার ও শাসন করিতেছেন। তিনি অবিনাশী লোকনাথ পুরাণপুরুষ ও বিশ্বনাশক। রাবণ! অধিক আর কি বলিব এই চরাচর বিশ্বে একমাত্র তিনিই বিরাজিত আছেন। সেই নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণ হরি পদ্মপরাগবৎ পীত

বস্ত্রে বর্ষাকালীন বিদ্যুজ্জড়িত নীল মেঘের ন্যায় শোভিত হইতেছেন। তিনি পদ্মপলাশলোচন। তাঁহার বক্ষ শ্রীবৎসলাঞ্ছিত ও শশাঙ্কশোভিত। সংগ্রামরূপিণী লক্ষ্মী মেঘমধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় নিয়ত তাঁহার দেহ আবৃত করিয়া আছেন। সুরাসুর পন্নগ কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না, তিনি যাহাকে কৃপা করেন সেই তাঁহাকে দেখিতে পায়। বৎস! যজ্ঞফল সঞ্চিত তপ ও দানে তাঁহার দর্শন লাভ হয় না, যে ব্যক্তি তাঁহার ভক্ত, যিনি তদ্গত প্রাণ, যাঁহার চিত্ত তাঁহাতে আসক্ত এবং যিনি তৎপরায়ণ, তিনিই জ্ঞানবলে নিষ্পাপ হইয়া তাঁহাকে দেখিতে পান। রাবণ! এক্ষণে সেই হরিকে যদি দেখিবার ইচ্ছা থাকে তো কহিতেছি শুন। সত্যযুগ অতীত ও ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইলে তিনি দেব মনুষ্যের হিতার্থ রামমূর্ত্তিতে জন্ম গ্রহণ করিবেন। পৃথিবীকে ইক্ষ্বাকুবংশে দশরথ নামে এক রাজা হইবেন। রাম নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মিবেন। তিনি তেজস্বী বুদ্ধিমান মহাবাহু ও মহাসত্ত্ব। তিনি ক্ষমাগুণে পৃথিবী তুল্য এবং যুদ্ধে কঠোর সূর্য্যের ন্যায় শত্রুপক্ষের নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইবেন। হরিই সেই রাম। তিনি পিতৃনিয়োগে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিবেন। সীতা তাঁহার পত্নী। দেবী লক্ষ্মী সীতারূপে রাজা জনকের কন্যা হইয়া পৃথিবী হইতে উত্থিত হইবেন। সীত

অতি সুলক্ষণা ও অপ্রতিমরূপা। তিনি চন্দ্রের প্রভার ন্যায় এবং দেহের ছায়ার ন্যায় রামের অনুগত। ঐ সাধ্বী অতি-সুশীলা সদাচারা গুণবতী ও ধীরস্বভাবা। তিনি সূর্য্যের রশ্মির ন্যায় এবং অদ্বিতীয় মূর্ত্তির ন্যায় অবস্থিত। রাবণ! এই আমি তোমার নিকট সেই অবিনাশী নিত্য পুরুষের সমস্তই কীর্ত্তন করিলাম।

রাবণ সনৎকুমারের মুখে এই কথা শুনিয়া নারায়ণের সহিত বিরোধ বাসনায় চিন্তা করিতে লাগিল। তাঁহার চক্ষু বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে হর্ষভরে ঘন ঘন শিরশ্চালন করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর রাম বিস্ময়বিস্ফারলোচনে পরম জ্ঞানী অগস্ত্যকে কহিলেন, তপোধন! আপনি এই পুরাতন কথা আরও কীর্ত্তন করুন। শুনিবার জন্য আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে।

প্রক্ষিপ্ত ৪র্থ সর্গ।

তখন মহর্ষি অগস্ত্য রামকে কহিলেন, শুন! এই বলিয়া তিনি প্রীতমনে উপক্রান্ত কথার অবশেষ যথাযথ কহিতে লাগিলেন, রাজন্! দুরাত্মা রাবণ এই হরির সহিত বিরোধ করিবার জন্যই জনকনন্দিনীকে হরণ করিয়াছিল। পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ সুমেরু পর্ব্বতে এই কথা কীর্ত্তন করিয়া ছিলেন। তিনি দেব গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ ও ঋষিগণ সমক্ষে হাস্যমুখে এই কথা কহিয়াছিলেন। রাজন্! তুমি এক্ষণে সেই পাপনাশক কথা শ্রবণ কর। দেব গন্ধর্ব্বেরা এই কথা শুনিয়া হর্ষোৎফুল্ল নেত্র দেবর্ষি নারদকে কহিয়া ছিলেন যিনি এই কথা শুনাইবেন বা ভক্তি পূর্ব্বক শুনিবেন তিনি পুত্রপৌত্রে পরিবৃত হইয়া স্বর্গে পূজিত হইবেন।

প্রক্ষিপ্ত ৫ম সর্গ।

রাবণ বীর রাক্ষসগণের সহিত জয়লাভার্থ পৃথিবীতে পর্য্যটন করিতেছিল। সে দৈত্য দানব রাক্ষসের মধ্যে যাহাকে অধিক্ বল শুনিতে পায় তাহাকেই বলগর্ব্বে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়া থাকে। এইরূপ পর্য্যটনপ্রসঙ্গে একদা দেখিল দেবর্ষি নারদ মেঘপৃষ্ঠস্থ দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় ব্রহ্মলোক হইতে প্রত্যাগমন করিতেছেন। রাবণ প্রীতমনে উহাঁর সন্নিহিত হইল এবং তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, তপোধন! আপনি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত অনেক লোকই দেখিয়াছেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি কোন্ লোকে মনুষ্যেরা অপেক্ষাকৃত বলবান, আমি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার সংকল্প করিয়াছি।

দেবর্ষি নারদ মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, রাক্ষসরাজ! ক্ষীরোদ সমুদ্রের নিকট শ্বেতদ্বীপ আছে। তুমি যেরূপ বলবীর্য্যের অনুসন্ধান করিতেছ আমি ঐ দ্বীপের মনুষ্যকে সেইরূপই দেখিয়াছি। তাহারা মহাকায় মহাবীর্য্য ধৈর্য্যশীল ও চন্দ্রবৎ ধবল। তাহাদের কণ্ঠস্বর ঘনগর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর এবং বাহু-যুগল অর্গলাকার।

রাবণ কহিল, প্রভো! শ্বেতদ্বীপে এইরূপ মহাবল মনুষ্যদিগের কি প্রকারে জন্ম হইল? কি সূত্রেই বা তথায় তাহাদিগের বসবাস? আপনি করস্থিত আমলক ফলের ন্যায় সমস্ত জগৎ নিয়ত দর্শন করিয়া থাকেন। এক্ষণে এই কথা কীর্ত্তন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন।

নারদ কহিলেন, রাক্ষসরাজ! ঐ সকল মনুষ্য অনন্য মনে নারায়ণের আরাধনা করিয়া থাকে। উহারা তৎপরায়ণ তদাসক্তচিত্ত ও তদ্গতপ্রাণ। উহারা একান্ত ভাবে তাঁহার অনুগত বলিয়া শ্বেতদ্বীপে বসবাস লাভ করিয়াছে। চক্রধারী নারায়ণ হরি শার্ঙ্গ ধনু আকর্ষণ পূর্ব্বক যাহাকে বিনাশ করেন তাহার বাস স্বর্গলোকে। বৎস! যাগযজ্ঞ দান সংযম ও তপোবলে ঐ স্বর্গলোক লাভ হয় না।

তখন রাবণ দেবর্ষি নারদের এই কথা শুনিয়া বিস্ময়ভরে বহুক্ষণ চিন্তা করত স্থির করিল আমি নারায়ণের সহিত যুদ্ধ করিব। পরে সে নারদের অনুজ্ঞাক্রমে শ্বেতদ্বীপে যাত্রা করিল। দেবর্ষি নারদও কৌতূহল পরতন্ত্র হইয়া বহুক্ষণ চিন্তা করত এই পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিবার মানসে শীঘ্র শ্বেতদ্বীপে যাত্রা করিলেন। এই ব্রাহ্মণ কেলিপ্রিয় ও যুদ্ধোৎসাহী। রাবণ বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত সিংহনাদে দশ দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া শ্বেতদ্বীপে উপস্থিত হইল। নারদও উত্তীর্ণ হই-

লেন। ঐ দেবদুর্লভ দ্বীপের তেজে রাবণের রথ বায়ুবেগে আহত হইয়া পবনভরে মেঘ যেমন অস্থির হয় তদ্রূপ অস্থির হইয়া উঠিল। রাবণের সচিবগণ ঐ দুর্দ্দর্শ দ্বীপ দেখিবামাত্র অতিমাত্র ভীত হইয়া কহিল, রাক্ষসরাজ! আমরা বিমোহিত হইয়াছি, আমাদের সংজ্ঞা বিলুপ্ত। যুদ্ধ করা দূরে থাক আমরা এস্থলে তিষ্ঠিতেও পারিলাম না। এই বলিয়া উহারা তথা হইতে পলায়ন করিল। রাবণও ঐ স্বর্ণালঙ্কৃত পুষ্পক রথ পরিত্যাগ করিল এবং ভীমরূপ পরিগ্রহ করিয়া একাকী শ্বেতদ্বীপে প্রবিষ্ট হইল। প্রবেশকালে সহসা বহুসংখ্য নারী উহাকে দেখিতে পাইল এবং ঐ সমস্ত নারীর মধ্যে এক জন হাস্যমুখে রাবণের করগ্রহণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিল, তুমি কি জন্য এই শ্বেতদ্বীপে আসিয়াছ? কাহার পুত্র? এবং কেই বা তোমায় এই স্থানে প্রেরণ করিল? রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাকে কহিল, আমি মহর্ষি বিশ্রবার পুত্র, নাম রাবণ। আমি যুদ্ধার্থ এই দ্বীপে আইলাম, কিন্তু আমার সহিত যুদ্ধ করিবে এমন ত কাহাকেই দেখিতেছি না।

তখন দুরাত্মা রাবণের এই কথা শুনিয়া ঐ সমস্ত যুবতী মুক্তকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল এবং তন্মধ্যে এক জন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বালকবৎ অবলীলাক্রমে রাবণের কটিদেশ ধরিয়া সখী-দিগের মধ্যে ঘুরাইতে লাগিল। কহিল, দেখ সখি! আমি

একটা কীট ধরিয়াছি। ইহার মুখ দশটা, হস্ত বিংশতিটা, এবং বর্ণ গাঢ় কজ্জলের কৃষ্ণ। তৎকালে রাবণ হস্ত হইতে হস্তান্তরে নিক্ষিপ্ত এবং অনবরত ঘুরিতেছে। পরে ঐ ধীমান এইরূপে ভ্রাম্যমান হইয়া ক্রোধভরে এক জনের হস্ত দংশন করিল। নারী তৎক্ষণাৎ ঐ কীটকে পরিত্যাগ করিয়া দংশন-জ্বালায় হাত নাড়িতে লাগিল। তখন আর একটী নারী রাবণকে লইয়া আকাশে উত্থিত হইল। রাবণ ক্রোধভরে উহাকেও নখ দ্বারা বিদীর্ণ করিল। ঐ নারী নখরাঘাতে ব্যথিত হইয়া উহাকে ফেলিয়া দিল। রাবণ ভয়ার্ত্ত হইয়া বজ্রবিদীর্ণ গিরিশিখরের ন্যায় সমুদ্রে পড়িল। ফলত শ্বেত-দ্বীপের যুবতীগণ এইরূপে উহাকে ধরিয়া ইতস্তত ঘুরাইয়া ছিল। ঐ সময় দেবর্ষি নারদ স্ত্রীহস্তে রাবণের এইরূপ অবমাননা দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন এবং অট্টহাস্য সহকারে নৃত্য করিতে লাগিলেন। রাম! ঐ দুরাত্মা রাবণই তোমার হস্তে মৃত্যু কামনা করিয়া সীতাকে অপহরণ করিয়াছিল। তুমি শঙ্খচক্রগদাধারী নারায়ণ। সকল দেবতাই তোমাকে নমস্কার করেন। তোমার হস্তে শার্ঙ্গধনু পদ্ম ও বজ্রাস্ত্র এবং বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন। তুমি পদ্মনাভ হৃষীকেশ মহাযোগী ও ভক্তগণের অভয়প্রদ। তুমি রাবণবিনাশ উদ্দেশে মনুষ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছ। তুমি যে স্বয়ং নারায়ণ ইহা কি নিজে

জান না? এক্ষণে তুমি আপনাকে আপনি স্মরণ কর। ব্রহ্ম কহিয়াছেন, তুমি গুহ্য হইতেও গুহ্য। তুমি ত্রিগুণ ও ত্রিবেদী; তুমি স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল ব্যাপিয়া আছ, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে তোমারই কার্য্য, তুমি অসুরনাশক। তুমি ত্রিপদে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছ। তুমি বলিকে বন্ধন করিবার জন্য দেবী অদিতির গর্ভে বামন রূপে জন্মিয়াছিলে। এক্ষণে তুমি লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন উদ্দেশে মনুষ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছ। রাজন্! তোমার বাহুবলে দেবকার্য্য সাধন হইয়াছে। রাবণ সবংশে বিনষ্ট। দেবতা ও ঋষিগণ যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তোমারই প্রসাদে সমস্ত জগৎ নিষ্কণ্টক। সীতা স্বয়ং লক্ষ্মী। তিনি তোমারই জন্য রাজা জনকের গৃহে ভূতল হইতে উত্থিত হইয়া ছিলেন। রাক্ষসেরা লঙ্কায় উঁহাকে মাতার ন্যায় রক্ষা করিয়াছিল।

রাম! এই আমি তোমার নিকট রাবণের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। দীর্ঘজীবি দেবর্ষি নারদই আমাকে এইরূপ কহিয়াছিলেন। সনৎকুমার রাবণকে যেরূপ উপদেশ দেন সে অবিলম্বে তদনুরূপ কার্য্য করিয়াছে। বিদ্বান ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণগণের নিকট এই ব্যাপার কীর্ত্তন করিলে শ্রাদ্ধে যে অক্ষয় অন্ন প্রদত্ত হয় তাহা পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করে।

অনন্তর রাম এই অত্যাশ্চর্য্য কথা শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণের

সহিত অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন। সুগ্রীবাদি বানর, বিভীষণ প্রভৃতি রাক্ষস, অমাত্যগণের সহিত রাজা এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও ধার্ম্মিক শূদ্র সকলেই বিস্মিত ও হৃষ্ট হইলেন। তৎ-কালে সকলে নির্নিমেষ লোচনে রামকেই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

পরে মহর্ষি অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে আমরা চলি-লাম। এই বলিয়া তাঁহারা পূজিত হইয়া স্বস্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

এইরূপে মহারাজ রাম প্রতিদিন পুর ও জনপদবাসী প্রজাবর্গের সমস্ত কার্য্য পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিবস অতীত হইলে তিনি মিথিলাধিপতি জনককে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্য্য! আপনি আমাদিগের একমাত্র অটল আশ্রয়। আপনিই আমাদিগকে পালন করিতেছেন, আমি আপনারই কঠোর তেজোবলে রাবণকে পরাজয় করিয়াছি। ঈক্ষ্বাকুবংশীয় ও নিমিবংশীয়দিগের সম্বন্ধজনিত প্রীতির পরিচ্ছেদ নাই। এক্ষণে আপনি মৎপ্রদত্ত ধনরত্ন উপহার লইয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করুন। ভরত আপনার সাহায্যার্থ আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইবেন।

তখন রাজর্ষি জনক কহিলেন, বৎস! এক্ষণে আমার স্বরাজ্যে প্রস্থান করা আবশ্যক। আমি তোমায় দেখিয়া প্রীত হইলাম। তুমি যে সমস্ত রত্ন আমার জন্য সঞ্চয় করিয়াছ আমি তৎসমুদায় আমার কন্যাদিগকে দিলাম। এই বলিয়া রাজর্ষি জনক স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রাম সবিনয়ে মাতুল যুধাজিৎকে কহিলেন, রাজন্! এই রাজ্য, আমি, লক্ষ্মণ ও ভরত সমস্তই আপনার অধীন, আপনি

আমাদিগের একমাত্র আশ্রয়। এক্ষণে বৃদ্ধ কেকয়রাজ আপনাকে না দেখিয়া কষ্ট পাইবেন, অতএব আমার ইচ্ছা আপনি অদ্যই মৎপ্রদত্ত ধনরত্ন উপহার লইয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করুন। প্রস্থানকালে লক্ষ্মণ আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইবেন। এই বলিয়া রাম তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিলেন। যুধাজিৎ কহিলেন, রাজন্! ধনরত্ন তোমারই থাক্, এই বলিয়া তিনি রামকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক অসুরবিনাশের পর ইন্দ্র যেমন বিষ্ণুর সহিত প্রস্থান করিয়া ছিলেন তদ্রূপ লক্ষ্মণের সহিত প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রাম কাশিরাজ বয়স্য নির্ভয় প্রতর্দ্দনকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! তুমি যুদ্ধসাহায্যের নিমিত্ত ভরতের সহিত বিস্তর উদ্যোগ করিয়াছিলে, ইহা দ্বারা আমার প্রতি প্রীতি ও সৌহৃদ্যের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। এক্ষণে তুমি প্রাকারবেষ্টিত তোরণসম্পন্ন স্বভুজবলে রক্ষিত রমণীয় কাশীপুরীতে প্রস্থান কর। এই বলিয়া রাম আসন হইতে উত্থিত হইয়া উহাঁকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর কাশিরাজ প্রতর্দন প্রস্থান করিলে রাম তিন শত রাজাকে সহাস্যমুখে মধুর বাক্যে কহিলেন, রাজগণ! আপনারা স্বমহিমায় আমার প্রতি অটল প্রীতি রক্ষা করিয়াছেন। আপনারা মহাত্মা, ধর্ম্ম ও সত্য নিয়তই আপনাদিগকে আশ্রয় করিয়া আছে। আপনাদিগের মহানুভাবতা ও তেজেই দুরাত্মা

নির্ব্বোধ রাবণ সপরিবারে বিনষ্ট হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আমি উপলক্ষ্য মাত্র। ভ্রাতা ভরতের প্রযত্নে আপনারা এস্থানে সমবেত এবং জানকীর অপহরণ সংবাদে যুদ্ধের জন্য উদ্যুক্তও হইয়া ছিলেন। এক্ষণে বহুদিন অতীত হইল আপনারা আসিয়াছেন। আমার ইচ্ছা আপনারা প্রস্থান করুন। তখন রাজগণ পুলকিত হইয়া কহিলেন, রাজন্! আমাদিগের সৌভাগ্য যে আপনি বিজয়ী হইয়াছেন। রাজ্যপ্রতিষ্ঠা ও জানকীর উদ্ধার করিয়াছেন। এই আমাদিগের সকল কামনার শ্রেষ্ঠ কামনা, এই আমাদিগের সকল প্রীতির উৎকৃষ্ট প্রীতি যে আমরা আপনাকে হতশত্রু ও বিজয়ী দেখিলাম। আপনি যে আমাদিগকে প্রশংসা করিতেছেন ইহা আপনার মহত্ত্বের সমুচিত, কিন্তু আপনি সকল প্রকার প্রশংসার পাত্র হইলেও আমরা আপনার ন্যায় এইরূপ প্রশংসা করিতে জানি না। এক্ষণে আমরা আপনার অনুমতি লইতেছি, স্বস্ব স্থানে চলিলাম, আপনি সততই আমাদিগের হৃদয়স্থ, আমরাও আপনার হৃদয়স্থ হইতে পারি এইরূপ প্রীতি যেন আমাদিগের উপর থাকে। রাম কহিলেন অবশ্য তাহাই হইবে। এই বলিয়া তিনি উহাঁদিগের যথোচিত সমাদর ও পূজা করিলেন। রাজগণও গমনে একান্ত উৎসুক হইয়া হৃষ্টমনে স্বস্ব দেশে প্রস্থান করিলেন।

একোনচত্বারিংশ সর্গ।

মহীপালগণ হস্ত্যশ্বে পৃথিবীকে কম্পিত করিয়া তথা হইতে যাত্রা করিলেন। রামের লঙ্কাসমরে সাহায্য করিবার জন্য ভরতের আজ্ঞাক্রমে বহু অক্ষৌহিণী সেনা সমবেত হইয়াছিল। রাজগণ প্রস্থানকালে বলগর্ব্বে কহিতে লাগিলেন, আমরা রামের শত্রু রাবণকে যুদ্ধস্থলে পাইলাম না। ভরত যুদ্ধশেষে অকারণ আমাদিগকে আনিয়াছিলেন। যদি আমরা পূর্ব্বে আসিতাম তাহা হইলে রাম ও লক্ষ্মণের বাহুবলে রক্ষিত হইয়া নিশ্চয় রাক্ষসবধ করিতে পারিতাম। আমরা সমুদ্রপারে নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতাম। রাজগণ এইরূপ ও অন্যান্য রূপ নানা কথার প্রসঙ্গ করিয়া হৃষ্টমনে স্বস্ব রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। ইহাঁদিগের রাজ্য ধনধান্যপূর্ণ সমৃদ্ধ ও সুপ্রসিদ্ধ। ইহাঁরা অক্ষত দেহে উপস্থিত হইয়া রামের প্রীতি সম্পাদনার্থ নানারূপ উপহার প্রদান করিলেন। অশ্ব, যান, রত্ন, মদোৎকট হস্তী, উৎকৃষ্ট চন্দন, মহামূল্য আভরণ, মণিমুক্তা প্রবাল, সুন্দরী দাসী ছাগ, মেষ ও রথ প্রচুর পরিমাণে উপহার দিলেন। ভরত লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন তৎসমুদায় লইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করি-

লেন এবং আসিয়া রামের হস্তে সমস্তই দিলেন। রাম ঐ সকল রত্ন লইয়া হৃষ্টমনে কৃতকর্ম্মা সুগ্রীব, বিভীষণ, অন্যান্য রাক্ষস ও যাহাদিগের সাহায্যে লঙ্কার যুদ্ধে জয় লাভ হইয়াছে সেই সকল বানরকে প্রদান করিলেন। তখন বানর ও রাক্ষসেরা রামের প্রদত্ত রত্ন লইয়া কেহ মস্তকে কেহ হস্তে ধারণ করিল। অনন্তর কমললোচন রাম অঙ্গদ ও হনুমানকে ক্রোড়ে লইয়া সুগ্রীবকে কহিলেন, কপিরাজ! এই অঙ্গদ তোমার সুপুত্র এবং হনুমান তোমার মন্ত্রী। ইহাঁরা উভয়েই আমার হিতসাধনে নিযুক্ত ও মন্ত্রী। এক্ষণে ইহাঁদিগকে সৎকার করা আবশ্যক। এই বলিয়া তিনি স্বদেহ হইতে সমস্ত আভরণ উন্মোচন পূর্ব্বক ঐ দুই বীরকে পরাইয়া দিলেন। পরে তিনি নীল, নল, কেসরী, গন্ধমাদন, কুমুদ, সুষেণ, পনস, মৈন্দ, দ্বিবিদ, জাম্ববান, গবাক্ষ, বিনত, ধূম্র, বলীমুখ, প্রজঙ্ঘ, সন্নাদ, দরীমুখ, দধিমুখ ও ইন্দ্রজানু এই সকল মহাবল যুথপতিকে সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক মধুর কোমল বাক্যে কহিলেন, তোমরা আমার সুহৃদ, আমার দেহ এবং আমার ভ্রাতা। তোমরাই আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছ। ধন্য সুগ্রীব, তিনি তোমাদিগের ন্যায় বন্ধুলাভ করিয়াছেন। এই বলিয়া রাম উহাঁদিগকে মর্য্যাদানুসারে অলঙ্কার এবং মহামূল্য হীরক প্রদান করিলেন। বানরেরা সুগন্ধী মধু পান এবং সুসংস্কৃত মাংস ও ফলমূল ভক্ষণ পূর্ব্বক তথায়

সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল। এইরূপে কএক মাস অতীত হইয়া গেল, কিন্তু রামের প্রতি প্রীতি ও ভক্তিনিবন্ধন উহা যেন সকলের মুহূর্ত্তের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। রামও ঐ সকল রাক্ষস বানর ও ভল্লুকগণের সহিত পরম সুখে কাল-ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে দ্বিতীয় শিশির কাল অতীত হইল।

চত্বারিংশ সর্গ

একদা রাম সুগ্রীবকে কহিলেন, সৌম্য! তুমি এক্ষণে দেবগণেরও দুরাক্রমণীয় কিষ্কিন্ধা নগরীতে যাও এবং অমাত্যগণের সহিত নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ কর। তুমি পরম প্রীতির চক্ষে অঙ্গদকে দেখিও এবং হনুমান, মহাবল নল, সুষেণ, তার, কুমুদ, দুর্দ্ধর্ষ নীল, বীর শতবলি, মৈন্দ দ্বিবিদ, গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, ঋক্ষরাজ জাম্ববান, গন্ধমাদন, ঋষভ, সুপাটল, কেসরি, শরভ, শুম্ভ শঙ্খচূড়, এবং আর আর যে সমস্ত বানর আমার সাহায্যার্থ প্রাণপণ করিয়াছিলেন তুমি তাঁহাদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখিও, কদাচ তাঁহাদিগের কোন অপকার করিও না। রাম কপিরাজ সুগ্রীবকে এই কথা বলিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক মধুর বাক্যে বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! তুমি গিয়া ধর্ম্মানুসারে লঙ্কা শাসন কর। ভ্রাতা কুবের রাক্ষসপুরবাসী ও আমরা সকলেই তোমাকে ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া জানি। তুমি কদাচ অধর্ম্মবুদ্ধি করিও না, বুদ্ধিমান রাজারই রাজ্যভোগ হয়। এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে প্রস্থান কর, তুমি প্রীতি সহকারে সুগ্রীবের সহিত আমাকে নিয়তই স্মরণে রাখিও।

তখন বানর ভল্লুক ও রাক্ষসেরা রামের এই সমস্ত কথা শুনিয়া তাঁহাকে সাধুবাদ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিতে লাগিল। কহিল, রাজন্! তোমার বুদ্ধি বল ও প্রকৃতি-মাধুর্য্য ব্রহ্মার ন্যায় অলৌকিক। হনুমান প্রণাম করিয়া কহিলেন, রাজন্! তোমার প্রতিই যেন নিয়ত আমার উৎকৃষ্ট প্রীতি ও ভক্তি থাকে, মনের ভাব যেন আর অন্যত্র না যায়। যাবৎ পৃথিবীতে রাম-কথা থাকিবে তাবৎ যেন আমি জীবিত থাকি। তোমার এই দিব্য চরিত অপ্সরা সকল যেন নিয়ত আমায় শ্রবণ করায়। আমি তোমার এই চরিত-কথা শুনিয়া বায়ু যেমন মেঘকে দূর করিয়া দেয় তদ্রূপ তোমার অদর্শন-জনিত উৎকণ্ঠা দূর করিব।

তখন রাম উৎকৃষ্ট আসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক হনুমানকে আলিঙ্গন করিয়া স্নেহভরে কহিলেন, বীর! তোমার যেরূপ অভিপ্রায় নিশ্চয় তাহাই হইবে। যদবধি এই জীবলোকে আমার চরিত-কথা থাকিবে তাবৎ তোমার শরীর ও কীর্ত্তি স্থায়ী হইবে। যদবধি এই সমস্ত লোক থাকিবে তাবৎ আমার চরিত-কথা বিলুপ্ত হইবে না। তুমি আমার যত উপকার করিয়াছ তাহার এক একটীর জন্য তোমাকে প্রাণ দেওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু সমস্ত উপকারের যাহা অবশিষ্ট তজ্জন্য আমরা তোমার নিকট ঋণী থাকিলাম। মনুষ্য আপৎকালেই প্রত্যুপকার চায়,

অতএব তোমার কোন বিপদ না ঘটুক, তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ তাহা আমার দেহে জীর্ণ হইয়া যাক্। এই বলিয়া রাম স্বীয় কণ্ঠ হইতে চন্দ্রধবল বৈদুর্য্যমণিশোভিত হার উন্মুক্ত করিয়া উহাঁর কণ্ঠে বন্ধন করিয়া দিলেন। হনুমান ঐ হারের প্রভায় চন্দ্রালোকশোভিত সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন। মহাবল বানরেরা ক্রমে ক্রমে গাত্রোত্থান করিয়া রামকে প্রণাম পূর্ব্বক নির্গত হইতে লাগিল। রাম সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করিলেন। বিভীষণ প্রভৃতি সকলেই যাত্রাকালে দুঃখে বিমোহিত হইয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। বাষ্পভরে সকলের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। সকলেই শূন্যমনা। দেহাভিমানী দেগত্যাগ করিবার কালে যেমন কাতর হয় সকলে সেইরূপ কাতর হইয়া স্ব স্ব গৃহে যাত্রা করিল।

একচত্বারিংশ সর্গ।

এইরূপে রাম বানরাদি সকলকেই বিদায় দিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত সুখসচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা অপরাহ্ণে তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত অন্তরীক্ষ হইতে উচ্চরিত এই মধুর কথা শুনিতে পাইলেন, রাজন্! তুমি প্রসন্নমুখে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আমি ধনাধিপতি কুবেরের গৃহ হইতে উপস্থিত। আমার নাম পুষ্পক। আমি তোমার শাসন শিরোধার্য্য করিয়া কুবেরকে সেবা করিবার জন্য প্রস্থান করিয়া ছিলাম কিন্তু তিনি আমাকে উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, মহাত্মা রাম দুর্দ্ধর্ষ রাবণকে বিনাশ করিয়া তোমায় অধিকার করিয়াছেন। দুরাত্মা রাবণ সবংশে সগণে ও সবান্ধবে বিনষ্ট হওয়াতে আমি যার পর নাই সুখী হইয়াছি। পুষ্পক! রাম যখন তোমায় অধিকার করিয়াছেন তখন আমি আদেশ দিতেছি তুমি তাঁহাকে গিয়া বহন কর। সকল লোকেই তোমার গতি অপ্রতিহত, তুমি যে রামকে বহন করিবে ইহাতেই আমার পরম প্রীতি। এক্ষণে তুমি স্বচ্ছন্দ-

মনে প্রস্থান কর। রাজন্! আমি কুবেরের আদেশক্রমে তোমার নিকট আইলাম, তুমি অশঙ্কিতমনে আমাকে গ্রহণ কর। অতঃপর আমি তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন পূর্ব্বক স্বপ্রভাবে বিচরণ করিব।

তখন রাম বিমানকে পুনরায় উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, পুষ্পক! আইস, যখন ধনাধিপতি কুবের অনুকূল তখন তোমায় গ্রহণ করিলে কোনরূপে অসৎব্যবহার হইতে পারে না। এই বলিয়া রাম লাজাঞ্জলি ও সুগন্ধি ধূপ দ্বারা পুষ্পককে পূজা করিয়া কহিলেন, পুষ্পক! এখন তুমি যাও, যখন তোমায় স্মরণ করিব সেই সময় আইস। তুমি ব্যোমমার্গে সুখে থাক, ... অপ্রতিহতগতিতে যথেচ্ছ বিচরণ কর। এই বলিয়া পুষ্পককে বিদায় দিলেন। পুষ্পকও তথা হইতে অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান করিল।

অনন্তর ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে কহিলেন, আর্য্য! আপনি দেবতা, আপনার এই রাজ্যপালনকালে মনুষ্যাতিরিক্ত জীবেরও বাক্‌শক্তি হইয়াছে। বহুদিন হইল মনুষ্যেরা নীরোগ, জরাজীর্ণ হইলেও কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয় না। স্ত্রীলোকেরা সুস্থ সন্তান প্রসব করিতেছে। সকলেরই দেহ হৃষ্টপুষ্ট। এই পুরবাসিদিগের আনন্দের আর অবধি নাই। মেঘ যথাকালে অমৃতবৃষ্টি করিতেছে। আর

বায়ুও সুখস্পর্শ ও শুভ হইয়া নিরবচ্ছিন্ন বহিতেছে। পৌর ও জানপদগণ কহিয়াথাকে এরূপ রাজা আমাদিগের চিরকালই হউক।

রাম ভরতের মুখে এই মধুর কথা শুনিয়া যার পর নাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ

অনন্তর মহারাজ রাম অশোক বনে প্রবেশ করিলেন। ঐ বন চন্দন অগুরু চূত তুঙ্গ কালেয়ক দেবদারু চম্পক পুন্নাগ মধূক পনস অসন ও জ্বলন্তঅঙ্গারতুল্য পারিজাতে সুশোভিত। লোধ্র নীপ অর্জ্জুন নাগকেসর সপ্তপর্ণ অতিমুক্ত মন্দার কদলী প্রিয়ঙ্গু কদম্ব বকুল জম্বু দাড়িম কোবিদার ও নানাপ্রকার পুষ্প ও লতাজালে পরিবৃত। এই সমস্ত বৃক্ষ সর্ব্বদা ফলপুষ্পে বিরাজিত, দিব্য গন্ধ ও রসযুক্ত, তরুণ অঙ্কুর ও পল্লবে শোভিত ও মনোহর। এতদ্ব্যতীত ঐ অশোক বনে শিল্পিপ্রস্তুত নানারূপ কৃত্রিম বৃক্ষ আছে। তৎসমুদায় মনোজ্ঞ পল্লব ও পুষ্পে পূর্ণ, উন্মত্ত ভ্রমরে সমাকীর্ণ এবং কোকিল ভৃঙ্গরাজ ও চূতপরাগপিঞ্জরকায় পক্ষিগণে শোভিত। ঐ সকল বৃক্ষের মধ্যে কোনটী স্বর্ণবর্ণ কোনটী অগ্নিশিখাকার কোনটী গাঢ় কজ্জলের ন্যায় কৃষ্ণ। সুগন্ধি পুষ্পস্তবক উহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। তথায় জলপূর্ণ নানারূপ দীর্ঘিকা আছে। উহার সোপান মণিময় এবং মধ্যভূমি স্ফটিকে রচিত, উহাতে পদ্মদল

বিকসিত হইয়া আছে এবং চক্রবাক দাত্যূহ শুক হংস ও সারস উহার তীরে ও নীরে নিরন্তর কলরব করিতেছে। উহার তীরে ফলপুষ্পশোভিত নানারূপ বৃক্ষ। উহা প্রাকারে পরিবেষ্টিত ও শিলাতলে শোভিত। ঐ অশোক বনে নীলকান্তমণিসদৃশ শাদ্বল স্থান রহিয়াছে। তথায় বৃক্ষ সকল যেন পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া পুষ্প প্রসব করিতেছে। আকাশ যেমন তারাগণে শোভিত হয় সেইরূপ বৃন্তচ্যুত পুষ্পে শিলাতল সকল অলঙ্কৃত হইয়া আছে। দেবরাজ ইন্দ্রের যেমন নন্দন এবং ধনাধিপতি কুবেরের যেমন ব্রহ্মনির্ম্মিত চৈত্ররথ কানন, রামের সেইরূপ ঐ অশোক বন। উহাতে বহুলোকের স্থানসন্নিবেশ হইতে পারে এরূপ গৃহ ও লতাগৃহ আছে। উহা সমৃদ্ধিপূর্ণ। রাম ঐ অশোক বনে প্রবেশ করিয়া কুসুমখচিত আস্তরণাচ্ছন্ন আসনে উপবেশন করিলেন এবং সীতাকে লইয়া স্বহস্তে মৈরেয় নামক বিশুদ্ধ মদ্য পান করাইতে লাগিলেন। ঐ সময় ভৃত্যেরা শীঘ্র রামের ভোজনার্থ সুসংস্কৃত মাংস ও নানাপ্রকার ফলমূল আনয়ন করিল। নৃত্যগীতবিশারদ সুরূপ সর্ব্বালঙ্কারশোভিত কিন্নরী অপ্সরা ও অন্যান্য নারী মধুপানে মত্ত হইয়া নৃত্যগীত দ্বারা রামকে আনন্দিত করিতে লাগিল। বশিষ্ঠ যেমন অরুন্ধতীর সহিত উপবিষ্ট হইয়া শোভা পান সেইরূপ রাম সীতার সহিত উপবিষ্ট হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ

ভোগসুখপ্রদ শীতকাল অতীত হইল। রাম এইরূপ ভোগপ্রসঙ্গে বহুকাল যাপন করিলেন। তিনি পূর্ব্বাহ্নে ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া দিবসের শেষার্দ্ধ অন্তঃপুরে অতিবাহিত করিতেন। জানকীও পৌর্ব্বাহ্নিক দৈবকার্য্য সমাপন করিয়া নির্ব্বিশেষে শ্বশ্রূদিগের সেবা সুশ্রূষা করিতেন। পরে বিচিত্র বসন ভূষণে সুসজ্জিত হইয়া শচী যেমন ইন্দ্রের নিকট গমন করেন তদ্রূপ রামের নিকট গমন করিতেন। রাম ঐ শুভাচারশোভিতা পত্নীকে দেখিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইতেন এবং উহাঁকে পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ প্রদান করিতেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা রাম জানকীকে কহিলেন, প্রিয়ে! দেখিতেছি, এক্ষণে তোমার সমস্ত গর্ভলক্ষণ উপস্থিত, বল, কি তোমার অভিপ্রায়? আমি তোমার কি করিব?

জানকী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, নাথ! এক্ষণে আমার পবিত্র আশ্রম দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছে। যে সমস্ত ফলমূলাশী তেজস্বী ঋষি গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট হইয়া তপস্যা করিতেছেন আমি তাঁহাদের নিকট গমন করিব। আমি অন্তত একরাত্রি তাঁহাদের তপোবনে গিয়া বাস করিব। এই আমার মনোগত ইচ্ছা।

রাম কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার যেরূপ ইচ্ছা তাহাই হইবে, তজ্জন্য আশঙ্কা করিও না, কল্যই তপোবনে যাত্রা করিবে। রাম জানকীকে এই কথা বলিয়া সুহৃদ্গণের সহিত মধ্য কক্ষ্যায় প্রবেশ করিলেন।

রামায়ণ।

উত্তর কাণ্ড।

প্রথম সর্গ

রাম রাক্ষসগণের বধসাধন পূর্ব্বক রাজ্য অধিকার করিলে একদা মুনিগণ তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার জন্য আগমন করিলেন। মহর্ষি কৌশিক, যবক্রীত, গার্গ্য, গালব ও মেধাতিথির পুত্র কণ্ব, ইহাঁরা পূর্ব্ব দিক হইতে; ভগবান স্বস্ত্যাত্রেয়, নমুচি, প্রমুচি, অগস্ত্য, অত্রি, সুমুখ ও বিমুখ ইহাঁরা দক্ষিণ দিক হইতে; নৃষদ্গু, কবষী, ধৌম্য ও কৌষেয় ইহাঁরা শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে পশ্চিম দিক হইতে; এবং বসিষ্ঠ, কশ্যপ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ ও সপ্তর্ষিগণ উত্তর দিক হইতে

আগমন করিলেন। এই সমস্ত বেদবেদাঙ্গবিৎ অগ্নিকল্প মহর্ষি রামের নিকট আপনাদিগের আগমনসংবাদ দিবার জন্য দ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন এবং ধর্ম্মশীল মহর্ষি অগস্ত্য প্রতীহারকে কহিলেন, আমরা ঋষি উপস্থিত হইয়াছি, তুমি গিয়া মহারাজ রামকে এই কথা জানাও। নীতিনিপুণ ইঙ্গিতজ্ঞ সুশীল সুদক্ষ ধীরস্বভাব প্রতীহার অগস্ত্যের বাক্যে শীঘ্র রামের নিকট গিয়া কহিল, রাজন্! মহর্ষি অগস্ত্য ঋষিগণের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। শুনিবামাত্র রাম প্রতীহারকে কহিলেন, তুমি নির্ব্বিঘ্নে তাঁহাদিগকে এই স্থানে লইয়া আইস।

অনন্তর প্রাতঃসূর্য্যকান্তি ঋষিগণ রাজসভায় প্রবেশ করিলেন। রাম তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন এবং পাদ্য অর্ঘ দ্বারা তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা ও সাদরে গো নিবেদন পূর্ব্বক উপবেশনার্থ স্বর্ণখচিত কুশাস্তীর্ণ ও মৃগচর্ম্মযুক্ত আসন দিলেন। ঋষিগণ মর্য্যাদানুসারে উপবেশন করিলে রাম উহাঁদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। মহর্ষিগণ কহিলেন, রাজন্! আমরা সৌভাগ্যক্রমে যখন তোমাকে নিঃশঙ্ক ও কুশলী দেখিতেছি তখন আমাদের কুশল। আমাদের সৌভাগ্য যে তুমি সর্ব্বলোকভীষণ রাবণকে পুত্রপৌত্রের সহিত বধ করিয়াছ। তাহাকে বধ করা তোমার পক্ষে অবশ্যই সামান্য কথা, তুমি ধনুর্ধারণ করিলে নিশ্চয় ত্রিলোক পরাজিত হয়। তথাচ আমা-

দেরই পরম ভাগ্য যে রাবণ সবংশে বিনষ্ট হইয়াছে—আজ আমরা জানকীর সহিত তোমাকে বিজয়ী দেখিতেছি—এবং হিতকারী লক্ষ্মণ ও মাতৃগণের সহিত তোমাকে সুখী দেখিতেছি। আমাদের পরম ভাগ্য যে প্রহস্ত, বিকট, বিরূপাক্ষ, মহোদর ও অকম্পন, বিনষ্ট হইয়াছে। এই পৃথিবীতে যাহার দেহপ্রমাণের তুলনা নাই সেই কুম্ভকর্ণ এবং ত্রিশিরা, অতিকায়, দেবান্তক ও নরান্তক নিহত হইয়াছে। কিন্তু বলিতে কি, রাবণকে বধ করা ত তোমার পক্ষে সামান্য কথা; তুমি ইন্দ্রজিতের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে যে বিনাশ করিয়াছ এইটিই আমাদের পরম ভাগ্য। কালস্রোতের ন্যায় অদৃশ্য ভাবে যে ধাবমান হইত আমাদের পরম ভাগ্য তুমি তাহার শরবন্ধন হইতে মুক্ত ও জয়ী হইয়াছ। আমরা তাহারই বধসংবাদে তোমাকে অভিনন্দন করিতে আসিয়াছি। সে মায়াবী ও সকলের অবধ্য। তাহার বিনাশের কথা শুনিয়াই আমাদের যার পর নাই বিস্ময় উপস্থিত। রাজন্! আমাদিগকে এই পবিত্র অভয় দান পূর্ব্বক তোমার জয় জয়কার হইয়াছে।

রাম ঋষিগণের এইরূপ বাক্যে অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনারা কুম্ভকর্ণ ও রাবণকে ছাড়িয়া কিজন্য ইন্দ্রজিতের এত প্রশংসা করিতেছেন?

মহোদর, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, মত্ত, উন্মত্ত, দেবান্তক নরান্তক অতিকায়, ত্রিশিরা ও ধূম্রাক্ষকে ছাড়িয়া কি জন্য ইন্দ্রজিতের এত প্রশংসা করিতেছেন? তাহার কিরূপ প্রভাব? বল ও পরাক্রম কেমন? এবং কি কারণেই বা সে রাবণ অপেক্ষা অধিক? আমি আপনাদিগকে আজ্ঞা করিতেছি না কিন্তু যদি এই কথা বলিবার কোন বাধা না থাকে এবং যদি তাহা আমার শুনিবার যোগ্য হয় তাহা হইলে বলুন শুনিব। ঐ রাক্ষস কিরূপে বর লাভ ও ইন্দ্রকে পরাজয় করে? এবং পিতা ·হইয়া পুত্রই বা কেন প্রবল হইল?

দ্বিতীয় সর্গ।

মহর্ষি অগস্ত্য কহিলেন, রাম! অগ্রে রাক্ষসরাজ রাবণের কুল জন্ম ও বরপ্রাপ্তির কথা উল্লেখ করা আবশ্যক, পরে আমি ইন্দ্রজিতের বলবীর্য্য এবং যে নিমিত্ত সে শত্রুর অবধ্য ও বিজয়ী তাহা বলিব। সত্যযুগে পুলস্ত্য নামে এক ব্রহ্মর্ষি ছিলেন। তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র এবং সর্ব্বাংশে ব্রহ্মারই অনুরূপ। ধর্ম্ম ও সদাচার-বলে তাঁহার যে সমস্ত সদ্গুণ জন্মিয়াছিল তাহা বর্ণনা করা যায় না; তিনি ব্রহ্মার পুত্র এই বলিলেই তাঁহার গুণের পরিচয় হইল। ফলত ব্রহ্মার পুত্র বলিয়াই তিনি দেবগণের আদরণীয় ছিলেন। ঐ মহাত্মা মহাগিরি সুমেরুর পার্শ্বে তৃণবিন্দুর আশ্রমে তপঃপ্রসঙ্গে বাস করিতেন। তিনি স্বাধ্যায়সম্পন্ন ও জিতেন্দ্রিয়। তাঁহার অবস্থানকালে অপ্সরা ঋষি নাগ ও রাজর্ষিকন্যারা ঐ আশ্রমে আসিয়া ক্রীড়া করিত। কানন সুরম্য এবং সকল ঋতুতেই উপভোগ্য এই জন্য তাহারা নিয়তই তথায় আসিত এবং কেহ সঙ্গীত কেহ বীণাবাদন ও কেহ বা নৃত্য করিয়া ঐ তাপসের বিঘ্নাচরণ করিত। তখন পুলস্ত্যদেব এইরূপ তপোবিঘ্ন দর্শনে রুষ্ট হইয়া কহিলেন অতঃপর

যে আমার দৃষ্টিপথে পড়িবে তাহারই গর্ভ হইবে। তদবধি ঐ সমস্ত রমণী ব্রহ্মশাপভয়ে তথায় আর যাইত না। কিন্তু রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যা এই কথার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানিতেন না। তিনি একদা ঐ আশ্রমে গিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছিলেন কিন্তু ঐ দিবস তথায় তাঁহার কোন্ সখীকেই উপস্থিত দেখিতে পাইলেন না। তৎকালে পুলস্ত্য দেব বেদপাঠ করিতেছিলেন। রাজর্ষিকন্যা ঐ বেদশ্রুতি শ্রবণ ও মুনিকে দর্শন করিতেছেন এই অবসরে সহসা গর্ভলক্ষণাক্রান্তা হইলেন এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি আপনার এই বৈলক্ষণ্য দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং এ আমার কি হইল! এই ভাবনা ও ভয়ে পিতার আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তখন রাজর্ষি তৃণবিন্দু কন্যাকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, বৎসে! তোমার আকার কিরূপে কন্যাকালের অসদৃশ হইয়া উঠিল। কন্যা কৃতাঞ্জলি হইয়া দীন মুখে কহিলেন, পিতঃ! আমার আকার কেন যে এইরূপ হইল আমি কিছুই জানি না। আমি সখীদের অন্বেষণপ্রসঙ্গে একাকী মহর্ষি পুলস্ত্যের আশ্রমে গিয়াছিলাম। কিন্তু তথায় কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া বেদপাঠ শুনিতেছি এই অবসরে আমার এইরূপ রূপ-বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। পরে আমি অতিমাত্র ভীত হইয়া এই স্থানে আইলাম।

তখন তপঃশ্রীসম্পন্ন রাজর্ষি তৃণবিন্দু ধ্যানস্থ হইয়া দেখিলেন ইহা পুলস্ত্যেরই কর্ম্ম। তিনি তপোবলে অভিসম্পাত বৃত্তান্ত সমস্তই জানিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ কন্যার সহিত পুলস্ত্যের আশ্রমে গিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আমার এই কন্যা গুণবতী, এই ভিক্ষা স্বয়ং উপস্থিত, আপনি ইহাকে গ্রহণ করুন। তপশ্চর্য্যায় আপনার ইন্দ্রিয় অবসন্ন হইলে আমার এই কন্যা নিয়ত আপনার শুশ্রূষা করিবে।

তখন মহর্ষি পুলস্ত্য তৃণবিন্দুর কন্যাগ্রহণে সম্মত হইলেন। তৃণবিন্দুও উহাঁকে কন্যা দান করিয়া স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে কন্যা আপনার গুণে ভর্ত্তাকে তুষ্ট করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। মহর্ষি পুলস্ত্য উহাঁর স্বভাব ও চরিত্রে সন্তুষ্ট হইলেন এবং প্রীতমনে কহিলেন, দেবি! আমি তোমার গুণে অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়াছি অতএব আজ তোমায় আত্মসম পুত্রপ্রদানে ইচ্ছা করিতেছি। সে পিতা মাতার বংশধর ও পৌলস্ত্য নামে প্রসিদ্ধ হইবে। আমার স্বাধ্যায়কালে তুমি বেদশ্রুতি শুনিয়াছিলে অতএব সেই পুত্রের নাম বিশ্রবা হইবে।

মহর্ষি হৃষ্টমনে এইরূপ কহিলে রাজর্ষিকন্যা অনতিকালমধ্যে বিশ্রবা নামে এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই বিশ্রবা ত্রিলোকপ্রসিদ্ধ যশস্বী ও ধার্ম্মিক। তিনি বেদজ্ঞ সমদর্শী সদাচার ও ব্রহ্মনিষ্ঠ। বিশ্রবা পিতারই ন্যায় তপঃপরায়ণ ছিলেন।

তৃতীয় সর্গ।

অতঃপর পুলস্ত্যপুত্র বিশ্রবা অচিরকাল মধ্যেই পিতার ন্যায় তপঃপরায়ণ হইলেন। তিনি সত্যনিষ্ঠ সুশীল স্বাধ্যায়-সম্পন্ন ধার্ম্মিক ও পবিত্রস্বভাব। কোনরূপ ভোগেই তাঁহার আসক্তি ছিল না। মহর্ষি ভরদ্বাজ বিশ্রবার এইরূপ ধর্ম্ম-নিষ্ঠার কথা শুনিয়া কন্যা দেববর্ণিনীকে পত্নীরূপে তাঁহার হস্তে সম্প্রদান করিলেন। বিশ্রবা ধর্ম্মানুসারে উঁহাকে বিবাহ করিয়া হৃষ্টচিত্তে জ্যোতিঃশাস্ত্রসিদ্ধ বুদ্ধিযোগে ভাবী পুত্রের শ্রেয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিছু দিনের মধ্যে দেববর্ণিনীর গর্ভে মহর্ষির একটী পুত্র হইল। ঐ পুত্র শমদমাদি গুণে ভূষিত বীর্য্যবান ও পরম অদ্ভুত। মহর্ষি পুলস্ত্য বিশ্রবার পুত্র দর্শনে সন্তুষ্ট হইলেন এবং উহার শ্রেয়স্করী বুদ্ধি দেখিয়া ভাবিলেন, কালে এই পুত্র ধনাধ্যক্ষ হইবেন। পরে তিনি দেবর্ষিগণের সহিত সমবেত হইয়া উহার নামকরণ করিলেন, কহিলেন এই বালক বিশ্রবার পুত্র এবং সর্ব্বাংশে তাঁহারই অনুরূপ, সুতরাং ইহাঁর নাম বৈশ্রবণ হইল।

বৈশ্রবণ তপোবলে হুত হুতাশনের ন্যায় ক্রমশ বর্দ্ধিত

হইতে লাগিলেন। ভাবিলেন ধর্ম্মই পরম গতি, আমি ধর্ম্মাচরণ করিব। পরে তিনি মহারণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং বহুকাল ধরিয়া কঠোর নিয়মে তপস্যা করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল। তিনি কখন জলপান কখন বায়ুভক্ষণ এবং কখন বা অনাহারে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এইরূপেও আর এক সহস্র বৎসর এক বৎসরবৎ অতীত হইল। তখন ভগবান ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন বৎস! আমি তোমার এই কঠোর ধর্ম্মসাধনে পরিতুষ্ট হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর, তুমি বরপ্রদানের উপযুক্ত পাত্র।

বৈশ্রবণ কহিলেন, ভগবন্! আমার ইচ্ছা যে আমি আপনার প্রসাদে লোকপালত্ব ও ধনাধিপতিত্ব লাভ করি। ব্রহ্মা হৃষ্টমনে কহিলেন, বৎস! তোমার কামনা পূর্ণ হইবে। আমি যম ইন্দ্র ও বরুণ এই তিন লোকপাল সৃষ্টি করিয়া চতুর্থের সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি অভীষ্ট পদ প্রাপ্ত হও এবং ধনাধিপতি হইয়া থাক। ঐ তিন জন লোকপালের মধ্যে তুমিই চতুর্থ হইবে। এই যে সূর্য্যসঙ্কাশ পুষ্পক রথ, তুমি গমনাগমনের জন্য ইহাও লও এবং সুরগণের সমান হইয়া থাক। আমরা তোমাকে দুইটি বর দিয়া কৃতার্থ হইলাম, তোমার

মঙ্গল হউক, এক্ষণে স্বস্বস্থানে প্রতিগমন করি। এই বলিয়া ব্রহ্মা সুরগণের সহিত প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর বৈশ্রবণ কৃতাঞ্জলিপুটে পিতাকে কহিলেন, ভগবন্! আমি সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা হইতে অভীষ্ট বরলাভ করিয়াছি, কিন্তু তিনি আমার বসবাসের কোন স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন নাই, এক্ষণে আপনিই দেখুন আমি কোথায় সুখে থাকিতে পারি। যথায় কাহারও কোনরূপ বিঘ্ন না হয় আমাকে এমন একটি স্থান নির্ব্বাচন করিয়া দিন।

ধর্ম্মজ্ঞ বিশ্রবা কহিলেন, বৎস! শুন; দক্ষিণ মহাসমুদ্রের তীরে ত্রিকুট নামে এক পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বতের শিখরদেশে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা রাক্ষসগণের জন্য লঙ্কা নামে এক পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহা অমরাবতীর ন্যায় রমণীয় ও সুপ্রশস্ত। বৎস! তোমার মঙ্গল হউক, এক্ষণে তুমি সেই লঙ্কায় গিয়া বাস কর। রাক্ষসেরা বিষ্ণুর ভয়ে ঐ পুরী পরিত্যাগ করিয়াছে। উহা স্বর্ণপ্রাকারবেষ্টিত যন্ত্রবদ্ধ শস্ত্রে শোভিত এবং স্বর্ণ ও বৈদুর্য্যময় তোরণে অলঙ্কৃত। রাক্ষসেরা ঐ পুরী পরিত্যাগ করিয়া পাতালতলে প্রবেশ করিয়াছে। এক্ষণে উহা শূন্য, কেহই উহার প্রভু নাই, অতএব তুমি সেই লঙ্কায় গিয়া বাস কর। তুমি তথায় নির্ব্বিঘ্নে পরম সুখে থাকিতে পারিবে। সেই স্থানে থাকিলে কাহারও কোনরূপ বিঘ্নসম্ভাবনা নাই।

অনন্তর ধনাধিপতি পিতৃনিদেশে বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত ঐ [illegible]রবেষ্টিত লঙ্কায় বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনে অনতিকাল মধ্যে উহা ধনধান্যে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি সময়ে সময়ে পুষ্পকে আরোহণ করিয়া পিতা মাতার নিকট আগমন করিতেন। দেবতা ও গন্ধর্ব্বেরা তাঁহার স্তুতিবাদ এবং অপ্সরা সকল তাঁহার আলয়ে নৃত্য গীত করিত।

চতুর্থ সর্গ।

রাম অগস্ত্যের কথায় অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, ধনাধিপতি কুবেরের বাস করিবার পূর্ব্বে এই লঙ্কায় রাক্ষসগণের অবস্থান কিরূপে সম্ভবপর হইতেছে। তিনি শিরশ্চালন করিয়া অগ্নিকল্প মহর্ষি অগস্ত্যের প্রতি মুহুর্মুহু দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক হাস্যমুখে কহিলেন, ভগবন্! পূর্ব্বেও এই লঙ্কা রাক্ষসগণের অধিকারে ছিল, আপনার এই কথা শুনিয়া আমার বারপর নাই বিস্ময় জন্মিয়াছে। আমরা শুনিয়াছি রাক্ষসেরা পুলস্ত্যবংশে উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু আপনার কথায় বোধ হয় যেন তাহাদের ঐ বংশে জন্ম নয়। উঁহারা কি রাবণ কুম্ভকর্ণ প্রহস্ত বিকট ও ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি বীরগণের অপেক্ষা প্রবল? উঁহাদের বীজপুরুষ কে? তাহার নাম কি? এবং কোন্ অপরাধেই বা বিষ্ণু লঙ্কা হইতে ঐ সমস্ত রাক্ষসকে তাড়াইয়া দেন। ভগবন্! আপনি সবিস্তরে এই সমস্ত বলুন এবং সূর্য্য যেমন অন্ধকার নিরাস করেন সেইরূপ আমার কৌতূহল দূর করুন।

অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! প্রজাপতি ব্রহ্মা অগ্রে জল সৃষ্টি

করিয়া জলের রক্ষাবিধানার্থ প্রাণিগণকে সৃষ্টি করিলেন। প্রাণিগণ সৃষ্ট হইবামাত্র ব্রহ্মার নিকট বিনীতভাবে উপস্থিত হইয়া কহিল, আমরা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়াছি, এক্ষণে কি করিব।

ব্রহ্মা হাস্যমুখে উহাদিগকে কহিলেন, তোমরা এই জলকে রক্ষা কর। তখন ঐ সমস্ত প্রাণির মধ্যে কেহ কহিল 'রক্ষাম' আমরা রক্ষা করিব, কেহ কহিল, 'যক্ষাম' আমরা পূজা করিব। তখন প্রজাপতি ঐ ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত প্রাণিগণের এইরূপ কথা শুনিয়া কহিলেন, তোমাদের মধ্যে যাহারা 'রক্ষাম' বলিল তাহারা রাক্ষস হউক। আর যাহারা 'যক্ষাম' বলিল তাহারা যক্ষ হউক।

রাজন্! ঐ সমস্ত যক্ষ রাক্ষসের মধ্যে হেতি ও প্রহেতি নামে মধু-কৈটভতুল্য দুই ভ্রাতা উৎপন্ন হয়। এই দুই ভ্রাতার মধ্যে প্রহেতি অত্যন্ত ধার্ম্মিক; সে তপোবনে গমন করিল এবং মহামতি হেতি বিবাহার্থী হইয়া যমের ভগিনী ভয়া নাম্নী এক মহাভয়া কন্যাকে বিবাহ করিল। ঐ ভয়ার গর্ব্ভে হেতির বিদ্যুৎকেশ নামে এক পুত্র জন্মে। সূর্য্যসঙ্কাশ বিদ্যুৎকেশ জলমধ্যে পদ্মের ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহার যৌবনকাল উপস্থিত। তখন হেতি উহার উপযুক্ত বয়স দেখিয়া বিবাহ দিতে উদ্যত হইল এবং সূর্য্যের যেমন

সন্ধ্যা সেইরূপ সন্ধ্যা নামে কোন এক রাক্ষসীর কন্যাকে পুত্রের নিমিত্ত প্রার্থনা করিল। তখন সন্ধ্যা কন্যাকে অবশ্যই পাত্রসাৎ করা কর্ত্তব্য এই ভাবিয়া বিদ্যুৎকেশকে কন্যা দিল। ঐ কন্যার নাম সালকটঙ্কটা। ইন্দ্র যেমন শচীলাভে সুখী হইয়াছিলেন বিদ্যুৎকেশ সেইরূপ উহাকে লাভ করিয়া সুখী হইল। কিয়ৎকাল অতীত হইলে সমুদ্র হইতে মেঘ যেমন গর্ভ ধারণ করে সেইরূপ বিদ্যুৎকেশের ঔরসে সালকটঙ্কটা গর্ভ ধারণ করিল এবং মন্দর পর্ব্বতে গিয়া জাহ্নবী যেমন অগ্নিজ গর্ভ ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইরূপে গর্ভ ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার পতির সহিত পরম সুখে বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

এ দিকে ঐ শারদশশাঙ্কসুন্দর শিশু এই রূপে পরিত্যক্ত হইয়া মুখমধ্যে মুষ্টি প্রদান পূর্ব্বক মৃদু মৃদু রোদন করিতে লাগিল। ঐ সময় ভগবান রুদ্র দেবী পার্ব্বতীর সহিত বৃষবাহনে ব্যোমমার্গে গমন করিতেছিলেন; সহসা ঐ শিশুর রোদনশব্দ তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। দেখিলেন রাক্ষসশিশু ভূতলে রোদন করিতেছে। তদ্দর্শনে পার্ব্বতীর মনে দয়ার সঞ্চার হইল। রুদ্র উহাঁর প্রিয়কামনায় ঐ শিশুকে মাতার বয়ঃক্রমের অনুরূপ করিলেন এবং উহাকে অমরত্ব প্রদান করিয়া কহিলেন এই শিশু আমার বরে আকাশে পর্য্যটন করিতে পারিবে। পার্ব্বতীও কহিলেন আজ অবধি রাক্ষসীগণের সদ্য

গর্ভধারণ সদ্য সন্তানপ্রসব এবং সদ্যই সন্তানের মাতৃতুল্য বয়স লাভ হইবে। ঐ রাক্ষসকুমারের নাম সুকেশ, সে শিবের নিকট এইরূপ উৎকৃষ্ট শ্রীলাভ করিয়া বরদানগর্ব্বে বিচরণ করিতে লাগিল।

পঞ্চম সর্গ

বিশ্বাবসুসমকান্তি গ্রামণী নামক এক গন্ধর্ব্বের দেববতী নামে রূপযৌবনশালিনী ত্রিলোকবিখ্যাতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় এক কন্যা ছিল। গ্রামণী সুকেশকে লব্ধবর ও ধার্ম্মিক দেখিয়া তাহার হস্তে রাজশ্রীর ন্যায় দেববতীকে সম্প্রদান করিল। নির্ধনের যেমন ধনলাভে সন্তোষ, দেববতী দৈববরে ঐশ্বর্য্যবান পতি সুকেশকে পাইয়া সেইরূপই সন্তুষ্ট হইল। সুকেশও অঞ্জনাসম্ভূত হস্তী যেমন করেণুর সহিত সেইরূপ ঐ দেববতীর সহিত সমাগত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে মাল্যবান সুমালি ও মহাবল মালি সুকেশের এই তিন পুত্র জন্মে। এই তিন রাক্ষস অগ্নিত্রয়ের ন্যায় তেজস্বী, প্রভু মন্ত্র ও উৎসাহ এই তিন মন্ত্রের ন্যায় উগ্র এবং বাত পিত্ত ও কফজ তিন ব্যাধির ন্যায় মহাভয়ানক। সুকেশের এই তিন পুত্র উপেক্ষিত ব্যাধির ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পরে উহারা পিতার বরপ্রাপ্তি ও তপোবলে ঐশ্বর্য্যলাভের কথা জানিতে পারিয়া তপোনুষ্ঠানের নিমিত্ত দৃঢ়নিশ্চয়ে সুমেরু পর্ব্বতে গমন করিল এবং কঠোর নিয়ম পূর্ব্বক

ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিল। উহাদের সত্য সরলতা ও শান্তি-সহকৃত অলোকসামান্য তপঃপ্রভাবে দেবাসুর মনুষ্য সকলেই আকুল হইয়া উঠিল।

অনন্তর চতুর্মুখ ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত বিমান-যোগে ঐ তিন রাক্ষসের নিকট উপস্থিত হইয়া উহাদিগকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক কহিলেন, আমি তোমাদের তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে তোমরা বর প্রার্থনা কর। তখন ঐ তিন রাক্ষস কৃতাঞ্জলি হইয়া বৃক্ষের ন্যায় কম্পিত দেহে কহিল, ভগবন্! যদি আপনি আমাদের তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া থাকেন তাহা হইলে আমাদিগকে এই বর দিন যে, যাহাতে আমরা অজেয় চিরজীবি প্রভু ও পরস্পর অনুরক্ত হই। ব্রাহ্মণবৎসল ব্রহ্মা উহাদিগকে তথাস্তু বলিয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন।

পরে ঐ তিন রাক্ষস বরলাভে নির্ভয় হইয়া সুরাসুরদিগকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। নারকী যেমন পরিত্রাণের জন্য কাহারও আশ্রয় পায় না সেইরূপ ঋষি দেবতা ও চারণগণ এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে এরূপ আর কাহাকেই পাইলেন না।

একদা ঐ সমস্ত রাক্ষস দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার নিকট উপস্থিত হইয়া হৃষ্টমনে কহিল, ওজস্বী তেজস্বী বলবান মহান্ দেবগণের গৃহনির্ম্মাণ তুমিই স্বক্ষমতায় করিয়া থাক। এক্ষণে

আমাদিগেরও মনোমত একটি গৃহ প্রস্তুত করিয়া দাও। হিমালয় সুমেরু বা মন্দর পর্ব্বতে হউক আমাদিগের জন্য মহেশ্বরের গৃহতুল্য একটী প্রশস্ত গৃহ প্রস্তুত করিয়া দাও।

বিশ্বকর্ম্মা কহিলেন, দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে ত্রিকূট নামে এক পর্ব্বত আছে। সুবেল নামে উহারই অনুরূপ আর একটী পর্ব্বত তথায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ পর্ব্বতের মধ্যশিখর মেঘাকার, পক্ষিগণেরও দুষ্প্রাপ্য এবং টঙ্কাস্ত্র দ্বারা ছিন্ন। তোমাদের যদি মত হয় তাহা হইলে আমি ঐ শৈলের উপর লঙ্কা নামে এক স্বর্ণময় পুরী নির্ম্মাণ করিতে পারি। উহা ত্রিশ যোজন বিস্তীর্ণ, শত যোজন দীর্ঘ, স্বর্ণপ্রাকারে বেষ্টিত ও স্বর্ণতোরণে শোভিত হইবে। রাক্ষসগণ! অমরাবতীতে যেমন ইন্দ্রাদি দেবগণ বাস করেন তোমরা তদ্রূপ সেই পুরীতে পরম সুখে বাস করিও। তোমরা বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত ঐ লঙ্কাদুর্গ আশ্রয় করিলে নিশ্চয় প্রতিপক্ষের অজেয় হইয়া থাকিবে। পরে সুরশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা লঙ্কাপুরী নির্ম্মাণ করিলে রাক্ষসগণ বহুসংখ্য অনুচরের সহিত তথায় গিয়া বাস করিল।

ঐ সময় নর্ম্মদা নাম্নী কোন এক গন্ধর্ব্বী ছিল। তাহার হ্রী শ্রী ও কীর্ত্তিতুল্যা পূর্ণচন্দ্রাননা তিন কন্যা। নর্ম্মদা ভগদৈবত নক্ষত্রে মাল্যবান সুমালী ও মালীর সহিত জ্যেষ্ঠাদিক্রমে উহাদের বিবাহ দিল। রাক্ষসেরাও কৃতদার হইয়া অপ্সরা-

দিগের সহিত দেবতার ন্যায় পরম সুখে বিহার করিতে লাগিল।

মাল্যবানের ভার্য্যার নাম সুন্দরী। উহার গর্ভে বজ্রমুষ্টি বিরূপাক্ষ, দুর্মুখ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, মত্ত ও উন্মত্ত এই কএকটি পুত্র এবং অনলা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। সুমালীর প্রাণাধিকা পত্নী কেতুমতী। উহার গর্ভে প্রহস্ত, অকম্পন, বিকট, কালিকামুখ, ধূম্রাক্ষ, দন্ত, সুপার্শ্ব, সংহ্রাদি, প্রঘস ও ভাসকর্ণ এই সমস্ত পুত্র এবং রাকা, পুষ্পোৎকটা, কৈকসী ও কুম্ভীনসী এই চারি কন্যা জন্মে। মালীর ভার্য্যা পদ্মপলাশলোচনা বসুদা। উহার গর্ভে অনল, অনিল, হর, সম্পাতি কেবলমাত্র এই কএকটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। তখন মাল্যবান প্রভৃতি ভ্রাতৃত্রয় বন্ধু-পুত্রে পরিবৃত হইয়া বীর্য্যদর্পে দেব দেবেন্দ্র ঋষি নাগ ও যক্ষ-গণকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। ইহারা বায়ুর ন্যায় শীঘ্র-গামী যমের ন্যায় তেজস্বী বরলাভে গর্ব্বিত এবং যজ্ঞাদির উচ্ছেদকর।

ষষ্ঠ সর্গ ।

ইত্যবসরে দেবতা ও ঋষিগণ ঐ সমস্ত রাক্ষসের উপদ্রবে ভীত হইয়া দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। উঁহারা জগতের সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্তা নিত্য অব্যক্ত সকল লোকের আধার সকলের আরাধ্য পরম গুরু ভগবান ত্রিলোচনের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভয়গদ্গদবাক্যে কহিলেন, ভগবন্! সুকেশের পুত্রগণ ব্রহ্মার বরে উদ্দৃপ্ত হইয়া প্রজাদিগের উপর উপদ্রব করিতেছে। আমাদিগের দৈব পৈত্র্য কার্য্যের আশ্রয় আশ্রমস্থান সকল ভগ্ন করিতেছে, দেবগণকে স্বর্গচ্যুত করিয়া তাঁহাদিগের ন্যায় স্বর্গে ক্রীড়া করিতেছে। আমি বিষ্ণু, আমি রুদ্র, আমি ব্রহ্মা, আমি ইন্দ্র, আমি যম, আমি বরুণ, আমি চন্দ্র, আমিই সূর্য্য উহারা আপনাদিগকে এইরূপ মনে করিয়া যুদ্ধোৎসাহে আমাদিগকে পীড়ন করিতেছে। অতএব দেব! আমরা অত্যন্ত ভীত হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তুমি আমাদিগকে অভয় দান কর এবং ভীমমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ঐ সমস্ত দেবকণ্টককে অবিলম্বে বিনাশ কর।

তখন জটাযূটধারী ভগবান রুদ্র স্বহস্তে সুকেশের বংশ-লোপ করা অনুচিত মনে করিয়া দেবগণকে কহিলেন, সুরগণ! সুমালি প্রভৃতি রাক্ষসগণ আমার অবধ্য, আমি তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারিব না, কিন্তু যেরূপে উহারা বিনষ্ট হইবে, আমি তাহার উপায় স্থির করিয়া দিতেছি। তোমরা এই উদ্যোগেই বিষ্ণুর শরণাপন্ন হও, তিনিই উহাদিগকে বধ করিবেন।

অনন্তর দেবগণ জয়জয় রবে রুদ্র দেবকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া শঙ্খচক্রধারী বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বহুমান পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে কহিলেন, দেব! সুকেশের তিন পুত্র বরলাভে উদ্দৃপ্ত হইয়া আমাদিগকে স্থানভ্রষ্ট করিয়াছে। তাহারা ত্রিকূটশিখরস্থ দুর্গম লঙ্কা পুরীতে থাকিয়া আমাদিগকে উৎপীড়ন করিতেছে। অতএব তুমি আমাদের হিতোদ্দেশে ঐ সকল রাক্ষসকে বিনাশ কর। আমরা তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, আমাদিগকে অভয় দান কর। উহাদের মস্তক চক্রাস্ত্রে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেল। এসময় আমাদিগকে অভয়-দান করে তোমা ব্যতীত এমন আর কাহাকেই দেখি না। অধিক আর কি, ঐ সমস্ত মদমত্ত রাক্ষসকে অনুচরগণের সহিত নিপাত করিয়া সূর্য্য যেমন নীহারজাল নিরাস করেন, সেইরূপ তুমি আমাদের ভয় দূর কর।

তখন দেবদেব বিষ্ণু দেবগণকে কহিলেন, সুরগণ! আমি

রুদ্রের বরে গর্ব্বিত রাক্ষস সুকেশকে জানি এবং মাল্যবান যাহাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সুকেশের সেই পুত্রগণকেও জানি। আমি ঐ সকল হিতাহিতজ্ঞানশূন্য নীচ রাক্ষসকে নিশ্চয় বিনাশ করিব, তোমরা নিশ্চিন্ত হও। দেবগণ বিষ্ণুর এই বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে করিতে স্বস্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে মাল্যবান দেবগণের এইরূপ উদ্‌যোগের কথা শুনিয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে কহিল, দেখ, ঋষি দেবগণ ভগবান রুদ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া আমাদের বধোদ্দেশে কহিয়াছিলেন, দেব! সুকেশের পুত্রগণ বরলাভে গর্ব্বিত হইয়া পদে পদে আমাদিগের উপর উপদ্রব করিতেছে। আমরা সেই সমস্ত ঘোররূপ দুরাত্মার ভয়ে স্বগৃহে তিষ্ঠিতে পারি না। অতএব তুমি উহাদিগকে বধ কর, এবং এক হুঙ্কারে সকলকে দগ্ধ করিয়া ফেল।

রুদ্র দেবগণের এই কথা শুনিয়া হস্তালোড়ন ও শিরঃকম্পন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবগণ! সুকেশের পুত্রেরা আমার অবধ্য, এক্ষণে উহাদিগের বধোপায় কহিয়াদিতেছি শুন। তোমরা শঙ্খচক্রগদাধারী পীতাম্বর হরির শরণাপন্ন হও। তিনিই তোমাদিগের অভীষ্টসিদ্ধি করিয়া দিবেন।

তখন সুরগণ রুদ্রদেবকে অভিবাদন পূর্ব্বক নারায়ণের নিকট গিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। শুনিয়া নারায়ণ কহিলেন, দেবগণ! তোমরা ভীত হইও না, আমি তোমাদিগের

শত্রুসংহার করিব। ভ্রাতৃগণ! দেখ, নারায়ণ আমাদিগকে বধ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন, এক্ষণে কর্ত্তব্য কি তাহা চিন্তা কর। হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দৈত্য দানবগণের মৃত্যু! নমুচি, কালনেমি, সংহ্রাদ, রাধেয়, বহুমায়ী, লোকপাল, যমল, অর্জ্জুন, হার্দ্দিক্য, শুম্ভ ও নিশুম্ভ এই সমস্ত মহাবল মহাবীর্য্য বীরেরা কখন পরাজিত হন নাই। ইহাঁরা মায়াবী, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, সর্ব্বাস্ত্রকুশল ও শত্রুগণের ভয়প্রদ। বিষ্ণুর হস্তে ইহাদের মৃত্যু! তোমরা সমস্তই শুনিলে, অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় কর। যিনি আমাদিগকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন সেই নারায়ণকে জয় করা সুকঠিন।

সুমালী ও মালী মাল্যবানের এই কথা শুনিয়া কহিল, আমরা অধ্যয়ন দান যজ্ঞানুষ্ঠান ও অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি, নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হইয়া ধর্ম্মস্থাপন করিয়াছি এবং অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক অক্ষোভ্য সুরসমুদ্রে অবগাহন পূর্ব্বক অপ্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুগণকে পরাজয় করিয়াছি; আমাদের আবার মৃত্যুতে ভয়? নারায়ণ, রুদ্র, ইন্দ্র ও যম আমাদের সম্মুখীন হইতেও ভীত হন। কিন্তু দেখ, আমাদের উপর বিষ্ণুর যে বিদ্বেষভাব জন্মে তাহার বিশেষ কোন কারণ নাই, দেবগণের দোষেই তাঁহার মন বিচলিত হইয়াছে। অতএব আজ আমরা সমবেত হইয়া সেই দেবগণকেই বিনষ্ট করিব।

রাক্ষসেরা এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া যুদ্ধঘোষণা করিল এবং জম্ভ বৃত্রাদি মহাবীরের ন্যায় ক্রোধভরে চতুরঙ্গ সৈন্যের সহিত নির্গত হইল। ঐ সমস্ত বলগর্ব্বিত রাক্ষস হস্তী অশ্ব রথ গর্দ্দভ বৃষ উষ্ট্র শিশুমার সর্প মকর কচ্ছপ মীন গরুড়াকার পক্ষী সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ সৃমর ও চমরে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ লঙ্কা হইতে দেবলোকে যাত্রা করিল। লঙ্কানিবাসী দেবগণ লঙ্কার বিনাশকাল আসন্ন দেখিয়া ভীত ও বিমনা হইল। বহুসংখ্য রাক্ষসেরা যান বাহনে আরোহণ পূর্ব্বক দ্রুতগমনে সুরলোকে যাইতে লাগিল। ঐ সমস্ত দেবতাও ঐ যাত্রায় উহাদের অনুসরণ করিল। রাক্ষসকুল ক্ষয়ের নিমিত্ত অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীতে নানারূপ ভীষণ উৎপাত কালের প্রেরণায় প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। মেঘ সকল অস্থি ও উষ্ণ রক্ত বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহাসমুদ্র উচ্ছলিত এবং পর্ব্বত সকল বিচলিত হইয়া উঠিল, ঘোরদর্শন শিবাগণ ঘনগর্জ্জনবৎ অট্টহাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিদারুণ চিৎকার করিতে লাগিল, গৃধ্রগণ জ্বালাকরাল মুখে রাক্ষসগণের উপর সাক্ষাৎ কৃতান্তবৎ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইল। রক্তপাদ কপোত ও সারিকা দ্রুতবেগে যাইতে লাগিল, কাক ও দ্বিপাদ বিড়াল চিৎকার আরম্ভ করিল। বলগর্ব্বিত রাক্ষসগণ মৃত্যুপাশে বদ্ধ তাহারা এই সমস্ত দারুণ উৎপাত লক্ষ্য না করিয়াই যুদ্ধার্থ প্রস্থান করিল। মাল্যবান

সুমালী ও মহাবল মালী এই তিন জন জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় সমস্ত রাক্ষসের অগ্রে অগ্রে চলিল। দেবতারা যেমন বিধাতাকে আশ্রয় করেন রাক্ষসেরা সেইরূপ মাল্যবান পর্ব্বতের ন্যায় অটল মাল্যবানকে আশ্রয় করিয়াছে। এই রূপে ঐ রাক্ষস-সৈন্য মেঘবৎ ঘন ঘন সিংহনাদ পূর্ব্বক জয়লাভার্থ দেবলোকে যাইতে লাগিল।

এদিকে নারায়ণ দেবদূতের নিকট রাক্ষসগণের এই যুদ্ধো-দ্যোগের কথা শুনিয়া যুদ্ধার্থ স্বয়ং বিহগরাজ গরুড়ের উপর আরোহণ করিলেন। তাঁহার দেহে সহস্রসূর্য্যবৎ উজ্জ্বল দিব্য কবচ, উভয় পার্শ্বে শরপূর্ণ তূণীর, কটিতটে খড়্গবন্ধনসূত্র, হস্তে শঙ্খ চক্র গদা ও শার্ঙ্গ ধনু। ঐ শ্যামকান্তি পীতাম্বর হরি সুমেরুশিখরে বিদ্যুজ্জড়িত জলদের ন্যায় গরুড়বাহনে শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে সিদ্ধ দেবর্ষি উরগ গন্ধর্ব্ব ও যক্ষেরা উঁহার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত। তিনি রাক্ষসগণের বিনাশ-বাসনায় শীঘ্র রণস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। গরুড়ের পক্ষপবনে রাক্ষসসৈন্য ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। উহাদের পতাকা ঘূর্ণমান এবং অস্ত্র শস্ত্র চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত। তৎকালে উহারা বিচলিত নীল পর্ব্বতশিখরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

সপ্তম সর্গ

অনন্তর রাক্ষসরূপ মেঘজাল ঘোর গর্জন সহকারে নারায়ণ-রূপ পর্ব্বতের উপর অস্ত্র বর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। নারায়ণ শ্যাম-কান্তি ও নির্ম্মল, কৃষ্ণকায় রাক্ষসেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছে, বোধ হইল যেন জলদজাল অঞ্জন পর্ব্বতকে ঘেরিয়া বৃষ্টি-পাত করিতেছে। তখন ক্ষেত্রে পঙ্গপালের ন্যায়, বহ্নিমধ্যে মশকের ন্যায়, মধুভাণ্ডে দংশের ন্যায় এবং সমুদ্রে মৎস্যের ন্যায় রাক্ষসনির্ম্মুক্ত শর সকল বায়ু বজ্র ও মনোবৎ মহাবেগে বিষ্ণুর দেহমধ্যে যুগান্তকালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডবৎ প্রবেশ করিতে লাগিল। চতুরঙ্গ সৈন্য স্বস্ব যানবাহনে অন্তরীক্ষে থাকিয়া উহাঁর উপর শরবৃষ্টি করিতেছে। তখন প্রাণায়াম দ্বারা ব্রাহ্মণ যেমন নিরুচ্ছ্বাস হন সেইরূপ উহাদের শক্তি ঋষ্টি ও তোমর প্রহারে বিষ্ণু নিরুচ্ছ্বাস হইয়া পড়িলেন এবং মৎস্যাহত মহা-সমুদ্রের ন্যায় অটল থাকিয়া শার্ঙ্গ ধনু আকর্ষণ পূর্ব্বক শর-নিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার বজ্রসার মনোবৎবেগগামী আকর্ণআকৃষ্ট শাণিত শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র রাক্ষসেরা খণ্ড খণ্ড হইতে লাগিল। তখন বায়ুবেগ যেমন বৃষ্টিপাতকে দূরে অপ-

সারিত করে সেইরূপ বিষ্ণু রাক্ষসগণকে অপসারিত করিয়া সমস্ত প্রাণের সহিত শঙ্খধ্বনি করিলেন। পাঞ্চজন্য ত্রিলোককে ব্যথিত করিয়া ভীমবলে নিনাদিত হইতে লাগিল। সিংহের গর্জন যেমন মদমত্ত হস্তীদিগকে ব্যথিত করে সেইরূপ ঐ শঙ্খ-নিনাদ রাক্ষসগণকে ভীত ও ব্যথিত করিল। তৎকালে অশ্বেরা রণক্ষেত্রে আর তিষ্ঠিতে পারিল না, হস্তী সকল নিশ্চেষ্ট ও অসাড় হইয়া রহিল এবং বীরগণ হীনবল হইয়া রথ হইতে পতিত হইতে লাগিল। বিষ্ণুর শর সকল বজ্রসার; উহারা রাক্ষসগণের দেহভেদ পূর্ব্বক ভূগর্ভে প্রবেশ করিতেছে। ক্রমশঃ বহুসংখ্য রাক্ষস বজ্রাহত পর্ব্বতবৎ রণস্থলে পতিত হইল। উহাদের দেহে বিষ্ণুচক্রকৃত ব্রণমুখ হইতে পর্ব্বতনিঃসৃত গৈরিক ধারার ন্যায় রক্ত ছুটিতেছে। বিষ্ণু কখন শঙ্খধ্বনি কখন ধনুষ্টঙ্কার ও কখন বা ঘোরতর সিংহ-নাদে প্রবৃত্ত। ঐ শব্দে ক্রমশঃ রাক্ষসগণের কোলাহলরব আচ্ছন্ন হইয়া গেল। তিনি উহাদের কম্পিত কণ্ঠ শর ধ্বজ ধনু রথ পতাকা ও তূণীর খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। উহাঁর শর সকল সূর্য্য হইতে কঠোর রশ্মির ন্যায়, সমুদ্র হইতে জলপ্রবাহের ন্যায়, পর্ব্বত হইতে হস্তীর ন্যায়, এবং মেঘ হইতে জলধারার ন্যায় শার্ঙ্গ ধনু হইতে ভীমবেগে নিঃসৃত হইতে লাগিল। তখন হস্তী যেমন ব্যাঘ্রের, ব্যাঘ্র যেমন দ্বীপির, দ্বীপি যেমন কুক্কুরের, কুক্কুর যেমন বিড়ালের, বিড়াল যেমন সর্পের এবং সর্প যেমন

ইন্দুরের অনুসরণ করে সেইরূপ সর্ব্বলোকপ্রভু বিষ্ণু রাক্ষসগণের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। রাক্ষসেরা ধরাশায়ী হইতে লাগিল। বিষ্ণু এই রূপে উহাদিগকে বিনাশ করিয়া পুনর্ব্বার শঙ্খধ্বনি করিলেন। রাক্ষসসৈন্য সকল তাঁহার শরপাতে ভীত ও শঙ্খ-নিনাদে বিহ্বল। তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া লঙ্কার অভিমুখে ধাবমান হইল।

রাক্ষসসৈন্য এই রূপে পলায়নে উদ্যত হইলে মহাবীর সুমালী বিষ্ণুকে আক্রমণ করিল এবং নীহাররাশি যেমন সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করে সেইরূপ শরনিকরে উহাঁকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসগণের ভয় দূর ও মনে ধৈর্য্যের সঞ্চার হইল। সুমালী সকলকে পুনর্জীবিত করিয়া, ক্রোধভরে সিংহ-নাদসহকারে বিষ্ণুর সম্মুখীন হইয়া, হস্তী যেমন শুণ্ড আস্ফালন করে সেইরূপ অলঙ্কৃত ভুজদণ্ড আস্ফালন পূর্ব্বক বিদ্যুন্মণ্ডিত মেঘের ন্যায় মহাহর্ষে ঘন ঘন গর্জ্জন করিতে লাগিল। বিষ্ণু উহার সারথির মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। সারথি বিনষ্ট হইবামাত্র উহার অশ্ব সকল অব্যবস্থিত গতিতে বিচরণ করিতে লাগিল। ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব উদ্ভ্রান্ত হইলে মনুষ্য যেমন অধীর হয় সেইরূপ সুমালী অশ্বগণের ঐ অব্যবস্থিত গমনে অধীর হইয়া উঠিল।

অনন্তর মালী ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া

বিষ্ণুর প্রতি ধাবমান হইল এবং উহার স্বর্ণখচিত শর ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে পক্ষিগণের ন্যায় বিষ্ণুর দেহে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন জিতেন্দ্রিয় পুরুষ যেমন মানসী পীড়ায় বিচলিত হন না তদ্রূপ ভূতভাবন ভগবান বিষ্ণু উহার শরে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। পরে তিনি শরাসনে টঙ্কার প্রদান পূর্ব্বক মালীর প্রতি শরত্যাগ করিতে লাগিলেন। সর্পেরা যেমন সুধারস পান করিয়াছিল সেইরূপ বিষ্ণুর বজ্র-বিদ্যুৎপ্রভ শর মালির দেহে প্রবিষ্ট হইয়া রক্তপান করিতে লাগিল। ক্রমশঃ বিষ্ণু উহার কিরীট ধ্বজ ধনু ও অশ্বগণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মালি রথভ্রষ্ট, সে গদাগ্রহণ পূর্ব্বক গিরিশৃঙ্গ হইতে সিংহের ন্যায় বিষ্ণুর প্রতি যাইতে লাগিল এবং কৃতান্ত যেমন রুদ্রকে এবং ইন্দ্র যেমন বজ্রাস্ত্র দ্বারা পর্ব্বতকে প্রহার করিয়াছিলেন তদ্রূপ সে বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের ললাটে এক গদাঘাত করিল। গরুড় ঐ গদাঘাতে অত্যন্ত ব্যথিত হইল এবং বিষ্ণুকে লইয়া পলায়নের উপক্রম করিল। তখন রাক্ষসগণের যারপর নাই হর্ষ উপস্থিত। তদ্দৃষ্টে বিষ্ণু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গরুড়ের উপর তির্য্যক্‌ভাবে অবস্থান পূর্ব্বক মালির বিনাশবাসনায় চক্রাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। ঐ কালচক্রসদৃশ সূর্য্যমণ্ডলাকার বিষ্ণুচক্র পরিত্যক্ত হইবামাত্র স্বতেজে অন্তরীক্ষ প্রদীপ্ত করিয়া মালির মস্তক দ্বিখণ্ড করিল। মালির রাহুমুণ্ড সদৃশ ঐ ভীষণ মুণ্ড রক্ত উদ্গার

করিতে করিতে ভূতলে পড়িল। তদ্দৃষ্টে দেবগণ হৃষ্ট হইয়া সাধুবাদ পূর্ব্বক সমস্ত প্রাণের সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন সুমালী ও মাল্যবান মালিকে বিনষ্ট দেখিয়া শোকাকুল মনে সসৈন্যে লঙ্কার অভিমুখে ধাবমান হইল। ঐ সময় গরুড়ও আশ্বস্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ ক্রোধভরে পক্ষপবনে রাক্ষসগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিল। রণস্থল অতিমাত্র ভীষণ। কাহারও মস্তক চক্রে ছিন্ন, কাহারও বক্ষ গদাঘাতে চূর্ণ, কাহারও গ্রীবা লাঙ্গলে নিষ্পিষ্ট, কাহারও মস্তক মুসলে ভগ্ন, কেহ অসিপ্রহারে খণ্ডিত, এবং কেহ বা নিশিত শরে তাড়িত। রাক্ষসগণ বিনষ্ট হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে সমুদ্রে পড়িতে লাগিল। মেঘ হইতে যেমন বজ্র পতিত হয় বিষ্ণুর শর সেইরূপ উহাদের উপর পতিত হইতে লাগিল। তখন উহাদের মধ্যে কাহারও কেশজাল উন্মুক্ত ও উড্ডীন, কাহারও আতপত্র ছিন্ন, কাহারও অস্ত্র হস্ত হইতে স্খলিত, কাহারও সৌম্য বেশ বিপর্য্যস্ত, কাহারও অন্ত্রদেশ নির্গত এবং কাহারও বা নেত্র ভয়ে চঞ্চল। তৎকালে রাক্ষসগণের মধ্যে কেহই আত্মপরবিচারে সমর্থ হইল না। সিংহনিপীড়িত হস্তীর ন্যায় বিষ্ণুর ভীষণ উৎপীড়নে উহাদের আর্ত্তরব ও গতিবেগ একইরূপ হইয়া উঠিল। উহারা অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক বায়ুপ্রেরিত কৃষ্ণমেঘের ন্যায় পলায়ন করিতে লাগিল।

অষ্টম সর্গ

অনন্তর বিষ্ণু সংগ্রামবিমুখ রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতেছেন দেখিয়া মাল্যবান সমুদ্র যেমন তীরভূমিকে পাইয়া ফিরিয়া আইসে সেইরূপে ফিরিল। উহার চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ, কিরীট চঞ্চল, সে বিষ্ণুকে কহিল, বিষ্ণু! আমরা ভীত ও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ, তুমি যখন নীচ লোকের ন্যায় আমাদিগকে বিনাশ করিতেছ তখন প্রাচীন ক্ষাত্র ধর্ম্ম নিশ্চয় তোমার জানা নাই। যে বীর সংগ্রামবিমুখ ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়া পাপসঞ্চয় করে সে পুণ্যবানদিগের গতিলাভ করিতে পারে না। এক্ষণে যদি তোমার যুদ্ধে একান্ত অনুরাগ থাকে তবে এই আমি দাঁড়াইলাম, দেখিব তোমার কিরূপ বল বীর্য্য আছে।

নারায়ণ কহিলেন, রাক্ষস! দেবতারা তোমাদের ভয়ে ভীত, আমি তাঁহাদিগকে অভয়দান পূর্ব্বক কহিয়াছি, রাক্ষসগণকে নির্ম্মূল করিব, এক্ষণে সেই কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইয়াছি নিজের প্রাণ দিয়াও সর্ব্বদা দেবগণের প্রিয়কার্য্য করা আমার কর্ত্তব্য, সুতরাং তোমরা যদি পাতালেও প্রবেশ কর তথাচ আমি তোমাদিগকে বধ করিব।

তখন মাল্যবান রক্তোৎপললোচন বিষ্ণুর এই বাক্যে অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার বক্ষে শক্তিপ্রহার করিল। শক্তি নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র দেহনিবদ্ধ ঘণ্টারবে চারিদিক মুখরিত করিয়া মেঘমধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় বিষ্ণুর বক্ষে শোভা পাইতে লাগিল। বিষ্ণু সেই শক্তি উৎপাটন পূর্ব্বক মাল্যবানের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তখন উল্কা যেমন অঞ্জন পর্ব্বতের প্রতি গমন করে সেইরূপ ঐ শক্তি মাল্যবানের প্রতি মহাবেগে যাইতে লাগিল এবং বজ্র যেমন গিরিশৃঙ্গে নিপতিত হয় সেইরূপে উহার হারশোভিত বিশাল বক্ষে পতিত হইল। শক্তি-প্রহারে মাল্যবানের বর্ম্ম ছিন্ন ভিন্ন, সে বিমোহিত হইল এবং পুনর্ব্বার আশ্বস্ত হইয়া অচল পর্ব্বতের ন্যায় স্থিরভাবে দাঁড়াইল। পরে সে এক কণ্টকাকীর্ণ লৌহময় শূল লইয়া নারায়ণের প্রতি নিক্ষেপ করিল এবং তাঁহাকে এক মুষ্টি প্রহার করিয়া ধনুঃপ্রমাণ স্থানে অপসৃত হইল। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসেরা মহাহর্ষে উহাকে সাধুবাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর মাল্যবান গরুড়কে প্রহার করিল। গরুড় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বায়ু যেমন শুষ্ক পত্রকে অপসারিত করে সেইরূপ পক্ষপবনে উহাকে অপসারিত করিয়া দিল। তখন সুমালী মাল্যবানকে অপসারিত দেখিয়া সসৈন্যে লঙ্কার অভিমুখে প্রস্থান করিল। মাল্যবানও অতিমাত্র লজ্জিত হইয়া সসৈন্যে

লঙ্কায় প্রবিষ্ট হইল। রাম! রাক্ষসগণ এইরূপ বারংবার বিষ্ণুর নিকট পরাস্ত এবং উহাদের অধিনায়কেরা তাঁহার হস্তে বিনষ্ট হইয়াছিল। পরে তাহারা বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া লঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সস্ত্রীক পাতাল পুরীতে বাস করিবার জন্য প্রস্থান করে। সালকটঙ্কটার বংশে এই সমস্ত প্রখ্যাতবীর্য্য রাক্ষসগণ সুমালীকে আশ্রয় করিয়াছিল। তুমি পৌলস্ত্য নামে যে সমস্ত রাক্ষসকে বিনাশ করিয়াছ, সুমালী মাল্যবান ও মালি যাহাদিগের শ্রেষ্ঠ তাহারা সকলেই রাবণ অপেক্ষা প্রধান। শঙ্খচক্রগদাধর বিষ্ণু ব্যতীত আর কেহই এই সকল দেবকণ্টককে বিনষ্ট করিতে পারেন না। তুমিই সেই সনাতন বিষ্ণু, তুমি অজেয় ও অবিনাশী, এক্ষণে রাক্ষসবধের জন্য মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছ। ধর্ম্মমর্য্যাদা নষ্ট হইলে শরণাগত-বৎসল বিষ্ণু দস্যুবধের জন্য কালে কালে উৎপন্ন হইয়া থাকেন। রাম! এই আমি তোমার নিকট রাক্ষসগণের উৎপত্তি যথাবৎ কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে সপুত্র রাবণের জন্ম ও প্রভাবের কথা কহিতেছি শুন। যখন সুমালী বিষ্ণুর ভয়ে কাতর হইয়া পুত্রপৌত্রের সহিত পাতালতলে বিচরণ করিতেছিল তৎকালে কুবের লঙ্কায় বাস করিতেছিলেন।

নবম সর্গ।

কিছুকাল পরে সুমালী রসাতল হইতে মর্ত্ত্যলোকে বিচরণ করিতে লাগিল। সে জলদের ন্যায় কৃষ্ণকায় এবং তাহার কর্ণে স্বর্ণকুণ্ডল। সে অপদ্মা শ্রীর ন্যায় স্বীয় কন্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছিল। ইতাবসরে দেখিল ধনাধিপতি কুবের পিতৃদর্শনার্থী হইয়া পুষ্পক রথে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিতেছেন। সুমালী ঐ দেবতুল্য অগ্নিকল্প কুবেরকে দেখিয়া বিস্ময়ভরে পুনর্ব্বার রসাতলে প্রবেশ করিল। ভাবিল এখন কি করিলে শ্রেয়োলাভ হয় এবং কিরূপেই বা আমাদের উন্নতি হইতে পারে। এই ভাবিয়া সে কন্যা কৈকসীকে কহিল, বৎসে! তোমার বিবাহযোগ্যকাল যৌবন অতীত হয়। প্রত্যাখ্যানের ভয়ে এতদিন কেহই তোমাকে প্রার্থনা করে নাই। আমরা ধর্ম্মবুদ্ধিপ্রেরিত হইয়া তোমার বিবাহ দিবার জন্য যত্ন করিতেছি। তুমি সর্ব্বগুণে গুণবতী এবং সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় রূপবতী। দেখ কন্যার পিতৃত্ব মানার্থীদিগের বড় কষ্টকর। কন্যাকে যে কে প্রার্থনা করিবে কিছুই বুঝা যায় না এইই কষ্ট। কন্যা মাতৃকুল পিতৃকুল ও ভর্ত্তৃকুলকে সততই

সংশয়াক্রান্ত করিয়া থাকে। অতএব তুমি এক্ষণে প্রজাপতি ব্রহ্মার বংশোদ্ভব মুনিবর বিশ্রবাকে গিয়া প্রার্থনা কর। তুমি স্বয়ংই তাঁহাকে বরণ কর। তেজে সূর্য্যতুল্য কুবের যেরূপ সমৃদ্ধিশালী, বলিতে কি তোমার পুত্রেরাও ঐরূপ হইবে।

অনন্তর কৈকসী মহর্ষি বিশ্রবা যথায় তপস্যা করিতেছিলেন পিতৃনিদেশে তথায় উপস্থিত হইল। ঐ সময়, বিশ্রবা চতুর্থ অগ্নির ন্যায় অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। কৈকসী সেই দারুণ কাল গণনা না করিয়াই তাঁহার নিকট অবনতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল এবং অঙ্গুষ্ঠাগ্র দ্বারা ভূমি খনন করিতে লাগিল। তখন উদারস্বভাব বিশ্রবা উহাঁকে জিজ্ঞাসিলেন, ভদ্রে! তুমি কাহার কন্যা? কোথা হইতে আসিতেছ? এবং তোমার প্রয়োজনই বা কি? আমার নিকট অকপটে সমস্তই বল।

কৈকসী কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, তপোধন! আমার অভিপ্রায় আপনি স্বপ্রভাবে বুঝিয়া লউন। আমি পিতৃনিদেশে আপনার নিকট আসিয়াছি, নাম কৈকসী। এতদ্ব্যতীত আমি আপনাকে আর কিছুই বলিব না, আপনিই বুঝিয়া দেখুন।

বিশ্রবা ধ্যানস্থ হইয়া কহিলেন, ভদ্রে! আমি তোমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলাম, তুমি পুত্রার্থিণী হইয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছ। তুমি যখন এই নিদারুণকালে আসি-

য়াছ তখন তোমার গর্ভে দারুণ দারুণাকার ও দারুণলোকপ্রিয় রাক্ষসেরা জন্ম গ্রহণ করিবে।

কৈকসী কহিল, ভগবন্! আপনি ব্রহ্মবাদী, আপনা হইতে আমি এইরূপ দুরাচার পুত্র প্রার্থনা করি না। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

বিশ্রবা পুনর্ব্বার কহিলেন, সুন্দরি! তোমার গর্ভে সর্ব্ব-শেষে যে পুত্র জন্মিবে সে নিশ্চয় আমার বংশানুরূপ ও ধার্ম্মিক হইবে।

অনন্তর কৈকসী যথাকালে এক ভীষণ রাক্ষস প্রসব করিল। উহার মস্তক দশ, হস্ত বিংশতি, বর্ণ নীলাঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণ, ওষ্ঠ আরক্ত, দন্ত বিশাল, মুখ প্রকাণ্ড এবং কেশ প্রদীপ্ত। ঐ পুত্র জন্মগ্রহণ করিবামাত্র মাংসাসী শিবাগণ জ্বালাকরাল মুখে বাম দিক আশ্রয় করিয়া মণ্ডলাকারে ঘুরিতে লাগিল। পর্জ্জন্য রক্তবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, মেঘের গর্জ্জন অতি কঠোর, সূর্য্য প্রভাহীন, ঘন ঘন উল্কাপাত হইতে লাগিল, ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প, বায়ু প্রচণ্ডভাবে বহিতে লাগিল এবং অটল সমুদ্র উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর বিশ্রবা পুত্রের নামকরণে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, যখন এই বালকের গ্রীবা দশটি তখন ইহার নাম দশগ্রীব হইল। রাম! এই দশগ্রীবের পর মহাবল কুম্ভকর্ণ জন্ম গ্রহণ করে।

পৃথিবীতে ইহার তুল্য কাহারই দেহ সুদীর্ঘ নয়। তৎপরে বিকৃতাননা শূর্পণখা জন্ম গ্রহণ করে। ধর্ম্মশীল বিভীষণ কৈকসীর শেষ পুত্র। তিনি জন্মিবামাত্র পুষ্পবৃষ্টি, অন্তরীক্ষে দুন্দুভিধ্বনি এবং সাধুবাদ উত্থিত হয়। দশগ্রীব ও কুম্ভকর্ণ পিতার বন্য আশ্রমে দিন দিন বাড়িতে লাগিল। উহারা স্বভাবদোষে সকলরই ক্লেশকর হইয়া উঠিল। কুম্ভকর্ণ উন্মত্ত হইয়া ধর্ম্মবৎসল মহর্ষিগণকে ভক্ষণ ও অসন্তুষ্ট মনে ত্রিলোকে বিচরণ করিতে লাগিল। আর বিভীষণ ধর্ম্মপরায়ণ জিতেন্দ্রিয় স্বাধ্যায়সম্পন্ন ও মিতাহারী হইয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

একদা ধনাধিপতি কুবের পিতৃদর্শনার্থী হইয়া পুষ্পক রথে আরোহণ পূর্ব্বক ঐ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। রাক্ষসী কৈকসী স্বতেজঃপ্রদীপ্ত কুবেরকে দেখিয়া দশগ্রীবকে কহিল, বৎস! তুমি তেজঃপুঞ্জকলেবর ভ্রাতা কুবেরকে দেখিয়া যাও। তোমাদের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ তুল্যরূপ হইলেও দেখ তুমি কি হইয়াছ। অতএব বৎস! যাহাতে তুমি কুবেরের অনুরূপ হইতে পার তদ্বিষয়ে যত্ন কর।

দশগ্রীব মাতার এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ঈর্ষাপরবশ হইল এবং কহিল মাতঃ! সত্যই প্রতিজ্ঞা করিতেছি আমি স্ববলে হয় ভ্রাতা কুবেরের তুল্য বা তদপেক্ষা অধিক হইব। তুমি মনের দুঃখ দূর কর।

অনন্তর দশগ্রীব ঐ ক্রোধেই দুষ্কর কার্য্যসাধনে অভিলাষী হইল। পরে তপোবলে অভীষ্টসিদ্ধি করিব এইরূপ অধ্যবসায় করিয়া পবিত্র গোকর্ণাশ্রমে গমন করিল। সে ভ্রাতার সহিত তথায় গিয়া তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। উহার তপস্যায় সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইলেন এবং উহাকে জয়াবহ বরপ্রদান করিলেন।

দশম সর্গ।

অনন্তর রাম মহর্ষি অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন রাবণ প্রভৃতি তিন ভ্রাতা অরণ্যে কিরূপ তপস্যা করিয়াছিল?

অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! রাবণ প্রভৃতি তিন ভ্রাতা অরণ্যে নানারূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করে। কুম্ভকর্ণ যত্নসহকারে নিয়ত ধর্ম্মপথে থাকিত। সে গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নির মধ্যবর্ত্তী হইয়া তপস্যা করিত, বর্ষার জলধারায় বীরাসনে বসিত এবং হিমাগমে নিয়তকাল জলে বাস করিত। এইরূপে তাহার দশসহস্র বৎসর অতীত হয়। ধর্ম্মশীল বিভীষণ একপদে পাঁচসহস্র বৎসর দাঁড়াইয়া থাকেন। তাঁহার এই কঠোর নিয়ম পরিসমাপ্ত হইলে অপ্সরা সকল আনন্দে নৃত্য করে, অন্তরীক্ষে পুষ্পবৃষ্টি হয় এবং দেবতারা তাঁহার স্তুতিবাদ করেন। পরে তিনি আর পাঁচ সহস্র বৎসর সূর্য্যের অনুবৃত্তি করিয়াছিলেন এবং স্বাধ্যায়ে নিবিষ্টমনা হইয়া ঊর্দ্ধমুখে ও ঊর্দ্ধহস্তে অবস্থান করেন। সুরলোকবাসী যেমন নন্দন বনে সুখে কালক্ষেপ করে সেইরূপ বিভীষণ এই দশসহস্র বৎসর সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। দশাননেরও নিরবচ্ছিন্ন অনাহারে দশসহস্র বৎসর অতীত হয়।

প্রথম সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে সে আপনার শিরশ্ছেদন করিয়া অগ্নিতে আহুতি দেয়। এইরূপ নয় সহস্র বৎসরে তাহার নয়টি মস্তক হুতাশনে নিক্ষিপ্ত হয়। পরে দশম সহস্র বৎসরে যখন সে দশম মস্তকটী ছেদন করিতে উদ্যত হইল সেই অবসরে সর্ব্ব-লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি অন্যান্য দেবগণের সহিত তথায় আবির্ভূত হইয়া প্রীতমনে কহিলেন, দশগ্রীব! আমি তোমার তপস্যায় অতিমাত্র প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি শীঘ্র অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। তোমার এই তপঃক্লেশ সফল হউক, বল আমি তোমার কি করিব।

তখন দশানন অবনত মস্তকে ব্রহ্মাকে প্রণিপাত করিয়া হৃষ্টমনে হর্ষগদ্গদবাক্যে কহিল, ভগবন্! মৃত্যু ব্যতীত জীবের আর কিছুতেই ভয় হয় না, মৃত্যুর তুল্য শত্রুও আর কিছু নাই, অতএব আমার ইচ্ছা যে আমি অমর হইয়া কালযাপন করি।

ব্রহ্মা কহিলেন, দশানন! আমি তোমাকে অমর করিতে পারি না, তুমি অন্য কোন বর প্রার্থনা কর।

লোককর্ত্তা ব্রহ্মা এইরূপ কহিলে দশগ্রীব কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, প্রজাপতে! আমি পক্ষী সর্প যক্ষ দৈত্য দানব রাক্ষস ও দেবগণের অবধ্য হইয়া থাকিব। অন্যান্য যে সমস্ত জীব আছে আমি তাহাদের চিন্তা কিছুমাত্র করি না। মনুষ্য প্রভৃতিকে তো তৃণবৎই বিবেচনা করিয়া থাকি।

ব্রহ্মা কহিলেন, দশগ্রীব! তুমি যেরূপ কহিতেছ তাহাই হইবে। এই বলিয়া তিনি পুনর্ব্বার কহিলেন, বৎস! আমি প্রীতমনে তোমায় আর দুইটি বরপ্রদান করিতেছি শুন। তুমি পূর্ব্বে যে সকল মস্তক অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দিয়াছ সেগুলি আবার হইবে। তদ্ব্যতীত তুমি যেরূপ ইচ্ছা করিবে সেইরূপই আকার ধারণ করিতে পারিবে। ব্রহ্মা এইরূপ বরপ্রদান করিবামাত্র দশগ্রীবের মস্তক সকল পুনরায় উঠিল।

পরে ব্রহ্মা বিভীষণকে কহিলেন, বৎস! তুমি ধর্ম্মে মতি রাখিয়া আমায় যার পর নাই পরিতুষ্ট করিয়াছ. এক্ষণে বর প্রার্থনা কর।

ধর্ম্মশীল বিভীষণ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! স্বয়ং লোকগুরু যখন আমার উপর প্রসন্ন, তখন বলিতে কি, জ্যোৎস্না-জালে চন্দ্রের ন্যায় আমি সর্ব্বগুণে ভূষিত ও কৃতার্থ হইলাম। এখন যদি আপনি আমায় বর দিবার সঙ্কল্প করিয়া থাকেন তবে আমার যেরূপ ইচ্ছা শ্রবণ করুন। দেব! বিপদেও যেন আমার ধর্ম্মে মতি থাকে, গুরূপদেশ ব্যতীতও ব্রহ্মচিন্তা যেন আমার স্ফূর্ত্তি পায়; আর যে যে আশ্রমে যখন যে যে বুদ্ধি উৎপন্ন হইবে তাহা যেন ধর্ম্মানুগত হয়; আমি সেই সেই ধর্ম্ম প্রতি-পালন করিব। ব্রহ্মন্! এই আমার অভীষ্ট বর। আমি জানি, ধর্ম্মানুরাগী লোকের ত্রিলোকে কিছুই দুর্লভ হয় না।

ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস! তোমার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। আর যখন রাক্ষসযোনিতে জন্মিয়াও তোমার অধর্ম্মবুদ্ধি উপস্থিত হয় নাই তখন আমার বরে তুমি অমর হইয়া থাকিবে।

পরে প্রজাপতি, কুম্ভকর্ণকে বরদানের সঙ্কল্প করিলে সুরগণ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনি জানেনই যে এই দুর্ম্মতির দারুণ ব্যবহারে সকলেই ভীত, অতএব ইহাকে বরদান করিবেন না। ঐ দুর্বৃত্ত নন্দন কাননে সাতটি অপ্সরা, ইন্দ্রের দশটি অনুচর এবং পৃথিবীর বিস্তর মনুষ্য ও ঋষিকে ভক্ষণ করিয়াছে। এই রাক্ষস বর না পাইয়াই যাহা করিয়াছে তাহাই ত যথেষ্ট, বর পাইলে নিশ্চয় ত্রিলোকের সকলকেই ভক্ষণ করিবে। অতএব আপনি বরচ্ছলে ইহাকে মোহ প্রদান করুন, ইহাতে লোকের মঙ্গল ও ইহারও সম্মান রক্ষা হইবে।

তখন ব্রহ্মা দেবী সরস্বতীকে স্মরণ করিলেন। সরস্বতী স্মৃতিমাত্রে ব্রহ্মার পার্শ্বে আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, দেব! এই আমি আসিয়াছি, কি করিব। ব্রহ্মা কহিলেন, সরস্বতি! তুমি ঐ কুম্ভকর্ণের বুদ্ধিমোহ জন্মাইয়া দেও।

অনন্তর সরস্বতী দুষ্ট রাক্ষসের মনে প্রবেশ করিলেন। তখন ব্রহ্মা কহিলেন, কুম্ভকর্ণ! তুমি এক্ষণে ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা কর। কুম্ভকর্ণ কহিল, দেবদেব! আমার ইচ্ছা যে আমি বহুকাল ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকি। ব্রহ্মাও তথাস্তু

বলিয়া সুরগণের সহিত তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। দেবী সরস্বতীও কুম্ভকর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

পরে কুম্ভকর্ণের সংজ্ঞালাভ হইল। ঐ দুরাত্মা দুঃখিতমনে ভাবিল, আজ কেন এইরূপ কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইল? বোধ হয় উপস্থিত দেবগণই আমার বুদ্ধিমোহ উৎপাদন করিয়া থাকিবেন।

রাজন্! এইরূপে রাবণাদি তিন ভ্রাতা ব্রহ্মার নিকট তপোবলে বরলাভ করিয়া শ্লেষ্মাতকবৃক্ষবহুল পিতৃতপোবনে গিয়া পরম সুখে বাস করিতে লাগিল।

একাদশ সর্গ

এই অবসরে সুমালী রাবণাদি তিন ভ্রাতার বরলাভ-বার্ত্তায় যার পর নাই নির্ভয় হইয়া অনুচরগণের সহিত পাতাল হইতে উঠিল। মারীচ, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ ও মহোদর উহার এই চারি জন মন্ত্রীও ক্রোধভরে উত্থিত হইল। পরে সুমালী উহাদের সহিত দশগ্রীবের নিকট আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, বৎস! তুমি যখন ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার নিকট বরলাভ করিয়াছ তখন ভাগ্যক্রমে আমাদের যাহা সংকল্প তোমা দ্বারা তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। আমরা যে কারণে লঙ্কা ছাড়িয়া রসাতলে বাস করিতেছি এক্ষণে আমাদের সেই বিষ্ণুর বিক্রমজনিত মহাভয় দূর হইল। আমরা বার বার তাঁহারই ভয়ে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়াছি এবং স্বগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একত্রে পাতালে গিয়া বাস করিতেছি। লঙ্কা পুরী আমাদিগেরই, তাহাতে আমরাই থাকিতাম; এক্ষণে তোমার ভ্রাতা ধীমান কুবের সেই পুরী অধিকার করিয়াছেন। অতএব যদি তুমি সাম, দান, বা বল, যে কোন উপায়ে হউক, লঙ্কা পুনর্গ্রহণ করিতে পার তাহা হইলে বড় একটা কাজ হয়।

বৎস! নিশ্চয় জানিও অতঃপর তুমিই লঙ্কার অধিপতি হইবে। এই নিমগ্নপ্রায় রাক্ষসবংশ তুমি উদ্ধার করিলে সুতরাং তুমিই ইহাদের প্রভু হইবে।

দশগ্রীব কহিল, আর্য্য! ধনাধিপতি কুবের আমাদিগের গুরু, তাঁহার প্রতিকূলে এইরূপ কথা বলা আপনার উচিত হইতেছে না। দশগ্রীব এইরূপ শান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করিলে সুমালী তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া তৎকালে নীরব হইল।

অনন্তর একদা প্রহস্ত অবসর বুঝিয়া বিনীত বাক্যে রাবণকে কহিল, বীর! তুমি সুমালীকে যাহা কহিয়াছিলে সে কথা সঙ্গত বোধ হয় না; বীরগণের আবার সৌভ্রাত্র কি? এ বিষয়ে আমার কিছু বলিবার আছে শুন। অদিতি ও দিতি নামে রূপবতী ও পরস্পর স্নেহবতী দুইটী ভগিনী ছিলেন। প্রজাপতি কশ্যপ ইহাঁদিগকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে অদিতির গর্ব্ভে ত্রিভুবনেশ্বর দেবগণ এবং দিতির গর্ব্ভে দৈত্যগণ জন্ম গ্রহণ করে। প্রথমে দৈত্যগণই এই সাগরাম্বরা পৃথিবীর অধীশ্বর ছিল। পরে বিষ্ণু তাহাদিগকে বধ করিয়া ত্রিলোককে দেবগণের অধীন করিয়া দেন। বীর! তুমিই যে কেবল ভ্রাতৃদ্রোহ করিবে তাহা নয়, পূর্ব্বে দেবাসুরও এই কার্য্য করিয়া গিয়াছেন।

রাবণ মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া হৃষ্টমনে প্রহস্তের কথায়

সম্মত হইল এবং সেই উৎসাহে সেই দিনেই রাক্ষসগণের সহিত লঙ্কার নিকটস্থ এক বনে গিয়া, ত্রিকূট পর্ব্বত হইতে প্রহস্তকেই দৌত্যে নিয়োগ পূর্ব্বক কহিল, প্রহস্ত! তুমি শীঘ্র ধনাধিপতি কুবেরের নিকট যাও এবং আমার বাক্যে তাঁহাকে গিয়া সান্ত্ব-ভাবে বল, এই লঙ্কা পুরী পূর্ব্বে মহাত্মা রাক্ষসগণের অধিকারে ছিল, এক্ষণে ইহাতে বাস করা তোমার উচিত হইতেছে না। অতএব যদি তুমি আজ এই পুরী আমাদিগকে ছাড়িয়া দেও তাহা হইলে আমি অতিশয় সুখী হই এবং তোমারও প্রকৃত ধর্ম্মপালন করা হয়।

পরে প্রহস্ত লঙ্কায় গমন করিয়া উদার বাক্যে কুবেরকে কহিল, তোমার ভ্রাতা দশগ্রীব আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন। এক্ষণে তিনি যাহা কহিয়াছেন শুন। পূর্ব্বে এই লঙ্কা পুরী সুমালী প্রভৃতি ভীমবল রাক্ষসগণ উপভোগ করিয়াছিলেন। এই কারণে দশগ্রীব তোমাকে জানাইতেছেন—তিনি শান্তভাবে প্রার্থনা করিতেছেন, তাঁহাকে এই লঙ্কা পুনঃপ্রদান কর।

কুবের কহিলেন, পিতা এই রাক্ষসশূন্য লঙ্কা পুরী আমায় বসবাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন; আমি দান মানাদি উপায়ে ইহাতে অনেককে বাস করাইয়াছি, অতএব তুমি গিয়া দশগ্রীবকে বল আমার এই পুরী ও রাজ্য তোমারই, তুমি

নিষ্কণ্টকে ইহা ভোগ কর। আমার যাবদীয় ঐশ্বর্য্য নির্ব্বিশেষে তোমারই হউক।

এই বলিয়া কুবের তৎক্ষণাৎ পিতৃসন্নিধানে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,. পিতঃ! দশগ্রীব লঙ্কা পুনঃপ্রাপ্তির আশয়ে আমার নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন। ফলত পূর্ব্বে এই পুরীতে রাক্ষসেরাই বাস করিত, অতএব আপনি লঙ্কা রাবণকেই দিন। আর আমি গিয়া কোথায় থাকিব তাহাও আদেশ করুন।

ব্রহ্মর্ষি বিশ্রবা কহিলেন, বৎস! শুন, দশগ্রীব আমার নিকট একদা ঐ প্রসঙ্গই করিয়াছিল। আমি ঐ দুষ্টমতিকে সক্রোধে ভৎর্সনা করিয়া পুনঃ পুনঃ কহিয়াছিলাম, দেখ তুমি ধর্ম্মমর্য্যাদা অতিক্রম করিতেছ। এক্ষণে আমার কথা রাখ; ইহা ধর্ম্মানুগত ও শ্রেয়ঃসাধন। বরলাভগর্ব্বে তোমার হিতাহিত জ্ঞান নাই এবং আমার অভিশাপে তোমার প্রকৃতিও দারুণ হইয়াছে এই জন্য লোকের মর্য্যাদা তুমি বুঝিতে পার না। কিন্তু বৎস! তৎকালে সে আমার এই কথায় কর্ণপাত করে নাই। ঐ দুর্ব্বৃত্তকে যে ব্রহ্মা উৎকৃষ্ট বর দিয়াছেন ইহা তুমি অবশ্যই জান, সুতরাং তাহারি সহিত বিরোধাচরণ করা তোমার শ্রেয় নহে। অতএব এক্ষণে তুমি আত্মীয় অন্তরঙ্গের সহিত লঙ্কা হইতে গিরিবর কৈলাসে যাও এবং তথায় বসবাস

করিবার জন্য এক পুরী প্রস্তুত কর। সেই স্থানে সরিদ্বরা মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছে, উহার জল উজ্জ্বল স্বর্ণপদ্মে আচ্ছন্ন, তথায় কুমুদ কহ্লার প্রভৃতি অন্যান্য সুগন্ধি পুষ্পও প্রস্ফুটিত হইয়া আছে এবং দেবতা গন্ধর্ব্ব অপ্সরা উরগ ও কিন্নরগণ সতত বিহার করিয়া থাকেন।

কুবের পিতৃগৌরবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন এবং স্ত্রী পুত্র অমাত্য ধন সম্পদ ও বল বাহনের সহিত কৈলাসে গিয়া বাস করিলেন।

এদিকে প্রহস্ত একান্ত হৃষ্ট হইয়া দশগ্রীবের নিকট গিয়া কহিল, ধনাধিপতি কুবের লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়াছেন, এখন সেই পুরী শূন্য। তুমি আমাদিগকে লইয়া তথায় চল এবং স্বধর্ম্ম পালন কর।

অনন্তর দশগ্রীব ভ্রাতৃগণ সৈন্য ও অনুযাত্রিকদিগের সহিত লঙ্কায় প্রবেশ করিল। উহা কুবেরের পরিত্যক্ত এবং উহার পথ সকল বিভক্ত। ইন্দ্র যেমন স্বর্গে আরোহণ করেন দশগ্রীব সেইরূপ পর্ব্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত লঙ্কায় আরোহণ করিল এবং রাজপদে অভিষিক্ত হইল। লঙ্কা নীলমেঘাকার রাক্ষসে পরিপূর্ণ। এদিকে কুবেরও পিতার আদেশে শশাঙ্কধবল কৈলাস পর্ব্বতে এক পুরী নির্ম্মাণ করিলেন। উহা ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় সুদৃশ্য এবং সুসজ্জিত গৃহে সুশোভিত।

দ্বাদশ সর্গ।

দশগ্রীব রাক্ষসরাজ্যে অভিষিক্ত হইল এবং ভ্রাতৃগণের সহিত পরামর্শ করিয়া দানবরাজ বিদ্যুজ্জিহ্বের সহিত ভগিনী শূর্পণখার বিবাহ দিল। পরে সে একাকী মৃগয়ায় নির্গত হয়; ঐ প্রসঙ্গে দিতির পুত্র ময় দানবের সহিত উহার দেখা হইয়াছিল। দশগ্রীব উহাকে একটীমাত্র কন্যার সহিত বনমধ্যে বিচরণ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, তুমি কে? এবং এই মৃগমনুষ্যশূন্য নির্জ্জন বনে একাকী কেবল এই মৃগলোচনাকে লইয়া কি জন্য পর্য্যটন করিতেছ?

ময় কহিল, আমার বৃত্তান্ত সমস্তই তোমাকে কহিতেছি শুন। বোধ হয় তুমি হেমা নাম্নী কোন এক অপ্সরার কথা শুনিয়া থাকিবে। তিনি ইন্দ্রের শচীর ন্যায় রূপলাবণ্যবতী। আমি দৈববশে তাঁহাকে লাভ করিয়া সহস্র বৎসর তাঁহার সহিত প্রগাঢ় অনুরাগে কালযাপন করি। পরে তিনি কোন দৈবকার্য্যোদ্দেশে ত্রয়োদশ বৎসর দেবলোকে আছেন। এতাবৎ

কাল তাঁহার সহিত আমার বিরহ। অনন্তর আমি বিচিত্র-নির্ম্মাণ-শক্তি-প্রভাবে গৈরিক-বৈদুর্য্য-খচিত স্বর্ণময় এক পুরী প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে প্রিয়াবিরহে কিছু দিন অতি দীনভাবে বাস করিয়াছিলাম। এক্ষণে এই কন্যাকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থান হইতে আসিয়াছি। রাজন্! এইটী আমারই কন্যা, হেমার গর্ভে ইহার জন্ম। আমি ইহাকে লইয়া ইহার পাত্র অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছি। কন্যার পিতৃত্ব সম্মানার্থীর বড়ই কষ্ট-কর। সে পিতৃকুল ও ভর্তৃকুলকে কখন্ কলঙ্কিত করে ইহাই আশঙ্কা। এই কন্যা ব্যতীত হেমার গর্ভে মায়াবী ও দুন্দুভি নামে আমার দুইটি পুত্রও জন্মিয়াছে। তাত! এই আমি তোমাকে আত্মবৃত্তান্ত সমস্তই কহিলাম। এক্ষণে আমি তোমাকে কিরূপে জানিব, তুমি কে?

তখন দশগ্রীব সবিনয়ে কহিল, আমি মহর্ষি পুলস্ত্যের বংশে জন্মিয়াছি; ব্রহ্মার পৌত্র মহর্ষি বিশ্রবা আমার পিতা; নাম দশগ্রীব।

দানবরাজ ময় দশগ্রীবকে ঋষিকুলোৎপন্ন জানিয়া তাহাকে সেই বনমধ্যেই কন্যাদানের সঙ্কল্প করিলেন এবং তাহার হস্তে কন্যার হস্ত প্রদান পূর্ব্বক সহাস্যমুখে কহিলেন, রাজন্! আমার এই কন্যা অপ্সরা হেমার গর্ভসম্ভূতা, নাম মন্দোদরী, এক্ষণে তুমি পত্নীরূপে ইহাকে গ্রহণ কর।

দশগ্রীব দানবরাজ ময়ের এই অনুরোধে সম্মত হইল এবং ঐ বনমধ্যেই অগ্নিসাক্ষী করিয়া মন্দোদরীকে বিবাহ করিল। রাম! পিতৃশাপে দশগ্রীবের দারুণ প্রকৃতি লাভের কথা ময় দানব জানিতেন, কেবল মহৎ ঋষিবংশীয় বলিয়া উহাকে কন্যাদান করেন এবং উহাকে তপোবললব্ধ অমোঘ এক অদ্ভুত শক্তিও দিয়াছিলেন। সেই শক্তি দ্বারাই লঙ্কার যুদ্ধে লক্ষ্মণ বিদ্ধ হন।

অনন্তর দশগ্রীব স্বনগরীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের উদ্বাহ-সংস্কারের জন্য দুইটী কন্যা আহরণ করিল। বৈরোচনের দৌহিত্রী বজ্রজ্বালা কুম্ভকর্ণের এবং গন্ধর্ব্বরাজ শৈলুষের কন্যা ধর্ম্মপরায়ণা সরমা বিভীষণের পত্নী হইল। এই সরমা মানস সরোবরের তীরে জন্ম গ্রহণ করে। তখন বর্ষাকাল, মানস-সরোবরের জল বর্ষার জলে বর্দ্ধিত হইতেছিল, তদ্দৃষ্টে সরমা ভীত হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকে। তখন তাহার জননী স্নেহে কাতর হইয়া কহিল 'সরো মা বর্দ্ধত' সরোবর বর্দ্ধিত হইও না, তদবধি কন্যার নামও সরমা হইল।

অনন্তর রাবণ প্রভৃতি তিন ভ্রাতা লঙ্কাপুরমধ্যে ভার্য্যাগণের সহিত নন্দনবনে গন্ধর্ব্বের ন্যায় পরম সুখে বিহার করিতে লাগিল। মন্দোদরীর গর্ভে মেঘনাদ জন্মে। তোমরা ইহাকেই ইন্দ্রজিত বলিয়া থাক। ঐ বালক জন্মিবামাত্র মেঘগম্ভীর

নাদে রোদন করিয়া লঙ্কাপুরী স্তম্ভিত করে এই জন্য পিতা দশগ্রীব স্বয়ং উহার নাম মেঘনাদ রাখিয়াছিল। এই মেঘনাদ পিতামাতার মনে হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক অন্তঃপুর মধ্যে স্ত্রীলোকের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া কাষ্ঠাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

ত্রয়োদশ সর্গ

একদা মূর্ত্তিমতী দারুণ নিদ্রা ব্রহ্মার নিয়োগে কুম্ভকর্ণের নিকট উপস্থিত। তদ্দৃষ্টে কুম্ভকর্ণ উপবিষ্ট রাবণকে কহিল, রাজন্! আমি নিদ্রায় কাতর, অতএব তুমি আমার জন্য একটি গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দাও। পরে রাবণের আদেশে শিল্পিগণ বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় নিপুণতার সহিত একটী গৃহ প্রস্তুত করিল। ঐ গৃহের বিস্তার এক যোজন ও দৈর্ঘ্য দুই যোজন উহা সুদৃশ্য ও সুপ্রশস্ত, উহার স্তম্ভ স্বর্ণময়, সোপান বৈদুর্য্যময়, তোরণ হস্তিদন্তময় এবং বেদি হীরকময়, স্থানে স্থানে কিঙ্কিণী জাল অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছে; উহা সুমেরু গিরির পবিত্র গহ্বরের ন্যায় মনোহর ও সর্ব্বকালেই সুখপ্রদ। মহাবীর কুম্ভকর্ণ ঐ গৃহমধ্যে নিদ্রিত হইল। ব্রহ্মার বরপ্রভাবে বহুকালেও তাহার ঐ ঘোর নিদ্রা ভাঙ্গিবার নয়। এই সময়ে দশানন মহাক্রোধে অবাধে দেবর্ষি গন্ধর্ব্ব ও যক্ষগণকে বধ এবং নন্দন প্রভৃতি বিচিত্র উদ্যান নষ্ট করিতে লাগিল। ক্রীড়াশীল হস্তী

যেমন নদীকে বিমর্দ্দিত করে, বায়ু যেমন বৃক্ষকে নিক্ষিপ্ত করে এবং পরিত্যক্ত বজ্র যেমন পর্ব্বতকে চূর্ণ করিয়া ফেলে; রাবণ সেইরূপেই সকলকে বিনষ্ট করিতে লাগিল।

অনন্তর ধর্ম্মশীল কুবের দশাননের এইরূপ অত্যাচারের কথা শুনিয়া আপনার কুলানুরূপ ব্যবহার স্মরণ পূর্ব্বক সৌভ্রাত্র প্রদর্শনের জন্য লঙ্কায় দূত প্রেরণ করিলেন। দূত বিভীষণের নিকট উপস্থিত হইল। বিভীষণ ধর্ম্মানুসারে তাহার সম্মান করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং যক্ষেশ্বর কুবেরের এবং জ্ঞাতিবর্গের সর্ব্বাঙ্গীণ সংবাদ লইয়া সভামধ্যে আসীন রাবণকে দেখাইয়া দিলেন। দূত স্বতেজঃপ্রদীপ্ত রাক্ষসরাজকে দর্শন করিয়া জয় জয় শব্দে তাহার সম্বর্দ্ধনা পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিল। রাবণ উৎকৃষ্ট আস্তরণ-শোভিত পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট ছিল। দূত তাঁহার সন্নিহিত হইয়া কহিল, রাজন্! আপনার ভ্রাতা ধনাধিপতি কুবের আপনাকে পিতৃমাতৃ কুল ও চরিত্রের অনুরূপ যে সমস্ত কথা কহিয়াছেন আমি তাহাই আপনাকে নিবেদন করিতেছি। তিনি কহিয়াছেন রাজন্! ভাল, এই পর্য্যন্তই পর্য্যাপ্ত, আর পাপাচরণ করিবার প্রয়োজন নাই, এক্ষণে সচ্চরিত্র হওয়া আবশ্যক, যদি পার তো ধর্ম্মে থাক। আমি দেখিয়াছি তুমি নন্দন বন ভগ্ন করিয়াছ, শুনিয়াছি ঋষিগণকে বিনাশ করিয়াছ, আরও শুনিতে

পাই দেবগণ তোমার এই সকল পাপের প্রতিফল দিবার উদ্যোগে আছেন। রাজন্! তুমি বার বার আমায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছ বটে, কিন্তু বালক যদি অপরাধী হয় তাহাকে রক্ষা করা আত্মীয় স্বজনের সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। দেখ আমি ইন্দ্রিয়দমন ও কঠোর ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মসাধনের জন্য হিমালয়ে গিয়াছিলাম। ঐ স্থানে ভগবান মহেশ্বর দেবী উমার সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। দৈবাৎ আমি দক্ষিণ চক্ষু দিয়া ঐ দেবীকে দর্শন করি; ইনি কে, কেবল এইটি জানিবার জন্য, অন্য কোন অভিপ্রায়ে নয়। তখন দেবী উমা অনুপম রূপ ধারণ পূর্ব্বক বিরাজ করিতেছিলেন, আমার দৃষ্টিপাত মাত্র তাঁহার দিব্য প্রভাবে আমার দক্ষিণ চক্ষু দগ্ধ হইয়া যায়। আর বাম চক্ষুটি যেন ধূলিস্পর্শে কলুষিত ও তাঁহার জ্যোতিতে পিঙ্গল হয়। পরে আমি উহাঁদিগকে প্রসন্ন করিবার জন্য হিমাচলের অন্যতর বিস্তীর্ণ শৃঙ্গে গিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক আটশত বৎসর মহাব্রত অবলম্বন করিয়া থাকি। ব্রতকাল পূর্ণ হইলে ভগবান মহেশ্বর আসিয়া প্রীতমনে আমাকে কহিলেন, বৎস! আমি তোমার এই তপস্যায় যার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়াছি। আমিও একদা এইরূপ ব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম; আর তুমিও এই করিলে। আমরা দুই জন ব্যতীত এই ব্রত ধারণ করিতে পারে এমন আর কাহাকেও দেখি না।

ইহা অতি দুষ্কর এবং আমিই ইহার উৎপাদক। এক্ষণে তুমি আমার সখা হও। আমি তোমার তপস্যায় ক্রীত হইলাম, দেবী পার্ব্বতীর প্রভাবে তোমার দক্ষিণ চক্ষু দগ্ধ এবং তাঁহার রূপ নিরীক্ষণে অন্যতরটী পিঙ্গল হইয়াছে, অতএব আজ হইতে তোমার নাম নিত্যকাল "একাক্ষিপিঙ্গলী" থাকিবে।

এইরূপে আমি ভগবান শঙ্করের সহিত সখিত্ব লাভ পূর্ব্বক তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে প্রতিগমন করিয়া তোমার পাপাচারের কথা শুনিতে পাইলাম। বৎস! তুমি এই কুলক্ষয়কর অধর্ম্মসংযোগ হইতে নিবৃত্ত হও। এক্ষণে দেবতারা ঋষিগণের সহিত তোমার বিনাশের উপায় অবধারণ করিতেছেন।

এই কথা শুনিবামাত্র রাবণের চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং সে করে করপরামর্ষণ ও দশনে দশন নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, রে দূত! তুই মরিলি, আর যে তোরে পাঠাইয়াছে আমার সেই ভ্রাতা কুবেরও মরিল। সে যাহা বলিয়াছে তাহা কিছুতেই আমার হিতকর নহে। শঙ্করের সহিত তাহার যে সখ্যতা হইয়াছে মূর্খ কেবল তাহাই আমাকে শুনাইতেছে। তুই যাহা কহিলি আজ ইহা কিছুতেই ক্ষমা করিতেছি না। ভাবিতেছিলাম ধনেশ্বর আমার জ্যেষ্ঠ ও গুরু, তাহাকে বিনাশ করা অনুচিত এই জন্যই এতাবৎকাল আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়াছি। এক্ষণে তাহার কথায় স্থির করিলাম ভুজ-

বলে ত্রিলোক জয় করিব। কেবল তাহারই জন্য এই মুহূর্ত্তে চার লোকপালকে বিনাশ করিব।

দশগ্রীব এই বলিয়া খড়্গাঘাতে দূতকে বিনাশ করিল এবং দুরাত্মা রাক্ষসগণের হস্তে তাহাকে ভক্ষণ করিবার জন্য দিল। পরে ঐ দুর্বৃত্ত ত্রৈলোক্য জয় করিবার আশয়ে যথায় ধনাধিপতি সেই স্থানে মঙ্গলাচার পূর্ব্বক যাত্রা করিল।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

অনন্তর বলগর্ব্বিত রাবণ কুবেরকে জয় করিবার উদ্দেশে প্রহস্ত, মহোদর, মারীচ, শুক, সারণ ও ধূম্রাক্ষ এই ছয় জন সচিবের সহিত নির্গত হইল। তৎকালে উহার প্রদীপ্ত ক্রোধানলে ত্রিলোক দগ্ধ হইতে লাগিল। সে মুহূর্ত্তমধ্যে নানা জনপদ নদী পর্ব্বত বন ও উপবন অতিক্রম করিয়া কৈলাসে উত্তীর্ণ হইল। তখন যক্ষগণ ঐ দুরাত্মাকে যুদ্ধার্থ মন্ত্রিগণের সহিত মহা উৎসাহে উপস্থিত দেখিয়া উহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইল না। পরিচয়ে জানিল সে ধনাধিপতি কুবেরের ভ্রাতা। পরে উহারা কুবেরের নিকট গমন পূর্ব্বক উহার অভিপ্রায় তাঁহাকে জ্ঞাপন করিল।

পরে ঐ সমস্ত যক্ষ কুবেরের আদেশে অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ হৃষ্টমনে নির্গত হইল। চতুর্দ্দিকে উচ্ছলিত মহাসমুদ্রের ন্যায় সৈন্যক্ষোভ উপস্থিত। কৈলাস পর্ব্বত বিচলিত হইয়া উঠিল। অনতিবিলম্বে যক্ষ রাক্ষসের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাবণের সচিবেরা যার পর নাই ব্যথিত; কিন্তু রাবণ তাদৃশ সৈন্যদর্শনে মহাহর্ষে ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিল।

এক দিকে রাবণের এক জন মহাবীর সচিব, অপর দিকে সহস্র যক্ষ; উভয় পক্ষে এইরূপে যুদ্ধ হইতে লাগিল। রাবণ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। সে ক্ষণকালমধ্যে বৃষ্টিপাতের ন্যায় গদা মুষল অসি শক্তি ও তোমর প্রভৃতি অস্ত্রধারায় নিরুচ্ছ্বাসবৎ হইয়া পড়িল। কিন্তু বর্ষার ধারাপাতে পর্ব্বত যেমন অটল থাকে ঐ মহাবীর সেইরূপেই দাঁড়াইয়া রহিল। পরে সে এক যমদণ্ড-সদৃশ গদা গ্রহণ পূর্ব্বক বায়ুবেগপ্রদীপ্ত বহ্নির ন্যায় যক্ষগণকে বিস্তীর্ণ তৃণবৎ ও শুষ্ক কাষ্ঠবৎ দগ্ধ করিতে লাগিল। বায়ুবেগ যেমন মেঘকে বিদূরিত করে, সেইরূপ উহার অমাত্যেরাও ঐ সমস্ত যক্ষকে দেখিতে দেখিতে অল্পাবশেষ করিয়া ফেলিল। যক্ষদিগের মধ্যে অনেকে আহত, অনেকে ভগ্ন এবং অনেকে নিপতিত। অনেকে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সুতীক্ষ্ণ দন্তে ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিল। অনেকে পরিশ্রান্ত হইয়া নিরস্ত্রে পরস্পরকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক প্রবাহবেগে জীর্ণ নদীতটের ন্যায় পড়িয়া গেল। কেহ বিনষ্ট, কেহ স্বর্গারোহণে উদ্যত, কেহ যুদ্ধপ্রবৃত্ত ও কেহ বা ধাবমান। তৎকালে যুদ্ধদর্শনার্থী ঋষিদিগের সংখ্যাবাহুল্যে অন্তরীক্ষে আর তিলার্দ্ধ স্থান রহিল না।

ধনাধিপতি কুবের রাক্ষসবিক্রমে স্বীয় সৈন্যগণকে ভগ্ন দেখিয়া অন্যান্য যক্ষকে নিয়োগ করিলেন। ইত্যবসরে সংযোধকণ্টক নামে এক মহাবীর যক্ষ বহুসংখ্য বলবাহনের সহিত রণক্ষেত্রে

অবতীর্ণ হইল এবং মারীচকে লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণুচক্রবৎ অতি-ভীষণ এক চক্রাস্ত্র পরিত্যাগ করিল। মারীচ ঐ চক্রাস্ত্রে আহত হইবামাত্র ক্ষীণপুণ্য গ্রহের ন্যায় কৈলাস পর্ব্বত হইতে নিপতিত হইয়া গেল। পরে সে মুহূর্ত্তকালমধ্যে সংজ্ঞালাভ ও কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। যক্ষ সংযোধকণ্টকও তৎক্ষণাৎ তাহার বীরবিক্রমে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।

সহসা রাবণ অলকা নগরীর স্বর্ণময় বৈদুর্য্যখচিত প্রবেশদ্বারে উপস্থিত। তথায় সূর্য্যভানু নামে এক দ্বারপাল দণ্ডায়মান ছিল। সে উহাকে বার বার নিবারণ করিতে লাগিল; কিন্তু রাবণ উহার বাক্যে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বীরদর্পে চলিল। তদ্দৃষ্টে সূর্য্যভানু যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং তোরণ উৎপাটন পূর্ব্বক উহাকে প্রহার করিল। ঐ প্রহারে রাবণের সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত; ধাতুধারায় পর্ব্বত যেমন শোভা পায় উহার সেইরূপই শোভা হইল, কিন্তু সে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার বরে কিছুমাত্র ব্যথিত হইল না। পরে ঐ মহাবীর তোরণের দণ্ড দ্বারা দ্বাররক্ষককে বিনাশ করিল। তত্রত্য যক্ষেরা উহার বিক্রম দেখিয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলাইতে লাগিল এবং শ্রান্তভাবে সভয়ে নদী ও গিরিগুহায় আশ্রয় লইল।

পঞ্চদশ সর্গ।

অনন্তর কুবের যক্ষগণকে ভীত দেখিয়া মণিভদ্রকে কহিলেন, বীর! তুমি পাপাত্মা দুর্বৃত্ত রাবণকে বিনাশ কর এবং যুদ্ধার্থী যক্ষদিগের আশ্রয় হও।

তখন মহাবীর মণিভদ্র চার সহস্র যক্ষ লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং গদা মুসল প্রাস শক্তি তোমর ও মুদ্গর দ্বারা রাক্ষসগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া চলিল। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত। কেহ কহিতেছে যুদ্ধ কর, কেহ কহিতেছে আর প্রয়োজন নাই। সকলে শ্যেন পক্ষীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল। তৎকালে দেবতা গন্ধর্ব্ব ও ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের বিস্ময়ের আর পরিসীমা রহিল না। এই অবসরে মহাবীর প্রহস্ত একাকী সহস্র এবং মারীচ দুই সহস্র যক্ষকে বিনাশ করিল। যক্ষগণ ধর্ম্মশীল, এই জন্য উহাদের যুদ্ধ সরল পথে; আর রাক্ষসগণ অধার্ম্মিক, এই জন্য উহাদের যুদ্ধ কূটপথে; ফলত রাক্ষসেরা এই কারণেই যক্ষদিগের অপেক্ষা অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিল। অনন্তর ধূম্রাক্ষ মণিভদ্রের বক্ষে এক মুসল

প্রহার করিল, কিন্তু সে তদ্দ্বারা কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। পরে মণিভদ্র ধূম্রাক্ষের মস্তকে এক গদাঘাত করিল। সে ঐ প্রবল প্রহারবেগে বিহ্বল হইয়া ভূতলে পড়িল। তখন রাবণ ধূম্রাক্ষকে শোণিতলিপ্ত দেহে পতিত দেখিয়া মণিভদ্রের প্রতি ধাবমান হইল। মণিভদ্র উহাকে ক্রোধভরে আগমন করিতে দেখিয়া তিনটী সুশাণিত শক্তি নিক্ষেপ করিল। রাবণও উহার মস্তকে অস্ত্রাঘাত করিল। ঐ আঘাতে মণিভদ্রের মুকুট এক পার্শ্বে সন্নত হইয়া পড়িল এবং তদবধি উহা ঐরূপ অবস্থাতেই রহিল। মণিভদ্র যুদ্ধে পরাঙ্মুখ। কৈলাসেও তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল।

অনন্তর ধনাধিপতি কুবের এক গদা ধারণ পূর্ব্বক দূর হইতে রাবণকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার সহিত ধনরক্ষক মন্ত্রী শুক্র ও প্রৌষ্ঠপদ এবং নিধিদেবতা পদ্ম ও শঙ্খ। তিনি দূর হইতে অভিশাপে হতগৌরব ভ্রাতা রাবণকে দেখিতে পাইয়া স্বকুলোচিত বাক্যে কহিলেন, নির্ব্বোধ! আমি তোরে বার বার নিবারণ করিলাম কিন্তু তোর চৈতন্য হইল না। তুই যখন নরকস্থ হইয়া ইহার প্রতিফল ভোগ করিবি তখন আমার কথা বুঝিতে পারিবি। যে নির্ব্বোধ মোহক্রমে বিষ পান করিয়াও ঔদাসীন্য অবলম্বন করে, পরিণামে তাহাকে স্বকৃত কার্য্যের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। অধর্ম্মে দৈব তোর

প্রতি প্রতিকূল, তন্নিবন্ধন তোর প্রকৃতিও ক্রূর হইয়াছে ; এই জন্যই তুই হিতাহিত কিছুই বুঝিতে পারিস্ না। যে ব্যক্তি পিতা মাতা বিপ্র ও আচার্য্যের অবমাননা করে সে অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া তাহার ফলভোগ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই নশ্বর দেহে তপোনুষ্ঠান না করে সেই মূর্খকে মৃত্যুর পর অশেষ দুর্গতি লাভ করিয়া অনুতাপ করিতে হয়। দেখ্ গুরুসেবা ব্যতীত কাহারই শুভ বুদ্ধি জন্মে না, সুতরাং সে যেরূপ কার্য্য করে তাহার অনুরূপ ফলও পাইয়া থাকে। পুরুষ স্বকৃত পুণ্য-বলেই ধনসমৃদ্ধি রূপ বল ও বীরত্ব লাভ করে। রাবণ! তোর যখন এইরূপ দুর্বুদ্ধি উপস্থিত তখন তুই নিশ্চয় নরকস্থ হইবি। এক্ষণে তোর সহিত বাক্যালাপ করা আর বিধেয় নহে ; সৎ চরিত্র পুরুষের এই বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত।

এই বলিয়া ধনাধ্যক্ষ কুবের মারীচ প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিলেন। উহারা যুদ্ধে বিমুখ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। পরে তিনি রাবণের মস্তকে এক গদাঘাত করিলেন। কিন্তু ঐ দুর্দ্ধর্ষ তদ্দ্বারা কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। অনন্তর উঁহারা পরস্পর প্রহার আরম্ভ করিলেন কিন্তু তৎ-কালে কেহই শ্রান্ত বা বিহ্বল হইলেন না। পরে কুবের রাবণের প্রতি এক আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। রাবণ বারুণাস্ত্রে তাহা নিবারণ করিল। পরে সে কুবেরকে বিনাশ

করিবার জন্য রাক্ষসী মায়া আশ্রয় পূর্ব্বক নানা প্রকার রূপ ধারণ করিতে লাগিল। কখন ব্যাঘ্র, কখন বরাহ, কখন মেঘ, কখন পর্ব্বত, কখন সমুদ্র, কখন বৃক্ষ, কখন যক্ষ ও কখন বা দৈত্যরূপ ধারণ করিতে লাগিল। তৎকালে কুবের তাহাকে আর স্বরূপে দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর রাবণ এক প্রকাণ্ড গদা বিঘূর্ণিত করিয়া কুবেরের মস্তকে আঘাত করিল। কুবের ঐ গদাঘাতে শোণিতলিপ্ত ও বিহ্বল হইয়া ছিন্নমূল অশোক বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পড়িলেন। তদ্দর্শনে পদ্মাদি নিধিদেবতা উঁহাকে লইয়া পলায়ন করিল এবং নন্দন বনে গিয়া নানারূপ শুশ্রূষায় উঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিতে লাগিল।

রাবণ এইরূপে ধনাধিপতি কুবেরকে জয় করিয়া হৃষ্ট মনে জয়চিহ্নস্বরূপ উঁহার পুষ্পক নামক বিমান গ্রহণ করিল। পুষ্পক স্বর্ণস্তম্ভ, বৈদূর্য্যময় তোরণ ও মুক্তাজালে শোভিত। উহাতে নানাপ্রকার বৃক্ষ সকল-ঋতুতেই সুপ্রচুর ফলপুষ্প প্রদান করিয়া থাকে। উহা আকাশগামী ও কামরূপী উহার গতি অপ্রতিহত এবং বেগ মনের ন্যায় অতিমাত্র দ্রুত। উহার সোপান স্বর্ণ ও মণিতে রচিত এবং বেদি তপ্ত-কাঞ্চনে প্রস্তুত। উহা দেবগণের বাহন, দৃষ্টিমনের সুখকর ও অবিনশ্বর। ঐ রথ নানারূপ বিচিত্র রচনায় খচিত ও বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত। উহা সর্ব্বকালেই সুখপ্রদ ও নাতিশীতোষ্ণ। দুর্ম্মতি

রাবণ ঐ স্ববীর্য্যনির্জ্জিত পুষ্পকে আরোহণ পূর্ব্বক বলগর্ব্বে মনে করিল বুঝি ত্রিভুবন পরাজয় করিলাম।

এইরূপে সে কুবেরকে জয় করিয়া কৈলাস পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিল। উহার মস্তকে কিরীট, কণ্ঠে রত্নহার। সে বিমানে আরোহণ করিয়া যজ্ঞবেদিগত অগ্নির ন্যায় যার পর নাই শোভা পাইতে লাগিল।

ষোড়শ সর্গ

অনন্তর রাবণ তথা হইতে মহাভাগ কার্ত্তিকেয়ের জন্মস্থান শরবনে প্রবেশ করিল। দেখিল স্বর্ণবর্ণ শরবন প্রদীপ্ত সূর্য্য জ্যোতির ন্যায় একান্ত উজ্জ্বল। পরে সে পর্ব্বতোপরি আরোহণ পূর্ব্বক রমণীয় বনবিভাগ নিরীক্ষণ করিতেছিল, ইত্যবসরে সহসা তাহার পুষ্পক রথের গতিরোধ হইল। তদ্দৃষ্টে রাবণ মন্ত্রিগণকে কহিল, দেখ এই রথ প্রভুর ইচ্ছাক্রমে গতায়াত করিবে এইরূপেই ইহা প্রস্তুত হইয়াছে, তবে কেন ইহার গতিরোধ হইল, এক্ষণে ইহা কেন আমার ইচ্ছাক্রমে আর চলিতেছে না; বোধ হয় পর্ব্বতের উপর কেহ থাকিতে পারেন তাঁহারই এই কার্য্য।

ধীমান মারীচ কহিল, রাজন্! অকারণে পুষ্পকের গতিরোধ হয় নাই। ধনাধিপতি কুবের ব্যতীত ইহা আর কাহাকেই বহন করিত না। এখন তুমি ইহার অধিনায়ক; বোধ হয় এই জন্য ইহা নিশ্চল হইয়া আছে।

উহারা এইরূপ ও অন্যান্যরূপ বিতর্ক করিতেছে, ইত্যবসরে

বিকটাকার মুণ্ডিতমুণ্ড হ্রস্ববাহু কৃষ্ণপিঙ্গলমূর্ত্তি মহাবল নন্দী অকুতোভয়ে রাবণের পার্শ্বে আসিয়া কহিলেন, দশগ্রীব! এই পর্ব্বতে ভগবান মহাদেব দেবী পার্ব্বতীর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। তুমি ফিরিয়া যাও। এখন এই স্থানে সুপর্ণ নাগ যক্ষ দেব গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষস প্রভৃতি কেহই সঞ্চরণ করিতে পারিবে না।

নন্দীশ্বরের এই কথা শুনিবামাত্র রাবণের কুণ্ডল ক্রোধে কম্পিত ও নেত্রযুগল আরক্ত হইয়া উঠিল। সে পুষ্পক রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে কহিল, মহাদেব কে? এই বলিয়া ঐ দুর্ব্বৃত্ত বীর সহসা পর্ব্বতমূলে গমন করিল। গিয়া দেখিল, মহাদেবের অদূরে দ্বিতীয় মহাদেবের ন্যায় নন্দীশ্বর প্রদীপ্ত শূলে ভর দিয়া দণ্ডায়মান আছেন। রাবণ ঐ বানরমুখ নন্দীশ্বরকে দেখিবামাত্র অবজ্ঞা সহকারে জলদগম্ভীর স্বরে হাস্য করিল। তখন রুদ্রের দ্বিতীয় মূর্ত্তি ভগবান নন্দী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, রাবণ! তুই যখন আমায় বানরাকার দেখিয়া বজ্রনাদে হাস্য করিলি তখন তোর কুলক্ষয়ের নিমিত্ত আমার তুল্যরূপ মত্ত ল্যবীর্য্য বানরেরা জন্ম গ্রহণ করিবে। উহারা মনোবৎ বেগগামী, পর্ব্বতাকার, বলগর্ব্বিত ও সমবোৎসাহী। নখ ও দন্তই উহাদের অস্ত্র। ঐ সকল বানর মিলিয়া তোর এবং তোর পুত্র ও অমাত্যগণের প্রবল গর্ব্ব ও তেজ চূর্ণ করিবে। রে দুর্ব্বৃত্ত! আমি এখনই তোরে বিনাশ করিতে পারিতাম কিন্তু

তুই স্বীয় কর্ম্মফলে বিনষ্ট হইয়া আছিস্, সুতরাং তোরে বধ করা আর উচিত হয় না।

নন্দী এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিবামাত্র অন্তরীক্ষে পুষ্প-বৃষ্টি এবং দেবদুন্দুভি নিনাদিত হইতে লাগিল। কিন্তু মহাবল রাবণ উহাঁর কথা তুচ্ছ করিয়া কহিল, আমি যাইতেছিলাম যে নিমিত্ত আমার পুষ্পক রথের গতিরোধ হইল এক্ষণে এই সেই শৈলকে উন্মূলিত করিব। মহাদেব কিসের বলে প্রতি-নিয়ত এই পর্ব্বতে রাজবৎ বিহার করেন? এখন ভয়কারণ উপস্থিত, তিনি কি ইহা জানেন না?

এই বলিয়া মহাবীর রাবণ বাহুপ্রসারণ পূর্ব্বক অবিলম্বে পর্ব্বত উৎপাটন করিল। সমগ্র পর্ব্বত কাঁপিয়া উঠিল। প্রমথগণ কাঁপিতে লাগিল এবং দেবী পার্ব্বতী কম্পিত দেহে রুদ্রকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন রুদ্র পদাঙ্গুষ্ঠে ঐ পর্ব্বতকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। দশগ্রীবের তন্নিম্নস্থ শৈলস্তম্ভাকার হস্ত নিষ্পীড়িত হইল। সে ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। ঐ গর্জ্জনশব্দ যুগান্তকালীন বজ্রনাদের ন্যায় অনুমিত হইল। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপিতে লাগিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ গমনকালে পথস্খলিত হইয়া পড়িলেন। সমুদ্র উচ্ছলিত ও পর্ব্বত সকল বিচলিত হইল। যক্ষ বিদ্যাধর ও সিদ্ধগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। ইত্যবসরে অমাত্যেরা ভয়ে অভিভূত হইয়া দশ-

গ্রীবকে কহিল, রাজন্! এক্ষণে তুমি ভগবান রুদ্রকে সন্তুষ্ট কর। তিনি ব্যতীত এই সঙ্কটে রক্ষা করেন এমন আর কেহ নাই। অতএব তুমি প্রণত হইয়া স্তুতিবাদে তাঁহার শরণাপন্ন হও। তিনি দয়াবান। তিনি তোমার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া অবশ্যই প্রসন্ন হইবেন।

অনন্তর রাবণ মহাদেবকে প্রণিপাত করিয়া সামগানে স্তব করিতে লাগিল। এইরূপ স্তব ও রোদনে সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল। মহাদেব প্রসন্ন হইলেন এবং পর্ব্বততল হইতে উহার হস্ত উন্মোচন পূর্ব্বক কহিলেন, দশানন! আমি তোমার স্তবে প্রসন্ন হইলাম। তোমার হস্ত পর্ব্বততলে নিষ্পীড়িত হওয়াতে তুমি ভীমরবে ত্রিলোককে ভীত ও প্রতিধ্বনিত করিয়াছিলে; সুতরাং অদ্যাবধি তোমার নাম রাবণ হইল। এক্ষণে দেবতা মনুষ্য-যক্ষ ও পৃথিবীস্থ সকলেই তোমায় ঐ নামেই ডাকিবে। রাক্ষসরাজ! আমি তোমায় অনুজ্ঞা দিতেছি তুমি যে পথে ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে প্রস্থান কর।

রাবণ কহিল, দেব! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমায় অভীষ্ট বর প্রদান করুন। আমি দেব দানব রাক্ষস গন্ধর্ব্ব গুহ্যক নাগ ও অন্যান্য প্রবল জীবের অবধ্য হইয়া আছি। মনুষ্যেরা স্বল্পপ্রাণ, এজন্য তাহাদিগকে গণনাই করি না। আমি প্রজাপতি ব্রহ্মার বরে এইরূপ দীর্ঘায়ু লাভ করি-

য়াছি। এক্ষণে আপনার প্রসাদে আয়ুর অবশেষ নির্ব্বিঘ্নে যাপন করিবার ইচ্ছা করি এবং আপনি আমাকে কোন এক সর্ব্ববিজয়ী অস্ত্রও দিন।

তখন মহাদেব রাক্ষসরাজ রাবণকে চন্দ্রহাস নামে এক প্রদীপ্ত খড়্গ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তোমার অবশিষ্ট আয়ু সুখে যাইবে। তুমি এই চন্দ্রহাস খড়্গকে কদাচ অবজ্ঞা করিও না। যদি কর ইহা নিশ্চয় আমার নিকট আবার আসিবে।

অনন্তর রাবণ মহাদেবকে অভিবাদন পূর্ব্বক রথে আরোহণ করিল এবং মহাবল ক্ষত্রিয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিল। তৎকালে কোন কোন তেজস্বী যুদ্ধোন্মত্ত ক্ষত্রিয় উহাকে অপহেলা করাতে সমূলে বিনষ্ট হইল এবং অনেকে অভিজ্ঞতাবলে ঐ রাক্ষসকে দুর্জ্জয় জানিয়া উহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিল।

সপ্তদশ সর্গ।

একদা রাবণ পর্য্যটনপ্রসঙ্গে হিমালয়ের কোন এক অরণ্যে দেখিল, একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা মুনিব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক দীপ্ত দেবতার ন্যায় তপস্যা করিতেছেন। তাঁহার মস্তকে জটাভার এবং পরিধান কৃষ্ণাজিন। রাবণ ঐ কন্যাকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক অনঙ্গশরে জর্জ্জরিত হইয়া হাস্যমুখে জিজ্ঞাসিল, সুন্দরি! এ কি করিতেছ? এই কার্য্য তোমার যৌবন কালের বিরোধী; বলিতে কি, এইরূপ রূপের এই প্রকার আচরণ নিতান্ত বিসদৃশ। তোমার রূপলাবণ্য অলোকসামান্য, দেখিলেই মন উন্মত্ত হইয়া উঠে। তপস্যা এ বয়সের নয়, ইহা বার্দ্ধক্যেই খাটিয়া থাকে। ভদ্রে! তুমি কাহার কন্যা? এই ব্রতই বা কি? এবং তোমার স্বামীই বা কে? যে ব্যক্তি তোমার ন্যায় স্ত্রীরত্ন পাইয়াছে জীবলোকে সেই পুণ্যবান। বল তুমি কোন্ উদ্দেশে এইরূপ কষ্ট স্বীকার করিতেছ।

তখন ঐ তাপসী রাবণের আতিথ্য সৎকার করিয়া কহিলেন, রাজর্ষি কুশধ্বজ আমার পিতা। তিনি বৃহস্পতির পুত্র ও তত্তুল্য বুদ্ধিমান। ঐ মহাত্মা যখন বেদপাঠ করিতেন সেই

সময় আমি তাঁহা হইতে বাঙ্ময়ী মূর্ত্তিতে জন্ম গ্রহণ করি, এই জন্য আমার নাম বেদবতী হইয়াছে। পরে আমার বিবাহ-যোগ্য কাল উপস্থিত হইলে দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস ও পন্নগেরা তাঁহার নিকট আসিয়া আমাকে প্রার্থনা করিয়াছিল কিন্তু তিনি আমায় কাহারই হস্তে দেন নাই। দেবপ্রধান ত্রিলোকীনাথ বিষ্ণু জামাতা হন ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়; এই জন্য তিনি আমায় কাহারই হস্তে দেন নাই। পরে বলদৃপ্ত দৈত্যরাজ শুম্ভ আমার পিতার এই সুদৃঢ় সংকল্পে যার পর নাই কুপিত হয় এবং একদা রজনীযোগে নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহাকে আসিয়া বিনাশ করে। পরে আমার জননী একান্ত শোকাকুল হইয়া পিতার মৃত দেহ আলিঙ্গন পূর্ব্বক জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করেন। এক্ষণে আমি পিতৃমনোরথ সিদ্ধ করিবার উদ্দেশে প্রতিজ্ঞা করিয়া কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। রাজন্! আমি আত্মবৃত্তান্ত অবিকল তোমায় কহিলাম, নারায়ণই আমার মনোমত স্বামী। সেই পুরুষোত্তম ব্যতীত কেহই আমার প্রার্থনীয় নহে। আমি তাঁহারই আশয়ে এই কঠোর ব্রত ধারণ করিয়া আছি। রাজন্! আমি তোমাকে জানি, এক্ষণে তুমি প্রস্থান কর, ত্রিলোকে যাহা কিছু ঘটিতেছে তপোবনে তাহার কিছুই আমার অবিদিত নাই।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ অনঙ্গশরে নিপীড়িত হইয়া বিমান

হইতে অবতরণ পূর্ব্বক কহিল, মৃগলোচনে! তোমার যখন এই-রূপ বুদ্ধি তখন তুমি বড় গর্ব্বিত। পুণ্যসঞ্চয় বৃদ্ধগণেরই শোভা পায়। তুমি সর্ব্বগুণসম্পান্না, এরূপ কথা তোমার উচিত হয় না। ত্রিলোকমধ্যে তুমিই সুন্দরী। এক্ষণে তোমার যৌবন-কাল অতীত হয়। দেখ আমি লঙ্কার অধিপতি, নাম দশগ্রীব, এক্ষণে তুমি আমার পত্নী হও এবং নানারূপ রাজভোগে সুখে কালক্ষেপ কর। তুমি যাহাকে বিষ্ণু বলিতেছ, সে কে? বলবীর্য্য ঐশ্বর্য্য ও তপোবলে সে আমার সমকক্ষ নহে।

বেদবতী কহিলেন, না, ওরূপ কহিও না। বিষ্ণু বিশ্বরাজ্যের রাজা ও সকলের পূজনীয়। তোমা ব্যতীত কোন্ বুদ্ধিমান তাঁহার অবমাননা করিতে পারে?

তখন কামার্ত্ত রাবণ বলপূর্ব্বক তাঁহার কেশমুষ্টি গ্রহণ করিল। বেদবতী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কেশ আচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন এবং দেহবিসর্জ্জনের জন্য চিতা জ্বালিয়া ক্রোধানলে উহাকে দগ্ধ করি-য়াই কহিতে লাগিলেন, নীচ! তুই আমার অবমাননা করিলি, আর আমি এ প্রাণ রাখিতে চাই না। এক্ষণে তোরই সমক্ষে অগ্নিপ্রবেশ করিব। রে পাপিষ্ঠ! তুই যখন এই অরণ্যমধ্যে আমায় কেশগ্রহণ পূর্ব্বক অবমাননা করিলি তখন তোর বিনাশের জন্য আমি পুনর্ব্বার জন্মিব। পাপাশয় পুরুষকে বধ করা স্ত্রীলোকের সাধ্যায়ত্ত নহে। আর যদিও তোরে

অভিসম্পাত দিয়া নষ্ট করি তাহাতে আমার তপঃক্ষয় হইবার সম্ভাবনা। যাই হৌক, এক্ষণে যদি কিছু পুণ্যসঞ্চয় করিয়া থাকি, যদি কিছু তপ্ জপ করিয়া থাকি, তবে তাহার ফলে আমি তোর বিনাশের জন্য কোন ধার্ম্মিকের অযোনিজা কন্যারূপে জন্মিব।

এই বলিয়া বেদবতী জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিলেন। অন্তরীক্ষ হইতে চতুর্দ্দিকে দিব্য পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। রাম! সেই বেদবতীই রাজর্ষি জনকের কন্যা ও তোমার ভার্য্যা। তুমি সাক্ষাৎ সনাতন বিষ্ণু। পূর্ব্বে বেদবতী ক্রোধানলে যাহাকে বিনষ্টপ্রায় করিয়াছিলেন সেই শত্রুকে তিনিই আবার তোমার অলৌকিক বাহুবলের আশ্রয় লইয়া বিনাশ করিয়াছেন। এই অগ্নিশিখাসদৃশী বেদবতী মর্ত্ত্যলোকে হলকর্ষিত ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইবেন।

অষ্টাদশ সর্গ।

বেদবতী অগ্নিপ্রবেশ করিলে রাক্ষসরাজ রাবণ পুষ্পক রথে আরোহণ পূর্ব্বক পৃথিবী পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইল। দেখিল, উশীর-বীজ দেশে রাজা মরুত্ত দেবগণের সহিত যজ্ঞ করিতেছেন। বৃহস্পতির সাক্ষাৎ ভ্রাতা ব্রহ্মর্ষি সম্বর্ত্ত ঐ যজ্ঞে যাজনকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তখন দেবগণ ঐ বরলাভগর্ব্বিত দুর্জ্জয় রাক্ষসকে দেখিয়া পরাভব-ভয়ে তির্য্যক্‌যোনিতে প্রচ্ছন্ন হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ময়ূরের, ধর্ম্মরাজ যম কাকের, ধনাধিপতি কুবের কৃকলাসের এবং নীরাধিপতি বরুণ হংসের রূপ ধারণ করিলেন। অপরাপর দেবতাও অন্যান্য জীব জন্তুর রূপ ধারণ করিয়া আত্মগোপন করিলেন। ইত্যবসরে দুর্বৃত্ত রাবণ একটা অপবিত্র কুক্কুরের ন্যায় যজ্ঞবাটে প্রবেশ করিল এবং রাজা মরুত্তকে কহিল, রাজন্! তুমি হয় আমার সহিত যুদ্ধ কর, না হয় বল আমি পরাজিত হইলাম।

মরুত্ত জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কে? রাবণ অট্টহাস্যে কহিল, রাজন্! আমি কুবেরের অনুজ রাবণ। আমাকে যে জান না তোমার এই অনৌৎসুক্যে প্রীত হইলাম। আমি কুবেরকে

জয় করিয়া এই বিমান আনিয়াছি। ত্রিলোকে এমন কে আছে যে আমার বলবিক্রমের কথা জানে না।

মরুত্ত কহিলেন, তুমি যখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে জয় করিয়াছ তখন তুমিই ধন্য। তোমার তুল্য প্রশংসনীয় ত্রিলোকে আর কে আছে। তুমি পূর্ব্বে কোন্ ধর্ম্মবলে বরলাভ কর। তুমি স্বয়ং জ্যেষ্ঠকে জয় করিবার কথা যেরূপ কহিতেছ আমরা এরূপ ত কখন কিছু শুনি নাই। রে নির্ব্বোধ! তুই দাঁড়া, প্রাণ থাকিতে আর যাইতে পারিবি না। আজ আমি তোরে শাণিত শরে এই দণ্ডেই যমালয়ে পাঠাইব।

তখন রাজা মরুত্ত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া ধনুর্ব্বাণহস্তে ক্রোধভরে নির্গত হইলেন। ইত্যবসরে ব্রহ্মর্ষি সম্বর্ত্ত উহাঁর পথরোধ পূর্ব্বক স্নেহ বাক্যে কহিলেন, মহারাজ! যদি আমার কথা শুন তো যুদ্ধ করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। এই মাহেশ্বর যজ্ঞ অসম্পূর্ণ থাকিলে নিশ্চয় কুলক্ষয় হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ দীক্ষিত ব্যক্তির আবার যুদ্ধ কি? এবং তাহার ক্রোধই বা কেন? আরও যুদ্ধে জয়লাভের পক্ষে বিলক্ষণ সংশয় আছে, কারণ ঐ রাক্ষস একান্ত দুর্জ্জয়।

অনন্তর মহীপাল মরুত্ত গুরু সম্বর্ত্তের অনুরোধে ধনুর্ব্বাণ রাখিয়া সুস্থ মনে যজ্ঞবাটে গমন করিলেন। তদ্দৃষ্টে রাক্ষস-মন্ত্রী শুক উহাঁকে পরাজিত বুঝিয়া হর্ষভরে 'রাবণের জয়' এই

বলিয়া সিংহনাদ করিল। রাবণ অভ্যাগত ঋষিগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু ঐ দুরাত্মা উহাঁদের রক্তে সম্যক পরিতৃপ্ত হইল না। পরে সে যুদ্ধার্থী হইয়া পুনর্ব্বার পৃথিবী পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইল।

রাক্ষসরাজ রাবণ প্রস্থান করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ তির্য্যক্‌জাতির প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া স্ব স্ব রূপ পরিগ্রহ করিলেন। তখন ইন্দ্র ময়ূরকে কহিলেন, ময়ূর! আমি অতিমাত্র প্রীত হইলাম। অতঃপর তোমার ভুজঙ্গভয় আর থাকিবে না। তোমার পুচ্ছে সহস্র নেত্র শোভাবর্দ্ধন করিবে এবং আমি যখন মুষলধারে বৃষ্টি করিব তখন তোমার মনে হর্ষোদ্রেক হইবে। এই আমার প্রীতিচিহ্ন। রাজন্‌! পূর্ব্বে ময়ূরের পুচ্ছ কেবল নীলবর্ণ ছিল, ইন্দ্রের বরদান অবধি উহা নেত্র সমূহে চিত্রিত হয়। পরে ধর্ম্মরাজ যম কাককে কহিলেন, কাক! আমি অতিমাত্র প্রীত হইলাম। আমি অন্যান্য প্রাণিকে যে সমস্ত রোগযন্ত্রণা দিয়া থাকি তোমার তাহা কদাচ ঘটিবে না। আমার বরে তোমার মৃত্যুভয় তিরোহিত হইল। যাবৎ মনুষ্য তোমাকে না বধ করে তাবৎ কালপর্য্যন্ত তুমি জীবিত থাকিবে। আর আমার অধিকারে ক্ষুধার্ত্ত যত মনুষ্য আছে তুমি আহার করিলে তাহাদের সকলেরই তৃপ্তি হইবে। পরে বরুণ গঙ্গাজলবিহারী হংসকে কহিলেন, হংস! আমি অত্যন্ত প্রীত হইলাম। তোমার বর্ণ

চন্দ্রমণ্ডল ও ফেনরাজির ন্যায় ধবল ও মনোহর হইবে। জলের উপর বিচরণেই তোমার সৌন্দর্য্য, এবং তুমি সততই সন্তুষ্ট থাকিবে; এই আমার প্রীতিচিহ্ন। রাজন্! পূর্ব্বে হংসের বর্ণ সর্ব্বাংশে শ্বেত ছিল না, পক্ষের অগ্রভাগ নীল এবং ভুজ-মধ্য শ্যামল ছিল। পরে কুবের পর্ব্বতস্থ কৃকলাসকে কহিলেন, কৃকলাস! আমি অত্যন্ত প্রীত হইলাম। তোমার বর্ণ স্বর্ণের ন্যায় হইবে এবং তোমার মস্তক নিয়ত স্বর্ণবৎ উজ্জ্বল থাকিবে। এই আমার প্রীতির চিহ্ন।

দেবগণ ঐ সমস্ত তির্য্যকজাতিকে এইরূপে বরপ্রদান পূর্ব্বক রাজা মরুত্তের সহিত সেই যজ্ঞোৎসব হইতে প্রত্যাগমন করিলেন।

একোনবিংশ সর্গ।

এদিকে রাবণ যুদ্ধার্থী হইয়া নানা রাজ্য পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইল। সে সুরপ্রভাব রাজগণের নিকট গিয়া কহিতে লাগিল, তোমরা হয় আমার সহিত যুদ্ধ কর, না হয় বল আমরা পরাজিত হইলাম; নচেৎ তোমাদের আর কিছুতেই নিস্তার নাই। যে সমস্ত রাজা মহাবল নির্ভীক বিচক্ষণ ও ধর্ম্মশীল, তাঁহারাও উহাকে অপেক্ষাকৃত প্রবল বুঝিয়া মন্ত্রণা পূর্ব্বক কহিলেন, আমরা পরাজিত হইলাম। এই রূপে মহারাজ দুষ্মন্ত, সুরথ, গাধি, গয়, ও পুরূরবা ইহাঁরা রাবণের নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন। পরে মহাবল রাবণ রাজা অনরণ্যের রাজধানী অযোধ্যায় উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে কহিল, রাজন্! তুমি হয় যুদ্ধ কর, না হয় বল আমি পরাজিত হইলাম। এই আমার আদেশ।

রাজা অনরণ্য রাবণের এই কথায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, রাক্ষস! আইস আমরা উভয়েই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হই। তখন অনরণ্যের সৈন্য রাক্ষসবধের জন্য নির্গত হইতে লাগিল। দশ সহস্র হস্তী, নিযুত অশ্ব, অসংখ্য পদাতি ও রথ রণস্থলে

চলিল। তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত। কিন্তু রাজা অনরণ্যের সৈন্য জ্বলন্ত হুতাশনে নিক্ষিপ্ত আহুতির ন্যায় রাক্ষসগণের অস্ত্র শস্ত্রে নষ্ট হইতে লাগিল। ঐ সমস্ত ক্ষত্রিয়বীর বহুক্ষণ যুদ্ধ করিল, যথেষ্ট বল বিক্রম দেখাইল, কিন্তু রাবণের হস্তে ক্ষণকালমধ্যে নিঃশেষ হইয়াগেল। মহাসমুদ্রে যেমন শত শত নদী পড়িয়া অনুদ্দিষ্ট হয়, রাক্ষসগণের মধ্যে পড়িয়া উহাদের তদ্রূপই দুর্দ্দশা ঘটিল। তদ্দৃষ্টে রাজা অনরণ্য ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রধনুসদৃশ শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক রাবণের সন্নিহিত হইলেন। তখন শুক ও সারণ উহাঁর বল বিক্রমে ভীত হইয়া মৃগের ন্যায় পলায়ন করিল। পর্ব্বতোপরি বৃষ্টিপাতের ন্যায় রাবণের মস্তকে শরবৃষ্টি হইতে লাগিল, কিন্তু সে কিছুমাত্র ব্যথিত হইল না। পরে ঐ মহাবীর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অনরণ্যকে এক চপেটাঘাত করিল। অনরণ্য কম্পিত দেহে বিহ্বল হইয়া বজ্রাহত শালবৃক্ষের ন্যায় রথ হইতে নিপতিত হইলেন। তখন রাবণ হাস্য করিয়া কহিল, বীর! তুমি না আমার সহিত যুদ্ধ করিতেছিলে? এখন কি হইল? আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে ত্রিলোকে এমন কে আছে? রাজন্! বোধ হয় তুমি এতাবৎ কাল ভোগসুখে নিমগ্ন ছিলে এই জন্য আমার বল বিক্রমের কথা তোমার কর্ণগোচর হয় নাই।

মহারাজ অনরণ্য মৃতকল্প। তিনি রাবণের এই কথা সহ্য

করিতে না পারিয়া কহিলেন, রাক্ষস! আমি কি করিব, কাল দুর্নিবার। তুমি বৃথা কেন আর আত্মশ্লাঘা কর। কালই আমার এই পরাজয়ের মূল। তুমি উপলক্ষ্য মাত্র। এক্ষণে এই অন্তিম দশায় আর আমি তোমার কি করিব। আমি যুদ্ধে বিমুখ হই নাই, প্রত্যুত যুদ্ধ করিতে করিতে তোমার হস্তে মরিলাম। কিন্তু ইক্ষ্বাকুকুলের এই অবমাননা নিবন্ধন আমি তোমাকে কিছু বলিতে চাই। যদি আমি তপ জপ করিয়া থাকি, যদি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া থাকি, এবং যদি কখন সৎপাত্রে দান করিয়া থাকি তবে আমার এই বাক্য যেন সফল হয়। রাক্ষস! এই ইক্ষ্বাকুবংশে রাম নামে এক মহাবীর জন্মিবেন। অতঃপর তাঁহারই হস্তে তোমার মৃত্যু হইবে।

রাজা অনরণ্য রাক্ষসরাজ রাবণকে এইরূপ অভিসম্পাত করিবামাত্র দেবদুন্দুভি মেঘগম্ভীর নাদে ধ্বনিত হইতে লাগিল। অনরণ্য স্বর্গারোহণ করিলেন। রাবণও তথা হইতে প্রস্থান করিল।

বিংশ সর্গ

রাবণ মনুষ্যগণকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছিল, ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ মেঘপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক উহার নিকট উপস্থিত। তখন রাবণ উহাঁকে অভিবাদন পূর্ব্বক কুশল প্রশ্ন করিয়া জিজ্ঞাসিল, দেবর্ষে! আপনার আগমন করিবার কারণ কি? নারদ মেঘপৃষ্ঠে থাকিয়াই কহিতে লাগিলেন, রাক্ষসরাজ! একটু দাঁড়াও, আমি তোমার বলবিক্রমে যার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়াছি। পূর্ব্বে বিষ্ণু দৈত্যবিনাশ করিয়া আমার প্রীতিবর্দ্ধন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তুমি গন্ধর্ব্ব ও উরগ প্রভৃতিকে বিনাশ করিলে আমি হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইব। বীর! এই প্রসঙ্গে তোমায় কোন কথা বলিবার আছে, তুমি মনোযোগ দিয়া শুন। বৎস! তুমি দেবদানবের অবধ্য, কিন্তু এই মনুষ্যবিনাশে তোমার ফল কি? ইহারা যখন মৃত্যুর বশীভূত তখন তো একরূপ মরিয়াই আছে। অতএব ইহাদিগকে ক্লেশ দেওয়া তোমার উচিত হয় না। যাহারা হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, নানা বিপদে আক্রান্ত এবং জরা ও ব্যাধির একান্ত বশীভূত, তাহাদিগকে

বনাশ করিতে কোন্ বক্তির প্রবৃত্তি হয়। আহা! ইহারা সর্ব্বত্রই নানা অনিষ্টে উপহত, ইহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে কোন্ বুদ্ধিমানের ইচ্ছা হয়? ইহারা ক্ষয়োন্মুখ দৈবহত, পিপাশার্ত্ত এবং বিষাদ ও শোকে অভিভূত, তুমি ইহাদিগকে বিনাশ করিও না। বৎস! ইহারা পদার্থটা কি একবার আলোচনা করিয়া দেখ। ইহারা যদিও অজ্ঞানে উপহত কিন্তু বিবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুরুষার্থে আসক্ত। ইহাদের গতি কিছুমাত্র বুঝা যায় না। ইহারা কখন হৃষ্ট মনে নৃত্যগীতাদি লইয়া কালক্ষেপ করে এবং কখন বা কাতর হইয়া ধারাকুল লোচনে রোদন করিয়া থাকে। বলিতে কি, ইহারা স্বজনস্নেহ ও স্ত্রী বিষয়ক কামনায় অধঃপাতে গিয়াছে। পারলৌকিক ক্লেশ কিছুই বুঝিতে পারে না। অতএব ইহাদিগকে দুঃখ দিয়া তোমার কি হইবে! তুমি তো মর্ত্ত্যলোককে পরাজয়ই করিয়াছ। কিন্তু মনুষ্যেরা যমের বশীভূত, একণে সেই যমকে নিগ্রহ কর, তাহাকে জয় করিলে সমস্তই পরাজিত হইবে।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ হাস্য করিয়া স্বতেজঃপ্রদীপ্ত নারদকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবর্ষে! আমি একণে পাতাল জয় করিবার জন্য চলিয়াছি। পরে অন্যান্য লোক জয় করিয়া নাগ ও দেবগণকে স্ববশে স্থাপন পূর্ব্বক অমৃতলাভার্থ সমুদ্র মন্থন করিব।

নারদ কহিলেন, রাক্ষসরাজ! যমলোকের পথ অতি দুর্গম। তোমাব্যতীত সেই পথ দিয়া যাইতে পারে এমন আর কে আছে?

তখন রাবণ ঐ শারদমেঘশুভ্র ঋষিকে কহিল, তপোধন! আপনার আজ্ঞাই আমার শিরোধার্য্য। আমি সেই দুর্গম পথ দিয়া সূর্য্যতনয় যমকে বধ করিবার নিমিত্ত এখনই দক্ষিণ দিকে যাইব। পূর্ব্বে আমি ক্রোধবশে চারিটি লোকপালকে জয় করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করি। এক্ষণে তজ্জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমি এখনই যমালয়ে যাত্রা করিব এবং যে প্রাণিমাত্রেরই ক্লেশকর আমি সেই যমকে মৃত্যুমুখে ফেলিব। এই বলিয়া রাবণ দেবর্ষি নারদকে অভিবাদন পূর্ব্বক মন্ত্রিগণের সহিত দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিল।

তখন নারদ বিধূম বহ্নির ন্যায় গম্ভীর হইয়া ভাবিলেন, আয়ুঃক্ষয় হইলে যিনি ধর্ম্মানুসারে চরাচর সমস্ত লোককে ক্লেশ দিয়া থাকেন রাবণ সেই যমকে কিরূপে জয় করিবে। যিনি দ্বিতীয় অগ্নির ন্যায় লোকের পাপপুণ্যের সাক্ষী, যে মহাত্মার কৃপায় জীবসকল সচেতন থাকিয়া জীবব্যবহারে রত আছে, যাঁহার ভয়ে ত্রিলোকের সমস্ত লোক শশব্যস্ত, রাবণ সেই যমের নিকট স্বয়ং কিরূপে যাইবে। যিনি বিধাতা ও ধাতা, এবং সদসৎ কার্য্যের ফলদাতা, যিনি ত্রিভুবনবিজয়ী, রাবণ তাঁহাকে

কিরূপে জয় করিবে। কালই সর্ব্বকারণ, এই কালাতিরিক্ত কোন্ কারণ আশ্রয় করিয়া রাবণ কালকে জয় করিবে, এইটী দেখিবার জন্য আমার কৌতূহল হইয়াছে। এক্ষণে আমি স্বয়ংই যমালয়ে চলিলাম। এই উভয়ের যুদ্ধ দেখা আমার সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য।

একবিংশ সর্গ।

অনন্তর দেবর্ষি নারদ ত্বরিত পদে যমালয়ে যমের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন যম হুতাশনকে সম্মুখে রাখিয়া কর্ম্মানুসারে প্রাণিগণকে শুভাশুভ ভোগ প্রদান করিতেছেন। তখন যম উঁহাকে দেখিতে পাইয়া ধর্ম্মানুসারে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন এবং তিনি উপবিষ্ট হইলে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! আপনার কুশল ত? ধর্ম্ম ত বিনষ্ট হইতেছে না? আগমনের কারণ কি? নারদ কহিলেন, যম! সমস্তই বলি শুন, এবং যাহা কর্ত্তব্য হয় কর। দশগ্রীব নামে এক দুর্জ্জয় রাক্ষস আছে। সে তোমাকে জয় করিবার জন্য এই স্থানে আসিতেছে। সেই জন্য আমি দ্রুতপদে তোমার নিকট আইলাম। জানি না আজ দণ্ডধারীর অদৃষ্টে কি আছে!

ইত্যবসরে সহসা অতিদূরে উজ্জ্বল বিমান দীপ্ত সূর্য্যের ন্যায় দৃষ্ট হইল। রাবণ উহার প্রভাজালে যমলোক আলোকিত করিয়া আসিতে লাগিল। সে দেখিল প্রাণিগণ স্ব স্ব কর্ম্মের ফলাফল ভোগ করিতেছে। কোথাও রুক্ষস্বভাব ভীষণ যমকিঙ্করেরা

কাহাকে বধবন্ধনক্লেশে ফেলিতেছে, কোথাও দুঃখিতের আর্ত্ত-নাদ; কোথাও ক্রিমিকীট ও ভীষণ কুক্কুরেরা কাহাকে খাই-তেছে, কোথাও বা দুঃশ্রব লোমহর্ষণ করুণ বিলাপ। কাহাকে শোণিতবাহিনী বৈতরণী বারবার পার করাইতেছে, কাহা-কেও পুনঃ পুনঃ তপ্ত বালুকায় লুঠাইতেছে; কাহাকে অসিপত্র বনে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে; কাহাকে ঘোর রৌরব নরকে, কাহাকে ক্ষার নদীতে এবং কাহাকেও বা ক্ষুরধারায় ফেলিতেছে। কোথাও কেহ জলপ্রার্থী, কেহ বা ক্ষুধার্ত্ত। ঐ সকল জীব শবের ন্যায় কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট বিবর্ণ ও দীন। উহাদের গাত্র মলপঙ্কে লিপ্ত ও রুক্ষ এবং কেশ উন্মুক্ত। রাবণ যমলোকে ঐরূপ অসংখ্য জীবকে দেখিতে পাইল। আবার কোথাও দেখিল, অনেকে স্বকৃতপুণ্যবলে গীতবাদ্য লইয়া রমণীয় প্রসাদে প্রমোদসুখ অনুভব করিতেছে। যে গোদান করিয়াছিল সে দানফল ক্ষীর, অন্নদাতা অন্ন এবং গৃহদাতা ধনরত্নে পূর্ণ রমণীসঙ্কুল গৃহ পাইয়াছে। তখন মহাবল রাবণ বল পূর্ব্বক যন্ত্রণানিপীড়িত ব্যক্তিদিগকে উন্মুক্ত করিয়া দিল। পাপিষ্ঠ নারকীদিগের অদৃষ্টে মুহূর্ত্তের জন্য অচিন্তিত অতর্কিত সুখ উপস্থিত। তদ্দৃষ্টে প্রেতরক্ষকগণ ক্রোধভরে রাবণকে আক্র-মণ করিল। চতুর্দ্দিকে তুমুল শব্দ। উহারা পুষ্পকের উপর অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এবং অল্পক্ষণের মধ্যে

উহার বেদী তোরণ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভগ্ন ও চূর্ণ করিয়া দিল। কিন্তু ঐ দেবরথ ক্ষয় হইবার নয়। উহা ক্ষণকাল মধ্যেই আবার পূর্ব্ববৎ হইল।

মহাবীর রাবণ যমসৈন্যকে লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ করিতে লাগিল। উহার সচিবগণের সর্ব্বাঙ্গ অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত ও শোণিতে লিপ্ত। রণস্থল অতিমাত্র ভীষণ হইয়া উঠিল। যমের অনুচরগণ রাবণের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন শূলবৃষ্টি করিতে লাগিল। উহার দেহ জর্জ্জরীভূত ও রুধিরধারায় সিক্ত। সে তৎকালে কুসুমিত অশোক বৃক্ষের ন্যায় সুশোভিত হইল। পরে ঐ মহাবীর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যমসৈন্যের প্রতি শূল গদা প্রাস শক্তি তোমর শিলা ও বৃক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। উহারাও ঐ সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র নিরাস পূর্ব্বক উহাকে গিয়া আক্রমণ করিল এবং উহাকে বেষ্টন করিয়া পর্ব্বতোপরি বারিধারার ন্যায় শূল ও ভিন্দিপাল বৃষ্টি করিবা উহাকে নিরুচ্ছ্বাস করিয়া ফেলিল। এই অবসরে রাবণ পুষ্পক পরিত্যাগ করিল। উহার প্রহারব্যথা মুহূর্ত্ত মধ্যে বিদূরিত। সে ক্রোধভরে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় দাঁড়াইল এবং তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া শরাশনে পাশুপত অস্ত্র সন্ধান ও আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিল। ঐ অস্ত্র বিশ্বদাহোদ্যত ধূমাকুল জ্বালাকরাল প্রবৃদ্ধ অগ্নির ন্যায় ভীষণ। উহা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র বৃক্ষ-

লতাদি সমস্ত ভস্মসাৎ করিয়া চলিল। যমের সৈন্যগণ উহার প্রখর তেজে দগ্ধ হইয়া ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় পড়িতে লাগিল। তদ্দর্শনে রাবণ ও তাহার সচিবগণ সিংহনাদ করিয়া উঠিল। মেদিনীও কাঁপিতে লাগিল।

দ্বাবিংশ সর্গ

যম ঐ সিংহনাদ শুনিয়া বুঝিলেন, স্বপক্ষে সৈন্যক্ষয় ও পর পক্ষ বিজয়ী হইয়াছে। তখন ক্রোধে তাঁহার নেত্র আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি সারথিকে কহিলেন, সারথে! তুমি শীঘ্র আমার রথ লইয়া আইস। সারথি অবিলম্বে দিব্য রথ সুসজ্জিত করিয়া আনিল। যম যুদ্ধবেশে রথে আরোহণ করিলেন। তাঁহার সম্মুখে সর্ব্বসংহারক মুদ্গরধারী সাক্ষাৎ মৃত্যু এবং পার্শ্বে অগ্নিবৎ প্রদীপ্ত মূর্ত্তিমান কালদণ্ড। তখন সমস্ত জীব ঐ সর্ব্বলোকভীষণ রোষকষায়িত লোচন কৃতান্তকে দেখিয়া যার পর নাই শঙ্কিত হইল। দেবগণও ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলেন। অনতিকালমধ্যে যমের রথ ভীম মর্ঘর রবে রণস্থলে উত্তীর্ণ হইল। রাবণের অল্পপ্রাণ সচিবেরা ঐ ঘোরদর্শন রথে যমকে দেখিয়া উহার সহিত যুদ্ধ করা দুষ্কর বোধে ভয়মোহে পলাইতে লাগিল। কিন্তু তৎকালে রাক্ষসরাজ রাবণ কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত হইল না। অনন্তর যম ও রাবণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শক্তি ও তোমর অস্ত্রে রাবণের মর্ম্মস্থল ছিন্ন

ভিন্ন করিলেন। রাবণ সুস্থ হইয়া উহাঁর রথোপরি বারিধারার ন্যায় অস্ত্র বৃষ্টি করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুমাত্র প্রতিকারে সমর্থ হইল না। এই রূপে ক্রমশ সাত রাত্রি তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। ঐ সময় তথায় আসিয়া দেবতা গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে অগ্রে লইয়া যুদ্ধ দেখিতে ছিলেন। তৎকালে যেন মহাপ্রলয় উপস্থিত। রাবণ বজ্রবৎ ধনু বিস্ফারণ পূর্ব্বক শরে শরে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে চার শরে মৃত্যুকে ও সাত শরে সারথিকে বিদ্ধ করিয়া, অসংখ্য শরে যমের মর্ম্মস্থল ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিল। যমও যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। উহাঁর মুখ হইতে জ্বালাকরাল কোপাগ্নি নিঃশ্বাসধূমের সহিত নির্গত হইতে লাগিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। তখন মৃত্যু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যমকে কহিল, রাজন্ ! তুমি আমাকে ছাড়িয়া দেও, আমি এই পাপিষ্ঠ রাক্ষসকে এখনই বিনাশ করিতেছি। আমার স্বাভাবিক মর্য্যাদা এই যে, যে আমার চক্ষে পড়িবে সে আর বাঁচিবে না। শ্রীমান হিরণ্যকশিপু, নমুচি, শম্বর, নিসন্দি, ধূমকেতু, বৈরোচন বলি, দৈত্যরাজ শম্ভু, বৃত্র, বাণ, শাস্ত্রবিৎ রাজর্ষি, গন্ধর্ব্ব, উরগ, ঋষি, যক্ষ, পক্ষী, অপ্সরা, অধিক আর কি, যুগান্তকালে এই সসাগরা পৃথিবী পর্য্যন্ত আমি ধ্বংস করিয়াছি। রাক্ষস রাবণের

কথা ত সমান্য, এক্ষণে যাহাদের নাম উল্লেখ করিলাম ইহাদের ব্যতীতও অনেকানেক মহাবল বীর আমার দৃষ্টিপাত মাত্র বিনষ্ট হইয়াছে। অতএব, রাজন্! আপনি একবার আমায় ছাড়িয়া দিন। আমি এই দণ্ডেই ইহাকে বিনাশ করিতেছি। অতি প্রবল বীরও আমার চক্ষে পড়িলে বাঁচিবে না। ইহা আমার শক্তি নয়, কিন্তু স্বাভাবিক মর্য্যাদা।

প্রবলপ্রতাপ যম কহিলেন, মৃত্যু তুমি স্থির হও, আমিই ঐ দুর্বৃত্তকে বিনাশ করিতেছি। এই বলিয়া তিনি ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া স্বহস্তে অমোঘ কালদণ্ড উত্তোলন করিলেন। উহাঁর পার্শ্বে কালপাশ এবং অগ্নিবৎপ্রদীপ্ত বজ্রকল্প স্বয়ং মুদ্গার। ঐ কালদণ্ড স্পৃষ্ট বা নিক্ষিপ্ত হওয়া দূরে থাক দৃষ্টমাত্রই জীবের প্রাণ নষ্ট হয়। উহা জ্বালা-করাল ও ভীষণ। রাক্ষসরাজ রাবণ উহার প্রখর তেজে দগ্ধ প্রায় হইল। উহার সচিবেরা ভীতমনে পলাইতে লাগিল। এবং দেবগণও অস্থির হইয়া উঠিলেন।

ইত্যবসরে প্রজাপতি ব্রহ্মা তথায় প্রাদুর্ভূত হইয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি রাবণকে এই কালদণ্ডে বিনাশ করিও না। আমার বরে ঐ দুষ্ট সুরাসুরের অবধ্য হইয়া আছে। সুতরাং উহাকে বিনষ্ট করিলে আমার কথা ব্যর্থ হইবে। এইটী তোমার পক্ষে অনুচিত কার্য্য। দেব বা মনুষ্যের

মধ্যে যে কেহ হউন আমার কথার অন্যথাচরণ করিলে তাহার দ্বারা এই ত্রিলোক মিথ্যাদোষে নিশ্চয় উপহত হইবে। তুমি আমার প্রিয় বা অপ্রিয় নির্বিশেষে যাহার প্রতি এই দারুণ কালদণ্ড নিক্ষেপ করিবে সে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইবে। ইহার প্রয়োগ অমোঘ। সমস্ত জীবের মৃত্যু ইহার অয়ত্ত। ইহাকে সৃষ্টি বরিবার উদ্দেশ্যই আমার এইরূপ। অতএব তুমি এই কালদণ্ড ঐ রাক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ করিও না। এই দণ্ডপ্রহারে যদি এই নিশাচর মরিয়া যায় তবে আমার কথা মিথ্যা; অথবা যদি নাই মরে তবে আমার সৃষ্ট এই দণ্ডও মিথ্যা। অতএব তুমি এখনই ইহা প্রতিসংহার কর। যদি লোকের মুখাপেক্ষা করা তোমার উচিত হয় তবে আমায় মিথ্যাদোষে লিপ্ত করিও না।

যম কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাদিগের অধিপতি; আমি এখনই এই কালদণ্ড প্রতিসংহার করিলাম। রাবণ আপনার বরপ্রভাবে সুরাসুরের অবধ্য হইয়া আছে। যদি আমি উহাকে বিনাশ করিতে না পারিলাম তবে এই রণস্থলে থাকিয়া আর আমার কি ফল হইবে। এক্ষণে ইহার দৃষ্টিপথ হইতে অপসৃত হওয়াই আমার কর্ত্তব্য।

এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ যম রথ ও অশ্বের সহিত অন্তর্ধান করিলেন। দশগ্রীবও জয়ী হইয়া স্বনাম প্রখ্যাপন পূর্ব্বক

যমলোক হইতে নির্গত হইল। যম, মহর্ষি নারদ, অন্যান্য দেবগণ ও ব্রহ্মার সহিত একান্ত হৃষ্ট হইয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।